ড্রাগোমির

আশরাফুল সুমন

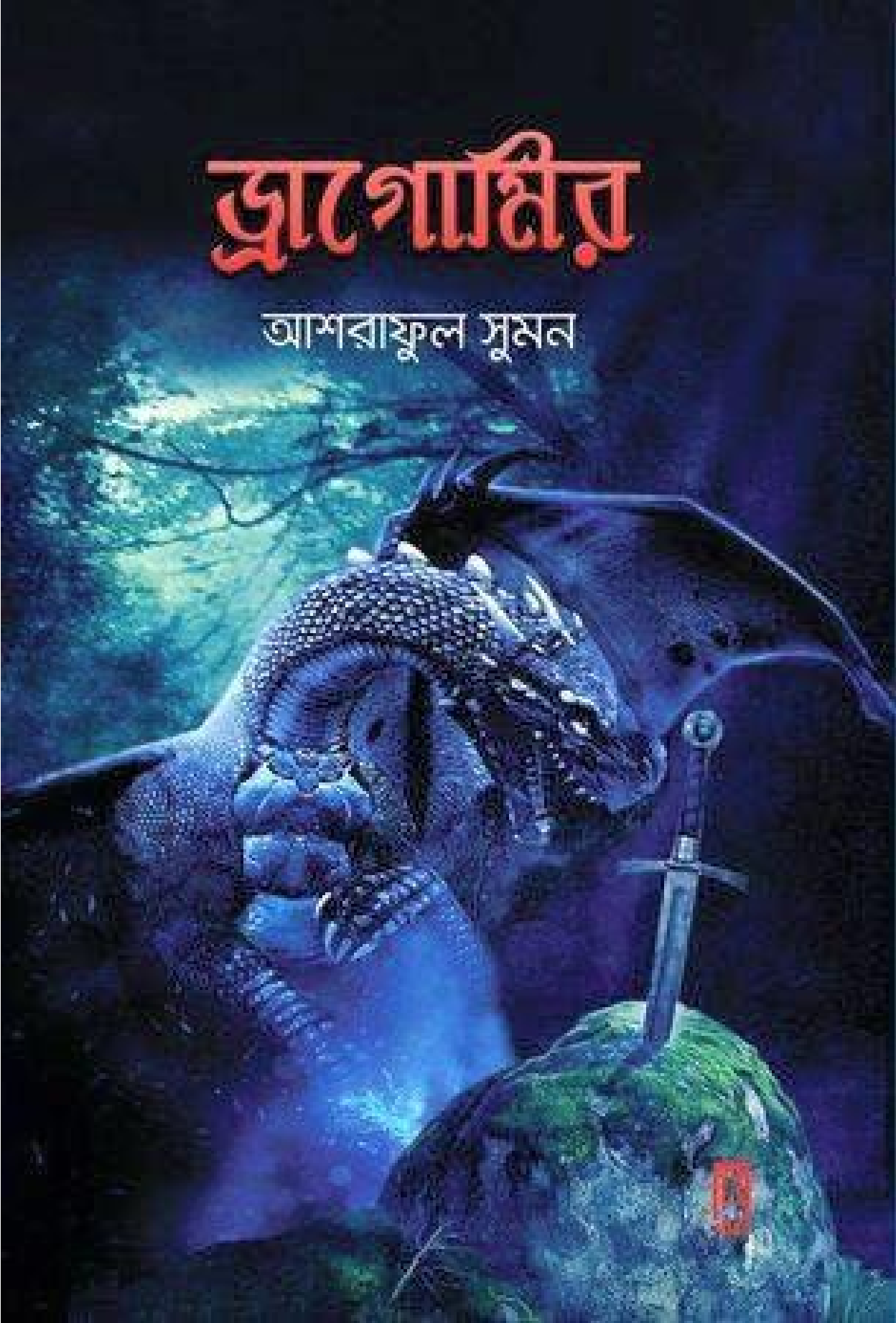

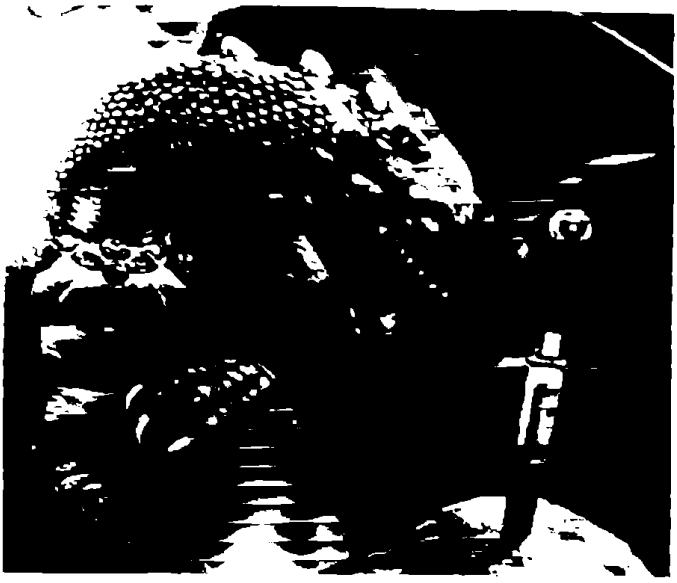

শান্ত, নিস্তব্ধ এবং কোলাহলহীন একটি অঞ্চল, ওটিয়োসাস, যার সৃষ্টি হয়েছে কোনো একজন ফ্যান্টাসি লেখকের লেখনী শক্তির মাধ্যমে।

চরিত্রগুলোর শান্ত নদীর ঢেউয়ের মত বয়ে চলা জীবন পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যায় যখন তারা জানতে পারে যে তাদের লেখকের মাথায় নতুন বুদ্ধির উদয় হয়েছে: লোকটা তার গল্পে একটি দানব সৃষ্টি করতে চায়, এবং সেটা যেন তেন দানব নয়–একটি ভয়ঙ্কর, হিংস্র এবং অত্যাচারী ড্রাগন।

অজানা-আশংকায় কেঁপে উঠল পুরো ওটিয়োসাস। চরিত্রগুলো বুঝতে পারলো যে বইয়ের কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে লেখক অবশ্যই ড্রাগনটার মাধ্যমে অর্ধেক ওটিয়োসাসকেই অগ্নি-স্রোতের নিচে ডুবিয়ে ছাড়বেন।

লেখকের এ হঠকারি সিদ্ধান্ত তারা মেনে নেয় না–স্বাভাবিকভাবেই।

তারা খুব ভয়ংকর এক সিদ্ধান্ত নিলো–লেখককে হত্যা করবে ওরা...

ড্রাগোমির

আশরাফুল সুমন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

Adee

প্রকাশক

নাফিসা বেগম

আদী প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার,৩য় তলা, ঢাকা- ১১০০

ফোন ০১৬২৬২৮২৮২৭

প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০১৫

© লেখক

প্রচ্ছদ নাজিম উদ দৌলা

অনলাইন পরিবেশক www.rokomari.com/adee

মূল্য : ২৬০ টাকা

Dragomir Published by Adee Prokashon

Islamia Tower , Dhaka-1100

Printed by Adee Printers

Price 260Tk. U.S. 8 $ only

ISBN 978 984 91916 0 5

লেখকের কথা

অসংখ্য বিনিদ্র রজনী আর ক্ষুধার্ত পাকস্থলীর গর্জনকে পাশ কাটিয়ে অবশেষে যখন বইটা শেষ করতে পারলাম, তখন নিজেকে জেল ফেরত কয়েদীর মতো মুক্ত আর স্বাধীন বলে মনে হচ্ছিল। এবং... ঠিক তখনই ওটা শুরু হলো, এরপর নিউক্লিয়ার চেইন বিক্রিয়ার মতো ক্রমাগত হতেই থাকল...হতেই থাকল...

টেনশান...জীবনের প্রথম বই এর উত্তাপ।

উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা কুলক্ষণ নিয়ে ঘুমের ভেতর হানা দিতে লাগল নিয়মিত–এই লেখাটা যখন লিখছি, তখনো দিচ্ছে, বইটা বের হওয়ার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত দেবে।

শুরুতেই বলে রাখি, বইটা পড়তে গেলে ছোট-খাটো একটা ধাক্কা খেতে পারেন। কারণ, এটি আমাদের গল্প লেখার প্রচলিত সিস্টেমের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, এটি কোনো প্রচলিত ধারার গল্প নয়। এটাকে বলা হয় ম্যাটাফিকশান। এবং, সেই সাথে অবশ্যই...ফ্যান্টাসি।

প্রথমেই ধারণা দেয়া যাক মেটাফিকশান সম্পর্কে।

ম্যাটাফিকশান হচ্ছে এক ধরনের লিটারারি ডিভাইস যেটার মাধ্যমে পাঠককে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে তিনি যেটা পড়ছেন, ওটা আসলে স্রেফ একটা বই, কিংবা যেটা দেখছেন, সেটা স্রেফ একটা মুভি, বাস্তব নয়।

সহজ ভাষায় যদি বলি, তাহলে ম্যাটাফিকশান হচ্ছে সেটাই যেখানে বই এর ভেতর একটি আলাদা জগত থাকে, যে জগতের চরিত্রগুলোর জীবন আছে, এবং যারা নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত থাকে। ওরাও আমাদের মতোই হাঁসে, কাঁদে, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়, মন খারাপ করে, জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখে।

ম্যাটাফিকশান একই সাথে এক ধরনের লিটারারি ডিভাইস, এবং একই সাথে ফিকশান জেনারও বটে।

ম্যাটাফিকশানের ন্যারেশান, বা বর্ণনাভঙ্গি, আমাদের প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে আলাদা। আমাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে গল্পগুলোকে ফার্স্ট পার্সন কিংবা থার্ড পার্সন এ ন্যারেট করা হয়। সেখানে লেখকের কোনো ব্যক্তিগত অভিমত থাকে না। কিন্তু ম্যাটাফিকশান আলাদা। এখানে গল্পের ভেতরে লেখক চাইলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করতে পারেন।

অর্থাৎ, আপনি যদি এমন কোনো সাহিত্য পড়ে থাকেন, যেখানে গল্পের মাঝখানে লেখক নিজস্ব কোনো একটা মন্তব্য করে বসেছেন, সেটা অবশ্যই ম্যাটাফিকশান। এমন যদি কোনো গল্প পড়ে থাকেন, যেখানে বইয়ের ভেতর আলাদা একটি জগত আছে, যেখানে চরিত্রগুলো জীবন্ত, তাহলে অবশ্যই আপনি ম্যাটাফিকশান পড়েছেন। যদি কখনো এরকম কোনো গল্প পড়ে থাকেন বা মুভি দেখে থাকেন, যেখানে বইয়ের বা গেইমের অথবা মুভির

চরিত্রগুলো বইয়ের ভেতর থেকে বাইরের জগতে চলে আসে, অথবা বাইরের জগত থেকে কেউ ভেতরের জগতে চলে যায়, তাহলে অবশ্যই সেটা মেটাফিকশান এর উদাহরণ।

সোজা কথায়, বইয়ের ভেতরের প্রাণবন্ত জগত, জীবন্ত চরিত্র, গল্পের ভেতর লেখকের নিজস্ব মতামত দেয়া, চরিত্রগুলো বইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা, কিংবা বাইরের জগতের কেউ বইয়ের ভেতর চলে যাওয়া, এইগুলো সবই হচ্ছে ম্যাটাফিকশানের ইলিমেন্ট। আর এগুলো নিয়েই তৈরি হয় একটা ম্যাটাফিকশান গল্প।

যেমন: Thursday Next সিরিজ এর The Well of Lost Plots বই এ দেখা যায় যে স্পেলিং মিস্টেকের এক ডেডলি ভাইরাস বইতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ স্পেলিং মিস্টেক এর কারণে গল্পের জগতে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটতে থাকে। যেমন, মিস স্পেলিং এর কারণে ক্যারট হয়ে যায় প্যারট, হর্স হয়ে যায় হাউস। সেই হর্স হাউস হয়ে মৃত্যুবরণ করার কারণে গল্পের শেষে আবার একটা শেষকৃত্যও করা হয় তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ট্রিবিউট দেয়ার জন্যে!

এখন কেউ যদি আমাকে বলে, 'থামেন মিয়া, এত আজাইরা কথা না বলে এক কথায় বলেন, ম্যাটাফিকশান কী? সময়ের মূল্য দিতে শিখেন...যত্তসব...'

আমি বলব: দ্য স্টোরি, উইদিন এ স্টোরি...

মানে, গল্পের ভেতর গল্প।

এটাই ম্যাটাফিকশান।

গল্পটি উপন্যাস আকারে লেখা হতো না, যদি না মুসা ইবনে মান্নান নামে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান থ্রিলার লেখক–যাকে অনলাইনে সবাই কিশোর পাশা ইমন বলেই চেনে–আমার ফেসবুক টাইমলাইনে 'ড্রাগোমির' গল্পটির কাহিনী সংক্ষেপ নিয়ে লেখা পোষ্টে এটিকে ছোট গল্প হিসেবে না লিখে উপন্যাস আকারে লিখার সাজেশান দিত।

ছেলেটা সেদিন এই কথাটা না বললে এই গল্পটা স্রেফ অনলাইনের কোনো এক কোণে পড়ে থাকা ছোট্ট একটি ম্যাটাফিকশান/ফ্যান্টাসি গল্পই হতো।

কিন্তু এরপরেও, বইটি আলোর মুখ দেখত না, যদি না বাংলাদেশের থ্রিল জগতের উদীয়মান নক্ষত্র, লেখক, বন্ধু নাজিম উদ দৌলা বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতো। ওর কাছে আজীবন ঋণী আমি।

এন্ড লাস্ট, বাট নট দ্য লিস্ট, আদী প্রকাশনের কর্ণধার সাজিদ রহমান ভাইয়ের জন্যে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি আমি, তার দীর্ঘায়ু কামনা করি। একজন সম্পূর্ণ নতুন লেখকের লেখা এত বড় একটি উপন্যাস প্রকাশ করার ঝুঁকি খুব বেশি প্রকাশক নেয় না।

আশরাফুল সুমন
২০-১২-১৫
চট্টগ্রাম

সেইসব পাঠক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের, যারা সব সময় আমার পাশে থেকেছেন, আমাকে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন ক্লান্তিহীন ভাবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চ্যাপ্টার ১
বার্থডে পার্টি

স্বর্গীয় নিস্তব্ধতার জালে ঘেরা অঞ্চলটির বিস্তৃত মাঠগুলো অসম্ভব মোলায়েম সবুজ ঘাসে মাইলের পর মাইল ঢাকা; যেন নরম ঘাসের আস্তরণ দিয়ে খুব সাবধানতার সাথে ঢেকে দেয়া হয়েছে পুরো অঞ্চলটিকে। সদ্য জেগে উঠা সূর্যের আলোতে চিকচিক করছে নদীর পরিষ্কার, রুপালি জল। রাস্তার দু'ধারের গাছগুলোতে লাল, নীল, সবুজ, বেগুনীসহ অসংখ্য রঙের ফুল আর ফল ধরে আছে। বিভিন্ন প্রজাতির রঙিন পালকের পাখিরা গাছের ডালে এবং ফাঁক-ফোকরে তাদের আস্তানা খুঁজে নিয়েছে। ওদের মধুর সঙ্গীতের ঐকতানে পুরো জায়গাটায় যেন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। মাঝে মাঝেই মৃদু মন্দ বাতাস এসে ঘাস আর গাছগুলোর গায়ে ঢেউ তুলে যায়; দেখে মনে হবে, যেন সাক্ষাৎ স্বর্গভূমি।

অঞ্চলটার নাম, ওটিয়োসাস।

এ জায়গাটা যেমন অদ্ভুত, এর লোকজনও সকল দিক দিয়েই বিচিত্র–ওদের ধ্যান-ধারনা, কথা-বার্তা, চাল-চলন, রীতিনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই আমাদের চেয়ে আলাদা। কারণ, ওরা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নয়। ওরা উইজার্ড। না, সার্কাসে খেলা দেখানো জাদুকর নয়, সত্যিকারের ম্যাজিকেল লোকজন।

ওরা সবাই মিলেমিশে থাকে এই শান্তিপূর্ণ স্বর্গীয় অঞ্চলে। কোনো ঝগড়া নেই, ফ্যাসাদ নেই, ঝুট ঝামেলা নেই। এক অসহ্য, বিরক্তিকর রকমের সুদীর্ঘ শান্তির চাদরে ঢাকা আছে পুরো অঞ্চলটা।

কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক। ভাবছেন, এমন জগত বাস্তবে থাকতে পারে না, স্রেফ কল্পনাতেই সম্ভব, তাইতো?

ওয়েল, কংগ্রেচুলেশান! ইউ আর এবসোলিউটলি রাইট! কারণ, এই জগতটা আসলেই সত্যিকারের কোনো জগত নয়। এটা আসলেই কল্পনার একটি জগত। আরও

নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এটি একজন লেখকের লেখা একটি ফ্যান্টাসি বইয়ের ভেতরের কাল্পনিক জগত।

কী? কনফিউজড?! ইউ শুড বি!

তবে এরচেয়েও মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওটিয়োসাসের অধিবাসীরাও জানে যে ওরা কারও কল্পনার ফসল! জানে যে তারা সবাই একজন লেখকের আজগুবি খেয়ালের ফলে সৃষ্ট উদ্ভট চরিত্র। কিন্তু এ নিয়ে তারা বিন্দুমাত্রও ভাবিত নয়।

কেন?

কারণ, আপনার কাছে ওদের জগতটা অবাস্তব হলেও, ওদের কাছে ওদের জগতটাই বাস্তব, বিশ্বাসযোগ্য, প্রাণবন্ত এবং সত্য। আমাদের এই জগতটাই বরং ওদের কাছে বেশি উদ্ভট, আজগুবি এবং ভূতুড়ে, অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতো!

বইয়ের জগতে আপনাকে স্বাগতম। এবার আর অভিযোগ না করে মুখে সেলো টেপ মেরে গল্প শুনুন...আই মিন...গল্প পড়ুন।

ওটিয়োসাসের কোনো এক বাড়িতে আজ অনেক উইজার্ড এসে জমায়েত হয়েছে। সাদা রঙের দোতলা বাড়িটি একটা সবুজ মাঠের মাঝখানে অলস ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে হাই তুলছে। ওটার গায়ের এখানে-ওখানে অর্থহীন কিছু আঁকিবুঁকি করা হয়েছে। বাড়িটার ছাদটা লাল রঙের–টিনের বাড়ির ছাদ যেমন বাঁকানো থাকে, ওটাও তেমন।

বাড়িটার বাম পাশে আছে একটা গাছপালায় ঘেরা পুকুর যেখানে সোনালি আঁশযুক্ত কিছু মাছ খেলা করছে–ওগুলো জোড়ায়-জোড়ায় লাফ দিয়ে পুকুরের পৃষ্ঠ ভেদ করে উপরে উঠছে আর যে যাকে পারে লেজ দিয়ে সমানে বাড়ি মারছে। যেগুলো মার খাচ্ছে ওগুলো মুখ দিয়ে ক্যাটক্যাট জাতীয় শব্দ করছে, যেন বলতে চাইছে: *পরের বার দেখে নেব, ছুঁচো।*

বাড়িটার পেছনে পাহাড়ের সারি বেশ কিছুদূর দৌড়ে চলেছে। আর ডান পাশে প্রশস্ত সবজি ক্ষেত বিশ্রাম করছে অনন্তকাল ধরে।

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ড্রয়িং রুমটির ঠিক মাঝখানে একটি চোদ্দ বছর বয়সী মেয়ে ছুরি হাতে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পরনে গ্রে রঙের জিন্স আর গোলাপি রঙের টপস, যেটার গায়ে গ্রিজলি ভালুকের ছবি আঁকা। ওর কালো চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত–প্রতিটা ভাঁজ দীপ্তি ছড়াচ্ছে। চোখে অদ্ভুত নীল রঙের একটা দ্যুতি যার ভেতর আলাদা করে উঁকি দিচ্ছে ভিন্ন কিছু একটা যা ওকে ওর বয়সী অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা করে রেখেছে–আত্মবিশ্বাস।

নাও জাস্ট হোল্ড এ সেকেন্ড! হাতে ছুরি...কিন্তু হাসি হাসি মুখ...ব্যাপারটা তো রীতিমতো গা শিউরে উঠার মতো, তাই না? বেশিরভাগ লোকই ভাববেন, 'এ কোন সাইকো কিলার এর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে রে বাবা!'

না না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ, ছুরিটি কেক কাটার ছুরি। আজ মেয়েটির জন্মদিন।

BanglaBook.org

ঘরময় বেলুন উড়ছে–লাল, নীল এবং হলুদ রঙের। শিশুরা দৌড়াদৌড়ি করছে এখানে-সেখানে। উচ্চ স্বরে গান বাজছে রেকর্ডারে। বড়রা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে এখান-ওখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। তার মাঝেই দরজা দিয়ে ঢুকল একটি ছেলে আর তার বাবা।

লোকটার গায়ে আপেল রঙের স্যুট, তার সাথে টাইটা ম্যাচিং করে পরেছে। চুলগুলো খুব সুন্দর করে বামপাশে সিঁথি করে আঁচড়ানো। এই বয়সেও যেকোনো নারীর হৃদয় হরণ করার মতো চেহারা আর ফিগার ধরে রেখেছেন উনি।

ছেলেটার চেহারাটা তার বাবার মতোই–ঈর্ষণীয় রকমের হ্যান্ডসাম, চুলের ইউনিক স্টাইল, মুখের সাথে সর্বক্ষণ লেগে থাকা হাসি, যেটা মনে করিয়ে দেয়, 'এই ছেলের মাঝে আসলেই কোনো একটা সমস্যা আছে' এবং সেই সাথে আছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো ব্যাপার: দৃঢ় সংকল্প এবং জেদ। ভয়ংকর রকমের জেদ।

ছেলেটাও তার বাবার মতো স্যুট পরেছে। তবে ওর স্যুটটা সাদা এবং ওটার সাথে টাই পরেনি সে। তার বাবা, মিস্টার জর্জ উইলোবি, ওকে অনেক হুমকি-ধামকি দিয়েও টাই পরাতে পারেননি–বরাবরের মতোই ব্যর্থ উনি। এ ব্যাপারে তাঁর ছেলের বক্তব্য হচ্ছে, *'টাই আর গলার ফাঁস, উভয়েই একে অপরের প্রতিশব্দ।'* এরপর আর ছেলের সাথে তর্ক জড়াননি উনি।

'বেনজামিন! তোকে দেখে কত্ত খুশি হয়েছি জানিস! ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।' এক দৌড়ে ছেলেটির কাছে ছুটে গেল মেয়েটি, পেছন-পেছন ওকে অনুসরণ করল ওর বাতাসে আন্দোলিত হওয়া চুলের গোছা। কাছে এসেই ইতি-পাতি করে ছেলেটির আশেপাশে কী যেন খুঁজতে লাগল সে।

'তোর এত্ত কিউটি মার্কা অভ্যর্থনার পেছনের উদ্দেশ্য বুঝতে আমার এক সেকেন্ডও লেট হয়নি, এলিসিয়া,' মুখ বেঁকিয়ে বলল বেনজামিন। 'যদি ভেবে থাকিস যে তোর জন্যে গিফট এনেছি, তাহলে ভুল করছিস। আমার গত জন্মদিনে তুই কিছুই দিসনি, মনে আছে?'

'সেক্ষেত্রে...' দাঁতে দাঁত পিষে বলল এলিসিয়া, 'আমি আমার উষ্ণ অভ্যর্থনা ফিরিয়ে নিলাম, তুই দূর হ আমার বাসা থেকে।'

ওর মুখের সেই কিউটি ভাব মুহূর্তেই কোথায় যেন বিলীন হয়ে গিয়েছে। তার পরিবর্তে এখন সেখানে এসে ভর করেছে বেনজামিনকে লাথি দিয়ে বের করে দেয়ার এক অদম্য ইচ্ছা; আশেপাশে কেউ না থাকলে সম্ভবত সেটা সে সাথে সাথেই পূরণ করে ফেলত।

'দেখ, তুই আগের জন্মদিনে আমাকে কোনো উপহার দিস নাই, তাই আমিও এই জন্মদিনে তোকে কোনো উপহার দেই নাই, হিসেব বরাবর। এখানে রাগ দেখানোর কিছু নাই, ইটটি ছুঁড়লে পাটকেলটি খেতে হয়, জানিস তো?' ভ্রু কুঁচকে এমনভাবে বলল বেনজামিন যেন হিসেব একদম জলের মতো পরিষ্কার।

BanglaBook.org

'ও তাই! তোকে আগের জন্মদিনে উপহার দেই নাই কারণ জন্মদিনের আগের দিনই তুই আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার খেলনা হেলিকপ্টার নিয়ে খেলতে গিয়ে সেটাকে ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছিলি। অতএব, টেকনিক্যালি তুই কোনো অভিযোগ গঠন করতে পারিস না। ওটা তোর প্রাপ্য ছিল,' দ্বিগুণ রাগ দেখিয়ে বলল এলিসিয়া; এখন সে কোমরে হাত দিয়ে রেখেছে।

বেনজামিন দু হাতের তালু উঁচিয়ে শ্রাগ করল। 'তো?'

'শোন, আমার বার্থডে পার্টিতে অংশগ্রহণ করার পূর্ব শর্ত কি জানিস? হাতে করে র‍্যাপিং পেপারে মোড়ানো একটা সুন্দর গিফট নিয়ে আসতে হবে। এটাই হচ্ছে দরজা দিয়ে ঢোকার টিকেট।' এক আঙ্গুল দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিল এলিসিয়া। 'এছাড়া যে-ই পার্টিতে আসবে, তাকেই গেইট ক্রাশার বলে ধরা হবে, এবং সোজা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে।'

জামার হাতা গুটিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছে এলিসিয়া। রাগে ফুঁসছে ও। দেখে ভয়ে খানিকটা পিছিয়ে এলো বেনজামিন।

'ইয়ে...আরে রে রে...শোন তুই...আমি তো মজা করছিলাম। গিফট এনেছি তো...ঐটা বাবার কাছেই আছে।' দুই হাত সামনের দিকে দিয়ে এলিসিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বেনজামিন। এলিসিয়া এমনিতে মিষ্টি মেয়ে, কিন্তু রেগে গেলে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। তখন দেখতে অনেক ভয় লাগে।

'আংকেলের কাছে উনার নিজের গিফট থাকবে। তোরটা থাকবে কেন?' ঘুষি পাকিয়ে বলল এলিসিয়া।

'না মানে, আমার গিফটটা একটু ভারি তো, তাই বাবার হাতে ধরিয়ে দিয়েছি ওটা। দাঁড়া আমি ডাকছি...বাবা...একটু হেল্প করবে প্লিজ?' বেনজামিন বাম দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বাবাকে ডাকতে লাগল। বেনজামিনের বাবা জর্জ উইলোবি, এলিসিয়ার বাবা অ্যালেক্স উইলোবির সাথে কথা বলছিলেন। উনারা আপন ভাই। মানে হচ্ছে, এলিসিয়া আর বেনজামিন দুইজনই কাজিন। টিপিক্যাল ঝগড়াটে কাজিন।

'খালি ঘুষি পাকালে হবে না এলিসিয়া, ওর নাক বরাবর চালিয়ে দাও ঘুষিটা,' ওদের দিকে আসতে-আসতে বললেন মিস্টার জর্জ উইলোবি। শূন্যে হাত দুটো ঝাঁকি দিতেই দু'হাতে দুটো গিফট বক্স চলে এলো উনার। একটা বক্স একটু ছোট। আর আরেকটা আকারে বেশ বড়।

'বেনজামিন কী দিয়েছে আমি জানি না, তবে আমার গিফটটা কিন্তু বেশ দুর্লভ। ওটা তোমার কখনো কাজে লাগবে কিনা জানি না, শুধু এটুকু জানি, যদি তোমার কখনো খুব বিপদ হয়, তবে ওটা তোমাকে রক্ষা করবে,' এলিসিয়ার হাতে র‍্যাপিং পেপারে মোড়ানো দুটো বক্স তুলে দিতে-দিতে বললেন উনি। এরপর এলিসিয়াকে উইশ করে উনি চলে গেলেন উনার ভাইয়ের সাথে কথা বলতে। যাওয়ার আগে বেনজামিনকে টেনে নিয়ে যেতে ভুললেন না।

BanglaBook.org

এলিসিয়া ভেতরে-ভেতরে খুব এক্সাইটেড হয়ে উঠল; আংকেল জর্জ এর উপহার সব সময়ই অন্যদের চেয়ে আলাদা আর দামি হয়। গত জন্মদিনে উনি এলিসিয়াকে একটা ম্যাজিক স্টাফ দিয়েছিলেন; ওটাই ওর জীবনের প্রথম ম্যাজিক স্টাফ। তার আগের জন্মদিনে উনি ওকে একটা *'কম্প্রেসিং বক্স'* দিয়েছিলেন। সেখানে যাই রাখা হোক না কেন, সেটা আকারে অনেক ছোট হয়ে যায়, ফলে সেখানে একসাথে অনেক জিনিস ঠাসাঠাসি করে রাখা যায়। এরপর *'কম্প্রেসিং বক্স'* এ রাখা কোনো বস্তু যখনই কারো দরকার হবে, তখন শুধু *'সামনিং চার্মটা'* উচ্চারণ করলেই হবে। বক্স এর মালিক যেখানেই থাকুক না কেন, সাথে-সাথে ঐ বস্তুটা তার কাছে এসে হাজির হবে। উইজার্ডরা সাধারণত এই ধরণের বক্স ব্যবহার করেন যাত্রা পথে অতিরিক্ত জিনিস বহন এর ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে। আংকেল জর্জ এর কাছ থেকে এবারও ঐরকম কিছুই আশা করছে এলিসিয়া।

তাড়াতাড়ি নিজের রুমে ঢুকে গেল সে। এরপর **'ফ্রম বেন'** লেখা আকারে বড়-সড় বাক্সটা টেবিলের এক পাশে রেখে দিয়ে আংকেল জর্জের দেয়া উপহারটা খোলায় মন দিল এলিসিয়া।

ভেতরে অদ্ভুত একটা ছোট্ট আয়না। ওটা হাতে তুলে নিলো সে। ওটা থেকে হালকা নীল আলোর দ্যুতি বের হচ্ছে–ঠিক ওর চোখের মতো। আয়নাটার গায়ে নদীর স্রোতের মতো ক্ষীণ একটা ঢেউ বয়ে চলেছে অবিরাম। কিন্তু একটাই সমস্যা: আয়নাটাতে ওর প্রতিবিম্ব পড়ছে না। অবাক হয়ে ও ভাবছে, আয়নাটার কাজ কী হতে পারে?!

আয়নাটার ফ্রেমে খুব সুন্দর করে বাঁকা হরফে লেখা: ***'ইনস্ট্যান্ট টেলিপোর্টার।'***

বাক্সের ভেতর একটা ডিজাইন করা কার্ড, যেখানে লেখা, 'ইনস্ট্যান্ট টেলিপোর্টারঃ যখন যেখানে খুশি নিজেকে ট্রান্সপোর্ট করো চোখের পলকে!' এরপর কিভাবে আয়নাটা ব্যবহার করতে হবে সেগুলো লেখা। একদম নিচে একটা এক্টিভেশান চার্ম দেয়া আছে।

চোখের কোনা দিয়ে এলিসিয়া দেখল বেনজামিন এগিয়ে আসছে ওর রুমের দিকেই। তাড়াতাড়ি ড্রয়ারটা খুলল সে। ওখানেই সযত্নে রাখা ওর কম্প্রেসিং বক্স। চটজলদি আয়নাটা কম্প্রেসিং বক্স এর ভেতর চালান করে দিয়ে মুখে একটা বিরক্ত-বিরক্ত ভাব ফুটিয়ে তুলে দাঁড়িয়ে থাকল ও।

'কী চাই?' ভ্রু কুঁচকে বলল এলিসিয়া।

'না মানে, দেখতে এসেছিলাম ড্যাড তোকে কী দিয়েছে। আমাকে উনি বলতেই চাইছেন না! তার মানে হচ্ছে, উনি নিশ্চয়ই খুব ইন্টারেস্টিং কিছু দিয়েছেন...তো ইয়ে, কয়েকদিন আগে তুই না আমার ম্যাজিকেল কলমটা চেয়েছিলি...আমি ভাবছিলাম কী, আমার কাজিন হিসেবে ওটার উপর তোরও অধিকার আছে...সো...' হাত নেড়ে কিছু একটা বোঝাতে চাইল বেনজামিন।

BanglaBook.org

'তো? ঝেড়ে কাশুন।'

'তো...অদল-বদল। আমার ম্যাজিক কলমটা তুই নিবি মাঝে-মাঝে, আর বিনিময়ে বাবার দেয়া সেই গিফটটা আমাকে দিবি মাঝে-মাঝে। ইউ নো, ইটস এ ফেয়ার ট্রেড।'

'ধুরে গিয়ে মর তুই! আমি আমার হেলিকপ্টারটার কথা ভুলি নাই এখনো। তোকে খেলতে দিয়েছিলাম বিশ্বাস করে, আর তুই? আছাড় খেয়ে পড়েছিলি ওটার উপরে। আমি বুঝি না, শুকনো খটখটে মেঝেতে কেউ আছাড় খায় কিভাবে? আর পড়বি পড়, একদম মালীর ঘাড়ে? আরও তো কত জায়গা ছিল পড়ার মতো। কিন্তু না! তুই সব জায়গা ম্যাজিকেলি মিস করলি, এবং বেছে-বেছে একদম আমার সাধের হেলিকপ্টারটার উপরেই পড়লি! যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে! অতএব, এইবার আর সেই ভুল করছি না। তাছাড়া আংকেল আমাকে কোনো খেলনা দেয়নি যেটা নিয়ে তুই খেলতে পারবি, ইটস...সামথিং ডিফারেন্ট...' শেষের কথাগুলো খানিকটা ইতস্তত করে বলল এলিসিয়া; বলেই ঠোঁট কামড়ে ধরল–কথাটা বলা ঠিক হয়নি।

'ওওওও...তার মানে ওটা নিশ্চয়ই অনেক হাই কোয়ালিটি ম্যাজিকে ভরপুর। অতএব সেটা অবশ্যই দেখা উচিত। তাছাড়া এসব ম্যাজিকেল অবজেক্ট এর ব্যাপারে আমি পারদর্শী, সেটা তুই ভালোভাবেই জানিস,' বেশ সিরিয়াস মুখে বলল বেনজামিন।

'সে পরে দেখা যাবে...যাই হোক...আমি মাত্র তোর গিফটটা খুলছিলাম, ভাবছিলাম তুই কী দিয়েছিস,' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল এলিসিয়া, সেই ফাঁকে চটজলদি হাতে তুলে নিয়েছে বেনজামিনের উপহারটা।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করায় অখুশি হলো না বেনজামিন। এখন পূর্বের চেয়েও আরও মজার প্রসঙ্গে এসে গেছে ওরা। মুখটা চওড়া হাসিতে ভরে গেল ওর।

'আমার মনে হয়, ওটা তোর সবার সামনেই খোলা উচিত, আয় আয়...' বলেই এলিসিয়াকে একরকম টেনে-হিঁচড়ে পার্টি রুমের দিকে নিয়ে গেল বেনজামিন।

'হুম, এইবার খুলে ফেল গিফটটা, আশা করি এটা পাওয়ার সাথে-সাথে গতবারের হেলিকপ্টার ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারটা তুই ভুলে যাবি, এবং কে জানে, হয়ত ঐ গিফটটা নিয়ে তোর মতেরও পরিবর্তন হবে,' বেশ রহস্যময় হাসি হেসে বলল বেনজামিন।

বেনজামিনের মতলবি হাসির সাথে ভালো করেই পরিচিত এলিসিয়া। কাউকে ফাঁসানোর আগে এই ধরনের হাসি দেয় সে। কিন্তু এলিসিয়া একই সাথে খুব এক্সাইটেড বেনজামিনের উপহারটা নিয়ে। আজকে ওর বার্থডের দিনে নিশ্চয়ই কোনোভাবে ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করবে না বেনজামিন। শত হোক, কাজিন তো।

বেনজামিনের গিফটটা চোখের সামনে মেলে ধরল এলিসিয়া উইলোবি। গিফট বক্সটা বেশ বড়, আর ভারি। এত বড় কী উপহার দিয়েছে ওকে বেনজামিন? নিশ্চয়ই দামী কিছু? নাহ ছেলেটাকে যতটা বদ ভেবেছিল, আসলে অতটা খারাপ সে না!

BanglaBook.org

[illegible] সে এরপর বক্স এর উপরের দিকটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল ভেতরে হাত ঢুকতেই কিছু একটা নড়েচড়ে উঠল।

এক জোড়া হলুদ চোখ বাক্সের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। ওটা কয়েকবার চোখ পিটপিট করল। এরপর রোয়াওওও বলে একটা ছোট-খাটো গর্জন উপহার দিল

ভয়ে আর্ত-চিৎকার করে বক্সটা হাত থেকে ফেলে দিল এলিসিয়া। ওর চিৎকার শুনে আশেপাশের সবার চোখ ওদিকে ঘুরে গেল।

বাক্স থেকে বেরিয়ে আসছে একটা বিষাক্ত সবুজ রঙের প্রাণী। ওটার চামড়া কর্কশ, ছোপ-ছোপ দাগযুক্ত এবং বেশ শক্ত। পিঠে শক্ত স্পাইক আছে। লেজটা গিরগিটির মতো নড়ছে দেহটা বক্স থেকে অর্ধেক বের করেই ওটা দু'পাশে ডানা মেলল এরপর ভন কাপটাতে-কাপটাতে এলিসিয়ার ঠিক এক ফুট সামনে এসে নড়ল

এলিসিয়া ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। ওর নিজস্ব *ম্যাজিকেল মনস্টার্স অ্যান্ড ফেরোশস ক্রিয়েচার্স* লিস্টে এই প্রাণীটা সবার প্রথমে আছে। তাছাড়া এই প্রাণীটিকে দেখে মনে হচ্ছে, একটা বিষাক্ত সবুজ চামড়ার গিরগিটিকে কেউ একজন এনলার্জমেন্ট চার্ম দিয়ে দশ গুন ফুলিয়ে দিয়েছে, এরপর গ্লু দিয়ে ওর দু'পাশে দুটো ডানা জুড়ে দিয়েছে।

জানি, ব্যাপারটা হয়তো আপনার কাছে ভয়ের নয়। সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে, এমন একটি বিচ্ছিরি প্রাণীর কথা কল্পনা করুন যাকে আপনি খুব ভয় পান, যাকে দেখলেই আপনার গা শিউরে উঠে, বমি-বমি ভাব দেখা দেয়। এবার কল্পনা করুন যে সেই বিচ্ছিরি প্রাণীটি যেকোনো ভাবেই হোক দশ গুন ফুলে উঠেছে, এবং আপনার ঠিক এক ফুট সামনে দাঁড়িয়ে রাগান্বিত চোখে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি নিশ্চিত, এলিসিয়ার কষ্টটা সেক্ষেত্রে একটু হলেও বুঝতে পারবেন।

সবুজ রঙের প্রাণীটির পেটের কাছাকাছি একটা যায়গা বিশ্রী রকমের হলুদ হয়ে গিয়েছে; যেন কিছু একটা বের হয়ে আসতে চাইছে ওখান থেকে। দৃশ্যটা দেখে এলিসিয়ার বমি এসে গেল। অনেক কষ্টে বমি আটকে দাঁড়িয়ে আছে সে। আশেপাশের সবাই–ছেলে-বুড়ো যতজন আছে–বিস্ফারিত চোখে পুরো দৃশ্যটা দেখছে।

কোনরূপ ওয়ার্নিং না দিয়েই প্রাণীটার মুখটা খুলে গেল। চোখের পলকেই এক ঝলক আগুন বের হয়ে এলো ওটার মুখ থেকে; চোখের পলকে এলিসিয়ার মুখের উপর একটা ছোট-খাটো বিস্ফোরণ হলো। ধোঁয়ায় ঢেকে গেল এলিসিয়ার চারপাশ।

ধোঁয়া সরে যেতেই সেখানে দেখা গেল এলিসিয়ার মুখ। ওকে দেখে মনে হচ্ছে কেউ একজন ওর সারা মুখে কালি-ঝুলি মেখে দিয়েছে জোর করে। সেই কালির ভেতর দিয়ে শুধু ওর নীল রঙের চোখ দুটোকে দুবার পিটপিট করতে দেখা গেল।

ধোঁয়াগুলো ততক্ষণে কুণ্ডলি পাকিয়ে ওর মাথার উপর উঠে একটা আরেকটার সাথে মিশে গিয়ে একটা লাইন তৈরি করে ফেলেছে:

BanglaBook.org

সবাই হাত তালি দিতে লাগল। বাচ্চারা খুশিতে চিৎকার করছে। আর এই সুযোগে গিরগিটি সদৃশ বিষাক্ত সবুজ রঙের খেলনা ড্রাগনটা এলিসিয়ার কোলে এসে স্থান নিয়ে নিলো। মাথার উপর একগুচ্ছ চকমকি কাগজ এবং কালিঝুলি মাখা মুখ নিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে এলিসিয়া। পাশে দাঁড়িয়ে পেটে হাত দিয়ে খিলখিল করে হেসে চলেছে বেনজামিন উইলোবি।

'আর এইভাবেই,' এলিসিয়া চেঁচিয়ে উঠল চিলের মতো তীক্ষ্ণ স্বরে, 'আগামী বার্থডেতে আমার তরফ থেকে যে উপহারটা তোকে দেয়ার কথা ছিল, সেটা বাতিল হয়ে গেল।

বেনজামিন এখনো হেসে চলেছে, ওর সাথে এখন যোগ দিয়েছে পার্টিতে আগত অন্য বাচ্চারা। বড়রা ছোটদের ব্যাপারে নাক না গলানোটাকে উত্তম মনে করে মুখ ঘুরিয়ে আগের মতো আলোচনা করতে লাগল।

'এই তোর গিফট, হাহ? একটা চোদ্দ বছর বয়সী কিশোরীকে ভয় দেখানো ছাড়া আর কোনো ভালো কাজ তোর জানা নাই?' চেঁচিয়ে উঠল এলিসিয়া। ইচ্ছে হচ্ছে বেনজামিনকে কষে দুটো থাপ্পড় লাগিয়ে দিতে।

'আরে রে রে, বার্থডে গিফট তো এটা ছিল না,' তাড়াতাড়ি করে বলল বেনজামিন, এখনো দাঁতাল হাসি ধরে রেখেছে ও। 'বক্সটার ভেতর একটাবার উঁকি দিয়ে দেখ। তাহলেই বুঝবি যে আমি ছেলেটা অতটা খারাপও না।'

মাটিতে পড়ে থাকা বক্সটার ভেতর উঁকি দিল এলিসিয়া। ভাবছে, এটা বেনজামিনের আরো একটি ট্রিক কিনা।

কিন্তু না, এবার আর কোনো ট্রিক ছিল না ওখানে। বাক্সটার ভেতরে নিরীহ ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে একটা বই। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ওটাকে আলোতে নিয়ে এলো এলিসিয়া। বেশ চকচকে কাভারের একটা বই, নাম–*ওটিওসাস: এ ল্যান্ড অফ মিথস।*

বইটা নিয়ে সোজা নিজের রুমে ঢুকে গেল সে। খানিক বাদেই অবশ্য ফিরে আসলো। বইটাকে জায়গা মতো চালান করে দিয়েছে ও, সময় করে পড়ে দেখবে। আপাতত বেনজামিনকে কোনোরূপ ধন্যবাদ দেয়ার দরকার দেখছে না সে–ওর উপর থেকে রাগটা কিছুতেই যাচ্ছে না।

চরম ক্ষোভ এবং অপমানে বেনজামিনকে অভিশাপ দিতে-দিতে কেক কাটল এলিসিয়া। ভাবছে, বেনজামিনকে কেকের এক টুকরোও না দিলে কেমন হয়? সামনে দাঁড়িয়ে তখনও হেসে চলেছে বেনজামিন। ওর আজ খুব খুশির দিন। এলিসিয়াকে এক হাত দেখে নেয়া গেছে।

BanglaBook.org

এলিসিয়ার হাতে ধরা ছুরিটা কেক এর ভেতর দিয়ে চলে গেল। মুহূর্তেই সবকিছু অলস হয়ে গেল যেন–এলিসিয়ার ছুরিটার যেন কোনো তাড়া নেই, এমনভাবে কেকটার ভেতর দিয়ে যেতে থাকল ওটা। চারপাশের লোকজন খুব ধীরে-ধীরে হাঁটছে, মুখ নাড়াচ্ছে, ওদের কথাগুলো বিকৃতভাবে আসছে–যেন মনে হচ্ছে কেউ একজন *স্লো মোশান মোড* চালু করে দিয়েছে।

হঠাৎ বেনজামিনের চোখের সামনের দৃশ্যগুলো ঘুরতে লাগল খুব জোরে। মুহূর্তেই ঘরটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখানে খুব দ্রুত একের পর এক দৃশ্য এসে স্থান দখল করছে; যেন দৃশ্যগুলো ফাস্ট ফরোয়ার্ড করছে কেউ।

একটা নদী...আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে সেটা। ভালোভাবে দেখার আগেই দৃশ্যটা আবার পরিবর্তিত হলো। সেখানে এখন একটা বন...ঘন সবুজ গাছে ঘেরা। বেশ উঁচু-উঁচু গাছগুলো আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দৃশ্যটা আবার পরিবর্তন হলো। একটা কালো মৃত আগ্নেয়গিরি। ওটার গায়ের সবকিছুই পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে।

আবার পরিবর্তন হলো সবকিছু। যেন খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু ওকে দেখিয়ে ফেলতে চায় কেউ। আচমকা পুরো পৃথিবী কাঁপতে লাগল। বেনজামিনের পায়ের তলার মাটি ভয়ঙ্কর ভাবে নড়ছে। ভূমিকম্প!

এত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প এর আগে কখনো দেখেনি সে। ওর পায়ের তলা থেকে গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে। যেন কিছু একটা বেরিয়ে আসতে চাইছে।

পর-মুহূর্তেই প্রচণ্ড জোরে আগ্নেয়গিরির মুখ বিস্ফারিত হলো। সেখান থেকে বেরিয়ে এলো রক্তের ন্যায় লাল তরল পদার্থ। মুহূর্তেই সব কিছুকে গলিয়ে দিল সেগুলো, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিল। এরপর সাপের মতো হিসহিস করতে-করতে এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে। বেনজামিন চিৎকার করতে চাইলো, কিন্তু ওর গলায় যেন কোনো শব্দই নেই; সম্ভবত ওর ভোকাল কর্ডটাকে কেউ গায়েব করে দিয়েছে।

দৃশ্যটা আবার পরিবর্তন হলো। একটা লাল রঙের বিশাল দেহী কিছু একটা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগ্নেয়গিরির জ্বালা-মুখ থেকে। ওটার খুনে চোখগুলো জ্বলছে অগ্নিকুণ্ডের মতো করে। ডানা দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে বিকট একটা চিৎকার দিল দানবটা। ওটার লেজটা নড়ছে অলক্ষুণে ভাবে। পিঠের উপরের বিষাক্ত কাঁটাগুলো যে কাউকে চোখের নিমিষেই মেরে ফেলার জন্যে যথেষ্ট।

মুখটা হা করল ওটা। পেটের কাছাকাছি একটা জায়গা উত্তপ্ত হয়ে হলদেটে রং ধারণ করল। পর-মুহূর্তেই তীব্র আগুনের হল্কা বেরিয়ে এলো ওটার মুখ থেকে...

কাটা গাছের মতো মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বেনজামিন। ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল ওর চারপাশ।

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ২
এ হেল্পিং হ্যান্ড

সকালের মিষ্টি রোদ এসে উঁকি দিচ্ছে জানালার ফাঁক দিয়ে। সেই আলো সরাসরি চোখের উপর পড়ায় চোখ খুলে গেল বেনজামিনের। ধূলিকণাগুলো আলোর বিমের ভেতর আপন ভঙ্গিমায় নাচানাচি করছে। দু'চোখ কচলে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল যে ও তার নিজের রুমের বিছানায় শুয়ে আছে।

গা ঝাড়া দিয়ে বিছানা থেকে উঠল সে। ভাবছিল গতরাতের সেই ভিশনটার কথা। এমন নয় যে ওটা এই প্রথমবারের মতো হলো ওর সাথে। পনের দিন আগে শুরু হয়েছিল সবকিছু। ওর এখনও মনে পড়েঃ গ্রীষ্মের বন্ধের ঠিক আগের দিন শেষ ক্লাস করে যখন সে স্কুলের শূন্য করিডোর ধরে একা-একা আসছিল, তখন ঠিক গতরাতের মতোই ওর ঘোরলাগা অনুভূতি হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সে হয়তো মাথা ঘুরিয়েই পড়ে যাবে। প্রথমে ভেবেছিল গরমের কারণে স্রেফ মাথায় চক্কর দিচ্ছে, খানিক বাদে এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ওর ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে বেশিক্ষণ লাগল না। চোখের পলকেই আশেপাশের সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সেখানে নতুন একটা দৃশ্য স্থান দখল করলঃ গ্রীষ্মের খরতাপে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া একটি নদী, যেখানে এখন বুক সমান পানি–বিশাল একটা পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে এঁকে-বেঁকে একটা বনের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল ওটা। এরপর একটা কালো আগ্নেয়গিরি। ওটার জ্বালা মুখে লাভার বিস্ফোরণ। আর তারপর...তারপর...সেই প্রথম দেখেছিল ওটাকে। দানবীয়, লাল এবং হিংস্র। ড্রাগন।

সেদিন ও বাসায় এসে কাউকেই বলেনি সে কী দেখেছে। কারণ সে ভেবেছিল যে ওগুলো স্রেফ তার দিবাস্বপ্ন বা মনের কল্পনা অথবা...ওয়েল, অথবা আর কী, সেটা বেনজামিন জানতো না। এখনও জানে না।

এরপর বন্ধের দিনগুলোতে আরও দুই বার হানা দেয় ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো। ঐ দৃশ্যগুলোর মধ্যে কোনোটাই ওকে খুব একটা ভাবায়নি, যতটা না ভাবিয়েছে সেই বিশাল গা শিরশিরে ড্রাগনটার আগ্নেয়গিরি থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসার দৃশ্যটা। সামথিং ইজ রং। ভেরি ভেরি রং।

BanglaBook.org

এখনও দুনিয়ার কাউকেই সে তার দেখা দৃশ্যগুলোর কথা বলেনি, কাউকেই না। কারণ, কাকে বলবে? কে ওকে বিশ্বাস করবে? বাবা-মা? বেনজামিন বাজি ধরে বলতে পারে যে এই কথাগুলো বলা মাত্র উনারা ভাববেন, অতিরিক্ত ফ্যান্টাসি বই পড়ার কারণে উনাদের ছেলের মাথার দু চারটে স্ক্রু খুলে গিয়েছে। তাই এইসব আজগুবি ব্যাপার কল্পনা করছে ছেলেটা। তখন ওর গল্পের বই পড়াই বন্ধ হয়ে যাবে। আর তাই, বেনজামিন রিস্কটা নিতে চায়নি। ওর বাবা-মা শুধু এটুকুই জানেন যে তাদের ছেলে ইদানীং কোনোরূপ ওয়ার্নিং দেয়া ছাড়াই যখন তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। অতএব ওর রেস্ট দরকার, চিকিৎসা দরকার।

'গুড মর্নিং মাম,' হাই তুলতে-তুলতে মাকে গুড মর্নিং জানিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে পড়ল বেনজামিন। আশেপাশে তাকিয়ে দেখল, কয়েক জোড়া চোখ ওর দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। ওর বাবা, মা ছাড়াও আছেন আংকেল অ্যালেক্স, এবং অবশ্যই, এই ধরনের লজ্জাজনক অবস্থায় যাকে সে একদমই আশা করে না, এলিসিয়া উইলোবি। ও একদম বেনজামিনের পাশের সিটেই বসে আছে।

'ভালো লাগছে এখন?' ওর মা, মিসেস রাশনা নরম সুরে জানতে চাইলেন।

'হুম মা, এখন ভালো। ইয়ে...আরেকটু সস দাও তো...' যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব নিয়ে বার্গারে কামড় দিতে-দিতে বলল বেনজামিন। যদিও ভেতরে-ভেতরে ও বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। এতগুলো গেস্ট এর সামনে সে দুর্বল কীটের মতো হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিল, এটা এমনিতেই যথেষ্ট লজ্জাজনক ব্যাপার। সবাই ওকে কী ভাবছে কে জানে। আচ্ছা, ও পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো? ভাবতে-ভাবতে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি দৃশ্য: একটা পাগলা গারদ, যার ভেতরে কয়েদীদের মতো পোশাক পরে ও পাগলামি করে বেড়াচ্ছে, আর ওকে দেখে ওর বাবা মা ক্রমাগত চোখের পানি ফেলছে। পাশেই দাঁড়িয়ে এলিসিয়া পেট চেপে ধরে হেসে চলেছে।

হাসির শব্দে বাস্তবে ফিরে এলো বেনজামিন–এলিসিয়ার কল্পনায় নয়, বাস্তবেই হাসছে; নিশ্চয়ই ওর ব্যাপারটা নিয়ে।

'হোহোহো...একদম উচিত শিক্ষা হয়েছে তোর গতকাল,' এলিসিয়া অট্টহাসি দিতে-দিতে বলল। 'আমাকে সবার সামনে লজ্জা দিয়েছিলি। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস। ঠিক কয়েক মিনিট পরে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলি। হাহাহা...একদম হিসাব বরাবর।'

বেনজামিন রাগে কটমট করতে লাগল, কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। কিন্তু ওর ভেতরটা ফুটছে টগবগ করে। ইচ্ছে করছে, এলিসিয়ার মুখে এই আধা খাওয়া বার্গারটা ছুড়ে মারে।

বাই দ্য ওয়ে, তোর পতনটা দেখার মতো ছিল। বহু কষ্টে হাসি আটকেছিলাম তখন। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম ঐ অবস্থাতেই তোর একটা ছবি তুলবো। দেখার মতো দৃশ্য ছিল বটে। হিহিহি...কিন্তু কেউই আমাকে ক্যামেরা দিল না, আফসোস।

BanglaBook.org

কিন্তু মাইরি, সত্যি বলছি, ঐ মুহূর্তটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত...' বলেই আবার হো হো করে হাসা শুরু করে দিল এলিসিয়া উইলোবি।

'আসলে কী জানিস, আমিও এলিসিয়ার সাথে পুরোপুরি একমত,' দরজা দিয়ে কেউ একজন ঢুকতে-ঢুকতে বললেন। 'তোকে আসলেই দেখতে খুব হাস্যকর লাগছিল তখন। রাগ করিসনে প্লিজ। এটাই সত্য। আমিও অনেক কষ্টে হাসি দমন করছিলাম, জানিস...'

দৃশ্যটা কল্পনা করতেই গিয়েই যেন ভদ্রলোকের মুখের হাসিটা আরও চওড়া হয়ে গেল। ত্রিশ-বত্রির বছর বয়সী ভদ্রলোকের মাথায় ফিল্ম প্রোডিউসারদের মতো গোল হ্যাট। কাঁধে একটা ঝোলা। হাতে একটা বিশাল সুটকেস। গায়ে দিয়েছেন শর্ট ফতুয়া। কালো রঙের প্যান্ট এর সাথে যেটা বেশ মানিয়ে গিয়েছে। পায়ে পুরনো ফ্যাশনের চপ্পল।

'আংকেল ইভান! তুমি এখানে কী করছ?' যতটা না খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল তার চেয়ে বেশি বত্রিশ রক্ত হয়ে বলল বেনজামিন। আংকেল ইভান একজন স্বনামধন্য কবি (অবশ্যই উনার নিজের কাছে), এবং তিনি নতুন কোনো কবিতা লিখলেই সেটা সামনে থাকা যে কাউকে জোর করে গেলানোর চেষ্টা করেন। উনি জর্জ আর অ্যালেক্স উইলোবির ছোট ভাই, বেনজামিন আর এলিসিয়ার ছোট চাচা।

বেনজামিন তার মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ এর চেষ্টা করল। ওর দৃষ্টিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে: *হোয়াট দ্য হেল! উনি এখানে কেন?*

মিসেস রাশনা খুকখুক করে গলা পরিষ্কার করে নিলেন। এরপর বললেন, 'গত কয়েক দিনে যেভাবে তুই তিনবার কোনো কারণ ছাড়াই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি, এরপর আসলে তোকে একা রেখে কোথাও যেতে চাচ্ছি না আমরা। আমি আর তোর বাবা দুইজনেই দিনের বেশিরভাগ সময় জব এ থাকি। অতএব, আপাতত কিছুদিন ইভান তোর সাথে থাকবে। তোকে সঙ্গ দেবে। তোকে দেখে রাখবে। তাছাড়া ইভানের আপাতত কোনো কাজ নেই। তাই সে খুশি মনেই রাজি হয়েছে...'

'তোর শেষমেশ একজন ব্যাবিসিটার লাগছে, আহারে, বেচারা। কী আর করা, লাগবেই তো...যখন তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলিস...' মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল এলিসিয়া। অবশ্যই গলা নামিয়ে বলল যাতে বেনজামিন ছাড়া আর কারও কানে না যায় কথাটা।

'জাস্ট শাট আপ, এলিসিয়া, তোর নিজের চরকায় তেল দে,' রাগে হিসহিস করে উঠল বেনজামিন।

'ব্যাবি...এখন থেকে রেগুলার দেখবি আংকেল ইভান তোকে মুখে তুলে খাইয়ে দেবে, কোলে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ভয় পাসনে। উনি চব্বিশ ঘণ্টা তোর সাথেই থাকবে। আর ইয়ে...উনার কবিতাগুলো এক হাজারতম বার শোনার পরে যখন তোর কান পচে যাবে, তখন তুই আমাকে সেখান থেকে একটা শোনাস তো মনে করে...' আবারও গলা নিচু করে ওকে ক্ষ্যাপাতে লাগল এলিসিয়া।

BanglaBook.org

নাস্তার টেবিলে বাকি পুরোটা সময়ই আংকেল ইভান এর গলা শোনা গেল। উনি বারবার রাশনাকে এটা বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যে এই ধরনের কেস উনি আগেও দেখেছেন এবং এগুলো উনার বাঁয়ে হাত কা খেল। এছাড়া এসব টেকনিক্যাল ব্যাপারে তার অগাধ অভিজ্ঞতা রয়েছে। অতএব বেনজামিনকে নিশ্চিন্তে তার কাছে ছেড়ে যেতে পারেন ওরা।

খাবার টেবিলে বাকি সময়টা আর একটা কথাও বলেনি বেনজামিন। ওর মুড অফ। শেষমেশ কিনা ওকে ব্যাবিসিটিং করার জন্যে আর কেউ জুটল না আংকেল ইভান ছাড়া? কী পাপ করেছিল সে?

তাড়াহুড়ো করে নাস্তা খেয়ে কোনোমতে সবার সামনে থেকে পালাতে চাইলো বেনজামিন। আংকেল ইভান সাথে-সাথে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে ওর রুম পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চাইলেন। রাশনাকে গম্ভীর মুখে জানালেন যে বেনজামিনকে এতোই দুর্বল আর রোগা লাগছে যে সে হয়ত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েই তাল হারিয়ে পড়ে যেতে পারে। অতএব ওকে রুম পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া প্রয়োজন। প্রচণ্ড বিরক্তির সাথে আংকেল ইভানকে ওর সাথে যেতে দিল বেনজামিন। ল্যান্ডিং এর দরজার কাছে এসে অনেক কষ্টে খুব গোপন একটা ইচ্ছা দমন করতে হলো ওকে। সেটা হলো, আংকেল ইভানকে কষে লাথি মেরে ফেলা দেয়া।

***

বেনজামিনের দুর্দশা যেন দিন-দিন বাড়তেই লাগল। ছুটির দিনগুলোতে ওর জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুললেন আংকেল ইভান। সকালে নাস্তা খেয়েই বেনজামিনের বাবা-মা চলে যান নিজেদের কাজে। এরপর থেকেই শুরু হয় উনার কাব্যিক অত্যাচার। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা অনর্গল কথা বলেন আংকেল ইভান। নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি মেলে ধরেন বেনজামিনের সামনে। আর সেই সাথে ঝোলা থেকে বের করতে থাকেন একের পর এক কবিতা। ভাবেন, ওগুলো বেনজামিনের চিন্তা-ভাবনাকে আরও শার্প করে তুলবে, সাহিত্যের বীজ বপন করবে ওর ভেতরে। কিছু-কিছু হাসির কবিতা (উনার মতে) পড়ে উনি নিজেই হেসে কুটিকুটি হন। এরপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বেনজামিনের দিকে চেয়ে থাকেন, যেন কিছু আশা করছেন। বেনজামিন উনার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে অনেক কষ্টে একটা দেঁতো হাসি দেয়। উনি সেটা দেখে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে-তুলতে পরের লাইনে চলে যান।

কিন্তু উনি যদি জানতেন যে বেনজামিন গোপনে নিজের উপরে *'ডিফেনিং চার্ম'* প্রয়োগ করেছে, তাহলে উনি বুঝতেন যে, উনার কবিতার এক লাইনও বেনজামিনের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করছে না। সব ওর কানের দুই সেন্টিমিটার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

এ অসহ্য রকমের সবজান্তার উপর মাঝে-মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলে বেনজামিন। কিন্তু উনি এসব মোটেও পাত্তা দেন না। কারণ তার মতে, জ্ঞান বিতরণের মাঝে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তাছাড়া তিনি খুব নোবেল একটা কাজ করছেন। ব্যাবিসিটিং। বেনজামিনের মাঝে-মাঝে খুব ইচ্ছা হতো জিজ্ঞেস করতে যে মনের কোনো এক গহীন কোণে বিশ্ব সেরা ব্যাবিসিটার হওয়ার কোনো গোপন ইচ্ছা উনি লুকিয়ে রেখেছেন কিনা।

***

ছুটির দিনগুলো শেষ হওয়ার আগে নতুন করে আর কিছুই হলো না। স্কুল যেদিন খুলে গেল সেদিন বেনজামিন এর চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হলো না। যদিও স্কুল ওর কাছে আজীবনই বিভীষিকার অপর নাম, তারপরেও, যেহেতু বাসায় এর চেয়েও বড় বিভীষিকা রয়েছে, অতএব স্কুলই শ্রেয়।

বন্ধের পর স্কুল টার্মের প্রথম দিনে খুব ফুরফুরে মেজাজে ক্লাসে ঢুকল বেনজামিন। ঢুকতেই পাশ থেকে জেনিফার হাই দিল। জেনিফার ওদের ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। কালো-কালো চোখগুলোতে যেন অদ্ভুত মায়া আছে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কেমন যেন ঘোর লাগে, মনে হয় যেন হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করছে ওগুলো। তারপরও ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ঘোর লাগা মুহূর্ত কাটাতে খুব ভালো লাগে বেনজামিনের।

'আউচ।' কপালে হাত দিল বেনজামিন। এই মাত্র অপর পাশ থেকে কেউ একজন কিছু একটা ছুঁড়ে মেরেছে ওর দিকে।

যা ভেবেছে তাই। এলিসিয়া।

'ইয়ো, লাভার বয়, এইদিকে এসে বসো। আমার পাশের বেঞ্চ খালি আছে তো...' হাতে পেস্ট্রি নিয়ে ওকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাল এলিসিয়া।

ভ্রু কুঁচকে এলো বেনজামিনের। এলিসিয়ার এত মিষ্টি ব্যবহারের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো দুরভিসন্ধি আছে। যাকগে, সে নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত দেখা যাক এলিসিয়ার কাছ থেকে খানিকটা পেস্ট্রি ম্যানেজ করা যায় কিনা। সামনে এগিয়ে গেল সে।

ওকে অবাক করে দিয়ে এলিসিয়া নিজে থেকেই পেস্ট্রি অফার করে বসল। পাছে এলিসিয়া মুড চেঞ্জ না করে ফেলে, এই ভয়ে চটজলদি ওর হাত থেকে পেস্ট্রিটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে মুখে পুরে দিলো বেনজামিন। মুখ ভর্তি পেস্ট্রি নিয়ে এলিসিয়াকে সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুই...মানে...সুস্থ আছিস তো না? মাথায় কোনো বড়-সড় আঘাত পাসনি তো, নাকি?'

'নোপ, আমি সম্পূর্ণ সুস্থই আছি। আচ্ছা শোন, আমি না, শ্যারিন ম্যাম এর *"ম্যাজিক ইন এভ্রিডে লাইফ"* রচনাটা লিখি নাই। উনি তো খুব কড়া, জানিসই তো।

BanglaBook.org

ইয়ে...তোর খাতাটা একটু দিবি আমাকে? দিবি না, বল?' নাকি গলায় টেনে-টেনে বলল এলিসিয়া। সেই সাথে বার কয়েক চোখের পাতা পিটপিটও করল।

মুখ ভেংচাল বেনজামিন।

'হুহ, জানতাম তোর মনে কোনো দূর অভিসন্ধি আছে। নাহলে সেধে-সেধে এত সমাদর করতি না আমাকে। হাহ! লুজার! আমি তোকে হোমওয়ার্ক এর খাতাটা দিচ্ছি না। তবে তোর পেস্ট্রিটা মজার ছিল, থ্যাংকস এনিওয়েজ।'

ডেভিলিশ হাসি দিল এলিসিয়া।

'ও তাইইইই! আচ্ছা! সেক্ষেত্রে...আমার মনে হয়...আমি সিট চেঞ্জ করে জেনিফারের পাশে বসব। তুই তো জানিসই যে আমার পেটে কথা থাকা কতটা কষ্টের...একবার ভাব তুই, যদি জেনিফার জেনে যায় যে পুরো এক মাস তোকে ব্যাবিসিটিং করা হয়েছে, বেচারি কী ভাববে তোর ব্যাপারে। তাছাড়া, আমি হয়তো ভুল করে এটাও বলে ফেলতে পারি যে তুই গত এক মাস ধরে কিভাবে ঘন-ঘন ফেইন্ট হয়ে যাচ্ছিলি...'

হাহ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনজামিন। এই মেয়ের কাছে স্বয়ং শয়তানও দুধের শিশু।

লাভলি কম্বিনেশান, মনে-মনে ভাবল বেনজামিন, *বাড়িতেও ডেভিল, স্কুলেও ডেভিল, ডেভিলস এন্ড ডেভিলস এভ্রি হয়ার।* এরপর বিনা বাক্য ব্যয়ে খাতাটা এগিয়ে দিলো সে।

গোটা দিন ক্লাস করতে-করতে টায়ার্ড হয়ে গেল বেনজামিন। শেষ ক্লাসের সময় তার আর তর সইছিল না। একটু পরপর ঘড়ি দেখছিল সে। প্রফেসর ব্যাবিটি '*ম্যাজিকেল ট্রান্সপোর্টেশান*' পড়াচ্ছেন এখন। খুবই বিরক্তিকর একটা টপিক। ঝাড়া চল্লিশ মিনিট লেকচার দিলেন উনি। স্বভাবতই, বেনজামিনের ক্লাসে মন নেই। আর মাত্র দশ মিনিট। কোনোমতে এই দশ মিনিট পার করে দিতে পারলেই আজকের মতো নিস্তার পাবে সে।

'...খেয়াল রাখতে হবে যেন মনোযোগটা ঠিক মতো ধরে রাখতে পারো। মনোযোগ ধরে রাখতে না পারলে অসম্পূর্ণ পোর্টাল তৈরি হবে আর তুমি হারিয়ে যাবে অজানা এক জগতে...'

হঠাৎ প্রফেসর ব্যাবিটির কণ্ঠস্বর স্লো হয়ে গেল। ক্লাসরুমটা যেন দুলছে, বায়ুর মধ্য দিয়ে অদ্ভুত একটা তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। মাথায় এক ধরনের ভোঁতা অনুভূতি হচ্ছে; এই অনুভূতির সাথে পরিচিত সে। *শেষমেশ এই ছিল কপালে? ক্লাসে...সবার সামনে?*

নাহ। এ হতে দেয়া যায় না। পালাতে হবে এখান থেকে। সবার আড়ালে চলে যেতে হবে যেভাবেই হোক।

কিন্তু তার জন্যে ওকে অপেক্ষা করতে হবে আরও অন্তত দশ মিনিট। দৃশ্যগুলো যেন জোর করে চলে আসছে ওর চোখের সামনে। ওগুলোকে আটকাতে

BanglaBook.org

ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। কিন্তু এরপরও, ওগুলোকে আটকে রাখতে হবে আর কিছুক্ষণের জন্যে। যেভাবেই হোক।

আর মাত্র ছয় মিনিট।

প্রফেসর ব্যাবিটির অবয়বটা ঝাপসা হয়ে আসছে, তার জায়গায় একটা নদী দেখা যাচ্ছে। *কন্ট্রোল ইউরসেলফ*, মনে-মনে ভাবল বেনজামিন। সাথে সাথেই নদীটা ঝাপসা হয়ে তার জায়গায় প্রফেসর ব্যাবিটি চলে এলেন।

'...মনোযোগের পরেই চলে আসে চার্ম এর কথা। চার্মটা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটা অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারণ করা হচ্ছে কিনা, কারণ যদি সঠিকভাবে উচ্চারণ করা না হয়...'

কিন্তু সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে না পারলে যে কী হবে সেটা আর বেনজামিন শুনতে পেল না। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর চোখের সামনে একটা বনভূমি ফুটে উঠেছে। ঘন সবুজ বন, যার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটা নদী...

নিজের সমস্ত মানসিক শক্তি এক করে আবার বাস্তবে ফিরে এলো বেনজামিন। কাঁপতে-কাঁপতে ঘড়ির দিকে তাকাল।

আর মাত্র তিন মিনিট।

'...পোর্টালে কী পরিমাণ ম্যাজিকেল শক্তি দেয়া হবে সেটা, মানে পি.ই, কয়জন ব্যক্তিকে ট্রান্সপোর্ট করা হবে সেটার, মানে ট্রান্সপোর্ট নাম্বার টি.এন এর সমানুপাতিক। যত জন ব্যক্তিকে ট্রান্সপোর্ট করার উদ্দেশ্যে টেলিপোর্টাল তৈরি করা হচ্ছে ঠিক তত জন ব্যক্তিকে টেলিপোর্ট করার পর পরেই ওটা বন্ধ হয়ে যাবে, তাই এ ক্ষেত্রে ইনপুট এনার্জির পরিমাণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ...'

আবারও একটা নদীর দৃশ্য ভেসে উঠল বেনজামিনের সামনে। প্রফেসর ব্যাবিটি আবার ঝাপসা হয়ে গেলেন। *আর মাত্র এক মিনিট...যেভাবেই হোক, টিকে থাকতেই হবে...কাউকে বুঝতে দেয়া যাবে না...*

কন্ট্রোল...জাস্ট কন্ট্রোল ইউরসেলফ...অলমোস্ট দেয়ার...

ঠিক তখনি, স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠল। সাথে-সাথে এক মুহূর্ত দেরি না করে স্কুল ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে এক দৌড়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল বেনজামিন। আশেপাশের যত করিডোর আছে সব পার হয়ে এলো শূন্য একটি করিডোরে।

এক ঝটকায় স্টোর রুমের দরজাটা খুলে ফেলল ও। আর আটকে রাখতে পারছে না...হার মানতেই হবে।

দরজাটা বন্ধ করতেই হাঁটু ভেঙ্গে মেঝেতে পড়ে গেল ও। আবারও সেই ভিশনগুলো।

খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে দৃশ্যগুলো। একটা গ্রীষ্মের খরতাপে শুকিয়ে যাওয়া নদী, একটা বন, এরপরেই একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। সেখান থেকে উঠে আসছে এক বিশাল দানব; গলাটা বেশ লম্বা, কাঁধ থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত শক্ত স্পাইক।

BanglaBook.org

ওটার চামড়া রক্তের ন্যায় লাল বর্ণের। হলুদ চোখগুলো যেন জ্বলছে। ওটার পেটের দিকটা হলদেটে হয়ে আছে যেন অগ্নিকুণ্ড পেটে নিয়ে বসে আছে ওটা।

পর মুহূর্তেই মুখ হা করে পেটের সমস্ত আগুন বের করে দিল সে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল সামনের সবকিছুকে।

হাঁপাতে লাগল বেনজামিন। এইবার অন্তত সে জ্ঞান হারায়নি। এটাকে ইমপ্রুভমেন্ট বললেও বলা যায়। নাহ, এইবার ব্যাপারটার কিছু একটা বিহিত করতেই হবে। আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

কপালে কারও ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠল সে। কেউ একজন স্টোর রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে ওর অগোচরে। সে নিশ্চয়ই পুরো ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছে! ভয়ে-ভয়ে সামনে তাকাল বেনজামিন।

ওর ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এলিসিয়া উইলোবি, ডান হাতের তর্জনীটা বেনজামিনের কপালে ছুঁইয়ে রেখেছে। ওর চোখে স্বভাবসুলভ সেই দুষ্টুমির হাসি নেই। বরং বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে।

'তুই ঠিক আছিস?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল এলিসিয়া, সেই সাথে হাতটা নামিয়ে নিলো।

'আমার মজা নিতে এসেছিস, তাই তো?' খেপে গিয়ে বলল বেনজামিন। 'ওকে ফাইন, আমি হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত রোগীর মতো কাঁপছিলাম। আমাকে তখন দেখতে বেশ ফানি দেখাচ্ছিল, ঐ মুহূর্তের একটা পিক তুলে রাখতে পারলে বেশ হতো, হা-হা-হা...এইতো? আর তুই চাইলে জেনিফারকেও এটা বলে দিতে পারিস।'

'বেন, আ...আমি...আমি দেখেছি ওটাকে...' ফ্যাকাসে মুখে বলল এলিসিয়া।

'কাকে দেখেছিস?' মুখ হা করে বড়-বড় নিঃশ্বাস নিতে-নিতে বলল ও।

'ড্রাগন...বি...বিশাল...আগুন...' এলিসিয়ার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। কাঁপছে ও।

'মানে? তুই...তুই কিভাবে দেখলি ওটাকে?' প্রচণ্ড বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল বেনজামিন।

'তুই ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর পরেই আমি তোর পিছু নিয়েছিলাম। দেখলাম তুই স্টোর রুমে ঢুকছিস। স্টোর রুমের দরজা লক করতে ভুলে গিয়েছিলি। ফলে আমিও ঢুকতে পারলাম তোর পেছন-পেছন। দেখলাম তুই মেঝেতে হাঁটু গেড়ে পড়ে আছিস। ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপছিস। সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছে কেন যেন এবার আর হাসি পায়নি। মনে হচ্ছিল, তুই অনেক কষ্ট পাচ্ছিস। তাই আমি...আমি তোর চোখের দিকে তাকিয়ে আই কন্ট্যাক্ট করলাম তোর সাথে। এরপর ডান হাতের তর্জনীটা তোর কপালে ছুঁইয়ে স্মৃতি পড়তে লাগলাম। আর...আর...আমিও...আমিও দেখলাম ওটাকে...দানব...বিশাল দা...দানব...' বলেই এলিসিয়া দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। সারা শরীর কাঁপছে ওর।

BanglaBook.org

এলিসিয়া কি ওর সাথে মজা করছে? কে জানে, করতেও পারে। হয়তো একটু পরেই সেই বিখ্যাত ডেভিলিশ হাসি দিয়ে বলবে: *সারপ্রাইজ!*

বেনজামিন হা করে ওর কাজিনের দিকে তাকাল; নীল চোখগুলো মিথ্যা বলছে না, এলিসিয়া আসলেই সিরিয়াস। এই প্রথমবার ওর কাছে মনে হলো, এলিসিয়া উইলোবি আসলেই ওর কাজিন এবং...অবশ্যই...বেস্ট ফ্রেন্ড...

'এলিসিয়া, শোন। এই যে আমি এইগুলো দেখছি, এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া অনেক জরুরী। আমি জানি না এসব কী, আর কেনইবা দেখছি। কিন্তু শুধু জানি, সামথিং ইজ নট রাইট...'

'বেন, আমাদেরকে উত্তর খুঁজতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব।'

'কিন্তু কিভাবে? আমরা কোথা থেকে শুরু করবো?'

এলিসিয়া বড় করে একটা শ্বাস নিলো। 'বড়দেরকে এ কথা বলা যাবে না। বললে পাত্তা দেবে না। এটাই ওদের স্বভাব। ছোটদেরকে শুনতেই চায় না ওরা। কিন্তু এরপরেও আমাদের একজন বড় মানুষ এর সাহায্য লাগবে যিনি ওটিয়োসাস এর ম্যাপ সম্পর্কে খুব ভালো আইডিয়া রাখেন। তিনিই আমাদেরকে বলতে পারবেন তোর দেখা জায়গাগুলো আসলে কোথায়। আমার মনে হয়, আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত, জায়গাটাকে খুঁজে বের করা। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওখানে গেলেই রহস্য জট খুলতে শুরু করবে।'

'কিন্তু...সে জন্যে আমাদেরকে আগে বড় কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে এ ব্যাপারে। কাকে জিজ্ঞেস করবো? কেউই আমাদের কথা পাত্তা দিতে চাইবে না,' হতাশ দেখাল বেনজামিনকে। ও নিশ্চিত কেউই ওদের কথায় গুরুত্ব দেবে না।

'না, একজন আছেন। উনি দেবেন,' বলল এলিসিয়া, ধীরে-ধীরে ওর গলা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।

'কে?' সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল বেনজামিন।

এলিসিয়ার ঠোঁটের কোনে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা দেখা দিল, 'ইউ উইল সি।'

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ৩
দ্য ভ্যালি অফ নেক্সাস

এলিসিয়ার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে বেনজামিন; সুযোগ পেলেই কষে দু'চারটে লাগিয়ে দেবে। পাশেই বসে এলিসিয়া খিক-খিক করে হাসছে। আর সেটা দেখে আংকেল ইভান জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলেন, 'কী হয়েছে রে? তোরা এমন উদ্ভট আচরণ করছিস কেন?'

'কিছু না আংকেল, বাদ দাও,' বলেই আবার ফিকফিক করে হাসতে শুরু করল এলিসিয়া।

বেনজামিনের এখন ইচ্ছা করছে এলিসিয়াকে ধরে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। এই হচ্ছে ওর সেই *বিশ্বস্ত* মানুষ? আংকেল ইভান?

বাসায় ফিরে আসার খানিক বাদেই এলিসিয়া, আংকেল ইভানকে নিয়ে বেনজামিনের রুমে গোল মিটিং শুরু করে দিল। প্রথমেই ওরা বিশাল একটা কেক কেটে বার্থডে বয়কে উইশ করল–আজ আংকেল ইভানের বার্থডে। উনি আবেগে আপ্লুত হয়ে ওদেরকে জড়িয়ে ধরলেন–যাক অন্তত এই দুনিয়াতে কেউ তো তাঁর জন্মদিন মনে রেখেছে! এরপর ধরা গলায় বললেন যে আগামী কয়েক মাসের ভেতরেই উনি এলিসিয়া আর বেনজামিনকে এবারের বার্থডে ট্রিটটা দিয়ে দেবেন। দেরি করবেন না।

শুনে ওরা প্রতিবাদ করা শুরু করল। বার্থডে আজ, অথচ ট্রিট কয়েক মাস পর? এ অনাচার। আংকেল ইভান ভয়ানক কিপটে। উনার পকেট থেকে দু'টাকা পর্যন্ত খসানো যায় না। এবারও সম্ভবত ট্রিট এর আশা ছেড়ে দিতে হবে।

পেট পুরে কেক খাওয়ার পর এলিসিয়া একে-একে সব খুলে বলতে লাগল আংকেল ইভানকে। অবশ্য তার জন্যে ওকে বেনজামিনের কটমটে দৃষ্টিকে উপেক্ষা করতে হয়েছে অগণিত বার। কিন্তু এলিসিয়া জানত যে দুনিয়াতে আর কোনো বয়স্ক মানুষ ওদের কথা বিশ্বাস না করলেও একজন করবেন–আংকেল ইভান। উনি মানুষ

BanglaBook.org

হিসেবে খুব একটা খারাপ না–জোর করে কবিতা গেলানোর অভ্যাস বাদ দিলে উনাকে মোটামুটি চমৎকার একজন মানুষ হিসেবে সহজেই চালিয়ে দেয়া যায়।

সব শুনেটুনে আঙ্কলে ইভান চেহারাটা অসম্ভব গম্ভীর করে ফেললেন। বড়দেরকে এটা করতেই হয়। সমস্যা যত ছোটই হোক, কপালের চামড়া কুঁচকে এমন একটা ভাব করতে হয় যেন বাঁচা মরা সমস্যা! আংকেল ইভান অবশ্য এর চেয়েও এক কাঠি সরেশ। উনি শুধু কপালের চামড়াই কুঞ্চিত করে ক্ষান্ত হলেন না। মুখ দিয়ে *হুম, হাম* জাতীয় অদ্ভুত শব্দও করতে লাগলেন। এরপর কোথা থেকে একটা হুঁকো জোগাড় করে ভুশ-ভুশ করে টানতে লাগলেন। দেখে মনে হচ্ছিল লর্ড অফ দ্য রিংস এর সেই জাদুকর গ্যান্ডালফ, যাকে সুন্দর করে শেভ করা হয়েছে।

খানিকক্ষণ নেশা করে আংকেল ইভান খুব গম্ভীর মুখে ঘোষণা দিলেন, বেনজামিনের এই ভিশনগুলোর সমাধান করতে হলে দক্ষ হাতের প্রয়োজন, ওসব অ্যামিচিউরদের কম্ম নয়। শুনে কেউ উনাকে আর জিজ্ঞেস করল না সেই দক্ষ হাতগুলো কার; উত্তর ওদের জানা আছে।

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে আংকেল ইভান গম্ভীর মুখে উনার ব্যাগ থেকে একটা গোল করে পাকানো কাগজ বের করলেন। খুলতেই দেখা গেল, ওটা ওটিয়োসাসের ম্যাপ! যেন-তেন ম্যাপ নয়, একদম পরিপূর্ণ ম্যাপ! বাড়িঘর থেকে শুরু করে সব ছোট-খাটো পথের চিত্রও দেয়া আছে ওখানে। এমনকি পাহাড়ের ভেতর যে গুহাগুলো আছে, সেগুলো কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, সেটাও দেখানো আছে ওখানে। ওটিয়োসাসের নদী দুটোকেও খুব সুন্দর করে আঁকা হয়েছে ওখানে। একটি নদী বইছে উত্তর থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে, আর অপরটি বইছে পূর্ব থেকে সোজা পশ্চিম দিকে। ম্যাপের ঠিক মাঝ বরাবর এসে ওটিয়োসাসের নদী দুটো একে অপরের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, সেই সাথে তৈরি করেছে একটা *চৌ-নদীর মোড়* জাতীয় কিছু।

ম্যাপটা দেখতে-দেখতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করল বেনজামিন; ম্যাপে বেশ কিছু স্থানকে বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।

'আংকেল ইভান। এই বেষ্টনীগুলো কিসের?' জিজ্ঞেস করল বেনজামিন।

'কী জানি বাপু!' আংকেল ইভান দুকাঁধ উঁচিয়ে শ্রাগ করলেন। 'ওটিয়োসাসের প্রাচীন ম্যাপগুলোতেও এই জায়গাগুলোকে এইভাবেই বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। তাই এই ম্যাপেও এভাবেই আঁকা হয়েছে। যদিও সব ম্যাপে এটা করা হয় না। কিন্তু আমার ম্যাপটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ম্যাপ, এখানে সব কিছুই আছে।'

'সবগুলো জায়গাকে বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়নি দেখছি। শুধু মাত্র ১, ২, ৩...৭, ৮, ৯...এই নয়টি জায়গাকেই ঘিরে রাখা হয়েছে, দেখেছিস এলিসিয়া?'

'হুম, তাই তো দেখছি। তবে এখন এসব বেষ্টনী-ফেষ্টনী নিয়ে সময় নষ্ট করলে চলবে না। তোর ভিশন এ দেখা জায়গাটা খুঁজে বের কর তাড়াতাড়ি,' বেনজামিনের কথাটাকে পাত্তা না দিয়ে উল্টো তাড়া দিল এলিসিয়া।

BanglaBook.org

ওরা তিনজন মিলে তন্নতন্ন করে ম্যাপটা খুঁজে দেখল। নাহ! বেনজামিনের ভিশনের সাথে মিলে এমন কোনো জায়গা ওরা দেখতে পেল না–সেই বন, তার পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদী, সেই মৃত আগ্নেয়গিরি, কোনোটাই না।

'এখানে তো জায়গাগুলো নেই! এর মানে কী?' বেনজামিন অধৈর্য হয়ে উঠল। ও যা দেখেছে ওগুলো স্রেফ ভ্রম হতে পারে না। নিশ্চয়ই এখানে অন্য কোনো রহস্য আছে যা ওরা ধরতে পারছে না। 'আমি যা দেখছি সেগুলোর ব্যাখ্যা কী তাহলে? আংকেল ইভান...কিছু বলুন?'

আংকেল ইভান কী যেন ভাবছিলেন সিরিয়াস মুখে, ওই অবস্থায় বেনজামিনের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে সম্বিত ফিরে পেলেন। এরপর ওদের দিকে ঘুরে রহস্যময় ভঙ্গিমায় বললেন, 'তোরা কি জানিস যে আমাদের এই বইয়ের গল্প এখনও সম্পূর্ণ হয়নি?'

'মানে কী? আমরা এত-এত বছর ধরে বেঁচে আছি, এরপরেও কাহিনী এখনও সম্পূর্ণ হয়নি? আমরা যতদিন ধরে বেঁচে আছি, ততদিনে তো লেখক বিশটা উপন্যাস লিখে ফেলার কথা। তাহলে আমাদের কাহিনীটা সম্পূর্ণ না কেন?' বেনজামিন হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। এই তথ্যটা ওর জানা ছিল না।

আংকেল ইভান ভ্রু উপরের দিকে তুলে ফেলে বিরক্ত-বিরক্ত চোখে তাকালেন; মুখের এক্সপ্রেশান দেখে মনে হচ্ছে বলতে চাইছেন, *'তোরা আসলেই নির্বোধ!'*

'আমাদের এখানকার সময়ের হিসেব আর লেখকের জগতের সময়ের হিসেব এক নয়। উনি যদি এই মুহূর্তেই একটা ছোট্ট শিশুর জন্মের সময়ের কথা উল্লেখ করে এরপর সরাসরি তাকে পঁচিশ বছর বয়স্ক যুবক হিসেবে দেখান, তাহলে এই জগতে পঁচিশ বছর কেটে যাবে, যদিও উনার ওটা লেখতে মাত্র এক মিনিট লাগবে। এটা শুধু একটা উদাহরণই দিলাম আমি। ব্যাপারটা আসলে তারচেয়েও জটিল। সময় জিনিসটা...আসলেই রহস্যময়, জটিল, এবং দুর্বোধ্য,' বলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষের মতো হাহ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উনি; তাঁর নিজস্ব স্টাইল ওটা।

দুই কাজিন দৃষ্টিবিনিময় করল। ওদের চোখে *সহ্য করে নে* জাতীয় ছোট বাক্য প্রতিফলিত হচ্ছে।

'এখন কথা হচ্ছে, বেনজামিন যে জায়গাগুলো দেখছে সেগুলো কোথায়। এই ম্যাপে সেগুলো নেই, তার মানে কি আসলেই ওগুলো নেই? ওগুলো কি স্রেফ বেনজামিনের মনের কল্পনা?' আংকেল ইভান সারা রুমে ঘুরঘুর করতে-করতে বলে চললেন। 'আমার মনে হয় না। ওগুলো বেনের কল্পনা নয়। বেন কোনো না কোনোভাবে আমাদের গল্পের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে। কিভাবে, আমাকে জিজ্ঞেস করিস না। আমি জানি না। শুধু জানি, সামনে যা কিছুই হতে যাচ্ছে, সেগুলো ও বুঝতে পারছে আগেই। অতএব ওর এই জায়গাগুলোও সত্যি সত্যিই আছে, বা হয়তো আরও পরে সৃষ্টি করা হবে।'

BanglaBook.org

স্মার্টেস্ট থিং ইউ এভার সেইড, মনে-মনে বলল বেনজামিন।

'এখন কথা হচ্ছে, আমরা অন্যদেরকে বলছি না কেন কথাটা?' আংকেল ইভান যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন। এক মুহূর্ত পরেই, নিজেই উত্তর দিয়ে দিলেন। 'বলছি না কারণ, আমরা সরাসরি অন্যদের ডেকে যদি বলি যে বেন আমাদের গল্পের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে, তাহলে সবাই হেসেই উড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমরা যদি প্রমাণ দেখাতে পারি, অন্তত স্বচক্ষে দেখতে পারি জায়গাগুলো, তাহলে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারব। সবচেয়ে ভাল হবে যদি জায়গাগুলোর ছবি তুলে আনতে পারি।'

'কিন্তু আংকেল, এই জায়গাগুলো তো ম্যাপেই নেই। তুমি সেখানে যাবেই বা কিভাবে আর ছবিই বা কিভাবে তুলবে?' অধৈর্য হয়ে বলল এলিসিয়া।

'এই ম্যাপে নেই। কিন্তু অন্য ম্যাপে আছে,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন আংকেল ইভান।

'কোন ম্যাপে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল বেনজামিন।

'ওটিয়োসাসের আসল ম্যাপে...' ধূর্ত শেয়ালের ন্যায় হাসি ফুটে উঠল আংকেল ইভানের চোখে-মুখে।

'আসল ম্যাপ! সেটা আবার কী!' একযোগে চিৎকার করে উঠল ওরা।

আংকেল ইভানের কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে পড়ল। 'ধুর, তোরা দেখি কিছুই জানিস না! শোন, আমাদের বইটা যেহেতু এখনও পাণ্ডুলিপির পর্যায়ে আছে, মানে সম্পূর্ণ হয়নি, অতএব ওটিয়োসাসের ম্যাপটিও সম্পূর্ণ নয়। সেটিও ক্রমশ পরিবর্তনশীল। কারণ, লেখক যখনই নতুন কোনো চরিত্র সৃষ্টি করবেন, বা নতুন স্থান তৈরি করবেন, সেটা সাথে-সাথে ঐ ম্যাপে উঠে যাবে।'

'আংকেল ইভান, তুমি আসলেই একটা জিনিয়াস!' বেনজামিন উচ্ছ্বাসের সাথে লাফ দিয়ে উঠল। 'তবে ইয়ে, প্রশংসাটা এই ফার্স্ট আর এই লাস্ট বারের মতো করলাম। দ্বিতীয়বার আর বলতে বলবে না কিন্তু। যাই হোক, ম্যাপটা কোথায় আছে তুমি নিশ্চয়ই জানো?'

বাচ্চাদের অর্থহীন কথার জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজন দেখলেন না আংকেল ইভান। হুঁকোটায় আরও দুটো ফুঁ দিয়ে নেশা করতে লাগলেন; ভুশ-ভুশ করে ধোঁয়া বের হচ্ছে ওটা থেকে।

BanglaBook.org

***

'এই তোমার সেই জায়গা?' এলিসিয়া জিজ্ঞেস করল। ওরা এখন ওদের ম্যাপের পূর্ব প্রান্তের একটা উপত্যকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওটার নাম: *দ্য ভ্যালি অফ নেক্সাস।*

এলিসিয়া আর বেনজামিন টি শার্ট আর জিন্স পড়েছে। আর আংকেল ইভান এর গায়ে একটা কমলা রঙের শার্ট। ওটার ফাঁক গলে উনার খানদানি ভুঁড়িটা উঁকি

দিচ্ছে একটু পরপর। আর মাথায় সেই ফিল্ম প্রডিউসারদের হ্যাট। উনার কাঁধে একটা চামড়ার পেটি, যার ভেতর উনার ম্যাজিক স্টাফটা রাখা।

উনার মতো এলিসিয়ার পিঠেও একটা স্ট্র্যাপ আছে; ওটাতে ওর নিজের ম্যাজিক স্টাফটা রাখা। গলায় একটা ক্যামেরা ঝুলানো। ওকে দেখতে একদম টুরিস্টদের মতো লাগছে। বেনজামিনের পিঠেও একটা ঝোলা আছে, তবে ওটাতে কোনো ম্যাজিক স্টাফ নেই। ছোটদেরকে সাধারণত ম্যাজিক স্টাফ ধরতে দেয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে এলিসিয়া এক্সট্রিমলি লাকি। ও অনেক ছোট বয়সেই ম্যাজিক স্টাফ হাতে পেয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ম্যাজিক স্পেল আর যুদ্ধ-বিদ্যার প্রতি ওর তীব্র আকর্ষণ দেখে এলিসিয়ার বাবা-মা ওকে আলাদা একটা ইন্সটিটিউশনেও ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। ওখানকার সবচেয়ে ছোট ট্রেইনি সে-ই।

আর সেই কারণেই এলিসিয়াকে মাঝে-মাঝে ভীষণ হিংসে হয় বেনজামিনের—ওকে এখনো ম্যাজিক স্টাফই ধরতে দেয়া হয়নি। বর্তমানে ওর পিঠের ঝোলায় ম্যাজিক স্টাফের পরিবর্তে ওদের গোটা দিনের খাবার-দাবার; নিজেকে এখন ভারবাহী লামা বলে মনে হচ্ছে বেনজামিনের।

আংকেল ইভান প্রথমেই একটা পোর্টাল তৈরি করে ওদেরকে সরাসরি *ভ্যালি অফ নেক্সাস* থেকে বেশ কিছুটা দূরের এক নির্জন উপত্যকা, *ভ্যালি অফ অ্যারামান্ডিওতে* নিয়ে আসেন। সরাসরি এখানে আসা সম্ভব ছিল না, কারণ, এই জায়গাটাতে পোর্টাল নেটওয়ার্ক কাজ করে না। আর তাই ওদেরকে ন্যাক্সাস উপত্যকা থেকে বেশ দূরের ঐ পাহাড়ি এলাকায় ল্যান্ড করতে হয়েছে। সেখানে পৌঁছানো মাত্রই হাঁপাতে লাগলেন আংকেল ইভান। উনি জানিয়ে দিলেন যে উনার পক্ষে আর কোনো স্পিরিচুয়াল পোর্টাল তৈরি করা সম্ভব নয়; একজন পূর্ণ বয়স্ক উইজার্ড এক দিনে শুধু একবার একটা পোর্টাল খুলতে পারে—এর বেশি নয়। পোর্টাল খুলতে যে পরিমাণ স্পিরিচুয়াল এনার্জি দিতে হয়, সেটা পুরো শরীরকে দুর্বল করে দেয়।

এরপর ওরা এই উপত্যকায় আসার জন্যে সোজা হাঁটা পথে রওয়ানা দিয়ে দিল। রাস্তাটা মোটেও মসৃণ নয়। অনেকগুলো পাহাড় ডিঙ্গাতে হয়েছে ওদেরকে। ওরা যখন এখানে এসে পৌঁছেছে তখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে। খিধেও পেয়েছে ওদের। সেই সাথে বেশ ক্লান্ত লাগছে। যখনই ওরা খাবার খাওয়ার জন্যে বা বিশ্রাম করার জন্যে কোথাও বসতো, তখনই শুরু হত কাব্যিক অত্যাচার। আংকেল ইভান বুক পকেট থেকে বের করতেন উনার কবিতার পাণ্ডুলিপি। ওগুলো নাকি যাত্রা পথের ক্লান্তি দূর করার জন্যে এনেছিলেন উনি। কবিতা শুনে ওদের ক্লান্তি উলটো যেন আরও কয়েকগুণ বেড়ে যেত। দু'চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে আসত। ফলে ওরা কখনোই এক জায়গায় বেশিক্ষণ বিশ্রাম করতে পারতো না।

ওরা এখন যেই রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে তার দু'পাশে আখ-ক্ষেত; বিশাল-বিশাল আখ রাস্তার দু'পাশে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝখান দিয়ে একটা মাটির পথ সোজা বেশ কিছুদূর চলে গিয়েছে। সেই রাস্তাটা ধরে এগোতে থাকল

BanglaBook.org

ওরা। পথটা যেখানে খুলে গিয়েছে ওখানে একটা বিশাল বালুর মাঠ ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালো, যেটা জায়গায়-জায়গায় কাঁটাঝোপ দিয়ে সাজানো। মাঠের একদম বিপরীত দিকে একটা পাহাড়ের গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কালো রঙের লোমশ একটা প্রাণী। বিশাল তার শরীর, অন্তত দশ ফুট তো হবেই। দেহটা মানুষের মতোই, কিন্তু ওর মুখটা দেখতে ষাঁড়ের মতো। সারা শরীরে জামা বলতে শুধু একটা অপরিচ্ছন্ন হাফ প্যান্ট, যেটার তলাটা খাঁজ-কাটা, দেখে মনে হয়, সে ফ্যাশন করার জন্যে নিচের অংশটাকে কেটে ফালি-ফালি করেছে।

'মিনেটোর? ওটা এখানে কী করছে?' হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বেনজামিন।

'ওটা এই জায়গাটার গার্ড,' আংকেল ইভান বললেন।

'গার্ড?' এলিসিয়া অবাক হলো। 'এই জায়গাটায় প্রহরী লাগবে কেন? ভেতরে কি স্বর্ণের খনি আছে নাকি?'

'আচ্ছা, তোর কী মনে হয়,' আংকেল ইভান ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন, 'বইটা চাইবে যে তার ক্যারেকটারগুলো সব কাহিনী আগে থেকেই জেনে যাক, আগেই সাবধান হয়ে যাক? তাহলে তো বইয়ের কাহিনীই এলোমেলো হয়ে যাবে। তাই বইটা নিজেই নিজের গল্পকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে। এটা বইটারই নিজস্ব সুরক্ষা চক্র। যতক্ষণ না পর্যন্ত বইটার কাহিনী শেষ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ মিনেটোর ঐখানে গার্ড দেবে। এরপর জায়গাটা জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।'

'জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে? এই কথাটার মানে কী?'

'একটা বই যখন শেষ হয়, তখন তার চরিত্রগুলোর কী হয়? শেষ হয়ে যায়? উঁহু, একদম না। কাহিনী শেষ হওয়ার পরে চরিত্রগুলোর জীবন-যাত্রা আবার আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে আসে। ওরা হাসে, কাঁদে, খায়, ঘুমায় এবং বয়স হলে মারাও যায়। বিলুপ্ত হয়ে যায় এই জগত থেকে। আর আমাদের জগতের স্থায়িত্বকালের কথা জানতে চাচ্ছিস? এই জগত ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন এই বইয়ের অন্তত এক কপি লেখকের জগতে থাকবে। শেষ কপিটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমাদের জগতও...' ঢোক গিললেন আংকেল ইভান।

এলিসিয়া আর বেনজামিন দুইজনেই চুপ হয়ে রইল কয়েক মিনিট। মাথা ঘুরছে ওদের। নীরবতা ভেঙ্গে বেনজামিন প্রশ্ন করল, যে প্রশ্নটা অনেকক্ষণ থেকেই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল ওর, 'আর...তুমি এতগুলো কথা কিভাবে জানলে?'

'হুম...দ্যাটস এ ভেরি গুড কোয়েসচান। কিভাবে জানলাম...লেটস সি...আমার সাথে...গ্লোসারি দাদুর দেখা হয়েছিল কোনো একদিন,' মাথা চুলকে বললেন উনি।

'এক্সকিউজ মি? গ্লোসারি...হোয়াট?' বেনজামিন আর এলিসিয়া দুইজনেই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

'গ্লোসারি দাদু। তোরা তো জানিসই যে প্রত্যেকটা বইয়ের পেছনেই গ্লোসারি থাকে। সেখানে বইয়ের সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব তথ্য দেয়া থাকে। আমাদের এই বইয়েরও গ্লোসারি আছে। আর আমাদের এই জগতে তারও একটা বাহ্যিক রূপ আছে। সে খুব প্রাচীন এক বৃদ্ধ। দাদু-দাদু ভাব থাকায় আমি তার নাম দিয়েছি গ্লোসারি দাদু। যদিও তার দৃষ্টি দেখে বুঝেছিলাম নামটা তার খুব একটা পছন্দ হয়নি। কিন্তু এরপরেও, সে খুশি মনেই আমার সাথে কথা বলেছে। তোরা তো জানিসই যে বইয়ের গ্লোসারিতে গেলে বই সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য, বা শব্দের অর্থ জানা যায়। আমাদের এই গ্লোসারি দাদু তার চেয়েও এক কাঠি সরেস। উনি শুধু এই বই সম্পর্কে নয়, অন্য বইয়ের সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন। এমনকি আমি উনাকে অন্য বইয়ের গ্লোসারি দাদুদের সাথেও খোশ গল্প করতে দেখেছি। গ্লোসারি দাদুরা যখন খুশি তখন এক বই থেকে আরেক বইতে যেতে পারেন। তাই উনারা অনেক জ্ঞান রাখেন।'

বেনজামিন আর এলিসিয়া চোখ বড়-বড় করে ফেলল–আংকেল ইভানের গুল মারার স্বভাব সম্পর্কে ওরা ভালোই জানে। কে জানে, এটা উনার আরেকটা গুল কিনা। তবে যদি তা-ই হয়, তাহলে উনি এত কিছু জানেন কিভাবে?

'আমি উনার কাছ থেকেই বইয়ের জগত সম্পর্কে সমস্ত সিক্রেট জানতে পারলাম। দাদু খুবই আন্তরিক মানুষ। আমাকে সব বললেন, এমনকি চা-বিস্কুটও সাধলেন,' বেশ গর্বের সাথে বললেন উনি।

তথ্যটা হজম করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল দুই কাজিনের। গ্লোসারির বাহ্যিক রূপ আছে, এবং তাঁর সাথে আংকেল ইভান বসে চা-বিস্কুটও খেয়ে এসেছেন?

'তো এখন তুমি তোমার ঐ গ্লোসারি দাদুর কাছেই চল তাহলে? উনিই বলতে পারবেন আমার দেখা যায়গাটা কোথায় আছে...' বেনজামিন বলল।

'ব্যাপারটা এত সহজ হলে তো সবাই-ই গ্লোসারি দাদুর ডেরাতে হানা দিয়ে সব আগেভাগে জেনে নিত। প্রথম কথা, গ্লোসারি দাদুর হাইডআউট ম্যাজিকেলি ইনভিসিবল। আমি সেটা এক্সিডেন্টালি খুঁজে পেয়েছিলাম। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, সেটা বারবার স্থান পরিবর্তন করে। অতএব, আমি বলতে পারবো না ওটা এই মুহূর্তে কোথায় আছে। দ্বিতীয়ত, গ্লোসারি দাদু তোকে বইয়ের কাহিনী সম্পর্কে কিছুই বলবেন না, কারণ সেটা উনার নীতি বিরুদ্ধ। শুধু এটুকু বলতে পারেন যে ম্যাপটা কোথায় পাওয়া যাবে। যেটা আমি ইতিমধ্যেই উনার কাছ থেকে উগড়ে নিয়েছি। অতএব, আমাদের এখন একটাই গন্তব্য...' সামনের দিকে দেখিয়ে বললেন উনি। ততক্ষণে বালুর মাঠটার অর্ধেক অতিক্রম করে ফেলেছে ওরা। বেশ খানিকটা দূরে একটা আরাম কেদারায় বসে মিনেটোরটাকে রোদ পোহাতে দেখা যাচ্ছে। হাতে একটা বিশাল মগ। ওটাতে চা কফি কিছু একটা হবে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হয়তো সে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে, তাই খানিকক্ষণ বসে জিরিয়ে নিচ্ছে।

BanglaBook.org

ওর ডান পাশেই একটা কাপড় এর ছাউনি দেয়া যায়গা, যেখানে একটা টেবিল এর উপর চার রঙের চারটা সিলিন্ডার আকৃতির কফি মেশিন বসানো। ছাউনির মাথায় বড় করে লেখা:

অ্যাল ম্যানিতো দি ক্যাফেতেরিও

নামটার দুই পাশে ম্যানিটোর হাস্যজ্জ্বল ছবি–চোখে সানগ্লাস, সেই সাথে নাকে আর কানে বড়বড় স্বর্ণের দুল পড়ে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে।

'চল, এবার নাহয় মিনেটোর দাদুর সাথেই সাক্ষাত করে আসি,' বলেই হাঁটার গতিবেগ বাড়িয়ে দিল বেনজামিন। পেছন-পেছন বাকি দুইজন। মিনেটোরটা দূর থেকেই ওদেরকে দেখে হাতের মগ এক পাশে ফেলে দিয়ে মাটিতে রাখা কিছু একটা তুলে নিলো–একটা বল্লম। এরপর চোখে-মুখে ভয়ঙ্কর একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'হল্ট! এটা রেস্ট্রিকটেড জায়গা! এখানে আসা বারণ, জানো না? কারোই গুহার ভেতরটা দেখা উচিত না।'

'বারণ জানলে কি আসতাম, বলুন? আমরা তিনজন আসলে পরিব্রাজক। পথ হারিয়ে ফেলেছি। আচ্ছা, এটা কোন জায়গা? আর গুহার ভেতরে কী আছে? বলবেন প্লিজ?' খুব মিষ্টি ভাষায় বলল এলিসিয়া। বেনজামিন বমির মতো একটা ভান করল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই, পেটে এলিসিয়ার গুঁতো খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলো।

'মমম? ইয়ে...তোমাদের ওসব জানার দরকার নেই। আমি আসলে মাঝে-মাঝে একটু বেশিই বলে ফেলি। কী করবো বল, আড্ডা দেয়ার মতো কাউকে পাই না। সেই কতকাল ধরে একা-একা এখানে পাহারা দিচ্ছি। সৃষ্টিকর্তার উপরে রাগ হয় মাঝে-মাঝে। তোমরা কত সুন্দর জীবন পেলে, কত বন্ধু-বান্ধব পেলে, যেখানে খুশি সেখানে যেতে পার, আর আমি? কোনো পরিবার নেই, বন্ধু নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই। কোথাও যেতেও পারি না আমি। অনন্তকাল ধরে আমাকে এখানেই গুয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হচ্ছে, এমনকি ঘুমানোর পর্যন্তও অধিকার নেই আমার...' বেশ দুঃখী-দুঃখী গলায় বলল মিনেটোরটা। গলার স্বরে আর ভাষায় বোঝা যাচ্ছে, ওর সৃষ্টিকর্তা, মানে লেখকের উপরে বেশ রুষ্ট সে।

'আহা, বেচারা! কোনো বন্ধু নেই, পরিবার নেই, কোথাও একটু ঘুরতেও যেতে পারে না। তবে কী জানো, আজ তোমার বড় সৌভাগ্যের দিন। আর চিন্তা নেই তোমার। আমরা এসে গেছি। সম্ভবত এটাই ছিল বিধাতার উদ্দেশ্য। আমরা আজ থেকে তোমার বন্ধু...' এলিসিয়া গলায় দশগুণ মধু ঢেলে বলল। সাধারণত দ্বিগুণ ঢাললেই কাজ হয়। কিন্তু এত বড় মিনেটোরের জন্যে স্রেফ দ্বিগুণে সম্ভবত হবে না। তাই বেশি করে ঢেলেছে।

BanglaBook.org

মিনেটোরটাকে দেখে মনে হলো ভয়ানক খুশি হয়েছে। বেশ খোশ মেজাজে আর্ম চেয়ারে বসে ওদের সাথে গল্প জুড়ে দিল সে। জানা গেল, ওর নাম ম্যানিটো। সে *ভ্যালি অফ নেক্সাসে* একদম আদি থেকেই পাহারায় আছে। ঠিক কত বছর, ওর নিজেরও মনে নেই।

এ কথা ও কথার পরে বেনজামিন হঠাত করে বলল, 'বন্ধু, তোমার দুঃখে আমাদের হৃদয় আসলেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আমরা এক ঘণ্টাও দাঁড়িয়ে থাকার কথা ভাবতে পারি না, আর সেখানে তুমি? যুগের পর যুগ এভাবেই একাকী ঠায় দাঁড়িয়ে আছ। এক কাজ করো না কেন, তুমি বরং আজ একটু ছুটি নিয়ে নাও। ঘুরে এসো ওদিক থেকে। ততক্ষণ না হয় তোমার হয়ে আমরাই পাহারা দেই এই জায়গাটা?'

ম্যানিটোর ভ্রু কুঁচকে এলো, তীব্র সন্দেহের দৃষ্টি হানল সে ওদের দিকে। এরপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'তোমাদের মতলব তো দেখছি সুবিধের নয় বাপু? তোমরা আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাও? এরপর ভেতরে চলে গিয়ে সব দেখে নেবে? তা হচ্ছে না। আমি এখান থেকে এক চুলও নড়ছি না। আমার দায়িত্ব এই জায়গাটা পাহারা দেয়া। আমি সেটা আমৃত্যু পালন করব। এটাই আমার কপাল। আমাকে এটা মেনে নিতেই হবে।'

ম্যানিটোর গলা বহুগুণে বিবর্ধিত হয়ে গেছে, যেন কেউ একজন এমপ্লিফায়ার বসিয়েছে ওর ভোকাল কর্ডে। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রতিটা শব্দ। দ্রুত ওখানকার আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে যেতে লাগল। আকাশটাকে কালো মেঘ এসে ঘিরে ধরেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে পুরো জায়গাটা। 'তোমাদের কপাল ভাল যে তোমাদেরকে বন্ধু বলে ডেকেছিলাম, না হলে এই বর্শাটা দিয়ে তোমাদের বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতাম আমি।'

'ম্যানিটো, ম্যানিটো...প্লিজ...বেনজামিন আসলে অন্য কিছু মিন করেনি। আমরা স্রেফ বন্ধু হিসেবে তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। দয়া করে ভুল বুঝো না আমাদেরকে। শান্ত হও। প্লিজ?' ম্যানিটোর উদ্দেশ্যে আকুতি জানাল এলিসিয়া। এরপর ওর লোমশ পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, যেন ক্ষতস্থানে বাম ডলছে।

ধীরে-ধীরে ম্যানিটোর চোখ স্বাভাবিক হয়ে এলো। অন্ধকার দূর হয়ে গেল। পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য আবার উঁকি দিয়েছে।

'দুঃখিত, কিছু মনে করো না,' ম্যানিটো বেশ বিব্রতকর গলায় বলল, একটু আগের রুদ্রমূর্তি ভেঙ্গে ওর নিরীহ রূপটা উঁকি দেয়া শুরু করেছে। 'আসলে আমাকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যে কেউ ভেতরে যেতে চাইলে তাকে বাধা দিতে আমি বাধ্য। মাঝে-মাঝে নিজেকে পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। সারাক্ষণ মনে হয়, কেউ আমাকে নাড়াচ্ছে, আর আমি ওর ইশারায় নড়ছি। আমার নিজের কোনো স্বাধীনতা নেই। এই অনুভূতিটা যে কতটা ভয়ঙ্কর সেটা তোমরা বুঝতে পারবে না। কিন্তু তোমাদেরকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি, ওখানে ভুলেও ঢুকার চেষ্টা করো না। করলে আমি বাধ্য হব এই জ্যাভেলিনটা দিয়ে তোমাদেরকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে।'

BanglaBook.org

ওরা ভয়ে দু'পা পিছিয়ে এলো, এই হয়তো আবার শুরু হয়ে যাবে।

বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যানিটো। 'আই এম সরি গাইজ, কিন্তু আমাকে এভাবেই তৈরি করা হয়েছে, আমার কিছুই করার নেই।'

এবার সত্যি-সত্যি ওদের ম্যানিটোর জন্যে খারাপ লাগা শুরু হলো। একটা প্রাণী, যার নিজের কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই, সারাক্ষণ কোনো এক অজানা শক্তির ইশারায় যাকে চলতে হয়, তার চেয়ে অসহায় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সম্ভবত আর দ্বিতীয়টি নেই।

'ম্যানিটো, বসো, প্লিজ। ঠাণ্ডা হও। চলো আমরা আবার গল্প শুরু করি,' বেনজামিন ম্যানিটোকে ধরে চেয়ারটাতে বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। ব্যাপারটা মোটেও সহজ নয়। একটা দশ ফুটের দানবকে টেনে চেয়ারে বসানো চাট্টিখানি কথা নয়।

ওরা আবার ম্যানিটোর সাথে গল্প করা শুরু করল। এবার প্রতিটা বাক্য বলছে খুব সাবধানে, যাতে কোনোভাবে ম্যানিটো রেগে না যায়। কিন্তু সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। বিকেলের সময়টা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার আগেই ওদেরকে বাসায় ফিরতে হবে। কারণ বাসায় বলে এসেছে সন্ধ্যার আগেই ওরা ফিরে আসবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ভেতরে যাওয়ার কোনো উপায়ই পাচ্ছে না ওরা।

'...একবার হলো কী, এক বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম আমি। সেখানে লোকজন আমাকে চেপে ধরল কবিতা শোনানোর জন্যে। আমি যতই না করি, কিছুতেই মানতে চায় না ওরা। শেষমেশ আমি শুনিয়েই দিলাম দু'চার লাইন। আমার সেই বিখ্যাত কবিতা, "কাক আর চাঁদ..."' খোশ মেজাজে আড্ডা দিয়ে যাচ্ছিলেন আংকেল ইভান। ম্যানিটোর সাথে বেশ জমে উঠেছে উনার। ম্যানিটো অবশ্য এই পর্যায়ে জানতে চাইল যে কবিতা বস্তুটা কী? সেটা কি কোনো খাদ্য বস্তু কিনা? নাকি কোনো মেডিসিন?

ম্যানিটোর এই কথা শুনে গলা নামিয়ে বেনজামিন স্বগতোক্তি করল, 'মেডিসিনই বটে...অনিদ্রা রোগীদের মেডিসিন...।'

আংকেল ইভান সাথে-সাথে বেনজামিনের পায়ে কষে একটা লাথি মারলেন। এরপর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ম্যানিটোর সাথে আড্ডা দিতে লাগলেন।

হঠাৎ আশার আলো খুঁজে পেল এলিসিয়া। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। এটা যদি কাজ না করে, তো দুনিয়ার আর কোনো কিছুতেই কাজ হবে না।

'আংকেল ইভান? তুমি তোমার সেই বিখ্যাত কবিতা "কাক আর চাঁদ" ম্যানিটোকে শোনাচ্ছ না কেন? ম্যানিটো শুনে অবশ্যই খুব পছন্দ করবে। ওটা তোমার সেরা কবিতা। তাছাড়া আমার আর বেনেরও ওটা খুব ভাল লাগে। মনে নেই ছোট বেলায় ওটা শুনিয়েই তুমি আমাদেরকে ঘুম পাড়াতে...' এলিসিয়া বলল। 'সেরা কবিতা' শুনে বেনজামিন বিদ্রুপ করে নিচু গলায় কিছু একটা বিড়বিড় করছিল। এবার এলিসিয়া আর আংকেল ইভান এক সাথে ওকে লাথি মারল।

BanglaBook.org

'আউচ! ওয়াচ ইট মোরান'স!' ব্যথায় নীল হয়ে গেল বেনজামিন। এরপর এলিসিয়া আর আংকেল ইভানকে অভিশাপ দিতে লাগল। ম্যানিটো হো হো করে হেসে উঠল: খুব মজা পেয়ে গেছে সে।

'না না, ম্যানিটো নিশ্চয়ই এখন কবিতা শুনতে চাচ্ছে না...থাক না, বেচারাকে বিরক্ত করে কী লাভ...' লাজুক-লাজুক গলায় বললেন উনি।

উনার লজ্জা-লজ্জা ভাবকে পাত্তা না দিয়ে এলিসিয়া বলে উঠল, 'আরে সমস্যা নেই! আমি জানি ম্যানিটো ওটা খুব পছন্দ করবে। সে অবশ্যই ওটা শুনতে চায়। কী ম্যানিটো। শুনতে চাও না? বল?'

'হ্যাঁ অবশ্যই, অবশ্যই। আমি আগে কখনও কবিতা শুনিনি। শুনব আমি। প্লিজ শোনাও...' ম্যানিটো এক গাল হেসে জানাল। অবশ্য ওর এটা না বললেও চলত। কারণ, এর বহু আগেই আংকেল ইভান ঝোলা থেকে কবিতার খাতাটা বের করে ফেলেছেন। এরপর আড়চোখে বেনজামিন আর এলিসিয়াকে দেখে নিলেন, যেন বুঝতে চাইছেন, ওরা উনার সাথে মস্করা করছে কিনা। এরপর গলা খাঁকারি দিয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন। শুরুটা অবশ্য কাক আর চাঁদ দিয়ে করলেন না। সুযোগ যখন পেয়েছেনই, আজ ম্যানিটোকে তার পুরো কালেকশানই শুনিয়ে ছাড়বেন।

একের পর এক আবৃত্তি করে যাচ্ছেন আংকেল ইভান। উনার পাশে বসে এলিসিয়া মুখে অনেক কষ্টে একটা হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। আর বেনজামিনকে দেখে মনে হচ্ছে, ওকে জোর করে কেউ চিরতার রস খাইয়ে দিয়েছে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, ম্যানিটোর প্রতিটা কবিতাই খুব পছন্দ হচ্ছে। প্রতিটা কবিতার শেষে সে হাত তালি দিচ্ছে খুশিতে, আর সেই সাথে আংকেল ইভানের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে উৎসাহের ভঙ্গীতে। আংকেল ইভানের চেস্ট স্ফীত হয়ে পড়ছে ক্রমাগত। উনিও উৎসাহ পেয়ে একের পর এক কবিতা আউড়ে চলেছেন।

এদিকে কোনো এক অদ্ভুত কারণে ম্যানিটোর চোখের পাতা ঘোলাটে হয়ে আসছে। দুলছে ও। এভাবে দুলতে থাকলে খানিক বাদেই হয়ত চেয়ারসহ উল্টে পড়ে যাবে। একটু পরপর কফির মগ এ চুমু দিচ্ছিল ও। পর-মুহূর্তেই চোখগুলো আবার বড়বড় হয়ে উঠছিল ওর।

আংকেল ইভান এবার আবৃত্তি করতে লাগলেন তার সেই কালজয়ী কবিতা। ম্যানিটো অনেক কষ্টে চোখ খুলে রেখেছে। আংকেল ইভান আউড়ে চলেছেন:

কাক আর চাঁদ

একদা কোনো এক রাত্রিকালে-
এক কাক বসিয়াছিল বাঁশ বাগানের মগডালে;
মনে বাজিতেছিল প্রেমের ডামাডোল হায়,
মন সঁপিয়াছে কোনো এক সুন্দরীর তরে–

BanglaBook.org

নিশীথে নিদ্রা আসিতেছিল না তায়!
বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল,
কিভাবে এ ঘোর অমানিশার রাত্রি যাপন করা যায়!

আকাশে ছিল না চাঁদ,
কালো-কালো চারপাশ,
থাকিবে কিভাবে ভায়া–
সেদিন যে ছিল অমাবস্যার চাঁদ!

ভাবিতে-ভাবিতে দুষ্টু বুদ্ধির উদয় হইল গগনে
লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ি উঠিল সে যতনে-

অতঃপর আকাশের তরে মুখ উঠায়ে মস্করা করিল,
হে, চান্দি মামা!
কী হলো আজি নাই হয়ে আছো কেন?!
লজ্জা লাগিতেছে নাকি আপন শ্রী খানা দেখাইতে?!

কী অমন করিয়াছ জাতি আজি জানিতে চায়
যাহার কারণে, এ ত্রি-ভুবনে,
মুখ দেখাবার লায়েক রইলে না হায়?

চাঁদ শুধালো,
ওরে নালায়েক, হীনমন্য তুই,
গুরুজনের তরে সম্মান কই...

BanglaBook.org

এই পর্যায়ে ম্যানিটো আর সহ্য করতে পারলো না; ধড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল। এরপর উচ্চস্বরে নাক ডাকতে শুরু করল। বাল্বতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ওর শূন্য কফির মগ। আংকেল ইভান এখনও একমনে কবিতা আউড়ে যাচ্ছেন। উনার সেদিকে মনোযোগ নেই।

'আংকেল ইভান! কাম ফতে। ম্যানিটো ঘুমিয়ে পড়েছে!' খুশিতে হাত তালি দিয়ে উঠল এলিসিয়া।

'মমম? কী বলতে চা...' বলতে-বলতে উনার চোখ জোড়া ম্যানিটোর বিশাল দেহের উপর পড়ল। চোখ কপালে উঠে গেল উনার। রাগে নাকের ফুটো বড়-বড় হয়ে গেল। 'হোয়াট দ্য...ধুস! এইসব অনিদ্রা রোগীগুলো সাহিত্যের মর্ম কী বুঝবে? আগে

জানলে ওকে এত হাই কোয়ালিটি সাহিত্য পড়ে শোনাতামই না...যত্তসব আজাইরা লোক...'

'সে যাই হোক, আমার মনে হয় তোমার এই "*লোকের*" আগামী সাতদিনের আগে আর ঘুম ভাঙবে না। এখন চলো যাওয়া যাক,' ম্যানিটোর গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যবেক্ষণ করে রায় দিল এলিসিয়া।

গুহার প্রবেশ পথে একটা প্রাচীন সিঁড়ি ওদেরকে নিচের দিকে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই নিচ থেকে হিম শীতল একটা বাতাস এসে ওদেরকে ধাক্কা দিল, যেন ভেতরে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে।

টিপটিপ পায়ে সুড়ঙ্গ পথে নিচের দিকে যেতে থাকল ওরা। যতই নিচের দিকে যাচ্ছে ততই ঠাণ্ডা আরও প্রকট হচ্ছে। সেই সাথে বাড়ছে অন্ধকার। ঘুটঘুটে অন্ধকার বিদীর্ণ করে আংকেল ইভানের হাত থেকে একটা সাদা আলোর বিচ্ছুরণ তৈরি হলো। খুব বেশি উজ্জ্বল নয় ওটা, কিন্তু ওদের পথ চলার জন্যে যথেষ্ট।

'কিভাবে করলে, আংকেল ইভান? আমাকে শিখিয়ে দাও, প্লিজ?' এলিসিয়া আকুতি জানাল।

'ওটা করার জন্যে কোনো চার্ম উচ্চারণ করার দরকার হয় না। এমনকি কোনো ম্যাজিক স্টাফেরও দরকার নেই। যেকোনো জাদুকরই এটা করতে পারবে, শুধু একটু মনোযোগ দিতে হবে। শুধু মন দিয়ে ভাবতে থাক যে এই মুহূর্তে আলো তোর কতখানি দরকার। এরপর উইল-পাওয়ার ব্যবহার করে নিজের কিছু স্পিরিচুয়াল এনার্জি হাতের তালুতে চ্যানেলিং করতে থাক। দেখবি কয়েকবারের চেষ্টাতে হাতের তালুতে একটা আলোর বল তৈরি হবে,' আংকেল ইভান খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষের মতো ওদেরকে বোঝাতে লাগলেন।

বেনজামিন আর এলিসিয়াকে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করতে হলো। প্রথম কয়েকবার ক্যামেরার শাটারের মতো '*ঝুপ*' শব্দ করে হাতের তালু জ্বলে উঠেই আবার সাথে-সাথে নিভে গেল। এরপর বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টা করার পর অবশেষে স্থায়ী আলোর বল তৈরি হলো ওদের হাতের তালুতে। ওরা দুইজনেই অবাক হয়ে নিজেদের তৈরি ম্যাজিক বল পরখ করতে লাগল।

'মনে রাখবি, স্পিরিচুয়াল এনার্জিকে কখনোই খাটো করে দেখতে নেই,' আংকেল ইভান বললেন। 'এই শক্তির ক্ষমতা কতটা অসাধারণ, এটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। ডার্ক শক্তিকে দমিয়ে রাখতে হলে স্পিরিচুয়াল শক্তির বিকল্প নেই।'

'কিন্তু আংকেল ইভান,' এলিসিয়া বলল, 'আমাদের স্পিরিচুয়াল লাইটগুলোকে আরো শক্তিশালি করা যায় না? করতে পারলে ভালো হতো। কারণ, অন্ধকার তো পুরোপুরি দূর হচ্ছে না এতে।'

আংকেল ইভান মাথা নাড়তে থাকলেন। 'ভুলেও চেষ্টা করতে যাস না কখনো।'

BanglaBook.org

'কেন?' বেনজামিন অবাক হয়ে জানতে চাইলো। 'যদি আরো বেশি পরিমাণ স্পিরিচুয়াল এনার্জি চ্যানেলিং করার চেষ্টা করা যায় হাতের তালুতে, তাহলে হয়তো বা বলগুলোর আলোর তীব্রতা আরো অনেক বাড়তো...অথবা ধরো, দুটো বলকে যদি জোড়া দেয়া যেত...'

হাহ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উনি। 'তোদের আর দোষ কী দেব। অনেক বড়-বড় উইজার্ডরাও স্পিরিচুয়াল এনার্জিকে এতটা মূল্য দেয় না। ভাবে এটা দুর্বল আর হাস্যকর ম্যাজিক। কিন্তু এটার অসীম ক্ষমতাকে যদি ওরা জানতো...'

'কিন্তু আংকেল ইভান, আমরা কী অন্তত আলোর বল তিনটাকে জোড়া লাগিয়ে বড় একটা আলোর বল তৈরি করতে পারি না? এতে করে আলোটা আরো বেশি পেতাম আমরা।'

আংকেল ইভান ভয়ে কেঁপে উঠলেন। 'সেটা করলে কী পরিমাণ স্পিরিচুয়াল এনার্জি রিলিজ হবে, সে বিষয়ে কোনো আইডিয়া নেই বলেই এ কথা বলছিস তোরা। একটা এনার্জি বল...দ্যটস ফাইন। কিউট। দুটো এনার্জি বল একসাথে? নট সো মাচ। তিনটা? আমি ভাবতেও চাই না এ বিষয়ে।'

ওরা বুঝতে পারলো যে আংকেল ইভানের সাথে আর কোনো তর্কে যাওয়ার মানে হয় না। ছোট বাচ্চা পেলে উনি এমনিতেই জ্ঞান বিকিরণ করার লোভ সামলাতে পারেন না। এগুলোর সত্যতা আদৌ কতটুকু, সেটা নিয়ে ওদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গিয়েছে, ওরা জানে না। একসময় পায়ের নিচে শক্ত ভূমি টের পেলো ওরা। একটা টানেল, যেটা সিঁড়িটার মতোই অন্ধকার। ওটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওদের পদ-শব্দ প্রতিনিয়ত অনুরণিত হচ্ছে গুহার আশেপাশের দেয়ালে।

বেশ কিছুদূর এগোবার পরেই আরেকটা সিঁড়ি দেখতে পেল ওরা। ওটা খুব বেশি গভীর নয়–বড়জোর পনের- ষোলটা ধাপ হবে ওটাতে।

শেষ ধাপটার পরেই একটা আর্চ-ওয়ে। ওখান দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর ওরা একটা এন্ট্রেন্স রুমে চলে এলো। এই রুমটা ফেলে আসা পথটার মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। এটার দেয়ালে ব্র্যাকেট আছে বেশ কয়েকটি। ওখান থেকে ঝুলছে জ্বলন্ত মশাল। সেই আলোতে দেয়ালগুলো পর্যবেক্ষণ করল ওরা–ওগুলোতে সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন ছবি খোদাই করা আছে, যেন দেয়ালের গায়ে খাঁজ কেটে-কেটে কেউ ওগুলো এঁকেছে। ওদের বরাবর সামনের দেয়ালের উপরে বড় হরফে ডিজাইন করে লেখা:

মনোযোগই সকল ক্ষমতার উৎস

তার নিচেই একটা খোলা বই খোদাই করা আছে।

দেয়ালের পাশ দিয়েই একটা অন্ধকার টানেল শুরু হয়েছে যেটার অপর পাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ওটাতে ঢোকার পর ওদের মনে হতে লাগল যে বিশাল এক

BanglaBook.org

অজগরের পেটের ভেতর ঢুকেছে, যেটা ওদেরকে গলাধঃকরণ করে এখন বেশ শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। অন্ধকার টানেলের দেয়ালে ওদের পায়ের ধ্বনি বারবার ধাক্কা খেয়ে আবার ওদের কানেই ফিরে আসছে।

টানেলটা ধরে বেশ খানিকটা গভীরে যাওয়ার পরে আরো একটা আর্চ-ওয়ে দেখতে পেল ওরা। বাঁকানো প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকল ওরা তিনজন।

ওরা এখন একটা বেশ বড় গোলাকার রুমে দাঁড়িয়ে আছে। এই রুমটাও মশালের আলোয় আলোকিত। স্পিরিচুয়াল লাইটের কোনো প্রয়োজন নেই দেখে ওগুলো ইতিমধ্যেই নিভিয়ে ফেলেছে ওরা।

বৃত্তাকার রুমটার চারপাশে অনেকগুলো দরজা, যেগুলোতে লেখা, 'চ্যাপ্টার ১, চ্যাপ্টার ২, চ্যাপ্টার ৩...।' সবগুলো পড়ে দেখার মতো সময় ওদের হাতে নেই। তড়িঘড়ি করে একদম বামে চলে গেল ওরা; যা খুঁজছে ওটা একদম শুরুর দিকেই থাকার কথা। বাম পাশের একদম কোণার দিকের দরজাটায় কিছুই লেখা নেই। তবে ওটার ঠিক পরের দরজাটার গায়ে লেখা:

ওটিয়োসাসের ম্যাপ

'আংকেল ইভান! এটাই সেই দরজা। দেখো!' এলিসিয়া উত্তেজিত ভাবে দরজাটার দিকে দেখিয়ে বলল। দরজাটা ধাতুর তৈরি। ওটার গায়ে খুব সুন্দর করে কারুকাজ করা–বেশ কিছু ম্যাজিকেল প্রাণী আর উইজার্ডদের ছবি দিয়ে ঘেরা। কিন্তু সমস্যা একটাই, ওটাতে কোনো হ্যান্ডেল নেই।

'এখন উপায়? হ্যান্ডেল ছাড়া কিভাবে দরজাটা খুলব?' এলিসিয়া বিরক্ত হয়ে আংকেল ইভানের দিকে তাকাল। ভাবছে, আংকেল ইভান হয়তো আকাশ থেকে কোনো একটা উপায় বাতলে দেবেন। কিন্তু উনি শুধু খুকখুক করে দু'বার কাশলেন, যেন বোঝাতে চাচ্ছেন: *এ প্রশ্ন আমার কাছে কেন?*

বেনজামিন দরজাটার গায়ে হাত দিল। সাথে-সাথে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার এক অনুভূতি ওর শরীর বেয়ে তরতর করে উঠে গেল, এরপর মস্তিষ্কে আশ্রয় নিলো। দরজার সেই কারুকাজগুলো নড়েচড়ে উঠল–প্রতিটা ম্যাজিকেল প্রাণী আর উইজার্ড জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওরা সবাই এখন জাজ্বল্যমান হলুদ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

বেনজামিনের হাত কাঁপছে। ওর চোখের স্বাভাবিক দীপ্তি হারিয়ে সেখানে এখন একটা অদ্ভুত সাদা আলো স্থান দখল করেছে।

'বেন? বেন, কী হয়েছে? জবাব দিচ্ছিস না কেন?' চেঁচিয়ে উঠল এলিসিয়া। আংকেল ইভান টান দিয়ে বেনের হাত দরজা থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওটা আসছেই না! মনে হচ্ছে যেন দরজাটা ওটাকে কচ্ছপের মতো কামড়ে ধরে

BanglaBook.org

রেখেছে। কিছুতেই ছাড়ছে না। সেই সাথে ওকে মৃতদেহের মতো ফ্যাকাসে, বিবর্ণ আর শীতল বলে মনে হচ্ছে।

বেনজামিনের সারা শরীর কাঁপতে লাগল, যেন দরজাটা ওর ধমনী আর শিরাতে রক্তের পরিবর্তে হাজার ভোল্টের কারেন্ট প্রবাহিত করছে। এলিসিয়া আর আংকেল ইভান এর স্টাফ থেকে একের পর এক আলোর বিচ্ছুরণও বেনজামিনের কোনো উপকার করতে ব্যর্থ হল।

হঠাত এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলল বেনজামিন। এরপর হাঁপাতে লাগল ভীষণভাবে। ওর হাত দরজার সাথে আর লেগে নেই।

'বেন, কী হয়েছে? ওরকম করছিলি কেন তুই? প্লিজ বল?' আংকেল ইভান বলে উঠলেন।

বেনজামিনের শরীরের কাঁপুনি ধীরে-ধীরে কমে এলো। আস্তে-আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলো ও। উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঠিকঠাক করতে-করতে বলল, 'আমি দরজাটায় হাত রাখা মাত্রই খুব ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু করলাম। আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে খারাপ স্বপ্নকে দশ দিয়ে গুন করলে যা হয় ঠিক তাই। দেখলাম, আমার পেছনে সাদা ধোঁয়া আর সামনে একটা ব্যানশি...ওটা একটা খালি কবরের উপর বসে আছে। আমাকে দেখা মাত্রই বলল, *"তুই মরবি, তুই খুব শীঘ্রই মরবি।"* এরপর আমাকে কবর এর নেম প্লেটটা দেখাল। সেখানে আমার নাম লেখা! তারপর খুব করুণ সুরে কাঁদতে শুরু করে দিল। ওর চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিল যেন আমি নরকে আছি। গায়ের প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি প্রচণ্ড ভয়ে নার্ভাস হয়ে পড়লাম। আমার হাঁটু কাঁপতে লাগল। একবার ভাবলাম, পেছন দিকে ঘুরে ফিরে আসার চেষ্টা করি। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, না, ফিরে যাওয়া মানে আমাদের এত কষ্টের ভেতরে পানি ঢেলে দেওয়া। যেভাবেই হোক আমাকে দরজাটা খুলতেই হবে। কিন্তু কিভাবে? পেছনে যে কুয়াশা দেখছিলাম সেটা তোদের কাছে ফিরে আসার রাস্তা। তাহলে সামনে যাওয়ার রাস্তা কোথায়? কবরস্থানের আশেপাশে অনেক খুঁজলাম। পেলাম না। অনেক পরে বুঝতে পারলাম, একমাত্র রাস্তাটা কোথায়...'

এলিসিয়া আর আংকেল ইভান দম বন্ধ করে ওর কাহিনী শুনছিল। ওদের দুইজনেরও বেশ ভয় করছিল। একটু থেমে দম নিয়েই আবার বলা শুরু করল বেনজামিন, 'আমি ব্যানশিটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। এরপর ওটাকে সরতে বললাম। না, ও একচুলও সরবে না। ওভাবেই বসে-বসে মরা কান্না কাঁদতে লাগল। আমার হাতে তখন একটাই রাস্তা ছিল। আমি ধীরে-ধীরে ব্যানশিটার গা ঘেঁষে কবরের ভেতর বসে পড়লাম। ওটার দিকে তাকাবো না তাকাবো না করেও তাকালাম। দেখলাম, ওটা তার সাদা-সাদা চোখগুলো দিয়ে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আ...আমার তখনকার অনুভূতি...আমি...আমি বলে বোঝাতে পারব না...'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ইভান আংকেল আর এলিসিয়ার। দুইজনেই থরথর করে কেঁপে উঠল।

BanglaBook.org

'এরপর...এরপর হঠাত তীব্র কুয়াশা আমাকে ঘিরে ধরল। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। সেই ভয়ানক হিমশীতল পরিবেশের ভেতরে কানের একদম কাছে ব্যানশিটা আরও জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আমি...আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার মাথার ভেতরের একটা অংশ বলছিল, *লেগে থাকো, লেগে থাকো বেন, তুমি প্রায় এসে গেছ, প্রায় খুলে ফেলেছ ওটা*...এরপর প্রচণ্ড এক দমকা হাওয়া এসে আমার চারপাশে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করতে লাগল। আমি এরপরেও নড়লাম না। বসে থাকলাম সেই কবরের ভেতর। এরপর...এরপর ঘূর্ণিবায়ু হঠাত করে বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে কুয়াশা সরে গিয়ে এই রুমটা দেখা গেল। আমিও আর কবরের মাঝখানে বসে নেই, ওটা আর ব্যানশিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এরপর আমি আর দেরি না করে জোরে একটা ধাক্কা দিলাম দরজাটাতে। সাথে-সাথেই সেটা খুলে গেল।'

চুপ হয়ে গেল এলিসিয়া আর আংকেল ইভান। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলল না। এরপর নীরবতা ভেঙ্গে আংকেল ইভান বললেন, 'ওটিয়োসাসের আসল ম্যাপ কারো দেখার কথা না। দেখে ফেললে সব ক্যারেক্টার মানে চরিত্রগুলো এরপর কী হতে যাচ্ছে সব জেনে যাবে। এটা বইয়ের কাহিনীকে এলোমেলো করে দিতে পারে। দেখা গেল লেখক লিখলেন একরকম, কিন্তু ছাপার পর দেখা গেল কাহিনী হয়ে গেছে আরেক রকম। এই জন্যেই বইটা নিজেই নিজের কাহিনী সংরক্ষণের স্বার্থে তোকে বাধা দিয়েছিল। যদি তুই ঐ অবস্থায় সেই সাহসী কাজটা না করতি, তাহলে তোকে আজীবনই এই দরজার সাথে এইভাবে হাত লাগিয়ে বসে থাকতে হতো।'

'নষ্ট করার মতো সময় নেই। ম্যানিটো যেকোনো সময় উঠে যেতে পারে। জলদি চলো,' বলেই লম্বা-লম্বা পা ফেলে সেই দরজার ভেতরের ছোট প্যাসেজে প্রবেশ করল বেনজামিন। আংকেল ইভান আর এলিসিয়া ভেতরে ঢুকার পরেই ধাম করে ওদের পেছনে দরজাটা সপাটে বন্ধ হয়ে গেল।

'আমরা কিভাবে ফিরে যাবো? ওটায় আবার হাত লাগালে তো ওটা দুঃস্বপ্ন দেখানো শুরু করবে!' এলিসিয়া উত্তেজিত ভাবে বলল।

'সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে, আপাতত সেই আগ্নেয়গিরির কাছে যেতে হবে আমাদের,' আংকেল ইভান বললেন।

ছোট প্যাসেজটা শেষ হয়ে বিশাল বড় একটা রুম দৃষ্টিগোচর হল। রুমের মেঝে দেখা যাচ্ছে না। স্রেফ ধোঁয়ার মতো আকৃতি হীন সাদা কিছু বস্তুকে প্রফুল্ল ভঙ্গিতে ভাসছে দেখা যাচ্ছে।

'ওগুলো কী?!' এলিসিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কে জানে! তবে ম্যাপটা এখানেই কোথাও আছে, আই ক্যান ফিল ইট,' বেনজামিন বলল। এরপর সে খুব সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে লাগল ধোঁয়ার সমুদ্রের দিকে। ভাবছে, ওখানে পা দিলে ওর কী অবস্থা হবে।

'বেন, কেয়ারফুল, পা দিস না...' চেঁচিয়ে উঠল এলিসিয়া।

BanglaBook.org

দেরি হয়ে গিয়েছে। তার আগেই বেনজামিন পা দিয়ে দিয়েছে। দুরুদুরু বুকে ওরা অপেক্ষা করছে কিছু একটা ঘটার জন্যে। নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে পাঠানো হবে ওদের শায়েস্তা করার জন্যে?

এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট কেটে গেল। কিন্তু কিছুই হলো না। অবাক কাণ্ড! ওরা নিশ্চিত ছিল যে কিছু না কিছু আসবেই ওদের বাধা দেয়ার জন্যে। কিন্তু এবার আর কিছুই হলো না।

'এলিসিয়া, আংকেল ইভান, তোমরাও চলে এসো, এগুলো শুধুই ধোঁয়া, আর কিছু নয়। একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু সেটা নিয়ে এখন ভাবলে চলবে না,' বেনজামিন ওদের দুইজনকে হাত নেড়ে ডাকতে লাগল। ওর কথায় আশ্বস্ত হয়ে এলিসিয়া আর আংকেল ইভানও খুব সাবধানে সেই সাদা ধোঁয়ার সমুদ্রে পা ডুবিয়ে দিলেন। ঠাণ্ডা শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো এলিসিয়ার। ওর এখন আফসোস হচ্ছিল যে কেন সাথে করে শীতের কাপড় আনল না।

'কিন্তু এখানে তো সাদা ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। ম্যাপটা কোথায়?' আংকেল ইভান ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে দেখতে লাগলেন।

বেনজামিন দ্রুত ভেবে চলেছে। এটাই সেই রুম যেখানে ম্যাপটা আছে। ও নিশ্চিত। যদিও সে জানে না কিভাবে সে এতটা নিশ্চিত হচ্ছে। কিন্তু ওর সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা ওকে বলছে যে ম্যাপটা এখানেই আছে। আচ্ছা, ওগুলো কি শুধুই ধোঁয়া? এমন যদি হয় যে ওগুলো...

'এলিসিয়া, আংকেল ইভান...ম্যাপটাকে মনে হয় আমি পেয়ে গেছি,' মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে বলল বেনজামিন।

'কোথায় ওটা? দেখছি না কেন? জলদি বল? ম্যানিটো হারামজাদার ঘুম ভাঙল বলে,' চট করে ঘাড়টা এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে বললেন আংকেল ইভান। যদি ম্যানিটো জেগে উঠে আর উনাকে বাগে পায়...তাহলে ওকে কবিতা শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গুহার ভেতর অনুপ্রবেশ করার যে কী শাস্তি দেবে, সেটা ভাবতে গিয়ে ঢোক গিললেন আংকেল ইভান।

'ওটা এখানেই আছে। কিন্তু আমরা ওটাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন, জানো?' বলেই বাকি দুইজনের দিকে তাকাল বেনজামিন।

'কেন?' ওরা দুইজনেই একসাথে জিজ্ঞেস করল। মুখে হাসি ফুটে উঠল বেনজামিনের।

'কারণ, আমরা ম্যাপটার উপরেই দাঁড়িয়ে আছি!' রহস্যময়ভাবে বলল বেনজামিন, এরপর বাকি দুজনের হতবাক হয়ে যাওয়া চেহারার থেকে নজর না সরিয়ে ধোঁয়াগুলোর দিকে মুখ করে খুব জোরে একটা ফুঁ দিল।

ধোঁয়াগুলো সরে গেল। ওদের ঠিক পায়ের নিচেই একটা রঙিন ম্যাপ। ওটিয়োসাসের ম্যাপ।

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ৪

দ্য ডেড ভলকানো অ্যাওয়েকস

ম্যাপটাতে ওটিয়োসাসের প্রতিটা জায়গার নাম খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে, প্রতিটা জলাশয় নিখুঁত ভাবে আঁকা আছে, এমনকি প্রতিটা বাড়িও দেখা যাচ্ছে ওখানে। ওরা এখন ম্যাপের উপরে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটার নাম, 'সাউর্দান হিল-ট্র্যাক'–একগুচ্ছ পাহাড় খুব সুন্দর করে সারি-সারি ভাবে শুয়ে আছে। পাহাড়ের প্রতিটা ডিটেইল খুব ক্ষুদ্র কালি দিয়ে আঁকা হয়েছে। এত সুন্দরভাবে আঁকা এবং এত স্বয়ংসম্পূর্ণ ম্যাপ এর আগে ওরা কখনও দেখেনি।

আরও ভালোভাবে দেখার আগেই ধোঁয়াগুলো এসে আবার ম্যাপটাকে ঢেকে দিল। এলিসিয়া সাথে-সাথে নিজের ম্যাজিক স্টাফ থেকে ক্ষীণ একটা বায়ুপ্রবাহ বের করল; মেঘগুলো আবার সরে যেতে লাগল।

'তাড়াতাড়ি কর। ঐ জায়গাটা কোথায় আছে দেখ। আমি নিশ্চিত ওটা এই ম্যাপে থাকবেই,' বেনজামিন বলল। আবারও বেনজামিনের একটা উদ্ভট ধারণা হলো যে ঐ জায়গাটা এখানেই থাকবে। কেন থাকবেই সেটা সে জানে না। শুধু জানে, ওটা এখানেই আছে।

হাঁটতে-হাঁটতে ওরা বেশ কয়েকটা জায়গা পেরিয়ে এলো। এর মাঝে কয়েকটি জায়গা ওদের বেশ পরিচিত। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ওদের নিজেদের বাড়ি।

'ভাবতে পারিস, আমি এখন নিজের বাড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছি!' নিচের দিকে তাকিয়ে বলল বেনজামিন–ও এখন আসলেই ওর বাড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এলিসিয়া ম্যাজিক স্টাফটা নিয়ে সামনে এগোতে লাগল। ওটা থেকে এখনও হাওয়ার স্রোতধারা বের হচ্ছে। ধোঁয়াগুলো ইতস্তত ভঙ্গীতে চারপাশে সরে গিয়ে ম্যাপটাকে দৃশ্যমান করে তুলছে। তন্নতন্ন করে ম্যাপটা খুঁজল ওরা। কিন্তু না! যা খুঁজছে, কোথাও নেই ওটা।

BanglaBook.org

'এক মিনিট! আমরা ঐ দিকটাতে এখনও যাইনি,' বলেই আঙ্গুল দিয়ে পূর্ব দিকটা দেখিয়ে দিলেন আংকেল ইভান। ওরা রুমটার পূর্ব দিকে হাঁটা শুরু করল। খুব সাবধানে প্রতিটা জায়গার নাম পড়ছে ওরা। কয়েকশ নাম পড়ার পর ওরা যখন প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছে, তখনি চোখে পড়ল ওটাকে–ম্যাপের পূর্ব দিকের একদম শেষ প্রান্তে–একটা সমতল ভূমি, একটা নদী, তারপর একটা সবুজ বন এবং সবার শেষে ম্যাপের একদম শেষ প্রান্তে, কালো একটা আগ্নেয়গিরি। পুরো জায়গাটার উপরে বড়বড় করে লেখা আছে:

দ্য ভ্যালি অফ ডুম

'আংকেল ইভান, এটাই সেই জায়গা!' চেঁচিয়ে উঠল বেনজামিন। 'আমি গত এক মাস ধরে ক্রমাগত ঠিক এই জায়গাগুলোই দেখেছি!'

'এর মানে হচ্ছে, বেনের ভিশনগুলো আসলেই সত্যি...' আংকেল ইভান এক দৃষ্টিতে ভ্যালি অফ ডুমের দিকে তাকিয়ে বললেন।

'এবং সেগুলো যদি সত্য হয়, তার মানে...লাভা এবং ড্রাগনটাও...' বলতে-বলতে মাথা ঘুরে গেল এলিসিয়ার, বেশ দুর্বল লাগছে ওর নিজেকে।

'হুম, ড্রাগনটা ওখানে আছে কিনা সেটা দেখা দরকার,' আংকেল ইভান গম্ভীর স্বরে ঘোষণা দিলেন।

'সেটা জানার একটাই উপায় আছে। আর এতদূর এসে পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে না জেনে আমি ফিরে যেতে পারি না,' বাকি দুই জনের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল বেনজামিন।

বেনজামিনের কথাটা ফেলে দেয়ার উপায় নেই। ওরা বাসা থেকে বের হওয়ার আগেই মনে-মনে প্রিপারেশান নিয়ে এসেছিল এ ব্যাপারে। অতএব এখন পিছু হটার কোনো কারণ নেই।

'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন আংকেল ইভান।

বেনজামিন কোনো জবাব দিল না। এক দৃষ্টিতে ম্যাপের দিকে তাকিয়েছিল। আংকেল ইভানের কথার জবাব দিতেই সম্ভবত এই মাত্র ম্যাপের উপর ভেসে উঠেছে কয়েকটি শব্দ।

'ওগুলো কী? হঠাৎ করে কোথা থেকে এলো?!' জিজ্ঞেস করল এলিসিয়া।

'এগুলো এমন কিছু, যেটা আমাদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে এই মুহূর্তে খুব প্রয়োজন,' ম্যাপের উপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বলল বেনজামিন। এরপর বাকি দুই জনকে অবাক করে দিয়ে ফিসফিস করে লেখাগুলো পড়তে লাগল।

BanglaBook.org

ধীরে-ধীরে ম্যাপ এর আকার বাড়তে লাগল। সাদা ধোঁয়াগুলো ওদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। ওগুলো বাড়ছে তো বাড়ছেই, থামার কোনো নামই নেই। দেখতে-দেখতে ওগুলো আরও ঘনীভূত হয়ে এলো, ওদেরকে ডুবিয়ে দিল সাদার রাজত্বে।

ওরা এতক্ষণে বুঝতে পারল সাদা ধোঁয়াগুলো আসলে কী ছিল–মেঘ, তুলোর ন্যায় সাদা-সাদা মেঘ। ধীরে-ধীরে পায়ের নিচের সবকিছু জীবন্ত হয়ে উঠছে। নদীর পানিতে মৃদু স্রোত দেখা যাচ্ছে, সেই সাথে জলপ্রবাহের ছলাত-ছলাত শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সূর্যের আলো নদীর পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ওদের মুখে এসে পড়ছে।

হঠাৎ করে কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেন ওদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল কয়েক হাজার ফুট উপর থেকে। মেঘের ভেতর দিয়ে রকেটের মতো পড়ছে ওরা। প্রচণ্ড বাতাসে গালের চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কানের কাছে ভয়ানক রকমের শোঁশোঁ আওয়াজ হচ্ছে। বাতাসের তীব্র চাপে মনে হচ্ছে যেন কানের পর্দাই ফেটে যাবে। বেনের হঠাত ভয় হতে লাগল। এত স্পিডে পড়তে থাকলে ওদের হাড় একটাও আস্ত থাকবে না। তরমুজের মতো ফেটে যাবে ওরা।

ওরা এখন প্রায় মাটির কাছাকাছি চলে এসেছে। আর মাত্র একশ মিটার...এরপরেই ওরা অমানুষিক গতিতে মাটিতে আঘাত করতে যাচ্ছে...

চোখের পলকে ওদের তিনজনের শরীর পাখির পালকের মতো হালকা হয়ে গেল, যেন ওরা স্রেফ গ্যাস বেলুন ছাড়া আর কিছুই নয়। খুব ধীরে-ধীরে হেলে-দুলে মাটির দিকে এগোচ্ছে তিনজনেই। আধ মিনিটের মাঝেই পায়ের নিচে নরম, সবুজ ঘাসের স্পর্শ টের পেল ওরা।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে একটা সমতল ভূমিতে। পেছনেই পাহাড়ের সারি মাথা উঁচু করে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাহাড়ের সারির মাঝখানে দিয়ে শরীর বেঁকিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা নদী। বেনজামিনের ভিশনে দেখা সেই নদী।

সমতল ভূমিটা পার হয়ে নদীটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ওটার জল আয়নার মতো স্বচ্ছ, গভীরতা খুব বেশি নয়, তলদেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নাম না জানা অজস্র ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রঙিন জলজ প্রাণী আপন মনে ভেসে বেড়াচ্ছে নদীর তলদেশে। স্বাভাবিক নদীর মতো প্রস্থেও ওটা এতটা বড় নয়। সহজেই সাঁতরে পার হওয়া যাবে। খুব মৃদু একটা স্রোত নদীর বুকে বয়ে চলেছে ক্লান্তিহীন ভাবে। নদীর অপর পাড় থেকে শুরু হয়েছে একটা ঘন সবুজ বন। সাপের মতো এঁকে-বেঁকে ঠিক বনের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে নদীটা। স্বচ্ছ নদী আর তার তীরের সেই অদ্ভুত ঘন সবুজ বনভূমি মিলিয়ে এক অবাস্তব রকমের মনোমুগ্ধকর চিত্র ফুটে উঠেছে।

'যেন স্বর্গরাজ্য!' ফিসফিস করে স্বগতোক্তি করলেন আংকেল ইভান।

BanglaBook.org

'শেষ বারের মতো দেখে নাও। কারণ, আমার ভিশনগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়িই এই স্বর্গরাজ্য নরকে পরিণত হতে যাচ্ছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনজামিন।

'সৃষ্টিকর্তার কি একটুও হাত কাঁপবে না নিজ হাতে সৃষ্ট এই স্বর্গভূমিকে ধ্বংস করে দিতে?' বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল এলিসিয়া। ব্যাপারটা সে কোনোমতেই মেনে নিতে পারছে না।

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আংকেল ইভান। বড় করে একটা শ্বাস টেনে বললেন, 'কখনোই কাঁপে না।'

ওরা বেশ কিছুক্ষণ নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন ভুলেই গেছে ওদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কী। মুগ্ধ হয়ে আশেপাশের দৃশ্য উপভোগ করছে। বেনজামিনের কথায় সম্বিত ফিরল ওদের।

'তোমরা কি গোটা দিন এখানেই কাটিয়ে দেবে নাকি? চল, যাওয়া যাক। আশা করি তোমরা কেউই খানিকটা ভেজার ব্যাপারে আপত্তি করবে না,' বলেই আর দেরি না করে পানিতে নেমে গেল বেনজামিন। এলিসিয়া গোমড়া মুখে আপত্তি জানাতে শুরু করেছিল, কিন্তু আংকেল ইভান তার আগেই উৎসাহের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন নদীর বুকে। মুখ ভর্তি পানি নিয়ে তিমি মাছের মতো ফুরফুর করে জল ছাড়তে লাগলেন। এরপর পরম আনন্দে ডুব দিতে লাগলেন একের পর এক।

'আংকেল ইভান! এসব কী? তুমি এখানে গোসল করতে আসোনি। একটা মিশনে এসেছ, এসব ছেলেমানুষি বন্ধ কর, প্লিজ!' কড়াভাবে বলল বেনজামিন। এলিসিয়া সাধারণত বেনজামিনের কথায় সায় দেয় না। এই প্রথমবারের মতো সেও বেনজামিনের কথায় পুরোপুরি সায় দিয়ে সবেগে মাথা নাড়তে লাগল।

'আরে তোরা বুঝতে পারছিস না। যেকোনো কঠিন মিশনের আগে শরীরটা ভালোভাবে ভিজিয়ে নেয়া উচিত। এতে করে মিশনের সময় মাথা ঠাণ্ডা থাকে,' বলেই ব্যাক-স্ট্রোক দেয়া শুরু করে দিলেন। উনাকে ছোট-খাটো তিমির মতো দেখাচ্ছিল, যে তার বিশাল ভুঁড়িটা উপরের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে ব্যাক-স্ট্রোক দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

কিছু সময় বাদেই ওরা নদীটা পার হয়ে এলো। তীরে উঠেই ওরা *ড্রায়িং চার্ম* দিয়ে কয়েক সেকেন্ড এর ভেতরেই নিজেদের শুকিয়ে নিলো। শরীরটা ফুরফুরে লাগছে এখন। মাথা হালকা লাগছে। আংকেল ইভানের কথাটা মনে হয় একদমই ফেলে দেয়ার মতো না!

তীরেই উঠেই ক্যামেরাটা একবার চেক করে নিলো এলিসিয়া। ওটা শুকনোই আছে। যাক, ম্যাজিকটা তাহলে ঠিকঠাক কাজ করেছে। আংকেল ইভানের মতো সেও *ওয়াটার রিটার্ডেন্ট* চার্ম ব্যবহার করেছে। তবে পার্থক্য হচ্ছে, আংকেল ইভান চার্মটা করেছেন নিজের কবিতার পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্যে, আর এলিসিয়া করেছে ক্যামেরাটাকে রক্ষা করার জন্যে।

BanglaBook.org

ওরা এখন ঘন বনের ভেতর দিয়ে হাঁটছে। গাছগুলো এতই উঁচু আর বিশাল-বিশাল পাতায় সুসজ্জিত যে উপরে সূর্য দেখা যাচ্ছে না। ফলে জঙ্গলের ভেতরটা ঘন অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে আছে। ওদের একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। কিন্তু ওরা কোনো কথা না বলে স্রেফ হেঁটে যাচ্ছে। এখানে ওখানে নানা রঙের পাখি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। দু'চারটা খরগোশ আর হরিণ বনজ উদ্ভিদের ফাঁক দিয়ে মুখ গলিয়ে ওদেরকে দেখতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওরা সামনে আলো দেখতে পেল–বনের শেষ প্রান্ত। ওখান দিয়ে শেষ বিকেলের সূর্যের কিরণ উঁকি দিচ্ছে। সামনে থাকা গাছের ঘন পাতাগুলো মুখের উপর থেকে সরাতেই উদ্ভাসিত আলোয় চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এলো ওদের। সেই আলোয় চোখ সয়ে যেতেই ওরা দেখতে পেল ওটাকে। একদম শেষ প্রান্তে মাথা উঁচু করে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। সুউচ্চ চূড়াটা খাড়া উপরের দিকে উঠতে-উঠতে আকাশের নীল সীমানা স্পর্শ করেছে। সেই আগ্নেয়গিরি...বিশাল, কাল এবং মৃত।

সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই সূর্য তার আলো বিকিরণ বন্ধ করে দেবে। ওদেরকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। রাতের বেলা এই উপত্যকায় থাকাটা কেন যেন নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। অতি দ্রুত পা চালাল ওরা তিনজন।

সেই নদীটা ওদের বাম দিক দিয়ে একে-বেঁকে বেশ কিছুদূর গিয়ে সোজা ঢুকে পড়েছে আগ্নেয়গিরির পেটের ভেতর। হয়তো ওটার শেষ হয়েছে সেই আগ্নেয়গিরির ভেতরেই। তার মানে ওদেরকে আবার নদীটা পার হতে হবে। এলিসিয়া এবার সবার আগে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওকে টেনে ধরল বেনজামিন।

'কী? কোনো সমস্যা?' এলিসিয়া খানিকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'জানিস, আমার এইমাত্র খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। মনে হচ্ছে...ঠিক সূর্য ডোবার মুহূর্তে কিছু একটা হতে যাচ্ছে এখানে। একদম ঠিক ঐ মুহূর্তেই...' বেনজামিন নিজের কপাল ঘষতে-ঘষতে বলল। বাকি দুইজন এবার আর ওকে জিজ্ঞেস করল না যে সে কিভাবে জানে। ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওরা।

'সমস্যা নেই। আমরা সূর্য ডোবার আগেই ফিরে আসবো। ওকে?' এই বলে এলিসিয়া ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। এরপর আর দেরি না করে একযোগে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা তিনজন। সাঁতরে ওপাশে চলে গেল খুব দ্রুত। তীরে দাঁড়িয়েই মাথা উঁচু করে দেখল ওটাকে। ওদের সামনে অনেক উঁচুতে আইফেল টাওয়ারের মতো ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৃত আগ্নেয়গিরিটা।

'আমরা যদি শুধু ওটার ভেতরে যেতে পারতাম, দেখতে পারতাম ওটার ভেতর আসলে কী আছে, কী অবস্থায় আছে...' বলা শুরু করেছিল বেনজামিন, কিন্তু ওকে মাঝ পথেই থামিয়ে দিল আংকেল ইভানের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

BanglaBook.org

'বেন, এলিসিয়া, দেখ।' হাত নেড়ে ডান পাশে কিছু একটা দেখাচ্ছিলেন উনি। আগ্নেয়গিরির এক পাশ দিয়ে একটা মাটির তৈরি সিঁড়ি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। ওটা এতক্ষণ চোখেই পড়েনি ওদের।

'যাক, ভালই হয়েছে। আংকেল ইভান, সূর্য ডুবতে আর বেশি দেরি নেই। আমাদের কী করতে হবে বলে দিচ্ছি। আগ্নেয়গিরির ভেতরে ঢুকব আর ওটার ভেতরে কী চলছে সেটা দেখে তার কয়েকটা ছবি তুলব, এরপর সাথে-সাথে ফিরে আসব...আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাই যে দানবটা ওটার ভেতর আছে কী না। কিন্তু মনে রাখবে, ওটার ভেতর কোনোমতেই বেশিক্ষণ সময় কাটানো যাবে না,' ওদেরকে সাবধান করে দিল বেনজামিন।

সিঁড়ি ভেঙ্গে দ্রুত পায়ে উপরে উঠতে লাগল ওরা। সিঁড়িটা বেশ উঁচু এবং প্রশস্ত। আঁকাবাঁকা পথে আগ্নেয়গিরির মাঝামাঝি গিয়ে একটা বিশাল প্রবেশদ্বারের মুখে উন্মুক্ত হয়েছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য প্রায় হেলে পড়েছে তখন। সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই।

প্রবেশদ্বারটা পেরিয়ে আগ্নেয়গিরির ভেতরে ঢুকল ওরা। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না প্রায়। তাদের এখন আলো দরকার।

ভাবতে না ভাবতেই এলিসিয়ার হাতে একটা উজ্জ্বল সাদা ম্যাজিক বল তৈরি হলো। ওটা থেকে ক্রমাগত সাদা আলোর বিকিরণ ঘটছে চারদিকে। এলিসিয়ার দেখা দেখি আংকেল ইভান আর বেনজামিনও তাই করল। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওদের তিন জনের ম্যাজিক বলের আলোও সেই ঘন অন্ধকারকে পুরোপুরি দূর করতে পারছে না।

'হুমমমমম...জায়গাটাতে কোনো একটা ডার্ক স্পেল আছে। কোনো আলোই এটার অন্ধকারকে পুরোপুরি দূর করতে পারবে না। জায়গাটা ডার্ক হিসেবেই থাকবে, ওটার স্বভাব কোনোমতেই পরিবর্তন হবে না। কারণ, জায়গাটাকে ওভাবেই সৃষ্টি করেছেন *'তিনি'*। জায়গাটা ঠিক তা-ই, যেমনটা লেখক চেয়েছেন,' বিজ্ঞের মতো বললেন আংকেল ইভান। এরপর বড়-বড় পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ ব্যালেন্স হারিয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে দুলতে লাগলেন উনি। এরপর নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে একটা ছোট-খাটো আর্তনাদ করে উঠলেন। আংকেল ইভান এর পায়ের পাতা এখন যেখানে আছে, রাস্তাটা ঠিক ওখানেই শেষ। এরপরেই বিশাল খাদ, আর নিচে, সেই নদী; শান্তভাবে বয়ে চলেছে আগ্নেয়গিরির শেষ প্রান্তের দেয়াল পর্যন্ত।

'উপস, আরেকটু হলে তো পড়েই যাচ্ছিলাম, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। আমার কিছু হয়ে গেল তোদের দুইজনের যে কী হত, সেটা ভেবেই আমি...' বুকে হাত দিয়ে একটানা বলে যাচ্ছিলেন আংকেল ইভান, কিন্তু মাঝপথেই এলিসিয়া বাধা দিল।

'তোমার চিন্তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, কারণ তোমাকে ছাড়া আমরা দুজন বেশ আরামেই বাড়িতে ফিরে যেতে পারতাম। আর তাছাড়া, তোমাকে মনে

BanglaBook.org

করিয়ে দেই যে তুমি সেরকম কোনো বিপদেই ছিলে না। শুধু তোমাকে একটু বেশি সময় সাঁতার কাটতে হতো, এই আরকি...' এলিসিয়া মুখ বাঁকিয়ে বলল। আংকেল ইভান প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই আবারও বাধাপ্রাপ্ত হলেন, দ্বিতীয়বারের মতো।

'দানবটা এখানে নেই! অদ্ভুত! বাকি সব মিলে গেল। শুধু দুটো ব্যাপার ছাড়া, তার মানে ভয়ের কিছু নেই,' বেনজামিন ভ্রু কুঁচকে বলল।

'আপাতত...' ওকে শুদ্ধ করে দিলেন আংকেল ইভান। 'তোর ভিশনের প্রথম দিকের অংশগুলো যেহেতু মিলে গিয়েছে সেহেতু গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় যে বাকি অংশগুলোও মিলে যাওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার। আমাদের হাতে আসলেই খুব বেশি সময়–'

'সময়! শিট! আংকেল ইভান, এলিসিয়া, জলদি বের হয়ে যাও এখান থেকে,' কপালে হাত দিয়ে বলল বেনজামিন। 'হারি আপ, সামথিংস কামিং। আমি ওটা অনুভব করছি, খুব ভয়ঙ্কর ভাবে...প্রতিটা সেকেন্ডে অনুভূতিটা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে...'

ঠিক ঐ মুহূর্তে মাটির নিচে গুমগুম করে একটা আওয়াজ হলো–যেন কিছু একটা জোর গতিতে এগিয়ে আসছে পাতালপুরী দিয়ে।

'কী...কী হচ্ছে এটা...' এলিসিয়া চিৎকার করে উঠল। সাথে সাথেই মাটি ভয়ানক ভাবে দুলে উঠল। পুরো পৃথিবী যেন একযোগে কেঁপে উঠেছে। আংকেল ইভান তখনও একদম কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভূমি তীব্রভাবে নড়ে উঠতেই ওরা পেছন দিকে দৌড় দিল। ওদের ডান আর বাম পাশের মাটি কর্কশ শব্দ করে ভেঙ্গে-ভেঙ্গে গভীর খাদের নিচে সেই নদীতে পড়তে লাগল। ওদের পায়ের তলার মাটিতেও ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে খুব দ্রুত।

ওরা যখন দরজার কাছে চলে এসেছে ঠিক তখনি পেছন থেকে আংকেল ইভানের আর্তনাদ কানে এলো ওদের। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আংকেল ইভান ওদের থেকে বেশ কয়েক হাত দূরে আছেন। উনার পায়ের তলার মাটি আড়াআড়িভাবে ভেঙ্গে গিয়ে এ পাশের রাস্তা থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে ভয়ানক ভাবে এদিক-ওদিক দুলছে। যেকোনো মুহূর্তে ওটা পড়ে যাবে।

'আংকেল ইভান!' চিৎকার করে দৌড়ে গেল বেনজামিন আর এলিসিয়া। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মাটির সুউচ্চ পিলারটা আংকেল ইভানকে সহ পেছনের দিকে হেলে পড়ল। আংকেল ইভান আর সেই মাটির পিলার, দুটোই পড়ে যাচ্ছে অনেক নিচে।

আংকেল ইভান পড়ে যাচ্ছেন...তার চারপাশ দিয়ে বড়-বড় মাটির দলা ভেঙ্গে-ভেঙ্গে পড়ছে...প্রচণ্ড বেগে নিচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন উনি...

ঝুপ করে নদীর জলে পরপর কয়েকটা শব্দ হলো।

এলিসিয়া আর বেনজামিন উঁচু রাস্তাটার কিনারায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আংকেল ইভানের নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু ঘন অন্ধকারের ভেতর এত নিচে উনাকে

BanglaBook.org

আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের মনে হচ্ছে, হয়ত ডুবে গিয়েছেন উনি। যদি সময় থাকতে উনাকে টান দিয়ে কিনারা থেকে সরিয়ে নিতো ওরা...

বহু নিচে, জলে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। নদীর শান্ত জল এখন আর শান্ত নেই; বৃত্তাকারে ঘুরছে পানি। মনে হচ্ছে পানির নিচে বিশাল এক টার্বাইন বসিয়েছে কেউ। জলের ঘূর্ণন বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। চোখের পলকেই ঘূর্ণি জলের মাঝখানে বিশাল একটা গর্ত তৈরি হলো।

'হোয়ার্লপুল!' আঁতকে উঠল এলিসিয়া।

বিশাল এক হোয়ার্লপুল তৈরি হয়েছে নিচে। ঘূর্ণিজলের মাঝখানের গর্তটা কতখানি গভীরে গিয়েছে, সেটা আন্দাজও করতে চায় না বেনজামিন।

হোয়ার্লপুলের নিচ থেকে লাল আলো ঠিকরে বের হচ্ছে, যেন আগুন বের হয়ে আসছে ওখান থেকে। সেই আলোয় ওরা দেখতে পেল: নদীর পানি ফুটছে, ভয়ঙ্কর ভাবে–দেখে মনে হচ্ছে নদীটার নিচে একটা নিউট্রন স্টার আছে যার উত্তাপে ওটা বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে।

এরপর কী হবে, সেটা বেনজামিনের ভালো করেই জানা আছে। ওটা হওয়ার আগেই পালাতে হবে এখান থেকে, যেভাবেই হোক।

'দেখ!' হঠাত কাঁপা-কাঁপা হাতে এলিসিয়াকে নিচে নদীর জলের দিকে দেখাল বেনজামিন। জলের নিচে লাল আলোর বাইরেও আরেকটা আলো দেখা যাচ্ছে–সাদা একটা আলো; জলের নিচ থেকে তীব্র বেগে এগিয়ে আসছে ওটা।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের সাথে পুরো আগ্নেয়গিরি কেঁপে উঠল। হোয়ার্লপুলের সেই দানবীয় মুখের ভেতর থেকে সবেগে লাল রঙের ফুটন্ত তরলের স্রোত বেরিয়ে এলো, যার কিছুটা উপরে একটা উজ্জ্বল সাদা আলো দেখা যাচ্ছে; ওটা বুলেটের গতিতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে–সেটাকে তাড়া করছে লাল রঙে রঞ্জিত তরল পদার্থের স্রোত।

বিস্ফোরণের তীব্রতায় এলিসিয়া আর বেনজামিন পেছনের দিকে ছিটকে পড়ল। সাথে-সাথে সেই উজ্জ্বল সাদা আলো এসে ধুপ করে ওদের সামনে ল্যান্ড করল। এর ঠিক এক মুহূর্ত পরেই রক্তের ন্যায় লাল কিছু সবেগে ফোয়ারার মতো বেরিয়ে এলো উপরের দিকে।

'লাভা!' চিৎকার করে উঠলেন আংকেল ইভান; উনার পুরো শরীর থেকে এখনও তীব্র সাদা আলোর বিকিরণ হচ্ছে, বাম হাতে শক্ত করে ধরে আছেন উনার ম্যাজিক স্টাফ। 'দৌড়া!'

ওরা তিনজন প্রাণপণে পেছন দিকে দৌড়াতে লাগল। লাভা উদগিরণ থামছেই না। লাভার স্রোত সেই কালো আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল ঊর্ধ্বমুখী জলপ্রপাতের মতো। অনেক নিচে নদীর পানির সাথে লাভা এসে মিশেছে; ধোঁয়া বের হচ্ছে নদীটা থেকে।

BanglaBook.org

আগ্নেয়গিরির বুকের সেই সিঁড়ি বেয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে ওরা। তবে আংকেল ইভানকে মনে হয় না কেউ পেছনে ফেলতে পারবে। লাভায় দ্রবীভূত হয়ে *'ইভান'স-লার্ভা সলিউশান'* তৈরি করার কোনো ইচ্ছেই দেখা যাচ্ছে না উনার মধ্যে।

'জলদি দৌড়া, আমাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ নদীটা পার হয়ে ওপারে যেতে হবে, নাহলে আর কয়েক মিনিটের মাথায় ওটাও লাভা দিয়ে ভরে যাবে,' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল বেনজামিন। আগ্নেয়গিরির লাভা ওটার জ্বালামুখ থেকে অনেক উঁচুতে উঠে আকাশ স্পর্শ করেছে। উত্তপ্ত ম্যাগমা বৃষ্টির মতো এদিক-সেদিক পড়ছে। কিছু গলিত ম্যাগমা নদীর তীরের কাছাকাছি থাকা কয়েকটা গাছের উপর পড়ল; গাছগুলো মুহূর্তেই কয়লায় পরিণত হয়ে গেল। গাছগুলোর পরিণতি দেখতে-দেখতে ওরা ভাবতে লাগল ওদের নিজেদের পরিণতির কথা।

আগ্নেয়গিরির ঢাল বেয়ে লাভা গড়িয়ে পড়ছে এখন। দ্রুত এগিয়ে আসছে ওগুলো, সোজা ওদের দিকে–বিশালাকার সরীসৃপের মতো হিসহিস শব্দ করতে-করতে।

সিঁড়ি থেকে নেমে লাফ দিয়ে নদীর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল ওরা। কিন্তু এলিসিয়া মাঝ পথেই থেমে গেল।

'এলিসিয়া! কী করছিস তুই? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর?' বেনজামিন চিৎকার করে উঠল।

আংকেল ইভান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই এলিসিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'ফটো! একদমই ভুলে গিয়েছিলাম ওটার কথা, ওটাই আমাদের কথার একমাত্র প্রমাণ, বেনজামিন।'

চটজলদি ক্যামেরাটা চোখের সামনে তুলে নিলো সে। এরপর ঘন-ঘন শাটার টিপতে লাগল। তারপর বাকি দুইজনের সাথে একসাথে জলে ঝাঁপ দিল ও। *ওয়াটার রিটার্ডেন্ট* স্পেলটা এখনো কাজ করছে ক্যামেরাটার উপর।

নদীর পানি ওদেরকে স্পর্শ করা মাত্রই সারা শরীর কেঁপে উঠল ওদের। যদি ওরা সময়মতো নদীটা পার হতে না পারে? আচ্ছা, যদি কোনো চরিত্র লেখকের অনিচ্ছায় মারা যায়, তাহলে তার কী হয়? সে কি বইটা থেকে পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়? ওর নাম কি একদম মুছে যায় বই থেকে?

পশ্চিম আকাশে হেলে পড়া সূর্যের আর মাত্র অল্প কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে; ওটার শেষ বিকিরণ নদীর জলে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, চকমক করছে জল। ওরা প্রাণপণ সাঁতরে যাচ্ছে। আর বেশি দেরি নেই। পেছনেই শোনা যাচ্ছে লাভার উন্মত্ত গর্জন।

ওরা যখন মাঝ নদীতে এসে পড়েছে, ঠিক তখনি প্রচণ্ড শব্দে আগ্নেয়গিরির নিচের দিকের একটা অংশ ফেটে গেল; সেই অংশটা, যেখান দিয়ে নদীটা আগ্নেয়গিরির ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। সেই বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা দিয়ে যমদূতের মতো বেরিয়ে এলো ওগুলো। লাভা।

BanglaBook.org

'সব শেষ! আমরা লাভায় গলে মরবো। কেউ জানবেও না আমরা কিভাবে নাই হয়ে গিয়েছি,' কাঁপতে-কাঁপতে বলল বেনজামিন। ওদের দুই দিক থেকে ধেয়ে আসছে উত্তপ্ত গলিত লাভা–একদম পেছন দিক থেকে আগ্নেয়গিরির ঢাল বেয়ে, আর ডান পাশ থেকে, নদীটার পথ ধরে এগিয়ে আসছে লাল রঙের মৃত্যু-দূত। যত জোরেই সাঁতার কাটুক, ওরা কখনোই সময় মতো তীরে পৌঁছাতে পারবে না।

এই শেষ! লাভায় ডুবে মৃত্যু! এত ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি এলিসিয়া। ভাবছে লাভাগুলো ওকে গলিয়ে দেয়ার আগেই চোখ বন্ধ করে ফেলবে ও। দেখতে চায় না ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্য। শেষবারের মতো নদীর স্বচ্ছ পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিলো সে। কী সুন্দর প্রতিচ্ছবি পড়েছে নদীর জলে! খুব ক্ষীণ একটা ঢেউ ওর প্রতিচ্ছবিটাকে বারবার বাঁকিয়ে দিচ্ছে। আর কখনো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের রূপের প্রশংসা করা হবে না। আর কখনো সুন্দর করে কপালে টিপ আর ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক দিয়ে রাজকুমারী সাজা হবে না।

কিন্তু স্বচ্ছ রুপালি জলের ক্ষীণ ঢেউটা কিসের কথা যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে, ঐ ক্ষীণ ঢেউ যেন খুব পরিচিত...ওটা সে আগেও কোথাও দেখেছে...

প্রচণ্ড উত্তেজনার একটা জোয়ার ইউনিকর্নের মতো দৌড়াতে লাগল এলিসিয়ার ধমনিগুলো বেয়ে। বেঁচে যাওয়ার একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিচ্ছে ওর ভেতরে। চট করে ওর দুই পাশে দেখে নিলো সে; পাশের দুইজন ইতিমধ্যেই চোখ বন্ধ করে ফেলেছে; মৃত্যুর জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

হাতটা সামনের দিকে দিয়ে বিড়বিড় করে সামোনিং চার্মটা উচ্চারণ করল এলিসিয়া। সাথে-সাথে হালকা নীল দ্যুতি ছড়ানো কিছু একটা ওর হাতের তালুতে শোভা পেল। ওটার স্বচ্ছ গায়ের উপর খুব ক্ষীণ একটা স্রোতধারা বইছে; ঠিক নদীর জলের মতো! সেই নীল আয়নাটা, যেটা আংকেল জর্জ ওকে দিয়েছিলেন, জন্মদিনের উপহার হিসেবে।

আয়নাটাকে হাতের তালুর উপর নিয়ে এলিসিয়া ফিসফিস করে বলল, *'ট্রান্সভার্টো।'*

সাথে-সাথে আয়নাটা নড়েচড়ে উঠল। এরপর বাতাসে ভাসতে-ভাসতে এলিসিয়ার থেকে ঠিক দুই ফুট দূরত্বে এসে থামল। এলিসিয়া চোখ বন্ধ করে অনবরত ফিসফিস করে যাচ্ছে, *'টেম্পলাম সেন্টারিয়ো গ্রেটিয়া ডি নিমাস অ্যাকুইলোনিয়াস...টেম্পলাম সেন্টারিয়ো গ্রেটিয়া ডি নিমাস...'*

আয়নাটা দ্রুত বড় হচ্ছে, যেন ওটাকে কেউ গ্রোথ হরমোন প্রয়োগ করেছে অতিরিক্ত পরিমাণে। ততক্ষণে লাভা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। আর মাত্র দশ সেকেন্ডের মাঝেই ওদেরকে গলিয়ে দিয়ে যাবে ওগুলো। কিন্তু এলিসিয়া এই বিপদের মাঝেও কিভাবে-কিভাবে যেন মনোযোগ ধরে রেখেছে–সমস্ত উইল পাওয়ার এক করে সে এক মনে চার্মটা আউড়ে যাচ্ছে...

BanglaBook.org

'টেম্পলাম সেক্টারিয়ো গ্রেটিয়া ডি নিমাস অ্যাকুইলোনিয়াস...টেম্পলাম সেক্টারিয়ো গ্রেটিয়া ডি নিমাস...টেম্পলাম সেক্টারিয়ো...'

তীব্র নীল আলোর বিচ্ছুরণ হলো এলিসিয়ার সামনে। ও চোখ খুলে দেখল, আয়নাটা তার সর্বোচ্চ আকার ধারণ করেছে; ওর গায়ের সেই ক্ষীণ স্রোতের ভেতরে একটা বনের প্রতিচ্ছবি ভাসছে।

'কী ব্যাপার? এই আয়নাটা কোথা থেকে...' চোখ খুলে একসাথে বলতে শুরু করেছিল আংকেল ইভান আর বেনজামিন, কিন্তু মাঝপথে বাধা দিল এলিসিয়া।

'নো টাইম টু এক্সপ্লেইন বয়েজ...' বলেই দুই হাতে দুইজনকে ধরলো সে, এরপর হেঁচকা টান মেরে ওদেরকে আয়নার ভেতর নিয়ে যেতে লাগল। শেষবারের মতো তীব্রভাবে নীল আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল আয়নাটা। পর-মুহূর্তেই ক্রুদ্ধ দানবের মতো গর্জন করতে-করতে লাভা এসে ভাসিয়ে দিল সেই স্থানটিকে, যেখানে ঠিক এক মুহূর্ত আগে এলিসিয়া, আংকেল ইভান আর বেনজামিন ছিল।

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ৫
হাফ ব্রাদার

ওটিয়োসাসের উত্তর দিকের বনে তখন রাত্রি নেমে এসেছে। একটা গ্রিজলি ভালুক বনের সামনে দিয়ে তার আস্তানায় ফিরে যাচ্ছিল। হঠাত ওর মুখের একদম সামনে একটা তীব্র আলোর ঝলক সৃষ্টি হলো–এতই তীব্র যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ভয় পেয়ে সাথে-সাথে পেছন ফিরে বনের ভেতর হারিয়ে গেল গ্রিজলি ভালুকটা; সে হয়ত ভেবেছে বনে আগুন লেগেছে, সম্ভবত সে জন্যেই তাড়াহুড়ো করে সবাইকে সাবধান করে দিতে গিয়েছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই হয়ত বনে আগুন লাগার খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে যাবে।

আলোর বৃত্তটা খুব দ্রুত বাড়ছে। কয়েক সেকেন্ড এর ভেতরেই ওটা বাড়তে-বাড়তে গোলাকার থেকে ডিম্বাকার হয়ে গেল। পরপর তিনটা ফ্ল্যাশ বেরিয়ে এলো ওটা থেকে। এরপর চোখের নিমিষেই আলোর বৃত্তটা হারিয়ে গেল। আলোর ঝলক তিনটে যেখানে পড়েছে সেখানে নরম ঘাসের বুকে ঈগলের মতো হাত পা ছড়িয়ে আছে সমসংখ্যক ছায়ামূর্তি, একজন আরেকজনের উপরে, যেন ওদেরকে কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওভাবে। মাটিতে পড়েই ছায়ামূর্তিদের মধ্যে একজন ককিয়ে উঠল।

'আমার কলকব্জা তো সব ভেঙ্গে ফেলেছিস তোরা, আমারই গায়ের উপর পড়তে হলো তোদের? আর জায়গা চোখে পড়েনি?'

'উফ, চুপ কর আংকেল ইভান। আমি তোমার জীবন বাঁচিয়েছি এই মাত্র। অতএব স্বভাবতই, তোমার প্রত্যেকটি কলকব্জা গুঁড়িয়ে দেয়ার অধিকার আমার জন্মেছে,' উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঠিকঠাক করতে-করতে বলল এলিসিয়া উইলোবি।

আংকেল ইভান তীব্র ব্যথায় এবং রাগে গজর-গজর করতে লাগলেন। আপনমনে খুব ক্ষীণ-স্বরে কী যেন বলছিলেন। পুরো কথাটা বুঝা যায়নি যদিও, তবে 'সহবত শিখেনি' এবং 'গুরুজনের তরে সম্মান' এই দুটো অংশ আলাদা-আলাদা ভাবে কানে এসেছে ওদের। বলতে-বলতে কী যেন মনে পড়ল উনার। সাথে-সাথে মুখে একটা লাজুক হাসি ফুটে উঠল।

BanglaBook.org

'হ্যাঁরে, এলিসিয়া, তুই যদি আজ না থাকতি তাহলে আমরা তিনজনেই লাভায় গলিত হয়ে দ্রবণ তৈরি করতাম। তোকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার আসলেই জানা নেই...' আবেগাপ্লুত গলায় বললেন উনি। উনার গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে একটু আগের উক্তির জন্যে উনি দুঃখিত, তাই একটু কাভার দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

'তোমার জানা না থাকলেও, সৌভাগ্যক্রমে আমার ঠিকই জানা আছে, আংকেল ইভান,' এলিসিয়ার মুখের হাসি এ কান থেকে এ কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

'এনিথিং, মাই ডিয়ার...যা চাইবি তুই, তাই দেব, সে নিয়ে তুই ভাবিস নে...' খুব উদার গলায় বললেন আংকেল ইভান। 'জাস্ট কী চাস তুই বল।'

'বেনজামিন-মুক্ত একটি ছোট্ট অথচ সুন্দর বার্থডে ট্রিট, আর বেশি কিছু চাই না...' মুখে ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে কেবলমাত্র বলতে শুরু করেছিল এলিসিয়া, তার আগেই আংকেল ইভান এক হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন। উনার মুখের লাজুক-লাজুক ভাব মুহূর্তেই উধাও–সেটাকে এখন প্রতিস্থাপন করেছে এক আরোপিত গাম্ভীর্য।

'এই জন্যেই আসলে আমি বাচ্চাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নেই না। ওরা পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং তাৎপর্যকে হাস্যকর করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে বার্থডে ট্রিট এর মতো একটি দুর্বল, অযৌক্তিক এবং অর্থহীন দাবি জানিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিটাকেই নষ্ট করে দিচ্ছিস তুই,' বেশ ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে বললেন উনি।

এলিসিয়া মুখ খুলতে শুরু করেছিল কিন্তু আংকেল ইভান আবার হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে থমথমে গলায় বললেন, 'থাক, আর তোকে সরি বলতে হবে না, ছোট মানুষ, না বুঝে বলে ফেলেছিস, আমি মেনে নিয়েছি। ব্যাপার না।'

এলিসিয়াকে দেখে যথেষ্ট হতাশ মনে হচ্ছিল; বিড়বিড় করে কী যেন আউড়ে চলেছিল–সে যে আসলে সরি বলতে চায়নি, বরং অন্য কিছু বলতে চেয়েছিল তাই হয়তো বলছিল আপনমনে। তবে বেনজামিনের মনে হলো, ওকে আর কথা বলতে না দেয়াটাই সর্বোত্তম উপায়।

'নষ্ট করার মতো একদম সময় নেই আমাদের হাতে। এমনিতেই বাসায় টেনশান করছে সবাই। তার উপর যেকোনো সময় ঐ ড্রাগনটা আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে। এর আগেই সবাইকে জানাতে হবে সবকিছু,' বেনজামিন হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল। ও অল্প-অল্প কাঁপছে। এখনও চোখে ভাসছে যে কিভাবে লাভার স্রোত ওদেরকে গলিয়ে দেয়ার জন্যে ঘিরে ধরেছিল।

'সে নাহয় বললাম। কিন্তু এরপর? ড্রাগনটাকে থামাবি কিভাবে?' আংকেল ইভান জিজ্ঞেস করলেন।

'সে তখন ভেবে দেখা যাবে। আপাতত সবাইকে জড়ো করতে হবে। জানাতে হবে যে আমাদের কপালে কী ঘটতে চলেছে। সমস্যাটা হচ্ছে, আমরা জানিও না যে আমাদের হাতে আসলে কত সময় আছে। আমার ভিশনগুলোতে কয়েকটা অংশ ছিল। প্রথম অংশে ছিল সেই নদী। এরপরেই দৃশ্যটা পরিবর্তন হয়ে যেত। আগের

BanglaBook.org

দৃশ্যের স্থানে আসতো সম্পূর্ণ নতুন একটা দৃশ্য–নদীর সামনে থাকা বনটার দৃশ্য। এরপরেই চোখে ভাসতো কালো আগ্নেয়গিরিটা। তারপর সামনে আসতো লাভা উদ্গিরণ এর দৃশ্যটি। অবশেষে সেই দৃশ্যটাও সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে সর্বশেষ দৃশ্য দেখা যেত চোখের সামনে–ড্রাগনটার হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসার দৃশ্য। পাঁচটা আলাদা-আলাদা দৃশ্য, পাঁচটা আলাদা-আলাদা ঘটনা...' থুতনিতে হাত দিয়ে চুলকাতে-চুলকাতে বলল বেনজামিন। এরপর অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগল ঘাসের উপর। 'এর মানে হচ্ছে ঘটনাগুলো একটানা একইসাথে নয়, বরং আলাদা-আলাদা সময়ে হয়েছে বা হবে। নদী, তার সামনের বন আর আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি আরো আগেই হয়েছে। এরপর লাভা উদগিরণ হলো–আমাদের কপাল খারাপ যে সেটা আজকেই হলো। এখন কথা হচ্ছে...একদম শেষের দৃশ্যটা কবে বাস্তবে পরিণত হবে। এখন, এই মুহূর্তে? না আরও কয়েকদিন পরে?'

বাকি দুইজন কোনো জবাব না দিয়ে ওর পায়চারি দেখছিল।

'উত্তরটা মনে হয় আমার জানা আছে,' বেনজামিন বলল। 'যেহেতু শেষের অংশটা আলাদা ঘটনা হিসেবেই আমি দেখেছিলাম, অতএব এটা সাথে-সাথে হবে না। কিছুটা সময় নিয়ে তারপর হবে। তার মানে আমরা কিছুটা সময় পাবো ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে...'

'কিন্তু কতটা সময়, সেটাই হচ্ছে কথা...' এলিসিয়া ভ্রু কুঁচকে বলল।

'আমাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ রাতেই ফ্যামিলির সবাইকে এক করে একটা মিটিং করব। সবাইকে প্রমাণসহ জানাবো যে কোন দুর্ভাগ্য নেমে আসতে চলেছে ওটিয়োসাসের কপালে। এরপর ওটিয়োসাস এর গভর্নরকে আমরা ইনফর্ম করব আজ রাতেই। তাকে অনুরোধ করব আগামীকাল সকালেই একটা মিটিং ডাকার জন্যে এবং সেই সাথে জরুরী ভিত্তিতে জনসাধারণকে সাবধান করে দিতে,' আংকেল ইভান সমাধান দিলেন।

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে ওরা দ্রুত পায়ে সামনের মাঠ বরাবর এগোতে লাগল। হাতে বেশি সময় নেই, যা করার এখন থেকেই শুরু করতে হবে।

BanglaBook.org

***

ওটিয়োসাস গভর্নমেন্ট হাউজের সামনে বিশাল জটলা। দেখে মনে হচ্ছে যেন ওটিয়োসাসের প্রায় অর্ধেক লোকই এখানে সমবেত হয়েছে আজ। সেই সকাল থেকেই সবার বাড়িতে একটা করে চিঠি গিয়েছে যেখানে লেখা ছিল:

প্রিয় ওটিয়োসাসের বাসিন্দারা,

আপনাদের সবার অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে ওটিয়োসাস-লর্ড, আমাদের প্রভু, মনস্থির করেছেন যে তিনি ওটিয়োসাসে একটি নতুন চরিত্র আমদানি করবেন। আমরা তার চিন্তা ভাবনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবে ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, ওটা স্রেফ একটা ড্রাগন! সম্ভবত, ওটিয়োসাসের প্রাণী বৈচিত্র বাড়ানোই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর কিছু নয়।

কিন্তু এতদা সত্ত্বেও, যেহেতু ওটিয়োসাসে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন কোনো চরিত্র-বিশেষ করে দানবীয়গুলো-আমদানি করা হলে সেটা জনগণকে অবহিত করা ওটিয়োসাস গভর্নমেন্ট এর দায়িত্ব, তাই আমরা সর্ব সাধারণকে নতুন প্রাণীটি সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত করে রাখলাম। সেই সাথে, সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, ভয় না পেয়ে ধৈর্য ধারণ করার জন্যে, এবং ওটিয়োসাস গভর্নমেন্ট এর উপর পূর্ণ আস্থা রাখার জন্যে।

ইতি,
আপনাদের বিশ্বস্ত
পল জোডিয়্যাক
গভর্নর অফ ওটিয়োসাস

চিঠিটা পড়েই অর্ধেক ওটিয়োসাস গভর্নমেন্ট হাউজের সামনে এসে ভিড় জমিয়েছে। সবাই চেঁচামেচি করছে। অনেকক্ষণ থেকেই দাঁড়িয়ে আছে ওরা। গভর্নমেন্ট হাউজের ভেতরে মিটিং চলছে পুরোদমে। এখনও কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হচ্ছে না ওদেরকে। স্বাভাবিকভাবেই ওরা আতঙ্কিত এবং ক্ষুব্ধ।

বেনজামিন আর তার দুই সঙ্গী ভ্যালি অফ ডুম থেকে বেঁচে ফিরে এসেছিল প্রায় দুই মাস আগে। ওরা সেই রাতেই সব কিছু গভর্নর পল জোডিয়্যাককে জানিয়েছিল। উনি সব দেখে পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গিতে বলছিলেন, 'আপাতত ব্যস্ত আছি আমরা। পরে দেখব ব্যাপারটা।'

ওরা এরপরেও নিয়মিত গভর্নমেন্ট অফিসে গিয়ে উনার সাথে সাক্ষাৎকার করতে চাইতো। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই ওদেরকে দেখা করতে দেয়া হতো না। দেখা করলেও নানা কাজে ব্যস্ত দেখাতেন উনি। মাঝে-মাঝে অবশ্য অনেক বিরক্তও হতেন।

এরপর প্রায় দুই সপ্তাহ পর প্রথম মিটিংটা ডাকা হয়। সেই মিটিং এ কোনো সিদ্ধান্ত না আসায় এরপর আবার নতুন ডেট দেয়া হয়, তারপর আবার। এভাবে তিনবার মিটিং করার পরেও কোনো ফলাফল না আসায়, আংকেল ইভান উনার ভাই জর্জ উইলোবিকে দিয়ে-যিনি ওটিয়োসাস গভর্নমেন্টের একজন উচ্চ পদস্থ

BanglaBook.org

কর্মকর্তা–অনুরোধ করিয়েছেন যেন পরের মিটিং এ বেনজামিন, এলিসিয়া আর তাঁকে রাখা হয়।

অবশেষে আরো এক মাস পর সেই মিটিং এর কাঙ্ক্ষিত সময় এলো।

ওটিয়োসাস গভর্নমেন্ট বিল্ডিং এর চতুর্থ তলার কারুকাজ করা ওক কাঠের দরজার সামনে দুইজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে। ভেতরের মাঝারি আকৃতির রুমটি হালকা সবুজ আলোয় ক্ষীণভাবে আলোকিত। রুমের একদম মাঝখানে খুব সুন্দর করে পালিশ করা একটি টেবিল বিস্তৃত–লম্বায় প্রায় চার মিটার হবে। টেবিলে নানা ধরনের খাবার পরিবেশন করা আছে। যদিও কারোই খিদে নেই বলেই মনে হচ্ছে। টেবিলে বসে আছেন অনেক গম্ভীর প্রকৃতির গণ্যমান্য গভর্নমেন্ট উইজার্ডরা।

টেবিলের একদম মাঝখানে টরকুইজ রঙ দিয়ে অলঙ্কৃত একটি বিশেষ চেয়ারে বসে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন ওটিয়োসাস এর গভর্নর পল জোডিয়্যাক। বাম পাশে বসে তার ব্যক্তিগত সহকারী মিস সিলিয়া একটি প্যাডের উপর খুব দ্রুত লিখে যাচ্ছে সবকিছু, যা যা হচ্ছে এই মিটিং এ, সব। পল জোডিয়্যাক এর ডান পাশেই বসে আছে ওটিয়োসাস গভর্নর এর প্রধান উপদেষ্টা, আনিকা জুলফিকার–আংকেল ইভানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। এছাড়াও সভায় আছেন মিস্টার র‍্যানভেয়ার, মিস্টার জ্যাক, জর্জ উইলোবি, মিসেস রাশনা, মিস্টার বোলউইঙ্কেল, মিস্টার এন্ড মিসেস জিম, মিস মারিয়া সহ আরও অনেকে। এক কোণায় তিনটে চেয়ার দখল করে বসে আছে বেনজামিন, এলিসিয়া এবং আংকেল ইভান। দৃশ্যত, সেখানে গোল টেবিল বৈঠক হচ্ছে। মিস্টার জর্জ আর মিসেস রাশনা সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকায় তাদেরকে এই মিটিং এ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর পুরো ব্যাপারটার আই উইটনেস হিসেবে আংকেল ইভান, বেনজামিন আর এলিসিয়াকে থাকতে বলা হয়েছে। রুমটা গমগম করছিল পল জোডিয়্যাক এর বক্তৃতায়।

'...আর আমি এও মনে করি যে ওটিয়োসাসের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবে। সবাইকে এটা জানিয়ে রাখতে চাই যে ওটিয়োসাসের জন্যে আমার পরিচালনা পর্ষদ দরকার হলে প্রাণ দিয়ে দেবে, তাও একে রক্ষা করবেই...আমি এও মনে করিয়ে দিতে চাই...'

'শুধু একটা শব্দই বলব। বোরিং,' আংকেল ইভান বিরক্ত কণ্ঠে ফিসফিস করে উঠলেন। 'এই লোক শুধু-শুধু সময় নষ্ট করছে। সেই সকাল নয়টা থেকে বসে আছি। এখন বাজে এগারটা। এখনও কোনো সিদ্ধান্তেই আসতে পারল না সে আর তার পরিচালনা পর্ষদ। সারা মাস জুড়ে ওদের ফাঁকা বুলি আর সময় খ্যাপনের ফলে ওদিকে হয়ত ড্রাগনটা ইতিমধ্যেই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এতক্ষণে হয়ত "গ্রিল চিকেন" খাওয়ার জন্যে এদিকে রওয়ানাও দিয়ে দিয়েছে।'

বেনজামিন আর এলিসিয়া নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করল। ব্যাপারটা ওরা যতটা সহজ ভেবেছে ততটা সহজে হচ্ছে না মোটেও। সেই নয়টায় মিটিং শুরু হয়েছে। প্রথমে সব অতিথির নাম ধরে মিনিট দশেক গুণকীর্তন করেছেন মিস সিলিয়া,

BanglaBook.org

এটা নাকি সরকারী নিয়ম। করতেই হয়। না করলে নিয়ম ভঙ্গ করা হবে যা নাকি সংবিধানের কোন-কোন অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক। এখানেই শেষ হলে কথা ছিল। এরপর শুরু হল ওটিয়োসাসের জাতীয় সঙ্গীত। সেখানে গেল আরও মিনিট দশেক। এরপর শুরু হল মিটিং এর মুল বিষয়বস্তু ঘোষণা এবং এ বিষয়ে সরকারের প্রধান নেত্রীবৃন্দের বিবৃতি। সবাইকেই পাঁচ মিনিট করে ভাষণ দেয়ার সুযোগ দেয়া হলো।

এর মাঝে বিরোধী দল মিটিং স্থলে প্রায় আধা ঘণ্টার মতো হট্টগোল করল এই অজুহাতে যে তাদের নেতাদেরকে আধা মিনিট করে কম সময় দেয়া হয়েছে। গণতন্ত্র বিরোধী এ অপকর্মের প্রতিবাদে তারা সদলবলে মিটিং স্থল ত্যাগ করার পর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। এর পরপরেই শুরু হয়েছে পল জোডিয়্যাক এর বিরক্তিকর বক্তৃতা। ম্যানিটোকে এই বক্তৃতা শোনানো হলে সে হয়ত চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে যেত। পরেরবার ম্যানিটোর ওখানে যেতে হলে মনে করে পল জোডিয়্যাককে নিয়ে যেতে হবে, ঘুম-ঘুম চোখে আপন মনে ভাবছিল বেনজামিন।

বেনজামিন আর এলিসিয়া বুঝতেই পারছিল না যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ–ওটিয়োসাসের অধিবাসীদের জীবন বাঁচানো, নাকি কিছু লিখিত নিয়ম পালন করা? এই জন্যেই বড়দেরকে ওদের বিরক্ত লাগে। সামান্য একটা ব্যাপারকেও তারা ঘোলাটে করে ফেলবেই ফেলবে।

'...উদ্ভূত পরিস্থিতি আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে বলেই আমার বিশ্বাস এবং আমি সেই সাথে এও আশা করি যে বিরোধী দলও এই ব্যাপারে আমাদেরকে দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে...যদিও আমি নিন্দা করছি তাদের সভাস্থল ত্যাগ করতে চাওয়ার প্রবণতাকে, যা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক...'

'এহেম, এহেম...' টেবিলের এক কোণা থেকে কে যেন শব্দ করে কেশে উঠল; বোঝাই যাচ্ছে যে এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাশি। সবাই মাথা এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে দেখতে লাগল যে কে সেই হতচ্ছাড়া যে সরকার প্রধানের বক্তব্যে বাধা দেয়। পল সাহেব তখন সংবিধানের কোনো একটা অনুচ্ছেদ এর বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছিলেন, মাঝপথে বাধা প্রাপ্ত হয়ে পুরো থতমত হয়ে গেলেন।

'ইয়ে ছোকরা...ক...কি...কিছু বলতে চাও?' জোডিয়্যাক সাহেব বিব্রত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'সরি, স্যার। কিন্তু আমার যদি খুব বেশি একটা ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে মনে হয় আমাদের হাতে খুব বেশি একটা সময় নেই। আমি আগেও আপনাকে বলেছি, ড্রাগনটা যেকোনো সময় ওটিয়োসাসের দিকে চলে আসতে পারে। আমাদেরকে যা করার তা তাড়াতাড়িই করতে হবে। তাই আপনি যদি আপনার বক্তৃতা একটু সংক্ষিপ্ত করতেন...তাহলে জাতির অনেক বড় উপকার হতো...' আংকেল ইভান তার কণ্ঠের বিরক্তি ভাব লুকানোর যেন কোনো চেষ্টাই করলেন না।

'হতচ্ছাড়া ছোকরা...তু...তুমি...হাও...হাও ডেয়ার ইউ...আমাকে এত বড় কথা বলার অধিকার কোথায় পেলে তুমি...' রাগে তোতলাতে লাগলেন পল

BanglaBook.org

জোডিয়্যাক। আশেপাশে মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। কেউ-কেউ অবাক হয়ে আংকেল ইভানের দিকে তাকিয়ে আছে, কেউবা ঘুষি পাকাচ্ছে, আর বাকিরা সমবেদনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উনার দিকে; ভাবছে, উদ্ভূত পরিস্থিতির অব্যাহত চাপে উনার মাথার কয়েকটি স্ক্রু হয়তো খুলে গিয়েছে।

'প্লিজ আমাকে দুই মিনিট সময় দিন। জাস্ট দুইটা মিনিট,' আকুতি জানালেন আংকেল ইভান। আশেপাশের সবাই তাদের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। পল জোডিয়্যাক তার হাত দুটো বুকের উপর আড়াআড়িভাবে গুঁজে দিয়ে বক্র-চোখে আংকেল ইভানের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন উনি বলতে চাইছেন, '*ওহে ছোকরা, ভাবছ, তুমি আমার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পারবে? সিরিয়াসলি?*'

'দেখুন, আমি যা বলার সংক্ষেপে বলব। আমার কথা শেষ হওয়ার পর আপনারা আপনাদের বক্তৃতায় ফিরে যেতে পারবেন। কিন্তু তার আগে আমার কথাটা প্লিজ একবার শুনুন,' বেশ ভদ্রভাবেই বললেন আংকেল ইভান। আশেপাশের সবাই নড়েচড়ে বসলো। সবকটি চোখ এখন আংকেল ইভানের দিকে নিবদ্ধ। 'আমাদের হাতে এখন একদমই সময় নেই। প্রত্যেককে আমি মনে করিয়ে দেব সময় এর গুরুত্বটা। আমরা ভ্যালি অফ ডুম থেকে এসেছি আরো দুই মাস আগে। কে জানে, হয়তো এর মধ্যেই লাভার ভেতর থেকে দানবটা বেরিয়ে এসেছে। তারমানে, যেকোনো মুহূর্তে ওই ড্রাগনটা এখানে চলে আসতে পারে। অতএব, এর আগেই আমাদেরকে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। যেভাবেই হোক। আর তাই এখানে ফর্মালিটিজ কিংবা সংবিধানের নিয়ম কিংবা আইন-কানুনের কথা আপাতত বাদ দেই আমরা, এগুলো স্রেফ আমাদের মূল্যবান সময়-খ্যাপনই করছে। ড্রাগনের হাত থেকে বেঁচে ফিরতে পারলে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার পরেও অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত আমাদের মন দেয়া উচিত ড্রাগনের আসা কিভাবে ঠেকানো যায়, সেদিকে।'

উনার কথা শেষ হওয়ার সাথে-সাথে মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সাধারণত নিজেদের ভুল স্বীকার করেন না। তাই কেউ উচ্চস্বরে কিছু বললেন না। কিন্তু অনেকেই মনে-মনে একমত হলেন যে, উনারা আসলেই এতক্ষণ সময় নষ্ট করছিলেন।

গভর্নর পল মুখ বেঁকিয়ে বিদ্রূপ করলেন, 'তো, ছোকরা, তুমি নিশ্চয়ই কোনো একটা ফন্দি বের করে ফেলেছ, যা কিনা গত দুই মাসের তিনটা এবং আজকের দুই ঘণ্টার মিটিং এও আমরা কেউ বের করতে পারিনি? আমরা, যারা কিনা ওটিয়োসাসের সবচেয়ে শিক্ষিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ, সবচেয়ে সম্মানিত...'

'গণ্য-মান্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ে সমস্যাটা হচ্ছে যে তারা অনেক বড়-বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারলেও, অনেক সময় একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত নিতেই অনেক দেরি করে ফেলেন। আর ঠিক তখনি দরকার হয় আমার মতো ছোট-খাটো নগণ্য জ্ঞানহীন মানুষদের,' আংকেল ইভান জবাব দিলেন। উনি একদম ঠিক যায়গায় তীর ছুঁড়েছেন—সবাই চুপ করে গেল সাথে-সাথে। ঘরের তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে।

BanglaBook.org

পরিচালনা পর্ষদের কর্মকর্তা মিস্টার জিম ঝুঁকে এলেন টেবিলের দিকে। এরপর আংকেল ইভানের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন, 'মনে হচ্ছে, সে বলতে চায় যে এই ঘরে যারা আছে তাদের চেয়েও বেশি বুদ্ধি সে রাখে।' আশেপাশের কয়েকজন উচ্চস্বরে হেসে উঠল। সবচেয়ে জোরেশোরে হাসছিলেন মিস্টার র‍্যানভেয়ার।

'না, অবশ্যই না, আপনি আমার কথার ভুল অর্থ বের করছেন, আমি কখনই–' আংকেল ইভান বিব্রত হয়ে প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু উনার কথার শেষ অংশগুলো উচ্চ হাসি আর মিস্টার র‍্যানভেয়ারের কথার অসম-সত্ত্ব মিশ্রণের নিচে চাপা পড়ে গেল।

'কী উপায় জানা আছে তোমার, চান্দু? যা আমাদের এই এতগুলো জ্ঞানী ব্যক্তিরা বের করতে পারলো না এতক্ষণে, সেটা তুমি মাথায় নিয়ে বসে আছো? কী উপায় আছে তোমার হাতে, শুনি?' পরিচালনা পর্ষদের কর্মকর্তা মিস্টার র‍্যানভেয়ার বললেন।

আংকেল ইভান কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। ভেতরে-ভেতরে উনি বেশ ইতস্তত বোধ করছিলেন–কথাটা বলবেন কিনা ভাবছেন হয়তো। মাথাটা দু-চারবার এদিক-ওদিক নেড়ে এরপর বললেন, 'আমরা লেখককে হত্যা করব।'

উপস্থিত লোকজনের উপর এই কথাটার ফল হলো খুবই ভয়াবহ। কেউ ভয়ে মুখে হাত দিল। কেউ-কেউ মাথা নাড়তে লাগল পাগলের মতো। আর বাকিরা কটমট করে তাকিয়ে রইল আংকেল ইভানের দিকে। যেন এখুনি খেয়ে ফেলবে উনাকে। আর গভর্নর পল উচ্চস্বরে গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন, যেন আংকেল ইভান খুব চমৎকার একটি জোক বলেছেন।

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, ছোকরা? নিজের সৃষ্টিকর্তাকে হত্যা করতে চাও? নালায়েক কোথাকার...' রাগে গর্জন করে উঠলেন মিস্টার র‍্যানভেয়ার। উনি একা নয়। বাকিদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল তারা সুযোগ পেলে আংকেল ইভানকে শিকারি নেকড়ের মতো ছিঁড়ে-কুটে খেয়ে ফেলবে।

'আপনারা আমার কথা শুনুন। দুইটা মিনিট শুনুন। লেখক যদি তার সৃষ্টিকে বিনা অপরাধে অত্যাচার করতে পারেন, তাহলে তার সৃষ্টিরা তাকে হত্যা করতে পারবে না কেন? আমি কাউকে সৃষ্টি করলাম তার মানে তো এই নয় যে আমি তাকে ইচ্ছেমতো অত্যাচার করব। অত্যাচার করার জন্যেই যদি সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে ব্যথার অনুভূতি দেয়া কেন? যাতে করে সৃষ্টিরা ব্যথায় পশুর মতো ছটফট করে আর উনি সেটা দেখে আনন্দ নিতে পারেন? উনার বইয়ের পাবলিসিটি বাড়ানোর জন্যে উনি আমাদের সাথে বন্য জন্তুর মতো ব্যবহার করবেন আর আমরা সেটা মেনে নেব? আমরা জড় পুতুল নই, অনুভূতি সম্পন্ন প্রাণী। আমাদের উপর অত্যাচার করার অধিকার কারোই নেই। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তারও না,' রাগে ফোঁসফোঁস করতে লাগলেন আংকেল ইভান। দেখে মনে হচ্ছে মুখ দিয়ে গরম বাষ্প বের হচ্ছে উনার।

BanglaBook.org

সবাই চুপ হয়ে গেল। অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে গেল এ কথায়। আংকেল ইভানের কথা ওরা ফেলেও দিতে পারছে না, আবার গ্রহণও করতে পারছে না। স্রষ্টাকে হত্যা করার মতো ধৃষ্টতা ওরা কিভাবে দেখায়? কিন্তু বাকিরা এখনও রাগ-রাগ চোখে তাকিয়ে আছে, যেন সুযোগ পেলেই ছিঁড়ে ফেলবে উনাকে।

'ইভান, আমরা তোমার মতো নালায়েক নই। জীবন-দানকারীর অধিকার আছে জীবনের উপরে। সে জীবন সে যেভাবে খুশি সেভাবে ব্যবহার করবে। সেটা নিয়ে তোমার বা আমার কথা বলার কোনো অধিকার নেই। তার কাজেও বাধা দেয়ার কোনো অধিকার নেই,' একজন চল্লিশোর্ধ্ব কর্মকর্তা বললেন। এই বিপদের ভেতরেও খুব চমৎকার একটা মুখভঙ্গি ধরে রেখেছেন উনি। হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয়নি।

'জীবনের উপর অধিকার আছে, অত্যাচার করার অধিকার নেই। আপনি আমাকে বলুন তো, আপনার শরীরকে উনি যদি ড্রাগনের আগুনে পুড়িয়ে ঝলসে দেন, আপনার অনুভূতি কি তখনও একই রকম থাকবে?' আংকেল ইভান প্রশ্ন করলেন।

লোকটাকে দেখে বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হলো না। তার মুখভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। সেই একইরকম কেয়ারলেস ভাব নিয়ে বললেন, 'যদি লেখক আমাকে ড্রাগনের আগুনে ঝলসে দিতে ইচ্ছা পোষণ করেন, আমি তাতেও আপত্তি করব না। কারণ উনি আমাকে জীবন দিয়েছেন। উনি না থাকলে আমি, এবং আমরা স্রেফ কিছু ফিকশনাল চরিত্র হয়ে থাকতাম, যাদের কোনো সত্যিকার অস্তিত্ব থাকতো না। আমাকে জীবন দান করেছেন উনি, তার গল্পের প্রয়োজনে তিনি যা খুশি তা করার অধিকার রাখেন আমার সাথে। যদি উনি আমাকে পুড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেই থাকেন তো আমি নিজে ড্রাগনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, একচুলও নড়ব না। তার ইচ্ছা পূরণে আমি পিছপা হবো না।'

কথাটা শেষ করেই গর্বিত মুখে তাকিয়ে থাকল লোকটা, যেন অনেক বড় কথা বলে ফেলেছে।

আংকেল ইভান বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন। সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। যেকোনো মুহূর্তে ড্রাগনটা আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। ওরা তর্ক করে স্রেফ সময়েরই অপচয় করছে। উনার এখন নিজেকেই নিজের লাথি মারতে ইচ্ছা করছে যে কেন সবাইকে ডেকে এটা বলতে গেলেন। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট-এই কথাটা আবারও প্রমাণিত হলো।

'আমার মনে হয় ইভান ঠিকই বলছে,' অবশেষে বললেন জর্জ উইলোবি। 'আমি ওকে এই জন্যে সাপোর্ট দিচ্ছি না যে সে আমার ভাই, আমি ওকে এই কারণে সাপোর্ট দিচ্ছি, কারণ, সে যা বলেছে তা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই...'

কথাগুলো শেষ করেই উনি মিসেস রাশনার দিকে তাকালেন সাপোর্টের জন্যে। মিসেস রাশনাও মাথা নেড়ে স্বামীকে সাপোর্ট দিলেন, 'এটাই আমাদের বাঁচার সর্বোত্তম উপায়।'

BanglaBook.org

সভায় উপস্থিত লোকজন একে অপরের সাথে গলা নামিয়ে কথা বলতে লাগল। আংকেল ইভানের কথাটা ধীরে-ধীরে অনেকের মনেই দাগ কাটছে–স্লো পয়জন যেমন আস্তে-আস্তে কাজ করে, ঠিক তেমন।

'আমারও মনে হচ্ছে ইভানের কথাকে এত সহজে ফেলে দেয়া যায় না,' পরিচালনা পর্ষদের আরেক সদস্য মিস মারিয়া বলে উঠল। সাথে-সাথে চারপাশে একটা বিতর্ক তৈরি হলো। সভাস্থলকে তখন মাছের বাজার ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না।

'এনাফ!' চিৎকার করে উঠলেন পল জোডিয়্যাক। সবার দিকে একবার করে তাকালেন উনি। 'ভোটিং শুরু হোক। আমি, আমার ব্যক্তিগত সহকারী আর আমার প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া বাকিরা সবাই ভোট দিন। যারা লেখককে হত্যার বিপক্ষে আছেন তারা তাদের ম্যাজিক স্টাফের মুখে লাল আলোর বিচ্ছুরণ তৈরি করুন। আর যারা এর পক্ষে আছেন তারা নীল আলোর বিচ্ছুরণ তৈরি করুন। এখুনি।'

উনার কথা শেষ হওয়ার সাথে-সাথে সভাস্থলের সব সদস্য একে অপরের সাথে নিচু গলায় কথা বলে খানিকক্ষণ বুঝে নিলেন। এরপর সবাই একসাথে ভোট দেয়া শুরু করল; অন্তত ত্রিশটা ম্যাজিক স্টাফ থেকে ছোট-ছোট আলোর বল বেরিয়ে ওগুলোর মাথার উপর ফানুসের মতো অলস-ভাবে ঘুরতে লাগল–দেখে মনে হচ্ছিল, যেন ওখানে কোনো উৎসব হচ্ছে।

পল জোডিয়্যাক চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে সবগুলো ভোট গুনলেন, এরপর নাক দিয়ে একটা লম্বা শ্বাস টেনে বললেন, 'ভেরি ওয়েল, আমার মনে হয় আমাদের এই ব্যবস্থাটাই গ্রহণ করতে হবে। লেখককে হত্যা করতে যাচ্ছি আমরা।'

'আমাকে যদি কিছু বলার অনুমতি দেন, স্যার...' পল জোডিয়্যাকের ডান পাশ থেকে ভেসে এলো বেশ সুরেলা একটি কণ্ঠস্বর।

'আনিকা! কিছু বলতে চাও তুমি?' পল জোডিয়্যাক অবাক হয়ে বললেন।

'আমার মনে হয়, স্যার, আমরা যা করতে চলেছি তাকে আর যাই হোক, ভালো সিদ্ধান্ত বলা যায় না কোনোমতেই,' আনিকা নিজের আঙুলগুলো ক্রস আকারে রেখে বলল।

'আনিকা! তুমি এটা কী বলছ? তু...তুমি...তুমি এটা কিভাবে বলতে পারো...' আহত গলায় বললেন আংকেল ইভান। উনি ভেবেছিলেন অন্তত আনিকা তার কথায় সায় দেবে।

'ইভান, শোন, রাগ করো না, প্লিজ। কিন্তু তুমি যা বলছ সেটার সাথে আমি একমত হতে পারছি না। আমি...আমি খুবই দুঃখিত ইভান,' গলা নিচু করে বলল আনিকা। ওর গলা শুনে বোঝা যাচ্ছিল যে সে আসলেই মেকি দুঃখ প্রকাশ করছে না।

'কিন্তু কেন? তুমি তো বুঝতেই পারছ যে এছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো উপায়ই নেই। এরপরেও তুমি কিভাবে...' হতাশ হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে

BanglaBook.org

দিলেন আংকেল ইভান। দেখে মনে হচ্ছে যেন চেয়ারের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে পারলে খুশি হন উনি।

'ইভান, তুমি তো জানোই যে আমি শুধুই একজন উপদেষ্টা নই, একজন লেখিকাও বটে। আমি সাহিত্যকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে চাই। সাহিত্যে হস্তক্ষেপ আমার একদমই পছন্দ নয়। সাহিত্যের পথে বাধা দেয়ার ফল কখনও-কখনও খুবই খারাপ হয় ইভান, কল্পনার চেয়েও খারাপ। আর তাই, আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারলাম না, আমি দুঃখিত ইভান,' আনিকা এবার বেশ দৃঢ় গলায় জবাব দিল।

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন আমরা কিছুই করব না?' বেনজামিন বলল, রাগে হাত-পা কাঁপছে ওর। বড়দের নিয়ে এই হলো ঝামেলা। একটা সহজ সিদ্ধান্তকে কত সহজেই না জটিল করে ফেলে তারা। 'আপনার মতে আমাদের এখন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা উচিত? আর এই ফাঁকে ড্রাগনটা এসে আমাদের সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিক, কিন্তু আমরা কিছুই বলবো না, রাইট? "উনার" কাছে এটা সাহিত্য হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে...এটা জীবন।'

আনিকা জুলফিকার কিছুই বলল না। স্রেফ চুপ করে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

'দেখুন, মিস আনিকা,' উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল এলিসিয়া। ওরও রাগে শরীর জ্বলছে। লোকগুলো সাধারণ একটা সত্যকে মেনে নিতে পারছে না কেন? কেন শুধু-শুধু পুরো ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলছে? এসব করে লাভটা কী ওদের? 'আপনি আপনার সাহিত্যকে নিজের গতিতে চলতে দেবেন কী দেবেন না সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার, কিন্তু আমরা তিন জন অবশ্যই এর একটা বিহিত করে ছাড়বো। দরকার হলে আপনাদের সাহায্য ছাড়াই।'

আংকেল ইভান আর কিছু বলতে পারছিলেন না, স্রেফ মুখটা দু'চারবার উঠানামা করালেন, এরপর কোঁত করে একটা ঢোক গিললেন–যেন তার মূল্যবান কথাটা গলাধঃকরণ করে নিলেন। সভাস্থলে হুড়োহুড়ি লেগে গেল; স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা যেখানে ভেটো দিয়েছে, সেখানে খুব সহজে কোনো উপসংহারে আসা যায় না–এমনকি ভোট তাদের পক্ষে আসলেও।

গোলমাল বেঁধে গেল সদস্যদের মাঝে। একেকজনে একেক কথা বলছে। কেউ কারও যুক্তি শুনছে না। এমনকি পল জোভিয়্যাককেও দেখা গেল মিস্টার র‍্যানভেয়ারের সাথে তর্ক করছেন।

আনিকা উনার কথায় ভেটো দেয়ার পর থেকেই আংকেল ইভান বেশ মুষড়ে পড়েছেন। ভাবতেই পারেননি যে তার ছোটবেলার বান্ধবী তার কথায় সাপোর্ট দেবে না। সব দিক থেকে মন উঠে গেছে উনার। গলাটা একদিকে নামিয়ে দিয়ে সুড়সুড় করে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে এলেন উনি। দ্রুত উনার পিছু নিলো এলিসিয়া আর বেনজামিন। অনেকটা আনমনেই যেন মধ্য আকাশে হাতটায় ঝাঁকুনি দিলেন আংকেল

BanglaBook.org

ইভান। উনার হাতে এখন শোভা পাচ্ছে একটি হুঁকো। অবচেতন মনে সেটি মুখে দিয়ে ধোঁয়া বিসর্জন করতে লাগলেন উনি।

খুব দ্রুত হাঁটছিলেন আংকেল ইভান। তার সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটতে বেশ সমস্যা হচ্ছিল বেনজামিন আর এলিসিয়ার। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো ওরা ৩ জন। বাইরে বেরিয়ে দেখল, সরকারী ভবনের সামনের মাঠে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে সেখানে ভাষণ দিচ্ছেন বিরোধী দলের প্রধান, এন্থনি ম্যাকোনিকোভ।

'ভাই ও বোনেরা, ওটিয়োসাসের বর্তমান গভর্নর এবং তার দল কোনো কাজের নয়, তারা শুধু মুখেই বুলি ফোটাতে পারেন। এর বেশি কিছু তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। ভাইসব, আজ এই বিপদের দিনে যারা আপনাদেরকে কোনো উপায় বাতলে দিতে পারছে না, তাদের কী অধিকার আছে ঐ গদিতে থাকার? আপনারাই বলুন?' এন্থনি ম্যাকোনিকোভ তর্জনী উঁচিয়ে হম্বিতম্বি করতে লাগলেন। অসহায় মানুষ দিশেহারা হয়ে সবাই ম্যাকোনিকোভের আশেপাশে জটলা বাঁধানো শুরু করেছে। এই একটু আগেও যারা সরকারী ভবনের সামনে জটলা বাঁধিয়েছিল ওরাও এখন সরকারের আশা ছেড়ে দিয়ে বিরোধীদের কাছে এসে ধর্না দিয়েছে। ওদের দরকার নিরাপত্তা, বাঁচার অবলম্বন, আর উপায়। সেই উপায় ওদেরকে যে দিতে পারবে, ওরা তার কাছেই যাবে। আজ পর্যন্ত অবশ্য ওদের কারও কাছেই ধর্না দিতে হয়নি–না সরকারী দল, না বিরোধী দল। ওটিয়োসাসে সেরকম কোনো জটিলতাই কখনও তৈরি হয়নি যে!

এতদিন ওটিয়োসাস ছিল স্রেফ স্বর্গ-পুরী, যেখানে শুধু সুখ আর আনন্দ প্রফুল্ল মনে ভেসে বেড়াত বাতাসে। 'আশংকা', 'ভয়', 'হতাশা' এই শব্দগুলোর কোনো স্থান ছিল না সেখানে। যদিও সরকারী দল আর বিরোধী দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ছোট-খাটো ঝগড়াঝাঁটি প্রায়ই করত, কিন্তু তাতে ওটিয়োসাসের অধিবাসীদের কখনও কোনো ক্ষতি হয়নি, আর তাই ওরা এগুলোতে কর্ণপাতও করত না, ফিরেও তাকাত না। কিন্তু এই পরিস্থিতি ওদের জন্যে একদম নতুন। এরকম বিপদের মুহূর্তে ওরা এর আগে কখনোই পড়েনি।

'...ভাইসব, আমি এখন সরকার চালাচ্ছি না। আমি তাই কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারছি না। কিন্তু আমার সরকার যদি ক্ষমতায় থাকত, তাহলে এই অবস্থা হত না, আমরা জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করতে পারতাম...'

আংকেল ইভান হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার রাস্তা ধরলেন। উনার মতো ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে একা কোনো কিছু করা সম্ভব নয়, বিপ্লব তো অনেক দুরের কথা–তাও আবার স্বয়ং লেখকের বিরুদ্ধে, যার কিনা ওটিয়োসাসে অসংখ্য ফ্যান এবং অনুরাগী আছে। আংকেল ইভানের পেছন-পেছন এলিসিয়া আর বেনজামিনও ফিরে যেতে লাগল।

BanglaBook.org

***

সেদিন সকাল থেকেই বাসায় অলস দিন কাটাচ্ছিল এলিসিয়া। স্কুল বন্ধ, আর তাই ঠিক করেছে, আজ সারাদিন বই পড়েই কাটিয়ে দেবে ও।

র‍্যাক থেকে বই বাছাই করার সময় চোখে পড়ল ওটা–*ওটিয়োসাস: এ ল্যান্ড অফ মিথস* বইটা ওর দিকে হাভাতের মতো চেয়ে আছে। ওর এবারের বার্থডেতে বেনজামিনের দেয়া সেই উপহার, যেটা এখনো পড়ে দেখা হয়নি ওর। মিথলোজি এর আগে কখনোই পড়েনি সে। ওটিয়োসাসের মানুষজনের এমনিতেই মিথোলজির প্রতি তেমন কোনো অনুরাগ নেই। আর তাই, এ ধরনের বইও খুব বেশি পাওয়া যায় না বাজারে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এলিসিয়া–আজ এই বইটা পড়েই দিন পার করে দেবে সে। বইটাকে র‍্যাক থেকে উঠিয়ে নিয়ে বিছানায় এসে আরাম করে বসল মেয়েটা, এরপর নিজের কোলের উপর মেলে ধরে পড়তে শুরু করে দিল। আজগুবি গল্পগুলো ওর ভালোই লাগে। যদিও এগুলো কল্প-কাহিনী, কিন্তু এরপরেও, উদ্ভট ব্যাপারগুলো পড়ার মাঝে আলাদা একটা রোমাঞ্চ আছে।

বইয়ের প্রথম মিথটা বলতে চাইছে, ওরা যে ওটিয়োসাসে বাস করে, এটাই নাকি একমাত্র ওটিয়োসাস নয়! আরো নাকি একটা ওটিয়োসাস আছে, যেটা ওদের মাটির অনেক-অনেক নিচে অবস্থিত। ওটার নামও দেয়া আছে বইতে–ডার্ক ওটিয়োসাস। ওখানকার শয়তান অধিবাসীগুলোকে নাকি মাঝে-মাঝে রাতের আঁধারে দেখা যায়।

পরবর্তি কাহিনীতে বলা আছে এমন এক পাখির কথা, যে নাকি কথা বলতে পারে মানুষের মতো করেই। ওটার নাম ট্রোপো কারমিনা। বেশ চমৎকার তার গানের গলা। তবে একবার যে ওর গান শুনে, সে এতটাই বিমোহিত হয়ে পড়ে যে সে এরপর থেকে ওর গান না শুনে থাকতেই পারে না। সম্পূর্ণ নেশা গ্রস্তের মতো আচরণ শুরু করে দেয়। আত্মীয়-স্বজনের কথা, এমনকি নিজের কথাও নাকি ভুলে যায়! পাগলের মতো আচরণ করতে-করতেই তার মৃত্যু ঘটে।

ক্রমাগত পেইজ উল্টাচ্ছে এলিসিয়া। বইটা বেশ মনে ধরেছে ওর।

বেশ কয়েকটা মিথ পড়ার পর ও এমন একটা কাহিনী পেল, যেটাতে আছে এক অদ্ভুত প্রাণীর কথা, যে নাকি লণ্ঠন হাতে নিয়ে ঘোরে ঘন অন্ধকারে। ওর নাম, হিংকিপাংক। নির্জন রাস্তায় বা বনভূমিতে কোনো পথ হারা পথিক দেখলেই হাতে থাকা লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে আসে, আর তাকে অনুসরণ করতে বলে। কিন্তু ওকে অনুসরণ করলেই বিপদ, কারণ সে সব সময় চোরাবালির আশেপাশেই থাকে, এবং তার লক্ষ্যই থাকে পথিকদেরকে ওখানে ডুবিয়ে দেয়া।

চারজন এয়ার ইলিমেন্টালের গল্পটা বেশ বিস্ময়কর ছিল অবশ্য। এদেরকে বলা হয় এরিয়াস। এই চারজন নাকি সম্পূর্ণ বাতাস দিয়ে তৈরি এবং এই স্পিরিটগুলো

BanglaBook.org

হাজার বছর আগে ওটিয়োসাস সৃষ্টির শুরুর সময় থেকেই আছে। ওরা নাকি প্রথমে চার বন্ধু ছিল, এক সাথেই ঘুরতো-ফিরতো, আড্ডা দিত। ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে ডার্কনেস যাতে ওটিয়োসাসকে কখনোই গ্রাস করতে না পারে, সে লক্ষ্যে কাজ করে যাবে ওরা। এবং সেই সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে কোনো ভালো জাদুকর যদি অন্ধকারকে জয় করার জন্যে তাদের সাহায্য চায়, তবে তারা অবশ্যই সাহায্য করবে–যদি তারা তখন আশেপাশে থাকে।

কিন্তু কয়েকশ বছর একসাথে কাজ করার পর ওদের ভেতর কোনো একটা কারণে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, আর তারা চার বন্ধু ওটিয়োসাসের চার কোনায় বাসস্থান গড়ে নেয়। এরপর থেকে নাকি তারা কখনো কেউ কারো মুখও দেখেনি। তবে লিজেন্ড অনুযায়ী, এরিয়াসরা এখনো নিজেদের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গেনি। ডার্কনেসকে দূরে সরিয়ে রাখতে এখনো কাজ করে যাচ্ছে ওরা।

বইতে এও লেখা আছে যে ইলিমেন্টালগুলো বিপদে পড়া উইজার্ডদের কানে-কানে ফিসফিস করে নিজস্ব ভাষায় জানতে চাইতো যে তার সাহায্য লাগবে কিনা। কারণ, ওদের করা প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী, কেউ নিজে থেকে সাহায্য না চাইলে তারা সেটা দিতে পারে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওরা ওটিয়োসাসের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষাটা ছাড়া আর কোনো ভাষাই বোঝে না। এবং সে ভাষায় কথা বলতে পারে, এমন জাদুকর খুব একটা নেই বর্তমানে। অবশ্য বইটাতে প্রাচীন ভাষাটার উচ্চারণ দেয়া আছে, যার মাধ্যমে ওদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যায়।

আরেকটা কাহিনী পড়ে বেশ ভয় পেয়েছিল এলিসিয়া। ঐ মিথ অনুযায়ী কখনোই অচেনা কোনো জলাশয়ে নামতে নেই। কারণ, সেগুলোর গভীরে নাকি কচ্ছপের মতো খোলস, এবং পাখির ঠোঁট বিশিষ্ট হলদেটে রঙের জানোয়ার, কাপ্পা, বাস করে। আর যখনই কেউ পানিতে পা দেয়, সাথে-সাথে এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার পা চেপে ধরে সে, এবং সেই সাথে টেনে নিয়ে যায় পানির নিচে। এরপর অসহায় লোকটার হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ক, এসব টান দিয়ে বের করে খেয়ে ফেলে। ওর ধারনা, এগুলো তাকে দীর্ঘ জীবন দেবে।

এবং প্রাণীটাকে পরাস্ত করার পদ্ধতিটা অসাধারণ। যখন সে কোনো মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে, তখন কোনো একটা কিউকাম্বার এ ঐ ব্যক্তির নাম লিখে কাপ্পার দিকে ছুঁড়ে দিলে সে নাকি তাকে ছেড়ে দেয় এবং কিউকাম্বারটা খেতে থাকে। ব্যাপারটা আজগুবি, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যদিও, কিন্তু এটা একই সাথে বেশ ভয়ংকরও বটে।

এছাড়া ওখানে আছে একটি অতি প্রাচীন বইয়ের কথা, যেটা কেউ একবার খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলে সে আজীবন ডার্ক ওটিয়োসাসের ভাষায় কথা বলতে থাকে।

এর বাইরে ওখানে আছে ল্যাট্রোর কথা, যে ঘুমন্ত পথিকের পকেট কেটে পালিয়ে যায়। লুণ্ঠন করে নেয় তার সমস্ত স্বর্ণ আর মূল্যবান বস্তু।

BanglaBook.org

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে আসছে। কিন্তু এলিসিয়া বই এর মাঝে এত বেশি পরিমাণে ডুবে আছে যে সে পড়া থামাতেই পারছে না। ও এখন পড়ছে ইনসিডিয়েটরদের কথা–এসাসিন এবং হান্টার–যারা বনভূমিগুলোতে লুকিয়ে থাকে, এবং সাধারণ মানুষকে এড়িয়ে চলে। ওরা একই সাথে যথেষ্ট চালাক আর শক্তিশালি, এবং মারাত্মক রকমের গতি বিশিষ্ট স্পিরিট। ওদের রয়েছে অসাধারণ হিলিং পাওয়ার–মুহূর্তেই শক্তিশালি আঘাত সারিয়ে দিতে পারে ওরা। স্বর্ণের বিনিময়ে যেকোনো কাজ করতে রাজি হয়ে যায় ইনসিডিয়েটররা। যদিও সে জন্যে তাদেরকে সামন করে আনতে হয়, এবং সেটাও যথেষ্ট জটিল পদ্ধতি।

এরপর সে পড়ল সারকপস এর কথা, যেগুলো দেখতে বিশাল দেহি বানরের মতো। গায়ে অমানুষিক রকমের শক্তি। এদের কাজই হচ্ছে মানুষের বাচ্চা চুরি করে নিয়ে যাওয়া। এবং ওরা একবার কোনো বাচ্চা নিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে দেয় না।

ট্যান্টিবাস নামের প্রাণীটি ওকে সবচেয়ে বেশি শিহরণ উপহার দিল। এই প্রাণীটি দেখতে খুবই কুৎসিত, মোটা নাক আর লাল চোখ বিশিষ্ট। ঘুমন্ত মানুষের বুকের উপর চেপে বসে দুঃস্বপ্ন দেখানো শুরু করে দেয়। স্বপ্নগুলো এতটাই বাস্তব হয় যে মানুষটা বুঝতেই পারে না যে এগুলো সত্য নয়, স্বপ্ন। মাসের পর মাস এভাবেই শুয়ে থাকে সে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় শুকিয়ে ধীরে-ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

একটানা বই পড়তে-পড়তে চোখগুলো ব্যথা করতে থাকে এলিসিয়ার। বাইরে থেকে ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় ও।

হাত-মুখ ধুয়ে রাস্তায় নামে এলিসিয়া। বাড়িঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা ধরে হাঁটছে এখন। দুই হাতই জিন্সের পকেটে গুঁজে রেখেছে, হালকা ঠাণ্ডা বাতাস এসে চুল উড়িয়ে দিচ্ছে, এই মুহূর্তে বেশ ভালোই লাগছে ওর। রাস্তায় এর-ওর সাথে ধাক্কা লেগে যাচ্ছে, কিন্তু এলিসিয়া যেন এই দুনিয়াতে নেই এখন, আনমনা হয়েই হাঁটছে ও। একটানা বই পড়ার কারণে মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। মিথলোজির গল্পগুলো মাথায় চক্কর দিচ্ছে।

রাস্তার পাশেই একটা জনসভা হচ্ছিল, যেটা দেখে থমকে দাঁড়াল সে; এটা আজকাল খুবই কমন হয়ে গিয়েছে ওটিয়োসাসে; যার যখন মন চায় সভা সমাবেশ ডেকে বসছে, আর বুলি কপচাচ্ছে–বেশিরভাগ সময়ই বিরোধী দলের স্পন্সরে হয় এই সভাগুলো।

ভিড়ের মাঝে পরিচিত মুখ দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল এলিসিয়া, এরপর কালো চুলের ছেলেটার মাথায় ইচ্ছে করেই জোরে একটা চাঁটি মেরে বসলো।

'আউচ!' ছেলেটা ছোট-খাটো আর্তনাদ করে নিজের মাথা চিপে ধরলো। এরপর পেছন ফিরে কাজিনকে দেখে চোখগুলো গোল আলুর মতো করে ফেলল। 'এলিসিয়া! তুই এখানে? আমি তো ভেবেছিলাম আজ আর বাইরে বেরোবি না তুই, বাসায় বসে থেকেই দিন কাটিয়ে দিবি।'

'বাসায় একা-একা বসে থাকা বেশ বোরিং, জানিসই তো,' এলিসিয়া বলল। 'এর থেকে তোর দেয়া মিথলোজির বইটা পড়ে শেষ করলাম। এক কথায় অসাধারণ লেগেছে। আমাদের মিথলোজি যে এতটা বৈচিত্রপূর্ণ আর অসাধারণ, সেটা এই প্রথম জানলাম আমি।'

BanglaBook.org

'আমি নিজেও জানতাম না,' বেনজামিন স্বীকার করল। 'আসলে মিথলোজির গাল-গল্পগুলো পড়তে কার ভালো লাগে বল? অবশ্য তোর মতো মানুষদের, যাদের মাথায় কিছুটা...মানে ইয়ে আছে...ওদের জন্যে এগুলো খুবই বিনোদন উদ্দীপক...'

খোঁচাটা খেয়ে চুপ করে গেল এলিসিয়া। বেনজামিনকে কথাটা বলাটাই ভুল হয়েছে ওর। ও ভেবেছিল এত অসাধারণ বইটার জন্যে বেনজামিনকে একটা ধন্যবাদ দেবে সে। কিন্তু সেটা দেয়ার আর কোনো ইচ্ছাই নেই এখন।

'শশশ...' জরুরী ভঙ্গিতে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বেনজামিনকে চুপ করতে বলল এলিসিয়া। 'ভাষণটা শুনতে দে আমাকে। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছি আমি। নির্বাচনের আর মাত্র সাত দিন আছে। আমার তো মনে হয় ঐ পল জোডিয়্যাক আর তার অপদার্থ মন্ত্রীসভা এবারের নির্বাচনে গৌরবের সাথে ফেল করতে যাচ্ছে।'

'করা তো উচিত,' বেনজামিন সায় দিতে এক সেকেন্ডও সময় নিলো না। 'ওইদিনের সভার পর আজ প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে, অথচ এখনো কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি তারা।'

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে ওরা চুপ করে বক্তৃতা শুনতে লাগল। বিরোধী এক নেতা বেশ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন, শুনলে গায়ের লোম পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায়। ইতিমধ্যেই বক্তৃতার বিষয় বস্তু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। ওটা এখন আর 'ড্রাগনের আক্রমণ এবং আমাদের করনীয়' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং নতুন রূপ লাভ করেছে ওটা।

'...আমরা আমাদের গতবারের শাসন আমলে যত উন্নয়ন করেছি, উনারা তাদের সব শাসন কাল মিলিয়েও এতটা উন্নয়ন করতে পারেননি...আমরা কথা দিচ্ছি, আগামী চব্বিশ তারিখের নির্বাচনে যদি আমাদেরকে ভোট দিয়ে আবারও আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেন, আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব উন্নয়ন কাকে বলে...উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা শেখাবো আপনাদের...'

হঠাৎ বেনজামিন ধড়াম করে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল। মাটিতে পড়েই থরথর করে কাঁপছে লাগল সে। ওর চোখ জোড়া লাল হয়ে গিয়েছে, যেন ওগুলো থেকে আগুন বের হচ্ছে। মাথা ঘোরানো বেড়ে গিয়েছে, যেন ওটাকে ইলেকট্রিক পাখার সাথে জুড়ে দিয়েছে কেউ।

'বেনজামিন! কী হয়েছে তোর! এমন করছিস কেন?' এলিসিয়া ওকে ধরে ফেলল সাথে-সাথে। বেনজামিনের মাথাটা নিজের কোলের উপর নিয়ে রেখেছে সে।

'ও আসছে...' ফিসফিসিয়ে বলল বেনজামিন।

'ক...কে?'

সাথে-সাথে পূর্ব আকাশে মেঘের গর্জনের মতো গুড়গুড় শব্দ হলো। আকাশে কালো মেঘ জমতে লাগল। সেই সাথে বাতাস বইতে লাগল অলক্ষুণে ভাবে–ঝড় শুরু হওয়ার পূর্ব লক্ষণ। ওটিয়োসাসের অধিবাসীরা নেতাদের বক্তৃতার কথা ভুলে গিয়ে সবাই পূর্ব আকাশের দিকে চেয়ে রইল। এমনকি যে নেতা এতক্ষণ মুখ দিয়ে ফেনা তুলছিলেন, তিনিও বক্তৃতা থামিয়ে চেয়ে রইলেন পূর্ব দিগন্তে।

BanglaBook.org

'কী ওটা? এ...এভাবে গর্জন করল কিসে...' ভয়ে-ভয়ে বলল এক মহিলা। ওর কথায় আশেপাশের সবাই আতংক গ্রস্ত হয়ে গেল, বুঝতে পারছে না এখন কী করা উচিত তাদের।

অনেক দূরে আকাশের গায়ে কয়েকবার বজ্রপাত হলো। এরপর গমগম আওয়াজ হতে লাগল, যেন বিশাল বড় ঘূর্ণিঝড় গর্জন করতে-করতে তেড়ে-ফুড়ে এগিয়ে আসছে ওদেরকে লণ্ড-ভণ্ড করে দেয়ার জন্যে। পূর্ব দিগন্তের কালো মেঘ এবং বজ্রপাতের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এলো খুব ছোট একটা বিন্দু। অনেক-অনেক মাইল দূর থেকে চিলের মতো এগিয়ে আসছে ওটা–দেখে মনে হচ্ছে যেন বিশাল এক পাখি।

বাতাস বইছে জোরে-শোরে। ঝড় শুরু হয়ে গিয়েছে। আশেপাশের লোকজন প্রচণ্ড বিস্ময় আর আশংকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ধীরে-ধীরে দূর আকাশের সেই বিন্দুটা আকারে বাড়তে লাগল। খুব দ্রুতই বাড়ছে ওটা, যেন প্রতিমুহূর্তে ওটাকে রাবারের মতো টেনেটুনে লম্বা করছে কেউ একজন। আরেকটু কাছে আসতেই বোঝা গেল, ওটা আর যাই হোক, কোনো পাখি নয়।

রক্তের ন্যায় লাল তার গায়ের চামড়া। সেই চামড়াকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে রেখেছে লোহার মতো শক্ত আঁশ। দানবীয় চোখ দুটো বিশ্রী রকমের হলুদ। সেই চোখে দুটোর মাঝখানে শিকারি প্রাণীর মতো লম্বাটে চোখের মনি। নাকের ফুটো দুটো রাগে ফোঁসফোঁস করছে। বিশাল-বিশাল ডানা দুটো দু'পাশে মেলে দিয়ে ওটা উড়ে আসছে ওটিয়োসাসের দিকে। ডানার সাথেই জোড়া লাগানো লম্বা-লম্বা হাত। প্রতি হাতে চারটে করে আঙ্গুল। বিশাল দেহী দানবটার পিঠের মেরুদণ্ড বরাবর লম্বালম্বি ভাবে বিস্তৃত স্পাইক দেখা যাচ্ছে। বিষাক্ত লম্বা স্পাইকগুলো ঘাড়ের শেষ প্রান্ত থেকে উৎপন্ন হয়ে বিরামহীনভাবে সোজা লেজ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বৃহদাকার সরীসৃপের মতো একে-বেঁকে ধেয়ে আসছে ওটার লেজ, সেই সাথে বাতাস কাটছে শোঁ শোঁ শব্দ করে।

মুখটা হা করল ওটা; ওর বড়-বড় তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো যেন শিকার খুঁজছে, জিহ্বাটা সাপের মতো লকলক করছে অলক্ষুণে ভাবে। ওর তল পেটের কাছাকাছি জায়গাটা হলদেটে রঙ ধারণ করল হঠাৎ করেই। পাকস্থলীর ভেতরে যেন জীবন্ত ফায়ার-প্লেস নিয়ে বসে আছে ওটা। পর-মুহূর্তেই তীব্র আগুনের হল্কা বেরিয়ে এলো ওটার মুখ থেকে।

'ড্রাগন! পালাও সবাই!' ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠলেন; সেই লোকটা, যে গত সভায় আংকেল ইভানের সাথে অনেক ঠাণ্ডা মাথায় দ্বিমত পোষণ করেছিল। উনি সম্ভবত সরকারের অনুচর হিসেবে বিরোধীদের বক্তব্য আর কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিলেন।

সবাই ভয়ে পড়িমরি করে ছুটে পালাতে লাগল। কে কাকে মাড়িয়ে দিয়ে কোথায় যাচ্ছে, কোনো হুঁশ নেই; ওরা স্রেফ একটা কথাই জানে এখন–পালাতে হবে এখান থেকে, যত জোরে পারা যায়।

BanglaBook.org

ড্রাগনটার মুখ থেকে ফোয়ারার মতো আগুন বেরিয়ে এলো, যেন ওটা 'ফায়ার স্প্রেয়িং মেশিন'। ওটিয়োসাসের এ প্রান্ত থেকে অপর-প্রান্ত পর্যন্ত একটানা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে খানিকটা জিরিয়ে নিলো সে–পরবর্তী আক্রমণের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ড্রাগনটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে এস.ডব্লিউ.এফ (স্পেশাল ওয়ার্লক ফোর্স) এর সদস্যরা। এর আগে কখনই ওদের তেমন কোনো কাজে ডাক পড়েনি। কারণ, এর আগে কখনই এরকম বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

ওরা একসাথে ড্রাগনটাকে আক্রমণ করতে লাগল। ওদের ম্যাজিক স্টাফ থেকে একের পর এক আগুনের ফুলঝুরি বেরোচ্ছে। ওগুলো ড্রাগনটার মোটা চামড়ার সাথে লেগে শোষিত হয়ে যাচ্ছে–পানিতে পাথর মারলে যেভাবে সেটা 'টুপ' শব্দ করে ডুবে যায়, ঠিক সেভাবে। ওর চামড়া এখন হাজার ওয়াটের বাতির মতো জ্বলছে। ড্রাগনটা হঠাত হা হা করে হাসতে শুরু করে দিল।

'বোকার দল! আমি আগুন থেকে তৈরি হয়েছি। তোমরা আমাকে সেই আগুন দিয়েই মারতে চাও? তোমাদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়,' হিসহিস করে উঠল ড্রাগনটা। কথা বলার সময় ওর লম্বা লাল জিহ্বাটা সাপের মতো লকলক করছিল।

উইজার্ডরা এবার ওদের স্টাফ থেকে লাল, নীল, এবং সবুজ আলোর ব্লাস্ট বের করতে লাগল। কিন্তু ড্রাগনটার শক্ত স্কেলে নিরীহ ভাবে আঘাত করে ওগুলো এদিকে-সেদিক ছড়িয়ে পড়ছিল। ড্রাগনটা তার মুখটা হা করল। তীব্র আগুনের ফোয়ারা বের হয়ে এলো ওটার খোলা মুখ দিয়ে। মুহূর্তেই সামনে থাকা বেশ কিছু ওয়ার্লক পুড়ে গিয়ে চামড়ার স্তূপে পরিণত হলো।

শরীরটা ঝাড়া দিল ড্রাগনটা, যেন অলসতা দূর করছে। এরপর ডানা দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে চোখের পলকেই উড়ে এলো। স্পেশাল ওয়ার্লক ফোর্স এর জাদুকররা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সাথে-সাথে, দৌড়াতে লাগল প্রাণভয়ে। ড্রাগনটা তার বিষাক্ত নখ ওয়ালা হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে দু'জন উইজার্ডকে ধরে আলোর গতিতে অনেক উপরে উঠে গায়েব হয়ে গেল। ওকে এখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কালো মেঘের উপরে হারিয়ে গিয়েছে ও।

আর তারপরেই, অনেক উঁচুতে দুটো বিন্দু দেখতে পাওয়া গেল। ওগুলো খুব দ্রুত মাটিতে পড়ছে...

ধড়াম করে মাটিতে এসে পড়ল জাদুকর দুইজন। ওদের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ড্রাগনটা। এরপর মধ্য আকাশেই শরীরটাকে বাঁকিয়ে অদ্ভুতভাবে পড়তে লাগল নিচের দিকে–ওর মাথাটা ভূমির দিকে আর লেজ উপরের দিকে। পুরো শরীরটাকে অদ্ভুতভাবে উলটে রেখেছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ ওকে উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

মাটির কাছাকাছি আসা মাত্রই চোখের পলকে ও দিক পরিবর্তন করল। সাথে-সাথে চোখ ধাঁধানো আগুনের স্রোতের ভেতর তলিয়ে গেল আশেপাশের সমস্ত ঘর-বাড়ি–জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেল মানুষজন। ওটিয়োসাসের আকাশে শকুনের মতো উড়ে বেড়াতে

BanglaBook.org

লাগল ড্রাগনটা। একের পর এক জ্বালিয়ে দিতে লাগল ঘর-বাড়ি, গাছপালা, জাদুকর, সব। এক অদ্ভুত খুনে নেশায় উন্মত্ত হয়ে আছে দানবটা।

আগুন জ্বলছে ওটিয়োসাসে। সেই আগুনের মাঝখানে একটা উঁচু বাড়ির উপরে গিয়ে বসল ড্রাগনটা। ওটিয়োসাসের মানুষজন ততক্ষণে পালিয়ে বনের দিকে সরে গিয়েছে।

'হেলো, ওটিয়োসাস! তোমাদের নতুন গভর্নর এর সাথে পরিচিত হও। তোমাদের নতুন অভিভাবককে দেখে নাও,' ড্রাগনটা মেঘের মতো স্বরে বলল। 'ড্রাগোমির আমার নাম। এই ওটিয়োসাসের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী আমিই। অতএব, তোমাদের আনুগত্য থাকবে শুধু আমার প্রতি, আর কারও প্রতি নয়...'

বলেই লম্বা ঘাড়টাকে সাপের মতো দুলিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল সে, যেন দেখতে চাইছে কেউ প্রতিবাদ করল কিনা।

'আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে,' ড্রাগনটা বলল, 'ওটিয়োসাসে নিজের কর্ত্রিত্বের জাল বোনা। ওটিয়োসাসকে নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী শাসন করা। আর আমি মনে করি, ওটিয়োসাসের সবচেয়ে শক্তিশালি প্রাণী হিসেবে এটার অধিকার শুধু আমার মাঝেই সীমাবদ্ধ।'

পুড়ে যাওয়া বাড়িগুলোর উপর থেকে দৃশ্যমান হওয়া ড্রাগনটাকে দেখতে জীবন্ত পাহাড়ের মতো মনে হচ্ছিল। ওরা বিস্ফারিত চোখে দানবটার দিকে তাকিয়ে আছে, বিশ্বাসই করতে পারছে না যে এমন কোনো কিছু তাদের সাথে হতে পারে।

'তবে তোমাদের সাথে প্রতিদিন দেখা করা, বেঈমানদের প্রতিনিয়ত শাস্তি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' ড্রাগনটা বলল। 'এবং একজন মহা শক্তিশালি রাজাকে এটাতে মানায়ও না। আর তাই, তোমাদের আকাশে আমার রাজত্বের জাল ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমি দিয়েছি তাদেরকে, যারা ওটিয়োসাসের অন্ধকারের মাঝে হাজার বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে, অপেক্ষা করে গিয়েছে একজন প্রকৃত নেতার–আমার।'

ড্রাগনটা কী বলছে সেটা ওদের বেশিরভাগেরই মাথায় ধরছে না। ওটিয়োসাসের অন্ধকার বলতে কী বোঝাতে চাইছে ও। আর...সেখানে কারা অপেক্ষা করতো ওর জন্যে...

'আজ আমার আগমণের মাধ্যমে তোমাদেরকে শুধু দেখালাম যে আমি চাইলে কী করতে পারি, কতটা অসীম ক্ষমতা আমার। অতএব, বেঈমানি করার চেষ্টা করো না আমার সাথে। বেঈমানকে ড্রাগোমির সবার আগে শাস্তি দেয়।'

চারপাশে দাঁড়ানো লোকেরা থরথর করে কাঁপতে লাগল; ওদের বিশ্বাসই হচ্ছে না যে বহুদিনের পরিচিত, শান্ত ওটিয়োসাস মুহূর্তের ভেতরে কিভাবে অশান্ত হয়ে গেল। ওদের কাছে এটা একটা স্বপ্ন মনে হচ্ছে–ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন।

'তোমাদেরকে আজ রাতটা সময় দিচ্ছি। আগুন নিভিয়ে নাও। আগামীকাল থেকে একটা ছোট্ট কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে তোমাদেরকে। তার আগে যতটুকু পারো, বিশ্রাম করে নাও। কারণ, এরপর...হয়তো আর সুযোগ নাও পেতে পারো।'

ড্রাগনটা বড়-বড় শ্বাস নিতে লাগল। ওর প্রতিটা নিশ্বাসের সাথে বাতাসের শব্দ হচ্ছে জোরেশোরে।

BanglaBook.org

'অন্য যেকোনো ড্রাগনের মতোই, জন্মগত ভাবে আমারও ধন-সম্পদ এবং ঐশ্বর্যের প্রতি দুর্বলতা আছে। আমি সবচেয়ে শক্তিশালী, আর তাই, সবার চেয়ে ধনী হওয়াটা আমার অধিকারের ভেতরেই পড়ে। আর সেজন্য আমার চাই স্বর্ণ। অনেক-অনেক স্বর্ণ। সেই সাথে মূল্যবান পাথর।'

'অতএব, প্রথমে তোমরা তোমাদের সমস্ত স্বর্ণ আমার কাছে হস্তান্তর করবে, সেটা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। আমি চাই না, আমি ছাড়া আর কারও কাছে এক রত্তি স্বর্ণ বা মূল্যবান বস্তুও থাকুক...' হিসহিস করে উঠল ড্রাগোমির।

'ড্রাগন এর চোখ সবসময় স্বর্ণ আর মূল্যবান বস্তু খুঁজে বেড়ায়। অনেক দূর থেকেও আমি চকচকে মূল্যবান ধাতু দেখতে পাই, এমনকি যদি সেটা মাটির নিচেও লুকোনো থাকে, তবুও। অতএব, আমার কাছ থেকে লুকিয়ে যদি কিছু নিজের কাছে রেখে দেয়ার কথা ভেবে থাকো, তো ভুলে যাও,' কথাটা সে এমনভাবে বলল যেন আশেপাশের লোকদের মনের কথা বুঝতে পারছে ও। 'আগামীকাল সকালে আমার *বিশ্বস্ত লোকেরা* তোমাদের কাছে আসবে। ওদের কাছে সব স্বর্ণ এবং মূল্যবান পাথর হস্তান্তর করবে তোমরা। বেঈমানী না করার চেষ্টা করাটাই তোমাদের জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'আর এরপর, ঐ উত্তরের জঙ্গলের পাশের ব্যালিস্টিয়ান উপত্যকায় যাবে,' লম্বা গলাটা বাড়িয়ে উত্তরের দিকে নির্দেশ করল ড্রাগনটা। 'ওখানকার মাঠটা আমার হয়ে খুঁড়বে তোমরা। সেই মাঠের নিচে আছে অনেক বিশাল এক খনি–গোল্ড আর জেম এ পরিপূর্ণ বিশাল এক প্রান্তর। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁড়বে তোমরা–যতদিন না সেখানকার সমস্ত সম্পদ উঠিয়ে তোমরা আমাকে দিতে পারছ। এটাই হচ্ছে নিজেদের লর্ডের প্রতি তোমাদের প্রথম দায়িত্ব।'

'আজ এই পর্যন্তই, খুব শীঘ্রই আবার আসব আমি।'

ড্রাগোমির চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো। জ্বলন্ত বাড়িঘরের উপর হামাগুড়ি দিয়ে চলছে সে। ওর বিশাল শরীরের ভারে পুড়ে যাওয়া বাড়িগুলো ম্যাচের কাঠির মতো ভেঙ্গে-ভেঙ্গে নিচের দাবানলের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন বিশাল এক সাপ; আশ্চর্যজনকভাবে যার দুটো পা এবং দুটো ডানা আছে এবং যে এখন বুকের উপর ভর দিয়ে এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে যাচ্ছে।

যেতে-যেতে হঠাত থমকে দাঁড়াল সে। উপস্থিত জনতার মাঝে নির্দিষ্ট একজনের দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। ওর হলুদ চোখজোড়া সঙ্কুচিত হয়ে এলো। এরপর মুখে একটা বিদ্রুপের হাসি ফুটিয়ে বলল, 'হেলো, ব্রাদার...'

এরপর বিশাল দুটো ডানা দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে ড্রাগনটা উড়ে চলে গেল। ওর পেছনে লাল শিখার সাথে জ্বলছে ওটিয়োসাস।

'সে কি কথাটা তোকেই বলল?' প্রচণ্ড অবাক হয়ে বেনজামিনের দিকে তাকিয়ে বলল এলিসিয়া।

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ৬

হেনা

ওটিয়োসাসের বাসিন্দারা আগুন নেভাতে-নেভাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এরপর বাড়িঘর ঠিকঠাক করার ব্যাপার তো আছেই। সব কাজ শেষে প্রচণ্ড হাতে ব্যথা নিয়ে বেনজামিন নদীর ধারের ঘাসের উপর এসে বসলো। মন ভালো নেই ওর; ওদের বাড়ির একাংশ পুড়ে গিয়েছিল ড্রাগনের আগুনে। বাড়িটা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে ওদেরকে। অনেক জটিল স্পেল আর নিজেদের দক্ষতায় ওরা বাড়িটাকে মোটামুটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে। এখনও জায়গায়-জায়গায় পোড়া দাগ দেখা যাচ্ছে। ওগুলো কিছুতেই যাচ্ছে না।

কিন্তু সেগুলোর বাইরেও বেনজামিনের ভাববার মতো আরও একটা ব্যাপার আছে–ড্রাগনটা ওকে *'ব্রাদার'* বলে সম্বোধন করেছে...কিন্তু কেন? কী সম্পর্ক ওর ড্রাগনটার সাথে?

ঘাড়ে শীতল হাতের স্পর্শ টের পেয়ে চমকে উঠল সে; আপন চিন্তাতে এত বেশি ডুবে ছিল যে কোন ফাঁকে এলিসিয়া আর আংকেল ইভান এসে ওর পাশে বসেছে সে খেয়ালই করেনি। এলিসিয়া ওর কাঁধের উপর এক হাত তুলে দিল–বিষণ্ণ হয়ে আছে ও। নদীর তীরের একটি বড়-সড় ঘন পাতাবিশিষ্ট গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ওরা চুপ করে বসে আছে। ওরা যেখানে বসে আছে তার থেকে খানিকটা দূরেই ওটিয়োসাসের নদী দুটির মিলনস্থল–ওটার একদম কেন্দ্রে বেশ উঁচু লালচে একটা পাহাড়। ওটার পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়েছে নদী দুটি। দেখে মনে হচ্ছে যেন বিশাল, চারকোণা, সমতল একটা পাহাড় থেকে চারটা নদী উৎপন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

'ড্রাগোমিরকে যেভাবেই হোক থামাতে হবে। আমরা লেখকের আশায় বসে থাকতে পারি না। যা করার আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে,' আংকেল ইভান বললেন, উনার কণ্ঠে সুস্পষ্ট ঘৃণা।

BanglaBook.org

'যদি ওই লোকগুলো আমাদের কথায় রাজি হত...যদি ওরা ফর্মালিটিজ এর নামে আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট না করত...তাহলে আজ হয়ত বা আমাদের এই পরিণতি হত না,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলিসিয়া বলল।

এরপর ওরা আর কোনো কথা না বলে চুপ করে নদীর শান্ত প্রবাহ দেখতে লাগল। নদীর তীরের শীতল বায়ু এসে ওদের মুখে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে, সেই সাথে ওদেরকে জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যে জীবন এখনও বয়ে চলছে। আকাশে একটা বড় চাঁদ উঠেছে, পূর্ণিমার চাঁদ; জোছনার আলোয় এক অপার্থিব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে নদীর তীরে।

এভাবে ওরা কতক্ষণ বসে ছিল জানে না, হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনে তিনজনেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দুইজন উইজার্ড। বাম পাশের উইজার্ডটা খুব সুন্দর করে হালকা নীল কোট আর ম্যাচিং টাই পরে আছেন। তাঁর মাথার মাঝখানের টাক চাঁদের আলোয় চকচক করছে। মুখে একটা বিব্রতকর হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনেক কষ্টে। পল জোডিয়্যাক। তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একটি মেয়ে। ওর কালো চুলগুলো বাতাসে উড়ছে, কাজল দেয়া চোখে বিমর্ষ একটা ভাব। লাল রঙের জামার উপরে চাদর পড়ে আছে মেয়েটি। ওকে দেখা মাত্রই আংকেল ইভানের মেজাজ সপ্তমে উঠে গেল।

'তোমরা? তোমরা কী চাও? চলে যাও এখান থেকে,' আংকেল ইভান চেঁচিয়ে উঠলেন। উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন উনি।

'ইভান, আমরা তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি। প্লিজ, আমাদের কথাটা শোন,' আনিকা জুলফিকার কাতর গলায় বলল। যা হয়েছে তার দায়ভার আমাদেরই, মানছি আমি। কিন্তু এখন আমাদের বাঁচতে হলে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে।'

আংকেল ইভান চুপ করে রইলেন। পল জোডিয়্যাক আর আনিকা উনার পাশে এসে বসলো। বেশ কিছুটা সময় এভাবেই চলে গেল, কেউই কোনো কথা বলছে না–হয়ত ভাবছে, কী বলা যায়। অবশেষে দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে আনিকা বলল, 'দেখ, ইভান, ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে। এখন সামনে যাতে আর কোনো ক্ষতি না হয় সেটা চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে।'

'আর তাই, আমি আর আনিকা এসেছি তোমার সাহায্য নিতে। তুমি বলেছিলে লেখককে হত্যা করলে আমাদের মুক্তি মিলবে। তো...মানে...এখন কি সেটা সম্ভব? যদি এখন লেখককে হত্যা করা হয় তো ব্যাপারটা বন্ধ হবে কি আদৌ? আমি বলতে চাইছি..ড্রাগোমির তো চলেই এসেছে...' পল জোডিয়্যাক আমতা-আমতা করে বললেন।

'আপনাদের সমস্যাটা কোথায় জানেন, স্যার? আপনারা গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা একটা সহজ-সরল সিদ্ধান্তে তো আসেনই, তবে সেটা অনেক লোকের জীবন চলে যাওয়ার পরে। আহা, আপনাদের কাজ-কর্ম যদি আরেকটু দ্রুত হত...' আংকেল ইভান

BanglaBook.org

মুখ বেঁকিয়ে বললেন। পল জোডিয়্যাক আংকেল ইভানের বিদ্রূপটা মাথা নিচু করে হজম করলেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। উনার কপাল ভালো যে আনিকা উনাকে উদ্ধারে এগিয়ে এলো।

'ইভান, আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না,' আনিকা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল। 'তুমি বলেছিলে লেখককে হত্যা করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু...আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তুমি সেটা কিভাবে করতে?'

'সেটা করাটা এত সহজ হত না। কিন্তু অন্তত আমরা চেষ্টা তো করতে পারতাম। ওটাই আমাদের হাতে সবচেয়ে ভালো উপায় ছিল তখন,' আংকেল ইভান সংক্ষেপে জবাব দিলেন।

'কিন্তু এখন যেহেতু ড্রাগোমির চলে এসেছে সেহেতু আসলেই কি লেখককে হত্যা করলেও কোনো লাভ হবে? আই মিন...দেখ, ইভান...লেখককে হত্যা করলে গল্পটা এই জায়গাতেই থেমে যাবে। ড্রাগনটা তো আর মরছে না। ও থাকছে। তাহলে কি আমাদের লেখকের জন্যে বসে থাকা উচিত না? উনি নিশ্চয়ই গল্পের শেষে ড্রাগনটাকে হত্যা করবেন?' ওটিয়োসাস গভর্নর জিজ্ঞেস করলেন, বেশ আশাবাদী শোনা গেল উনার গলাটা।

'আর ততদিনে আমাদের ওটিয়োসাসের অর্ধেক মানুষকে দানবটা খেয়ে ফেলুক, তাই তো চান আপনি?' বিরক্ত হয়ে বললেন আংকেল ইভান।

'না...না, অবশ্যই তা নয়...আমি কেন এরকম চাইব...আমি তো স্রেফ তোমার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম ব্যাপারটা...' ইভানের জবাব শুনে খানিকটা সেঁধিয়ে গেলেন গভর্নর সাহেব।

'শুনুন, আমরা যদি লেখককে গল্পটা শেষ করতে দেই তো উনি আমাদের অনেক আপন মানুষকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। কারণ, এটা উনার কাছে স্রেফ একটি গল্প। আর কিছু নয়। আর ব্লাড-শেড ছাড়া এই ধরনের গল্পগুলো পাঠকপ্রিয়তা পায় না। আর তাই, তাঁর গল্পের স্বার্থেই ওটিয়োসাসকে তিনি রক্তের নদী বানাবেন–ড্রাগনটার মাধ্যমে।'

এলিসিয়া কেঁপে উঠল একবার–ভয় লাগছে ওর, অনেক ভয়। যদি আংকেল ইভানের কথা সত্যি হয়, তাহলে অনেক আপনজন হারাতে হতে পারে ওকে। ওর বাবা, মা, বেনজামিন...এমনকি আংকেল ইভান...

জোর করে চিন্তাটা বন্ধ করে দিল ও। আর পারছে না ভাবতে। এ হতে দেয়া যায় না। লেখককে যেভাবেই হোক থামাতেই হবে।

'কিন্তু আমাদের কাছে এটা গল্প নয়, জীবন,' আংকেল ইভানের কথাটা মৃত্যু পথযাত্রি মানুষের বেঁচে থাকার ব্যাকুল আকুতির মতো শোনালো। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মানুষ বাঁচতে চায়, মিরাকল ঘটাতে চায়–এটাই তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

'আর তাই, আমাদের জীবন আমরা লেখকের হাতে তুলে দেব না,' আংকেল ইভান দৃঢ় গলায় বললেন, হাতের মুষ্টি শক্ত করে বন্ধ করে রেখেছেন উনি। 'আমরা

BanglaBook.org

ওকে হত্যা করব। আর এরপর...ড্রাগনটার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধে নামব। আমরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ব। লেখকের হাতে আমাদের ভাগ্যকে তুলে দেব না।'

'কিন্তু, ইভান, সেটা কিভাবে সম্ভব?' নদীর ছোট-ছোট ঢেউ এর দিকে আনমনে তাকিয়ে আছে আনিকা। 'আমরা সবাই নাহয় একমত হলাম তোমার সাথে। কিন্তু কিভাবে উনাকে হত্যা করবে তুমি?'

'আমাদেরকে বইটা থেকে বেরোতে হবে প্রথমে,' বেশ শীতল গলায় বললেন আংকেল ইভান।

'সেটা কিভাবে?!' পল জোডিয়্যাক যেন অবাক হওয়ার ও ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। এরকম কোনো কিছু তিনি তাঁর ভয়ংকরতম দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি।

'তার জন্যে সবার প্রথমে আমাদেরকে গ্লোসারি দাদুকে খুঁজে বের করতে হবে...একমাত্র উনিই বলতে পারবেন যে কোন পথে এবং কিভাবে আমরা বইটা থেকে বেরোতে পারব।' আংকেল ইভান নদীর তীর থেকে এক মুঠো বালি তুলে এরপর সেগুলোকে আঙ্গুলের ফাঁক গলে পড়তে দিলেন–দেখে মনে হচ্ছিল যেন চারটা বালুর তৈরি ঝর্না থেকে চিকমিকে বালি ঝরে-ঝরে পড়ছে।

'গ্লোসারি হু?' প্রচণ্ড হতবাক হয়ে বললেন গভর্নর পল। বেনজামিন আর এলিসিয়া উনাকে সব বুঝিয়ে বলল। পাশে বসেই খুব মনোযোগ দিয়ে ওদের প্রতিটি কথা শুনছিল আনিকা জুলফিকার। কথা শেষ হতেই আংকেল ইভানের দিকে তাকাল এলিসিয়া–কিছু বলতে চায় সম্ভবত।

'কিন্তু তুমিই তো বললে যে তুমি উনার হদিশ জানো না, তাহলে?' প্রশ্ন করল সে।

'তা ঠিক। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে।'

'কিন্তু কিভাবে, আংকেল?'

আংকেল ইভান কোনো কথা না বলে তাঁর মানিব্যাগ বের করলেন। এরপর মানিব্যাগের ভেতর থেকে সযত্নে রাখা একটা কার্ড বের করে সবার চোখের সামনে ধরলেন। সবাই পরম বিস্ময়ে কার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইলো, যদিও গাছের ছায়ার কারণে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

আংকেল ইভানের হাত উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করতে লাগল। সেই আলোয় ওরা কার্ডটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল এবার।

এত চটকদার ভিজিটিং কার্ড ওরা এর আগে কখনোই দেখেনি। কার্ডটির পৃষ্ঠ বেশ চকচকে, গাড় নীল রঙের। কার্ডের কঠিন পৃষ্ঠের উপর চার রঙের চারটি ঢেউ খেলানো রেখা আঁকা আছে; টরকুইজ, আকাশী, হাল্কা হলুদ এবং ল্যাভেন্ডার। কার্ডের ঠিক মাঝ বরাবর বড়-বড় হরফে খুব সুন্দর করে ওটিয়োসাসের দ্বিতীয় ভাষাটিতে লেখা আছে:

BanglaBook.org

Visiting card of the glossary dude, Valhearte Fluorescentice Sarcophagus

অক্ষরগুলো কখনো সোনালি, কখনো সি-গ্রিন কিংবা কখনো ভায়োলেট আলোর বিকিরণ ঘটাচ্ছিল। কার্ডটির নিচের দিকে ডান কোণায় অদ্ভুত একটা চিহ্ন আঁকা আছে–সাপের ন্যায় বাঁকানো একটা অংশ, যেটার শেষ প্রান্ত থেকে দুদিকে দুটো বাহু কোনাকুনি ভাবে ৬০ ডিগ্রী কোণ তৈরি করে ছড়িয়ে পড়েছে। ডানপাশের হেলানো বাহুটার একদম উপরে দুটো সমান্তরাল রেখা বাহুটাকে স্পর্শ করে আছে। এরকম অদ্ভুত চিহ্ন ওরা এর আগে কখনো দেখেনি।

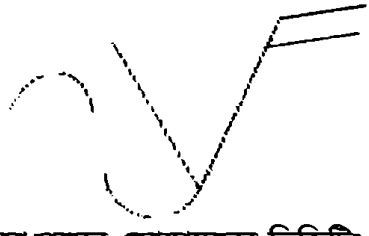

'এটা কী? দেখে তো মনে হচ্ছে সাকাসের জোকারদের ভিজিটিং কার্ড!' বিস্ময়ের সাথে বলে উঠল এলিসিয়া।

'হুম...জোকারেরই ভিজিটিং কার্ড!' বিনা বাক্য ব্যয়ে একমত হলেন আংকেল ইভান। 'গ্লোসারি দাদুর সাথে যখন দেখা করেছিলাম, তখন চলে আসার সময় আমি উনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে পরেরবার উনাকে কিভাবে খুঁজে পাবো। উনি বলেছিলেন যে এটা উনি বলতে পারবেন না, প্রকৃতি নাকি উনাকে এটা বলতে বাধা দেবে! এরপর আর কোনো কথা না বলে উনি এই কার্ডটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বলেছিলেন যে এই কার্ডের মাধ্যমেই উনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি পরে এই কার্ডের রহস্য ভেদ করার অনেক চেষ্টা করি। কিন্তু পারিনি। তাই বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই কার্ডটাই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। যেভাবেই হোক এই ভিজিটিং কার্ডের রহস্য ভেদ করতেই হবে।'

কার্ডটা উল্টে দিলেন আংকেল ইভান। কার্ডের অপর পৃষ্ঠে অদ্ভুত কিছু শব্দ লেখা আছে:

BanglaBook.org

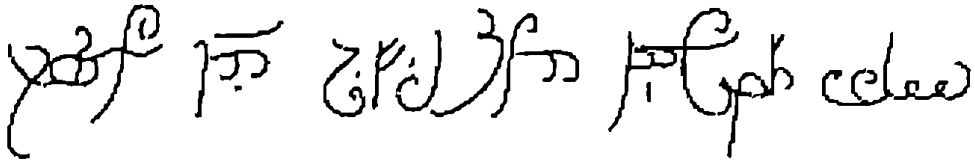

'এই অদ্ভুত শব্দগুলোর মানে কী? এতো আমাদের ভাষা নয়! কী ধরনের ভাষা এটা!' এলিসিয়া জিজ্ঞেস করল। আনিকাকেও বেশ বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। আংকেল ইভান উনার বুকের উপর হাত দুটো ভাঁজ করে শ্রাগ করলেন যেন বলতে চাইছেন, *'কী বলেছিলাম তোমাদের! এই বুড়োর আসলেই মাথায় সমস্যা আছে!'*

ধীরে-ধীরে পল জোডিয়্যাকের মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। মুখ উঁচিয়ে আকাশের দিকে দেখলেন একবার। এরপর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

'তোমাদের কপাল ভালো ইভান, যে আমি ওটিয়োসাসের সব প্রাচীন ভাষাও পড়তে পারি। এটা ওটিয়োসাসের সবচেয়ে প্রাচীন দুটি ভাষার একটিতে লেখা আছে। এখানে বলা আছে, *"আই শেল অনলি শাইন ইন ফুল-মুন। অর্থাৎ, আমি শুধুমাত্র পূর্ণিমার আলোতেই জ্বলে উঠবো।"* ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও, ইভান। আজ পূর্ণিমা,' এই বলে পল জোডিয়্যাক কার্ডটা আংকেল ইভানের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গাছের ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। পূর্ণ চন্দ্রের আলো কার্ডটার উপর পড়তেই সেটা উজ্জ্বল সোনালী আলোর বিকিরণ করে জ্বলতে লাগল। আগের লেখাগুলো অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সেখানে সম্পূর্ণ নতুন আরেকটি লেখা চলে এসেছে।

I am the first of Harpies
Second of Mermaids
Third of Banshees
Fourth of devas.

If you think you know me
Just call me by name
I will be there
To play a game.

BanglaBook.org

'এই দাদু এসব কী উল্টাপাল্টা কবিতা লিখেছেন? বয়সের ভারে সম্ভবত দাদুর মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়েছে,' আংকেল ইভান বেশ বিরক্তি নিয়েই বললেন। 'নাহ! এই কবিতার অর্থ বের করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি পারব না। আই কুইট।'

'পারতেই হবে আংকেল ইভান। আমাদের হাতে আর কোনো উপায়ই নেই,' কার্ডটাকে গভীরভাবে দেখতে-দেখতে বলল বেনজামিন। কিছুক্ষণ এভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর বলল, 'আমার ধারণা এই দাদুর মস্তিষ্কে কোনো সমস্যা নেই। থাকতে পারে না। কারণ, উনিই হচ্ছেন আমাদের বইয়ের গ্লোসারি, ডিকশনারি যেটাই বল। অতএব, উনার মস্তিষ্ক অনেক শার্প হতে হবে। আর তাই, আমার ধারনা এসব কোনো উন্মাদ বৃদ্ধের প্রলাপ নয়, বরং যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সাথে লুকোনো কিছু তথ্য, যেগুলোর সমাধান করতে পারলে আমরা গ্লোসারি ডূড...মানে গ্লোসারি দাদুর সন্ধান পেয়ে যাবো।'

'হুম! অবশ্য এসব ধাঁধা সমাধানের ব্যাপারে আনিকা সব সময়ই ক্লাসে ফার্স্ট ছিল। ওকে কোনো ধাঁধা দিয়েই হারানো যেত না, জানিস। আমি জানি, আনিকা যেভাবেই হোক এটার সমাধান করবেই করবে,' আংকেল ইভান তৈলাক্ত গলায় বলে উঠলেন। উনার কথা শুনে আনিকার দু'গালে দুটো গোলাপি আভা দেখা গেল। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে রহস্য উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ল আনিকা।

I am the first of Harpies

*হার্পিদের ভেতর সে প্রথম, এটাই কি বোঝাচ্ছে? ওটিয়োসাসের প্রথম হার্পি সে? কী জানি বাপু...*মনে-মনে ভাবতে লাগল আনিকা। *চুলোয় যাক হার্পি, পরের লাইন দেখা যাক...*

Second of Mermaids

এর মানে কী রে বাবা! একবার বলে সে হার্পিদের মাঝে প্রথম, আবার বলে সে নাকি মারমেইডদের মাঝে দ্বিতীয়! শুধু তাই নয়, নিচের লাইন দুটোতে সে নিজেকে যথাক্রমে ব্যানশিদের মাঝে তৃতীয় এবং ডিভাদের মাঝে চতুর্থ বলেও ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। মস্করা পেয়েছে নাকি! একজন ব্যক্তি একইসাথে এতগুলো রূপে কিভাবে থাকতে পারে! এর মানে কি সে বর্ণচোরা...আচ্ছা, সে মেটামর্ফ নয় তো? ইচ্ছে মতো হয়তো নিজের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে...

আপন মনে ভাবতে লাগল আনিকা।

BanglaBook.org

কবিতাটা আবার পড়ল আনিকা। শেষের পঙক্তিতে বলা আছে যদি কেউ তার নাম জেনে থাকে তাহলে যেন তাকে নাম ধরেই ডাকে...ডাকলেই নাকি সে আসবে...

আনিকার পুরো শরীরে যেন তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ বয়ে গেল। সে মনে হচ্ছে ধরতে পেরেছে কবিতার রহস্য। নাম...ওটা একটা নাম! ওর নাম, যে এই কবিতাটা লিখেছে।

আনিকা খুব মোলায়েম গলায় ডাকল, 'হেনা...'

কার্ডটা হঠাত সবুজ হয়ে জ্বলতে শুরু করল। ভুতে ধরা রোগীর মতো প্রচণ্ড জোরে কাঁপছে ওটা। আনিকা ভয় পেয়ে ওটাকে ছেড়ে দিল। বাতাসে ভাসতে-ভাসতে ওদের থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে কার্ডটা স্থির হয়ে রয়েছে এখন। কোনরূপ পূর্ব সতর্কতা না দিয়েই ওটা থেকে উজ্জ্বল হলুদ আলোর একটা বিম বের হয়ে এলো, ঠিক যেন মাটি থেকে একটা রকেট আকাশের দিকে টেক অফ করল। পর-মুহূর্তেই একটি টরকুইজ রঙের আলোর ফোয়ারা বেরিয়ে সোজা আকাশের দিকে ছুটল। এক সেকেন্ড করে বিরতি দিয়ে আরো দুটি আলোর ধারা বুলেটের মতো ছুটে গেল আগের দুটোর পেছনে। অনেক উঁচুতে উঠে আলোর ফোয়ারাগুলো প্রচণ্ড শব্দ করে বিস্ফারিত হল। প্রতিটি আলোর বিম একটা-একটা করে শব্দ লিখছিল মাঝ আকাশের গায়ে। চার রঙের চারটি শব্দ।

Harpies Mermaids Banshees Devas

ঠিক দুই সেকেন্ড পর হার্পির ১ম অক্ষর H বাদে বাকি সব অক্ষর খসে পড়ে গেল। তার আরও দুই সেকেন্ড পর মারমেইড এর দ্বিতীয় অক্ষর E বাদে বাকি সব অক্ষর খসে পড়ে গেল ঠিক আগের মতোই। তারপর ক্রমান্বয়ে ব্যানশির তৃতীয় অক্ষর N এবং ডিভার চতুর্থ অক্ষর A বাদে বাকি সব অক্ষর খসে পড়ে গেল উল্কার মতো। তারকা খচিত রাতের আকাশের বুকে বর্ণীল একটি নাম ফুটে উঠল।

BanglaBook.org

H E N A

এরপর শব্দগুলো একত্র হয়ে নিজেদের মাঝে মিশে যেতে লাগল–ওগুলো পরস্পরের ভেতর একীভূত হয়ে তৈরি করল একটা অদ্ভুত অবয়ব। ওটা এখন খুব দ্রুত নিচে নেমে আসছে। বাতাসে ভাসতে-ভাসতে ছায়াটা ওদের সামনে এসে স্থির হলো। চাঁদের আলোয় ওকে স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা।

অপূর্ব সুন্দরী এক নারী ওদের ঠিক সামনেই শূন্যে ভাসছে। ওর মুখে স্মিত, রহস্যময় হাসি–দুপাশের গালেই টোল পড়েছে সেই হাসিতে। অসম্ভব ফর্সা মুখটাতে একমাত্র খুঁত বলতে ডান চিবুকের নিচে থাকা ছোট্ট একটা তিল, যেটা ওর চেহারাকে বরং আরো বেশি মোহনীয় আর আকর্ষনীয় করে তুলেছে। চোখগুলো দেখলে গভীর অরণ্যের কথা মনে পড়ে–ওগুলো একদম ঘন সবুজ। আঁধার কালো চুলগুলোকে ঘাড়ের পেছন দিক গিয়ে ঘুরিয়ে এনে ডান পাশে ছড়িয়ে রেখেছে। মাথায় পড়েছে লরেল ফুলের মুকুট। নাকটা একটু খাড়া, ঠোঁট জোড়া পাতলা। সবুজ রঙের লম্বা একটা পোশাক পড়েছে ও।

খুক-খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলো মেয়েটা, তারপর খুবই মিষ্টি এবং রহস্যময় গলায় বলল, 'হেলো দেয়ার। ইটস এ গ্রেট নাইট! মুনলিট নাইট! আমি ওরাকল হেনা, তোমরা কি আমাকে ডেকেছ? কী সাহায্য করতে পারি তোমাদের বল?'

'ওরাকল! আমি ভেবেছিলাম এগুলো স্রেফ গল্পের বইতেই পাওয়া যায়! এখন দেখছি এগুলো আসলেই রিয়েল!' আংকেল ইভান হতভম্ব হয়ে বলে উঠলেন। ওরাকল মেয়েটার উপর থেকে উনার চোখই সরছে না যেন। এত সুন্দরী মেয়ে উনি উনার জীবনেও দেখেননি।

'এক্সকিউজ মি! হোয়াট ডু ইউ মিন বাই *"এগুলো"*, হুম? আমি কোনো জন্তু নই, বুঝলে, ছোকরা? বুদ্ধিমান প্রাণী আমি। এবং অবশ্যই...তোমার থেকেও বেশি বুদ্ধিমান আমি। অতএব, একটু ভদ্র ব্যবহার আমি দাবি করতেই পারি!' হাত দুটো কোমরের উপরে রেখে বিরক্ত ভঙ্গিমায় অভিযোগ জানাল ওরাকল হেনা। আংকেল ইভানকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে উনার কানে কিছু ঢুকেছে। উনি বিশাল এক হা করে হেনার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এলিসিয়া আর বেনজামিন একইসাথে ব্যাপারটা খেয়াল করল। ওদের দুইজনের মনেই একই চিন্তা। কিন্তু এলিসিয়া সেটা আগে বাস্তবায়ন করল।

'আংকেল ইভান! ওয়েক আপ! সে তোমার কথাই বলছে!' কনুই দিয়ে উনাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল এলিসিয়া।

ধাক্কা খেয়ে হুঁশ ফিরল আংকেল ইভানের। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আঁ...আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম মিস হে...হেনা...এন্ড এহেম...ইউ আর আম...কোয়াইট চার্মিং আই শুড সে...দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলছি, আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দরী নারী তুমিই...ওহ, সরি, আপনি...'

হেনাকে দেখে মনে হচ্ছিল আংকেল ইভানের ফ্লার্টিং কথাটা ওর বেশ ভালোই লেগেছে–ডান কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনা চুলগুলোকে দু'হাত দিয়ে গর্বিত ভঙ্গীতে আঁচড়াতে লাগল। ওর গালে হাল্কা একটা গোলাপি আভা ফুটে উঠেছে। লাজুক-লাজুক গলায় বলল, 'তাই বুঝি! আর ইয়ে...তুমি আমাকে তুমি করেই ডাকতে পারো। কোনো সমস্যা নেই। তো...কী জন্যে ডেকেছ বলে ফেল। নাকি সারাদিন লাগিয়ে দেবে?'

'মিস হেনা...আসলে আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার অফুরন্ত সৌন্দর্য দেখলে যে কেউই ক্ষণিকের জন্যে ট্র্যাকের বাইরে চলে যাবে। তাই আমিও চলে গিয়েছিলাম...সে যাই হোক, এখন ট্র্যাকে ফিরে এসেছি, *থ্যাংকস টু এলিসিয়া...*' শেষের

BanglaBook.org

কথাগুলো এলিসিয়ার দিকে কটমটে দৃষ্টি হেনে বললেন উনি। 'আসলে আমরা গ্রোসারি দাদুকে খুঁজছি। তুমি কি জানো উনাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'গ্রোসারি দাদু! এই, তুমি তো বেশ মজা করে কথা বল...হিহিহি...' খিলখিল করে হেসে উঠল হেনা। 'উনার খুব খটমটে একটা নাম আছে: *ভ্যালহার্টো ফ্লুরেসেন্টিকো সার্কোফ্যাগাস।* আমার নিজেরই দাঁত পড়ে যায় ওটা উচ্চারণ করতে গিয়ে। যাই হোক, আজ থেকে উনি নাহয় গ্রোসারি দাদুই থাকলেন। তো উনার সাথে কী দরকার বল? কেন দেখা করতে চাও উনার সাথে?'

'আসলে, হেনা, আমাদের ওটিয়োসাস খুব বিপদের মুখে আছে। আর এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে উনার সাহায্য দরকার আমাদের। এই কার্ডটা উনিই দিয়েছিলেন। তো এখন দয়া করে তুমি কি বলবে যে উনি কোথায় থাকেন?' পল জোডিয়্যাক বললেন।

হেনাকে দেখে বেশ দুঃখিত মনে হচ্ছিল। মন খারাপ করা গলায় বলল, 'আমি চাইলেই তোমাদেরকে সেটা বলতে পারি না, তোমরা আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ। গ্রোসারি দাদু লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করেন। উনি চান না কেউ তাঁকে খুঁজে পাক। কিন্তু একবার যে তাঁকে খুঁজে পায়, তাকে উনি দ্বিতীয়বার সুযোগ দেয়ার জন্যে এই কার্ডটা দিতে পারেন, যদি উনার ইচ্ছে হয় আরকি। তো যাই হোক, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি আমার ম্যাজিকেল বাইন্ডিংস এর কারণে তোমাদেরকে সরাসরি এটা বলতে পারছি না যে উনি কোথায় আছেন এই মুহূর্তে, আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি তোমাদেরকে ক্লু দিতে পারি, যেটা দেয়ার জন্যেই আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেটা দেয়া আমার কর্তব্য। কিন্তু মনে রেখ, আমি স্রেফ ক্লু দিতে পারব, সমাধান তোমাদেরকেই বের করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে সেই গেইম, যেটার কথা কবিতাটাতে বলা হয়েছিল। *I will be there to play a game.* একটা মাইন্ড গেইম, ধাঁধা।'

'আচ্ছা, ব্যাপার না, কী ক্লু দেবে দাও। রহস্য সমাধান করার ব্যাপারে আমার কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা আছে,' আংকেল ইভান বুক ফুলিয়ে হেনার উদ্দেশ্যে কথাগুলো ছুঁড়ে দিলেন, এরপর সমর্থনের আশায় এদিক-সেদিক তাকালেন। এলিসিয়া নাক দিয়ে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল, আর বেনজামিন মুখের এমন একটা ভাব করল যেন ওকে কেউ চরম হাসির একটা জোকস শুনিয়েছে, কিন্তু কড়াভাবে হাসতে বারণ করে দিয়েছে।

'ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা দয়া করে একটা কাগজ আর পেনসিল নাও। ক্লুগুলো লিখে রাখ, নাহলে ভুলে যাবে। সমাধান করতে পারলেই দাদুর অবস্থান পেয়ে যাবে। এরপর আমাকে উত্তরটা জানিয়ো, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করব...এখানেই। তোমাদের উত্তর ভুল হলে আমি জানিয়ে দেব। সেক্ষেত্রে তোমরা আবার চেষ্টা করতে পারবে। ঠিক আছে?' হেনা বলল।

'ওকে, হেনা। শুরু করো...' আনিকা বলল। তার হাতে এখন শোভা পাচ্ছে একটা প্যাড আর একটা পেনসিল। ওরা সবাই প্রস্তুত মাইন্ড গেইমটা খেলতে।

'১ম ক্লু, মন দিয়ে শোন,' হেনা বলল, ওর গলা হঠাৎ করেই বেশ রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

BanglaBook.org

৪টি বৃত্ত মিলে তৈরি করে একটি চতুর্ভুজ
সেরূপে ৯টি বৃত্ত মিলে তৈরি করে ৪টি চতুর্ভুজ

আনিকা চট জলদি লিখে ফেলল ওই অংশটা। যদিও এই ক্লুটা সবার মাথার ফুট দুয়েক উপর দিয়েই গিয়েছে। কিন্তু সে নিয়ে নাহয় পরে ভাবা যাবে। আপাতত পরের অংশটা শোনা যাক।

'ঠিক আছে ২য় ক্লু দাও,' এলিসিয়া বলল।

যাত্রা শুরু করে সে প্রথম এস থেকে
মাসের ১ম দিন সেখানেই সে থাকে।
ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে সে
সদা ঘূর্ণায়মান
একেক দিন একেক বৃত্তে তার অবস্থান।

১ম ঘূর্ণনে চতুর্থ এফ অদৃশ্যমান
১১তম দিন পর্যন্ত
এভাবেই সে চলমান।

'ওকে নেক্সট,' বেনজামিন বলল। এবারেরটাও ওদের মাথা মিস করেছে।

১২তম দিনে সে পথ বদলায়
১ম এফ থেকে সে চতুর্থ এফ এ যায়।
৪র্থ এফ থেকে আবার ঘোরে সে
এস ২, এফ ৩ থেকে ভি ৩ হয়ে ১৬তম দিনে-
এস ১-এই হয় তার বাসস্থান।

আবারও ঘুরতে থাকে সে পূর্বের ন্যায়,
ব্যতিক্রমে নয়, স্বাভাবিকভাবে
৩০তম দিন শেষ করে।

BanglaBook.org

'নেক্সট...'

৩১তম দিন যদি থাকে, তবে কি হবে ভেবে পেরেশান?
ভয় পেয়ো না, আমার কাছে আছে তারও সমাধান।

ভি ১ থেকে শুরু করে সর্ব বামের বৃত্তগুলো সব হাওয়ায় মিলিয়ে যায়
বাকি ৫ বৃত্তে সে বিপরীত নিয়মেই ভ্রমণ করে যায়...
ঘূর্ণন শুরু হয় এফ ১ থেকে
বছরের প্রথম বিজোড় মাস থেকে।

এই ছিল তোমাদের প্রতি আমার আহ্বান
জোড়া দিয়ে বের করে ফেল তার অবস্থান।

সবাই প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে ধাঁধাগুলোর সমাধান করতে লেগে গেল। কিন্তু কিছুতেই কোনো কুল কিনারা করতে পারছে না ওরা। আংকেল ইভান বার কয়েক চেষ্টা করেই হাল ছেড়ে দিলেন। ফিসফিসিয়ে বললেন, 'নাহ! এ আমাদের কম্ম নয় বাপু! তবে এর একটা ভালো শর্টকাট জানা আছে আমার! আই লাইক শর্টকাট'স!'

'কী?' বেশ আগ্রহী হয়ে জানতে চাইল ওরা। হেনা তখন বেশ কিছুটা দূরে ঘাসের উপর বসে ওর পায়ের যত্ন নিচ্ছিল আর বিড়বিড় করছিল, 'নখগুলো তিনদিন আগেই না কাটলাম! এরই মাঝে হতচ্ছাড়াগুলো ধেইধেই করে বেড়ে উঠেছে দেখছি। নাহ, ওগুলো কেটে ফেলতে হবে এখুনি। তবে তার আগে পায়ে কিছুটা লোশন লাগিয়ে নেয়া দরকার। শীতে ত্বক একদম ফেটে গিয়েছে...'

আংকেল ইভান সেদিকে একবার তির্যক দৃষ্টি হেনে বললেন, 'আমার মনে হয় আমরা এর সমাধান কখনোই করতে পারব না। তার চেয়ে আমরা বরং ওর সাথে খাতির জমানোর চেষ্টা করে দেখতে পারি! ভালো খাতির হয়ে গেলে দেখবে সব উত্তর সে নিজেই ফুরফুর করে বলে দিচ্ছে...'

'কিন্তু, ইভান, সে বলেছিল যে সে চাইলেও উত্তরটা বলতে পারবে না। ম্যাজিকেল বাইন্ডিংস...' আনিকা মনে করিয়ে দিল।

'আরে ধুর! ওসব শুরুতে সবাই বলে। ভাব ধরেছে মেয়ে! ওকে সাইজ করতে হবে। আর যেহেতু আমিই এ কাজে সবচেয়ে যোগ্য, অতএব আমিই এই দুরূহ কাজের দায়িত্ব নিচ্ছি। জানোই তো, নারীর মন জয় করা কতটা কষ্টের,' আংকেল ইভান গুরুত্বপূর্ণ ভাবে মাথা নেড়ে বললেন। এরপর ওদের উদ্বেগপূর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে আরো যোগ করলেন, 'আরে না না, তোমরা আমাকে নিয়ে একদম ভেবো না। এসব আমার বাঁয়ে হাত কা খেল। আমি ওকে পটানোর...মানে...ওর থেকে কথা বের করার চেষ্টা করছি আর তোমরা এদিকে সমাধান করতে থাকো, গুড লাক।'

আর গুড লাক বলার সাথে-সাথেই উনি যেন হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে হেনার পাশে চলে গেলেন। ওরা শুনতে পেল উনি খুব কোমল গলায় বলছেন, 'মে আই সিট হিয়ার, মাই ল্যাডি?'

মাথাটা এদিক-ওদিক দুলিয়ে ওরা আবার কাজে মন দিল। নাহ! মাথায় কিছুই আসছে না! এভাবে আরও আধঘণ্টা নিষ্ফল চেষ্টা করার পর ওরা প্রায় হাল ছেড়েই দিচ্ছিল।

BanglaBook.org

আনিকা আনমনে খাতার উপর কী যেন আঁকছিল। সেদিকে তাকিয়ে হঠাত চমকে উঠল সে। 'আচ্ছা, এই প্রথম দু'লাইন দেখ।'

৪টি বৃত্ত মিলে তৈরি করে একটি চতুর্ভুজ
সেরূপে ৯টি বৃত্ত মিলে তৈরি করে ৪টি চতুর্ভুজ।

'আচ্ছা...৪টি বৃত্ত মিলে একটি চতুর্ভুজ তৈরি করা কখন সম্ভব ভেবে দেখেছ? যদি চারটি বৃত্তকে আমরা দুই সারিতে সাজিয়ে আঁকি, যেখানে প্রতি সারিতে দুটি করে বৃত্ত আছে এবং এরপর যদি বৃত্তগুলোর কেন্দ্র যোগ করে দেই তাহলে সেখানে একটি চতুর্ভুজ পাই,' বলেই আর দেরি না করে আঁকা শুরু করে দিল আনিকা জুলফিকার।

'কিন্তু...সমস্যাটা হচ্ছে, যদি ৪টি বৃত্ত ১টি চতুর্ভুজ গঠন করে তাহলে হিসেব অনুযায়ী ৪টি চতুর্ভুজ তৈরি করতে লাগার কথা ১৬টি বৃত্ত। কিন্তু লেগেছে মাত্র ৯টি। এর সমাধান কী?' মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার জোডিয়্যাক। উনি বেশ ভালো একটা সমস্যা ধরিয়ে দিয়েছেন। আসলেই তো, কিভাবে সম্ভব! ওরা সবাই ভাবছিল এক মনে। আনিকা পেনসিল দিয়ে আঁকাআঁকি করছিল খাতার উপরে। খানিকক্ষণ আঁকার পর আনিকা আশার আলো দেখতে পেল। ওর আঁকা চিত্রটার দিকে একমনে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

'উত্তরটা মনে হয় আমি পেয়ে গেছি। দেখ, চিত্রটার দিকে তাকাও। দেখলেই বুঝবে।' ওর আঁকা চিত্রটার দিকে নির্দেশ করল আনিকা। খাতার দিকে চোখ ফেরালো ওরা। সেখানে ৩ সারি বৃত্ত এঁকেছে আনিকা। প্রতিটি সারিতে ৩টি করে বৃত্ত। 'এই হচ্ছে তোমাদের ৯টি বৃত্ত।'

'আমি এখনো বুঝলাম না। ৯টি বৃত্ত আঁকা তো সমস্যা না, সমস্যা হচ্ছে ৯টি বৃত্ত দিয়ে ৪টি চতুর্ভুজ আঁকা যেখানে কিনা ১টি চতুর্ভুজ আঁকতেই ৪টি বৃত্ত লেগে যায়...তো কিভাবে...' বেনজামিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আনিকা ওর কথার জবাব দিতেই পেনসিলটাকে খাতার উপরে নামিয়ে আনল। এরপর মাঝখানের বৃত্তটি বাদ দিয়ে বাকি প্রত্যেকটি বৃত্তের কেন্দ্র থেকে অপর বৃত্তগুলোর কেন্দ্র বরাবর একটি করে মোট ৮টি সংযোগ রেখা এঁকে ফেলল। ওরা খেয়াল করল যে ও কোনো কোনাকুনি সংযোগ রেখা আঁকেনি। শুধু ভূমির সমান্তরাল এবং উল্লম্ব সংযোগ রেখা এঁকেছে। তারপর ওদের বিভ্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে লাগল সে। এরপর মাঝখানের বৃত্তটির কেন্দ্র থেকে চার দিকে চারটি বৃত্তের কেন্দ্র বরাবর সংযোগ রেখা এঁকে চিত্রটা সম্পূর্ণ করল। বাকি তিনজন হা হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

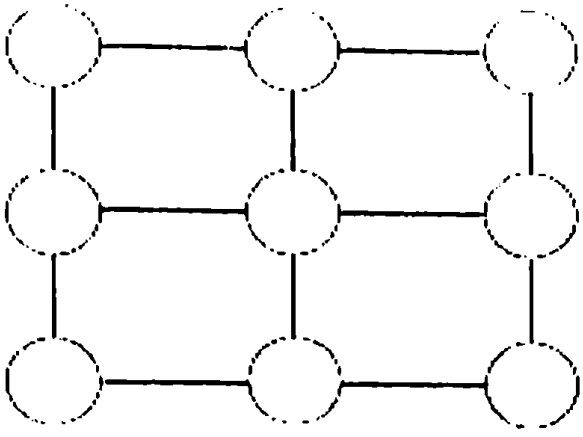

'এই হচ্ছে তোমাদের ৪টি চতুর্ভুজ। পেলে এবার?' বেশ ভাব নিয়ে বলল আনিকা। এরপর হেনার মতো করেই নিজের চুল পরিপাটি করতে লাগল।

এলিসিয়া হাঁক ছাড়ল, 'কী হে, আংকেল ইভান। তোমার আর কতদূর!'

ছি ছি, কিসব বলছিস তোরা। দু'জন সভ্য প্রাণী বসে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ করছে আর তোরা কিনা বাগড়া দিচ্ছিস? নাহ! তোদের জ্বালায় দেখি এখানে কেউ শান্তিতে কথাও বলতে পারবে না। হেনা, ঐদিকে চল তো...' বলেই জরুরী ভঙ্গীতে একটু আড়ালের দিকে ইঙ্গিত করলেন উনি। হেনা সাথে-সাথে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল আর আংকেল ইভানকে কিসব ম্যাজিকেল কন্ট্রাক্ট এর কথা বলল। আংকেল ইভান হতাশ হয়ে দু'হাতে মুঠ করে বেশ কিছুটা ঘাস তুলে নিয়ে এলেন, এরপর সেগুলো মুখে দিয়ে চিবুতে লাগলেন।

'ওকে, এবার দ্বিতীয় ক্লু নিয়ে ভাবা যাক, কী বলিস...' বেনজামিনের পিঠে চাপড় দিয়ে বলল এলিসিয়া। কিন্তু বেনজামিনের সেদিকে মন নেই–ও এক মনে তাকিয়ে আছে আনিকার আঁকা ছবিটার দিকে। এই চিত্রটা আগেও যেন কোথায় দেখেছে সে...চিত্রটার সাথে অন্য কোনো চিত্রের ভীষণ রকমের মিল...

'ম্যাপ! ওটিয়োসাসের ম্যাপ!' চেঁচিয়ে উঠল বেনজামিন।

'মানে?' এলিসিয়া বলল।

'আংকেল ইভান আমাদেরকে ওটিয়োসাসের যে ম্যাপটা দেখিয়েছিলেন সেই ম্যাপ এ পুরো ওটিয়োসাসের সবগুলো বন, উপত্যকা এবং জলাভূমিকে একটা করে গোল বেষ্টনী দিয়ে চিহ্নিত করা ছিল, মনে আছে? মোট কতটি যায়গা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে সেটাও আমি গুনেছিলাম, মনে পড়ে তোর?'

'আরে তাই তো! মোট ৯টি জায়গাকে গোল বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল! ৯টি জায়গা, ৯টি বৃত্ত! এই সেই ৯টি বৃত্ত!

'সে নাহয় বুঝলাম...কিন্তু...৪টি চতুর্ভুজ? ওগুলো কোথা থেকে আসলো?' আনিকা জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

'ওটিয়োসাসে দুটি নদী আছে। একটি নদী সোজাসুজি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বয়ে গেছে। আরেকটি নদী পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়ে চলেছে। এই দুটি নদী ঠিক সামনের ওই যায়গায় এসে মিলিত হয়েছে, দেখুন।' বেনজামিন নদী দুটোর মোহনার দিকে হাত তুলে দেখাল। 'এখন ভাবুন একবার মনে-মনে। দুটি নদী যদি ওটিয়োসাসের ঠিক মাঝ বরাবর একে অপরের উপর দিয়ে বয়ে যায় তাহলে তারা ওটিয়োসাসকে মোট কয়টি ভাগে ভাগ করে?'

'চারটি।'

'ঠিক তাই! এই সেই চারটি চতুর্ভুজ। কবিতাটিতে চারটি চতুর্ভুজ বলতে আসলে ওটিয়োসাসের ৪টি ভূখণ্ডের কথাই বলা হচ্ছে!'

'তার মানে...তার মানে...' তোতলাতে-তোতলাতে বলল এলিসিয়া।

'এক্সেক্টলি! ক্লুতে ৯টি বৃত্ত আর চারটি চতুর্ভুজ দ্বারা আসলে ওটিয়োসাসের ম্যাপকেই বোঝানো হয়েছে। এখন আনিকা আন্টির ছবিটা দেখ। ওটা প্রায় ওটিয়োসাসের ম্যাপের মতোই দেখতে। উনি যদি এই ছবিটা না আঁকতেন তাহলে আমার মাথায় কখনোই ওটিয়োসাসের ম্যাপের কথা আসত না,' বেনজামিন একগাল হেসে বলল।

'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু *আন্টি* শব্দটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না আমার,' আনিকা বেশ রাগী গলায় বলল। আন্টি ডাকায় গায়ে লেগেছে ওর। 'তোমরা দুজন এখন থেকে আমাকে নাম ধরে ডাকবে, কেমন? নো মিস আনিকা, নো আনিকা আন্টি, স্রেফ আনিকা। ঠিক আছে?'

'আমম...ঠিক আছে, আনিকা,' বেনজামিন বিব্রত গলায় বলল। পাশেই বসে এলিসিয়া নাকি সুরে হেসে চলেছে একটানা।

'তো এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমরা তিনভাগের একভাগ সমাধান করে ফেলেছি। আর সেটা ইভানের কোনরূপ সহায়তা ছাড়াই। আশা করি বাকিটাও আমরা সমাধান করতে পারব, ইভানের সাহায্য ছাড়াই,' ইভান আংকেল যেখানে বসেছিলেন সেদিকে তাকিয়ে ভেংচি কেটে বলল আনিকা।

'আচ্ছা এবার দ্বিতীয় ক্লুটা বল তো? ওটা যেন কী ছিল?' তাড়া দিলেন পল জোডিয়্যাক।

আনিকা জোরে-জোরে পড়তে শুরু করল:

যাত্রা শুরু করে সে প্রথম এস থেকে
মাসের ১ম দিন সেখানেই সে থাকে।

ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে সে
সদা ঘূর্ণায়মান
একেক দিন একেক বৃত্তে তার অবস্থান।

BanglaBook.org

১ম ঘূর্ণনে চতুর্থ এফ অদৃশ্যমান
১১তম দিন পর্যন্ত
এভাবেই সে চলমান।

'আচ্ছা, এখানে প্রথম এস বলতে কী বোঝাল বল তো দেখি? ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরার ব্যাপারটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বাম দিকের বৃত্ত থেকে সে ক্রমাগত ডান দিকের বৃত্তে যাচ্ছে। ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো। "একেক দিন একেক বৃত্তে" মানে হলো আজকে যে বৃত্তে আছে পরেরদিন ঠিক তার পাশের বৃত্তে সে অবস্থান করে, তারপরের দিন তার পাশের বৃত্তে, এভাবে। আর "সে" বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে সেটাও বোঝা কঠিন কিছু নয়। সে বলতে দাদুকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ এফ অদৃশ্যমান বলতে কী বোঝানো হলো?' জিজ্ঞেস করল আনিকা।

'জানি না। আমিও এই অংশটার সবকিছু বুঝতে পারছি না। পরের ক্লুটা পড় তো, আনিকা,' ওটিয়োসাস গভর্নর বললেন। আনিকা সাথে-সাথেই আবার পড়া শুরু করে দিল।

১২তম দিনে সে পথ বদলায়
১ম এফ থেকে সে চতুর্থ এফ এ যায়।
৪র্থ এফ থেকে আবার ঘোরে সে
এস ২, এফ ৩ থেকে ভি ৩ হয়ে ১৬তম দিনে-
এস ১ এই হয় তার বাসস্থান।

আবারও ঘুরতে থাকে সে পূর্বের ন্যায়,
ব্যতিক্রমে নয়, স্বাভাবিকভাবে-
৩০তম দিন শেষ করে।

BanglaBook.org

'এবার তো এক লাইনও বুঝতে পারলাম না। সবকিছুই এক জায়গায় এসে থেমে গেছে। এই এস ১, এফ ৩, ভি ৩ এসবের অর্থ বুঝতে না পারলে আমরা আর সামনে এগোতে পারব না,' আনিকা হতাশ হয়ে বলল।

বেনজামিন বেশ কিছুক্ষণ কার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখের পাতা কুঁচকে এসেছে। কার্ডের পেছনের পৃষ্ঠে ওদের অলক্ষ্যেই একটা নতুন চিত্র ফুটে উঠছে; ওটিয়োসাসের খুব ক্ষুদ্র একটা ম্যাপ। ওখানে ওটিয়োসাসের চারটি ভূখণ্ড এবং ৯টি বৃত্ত যেন কেউ খোদাই করে দিয়েছে এই মাত্র। প্রতিটি বৃত্তে একটি করে খুবই ক্ষুদ্র প্রতীক আঁকা আছে।

'আনিকা, দেখ তো...এইমাত্র কার্ডের পেছনের পৃষ্ঠে ওটিয়োসাসের একটা ক্ষুদ্র ম্যাপ ফুটে উঠেছে। এই ম্যাপে প্রতিটা বন, জলা আর উপত্যকার উপর খুব ছোট করে কিছু অদ্ভুত প্রতীক আঁকা আছে। এতই ছোট যে ভালো করে না দেখলে বোঝা যায় না। দেখেছ?' বেনজামিন বলল। আনিকা কার্ডের ম্যাপের দিকে ঝুঁকে এলো। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সেও খুব ছোট হরফে আঁকা প্রতীকগুলোকে দেখতে পেল।

'হুম, আসলেই তো। কী যেন আঁকা আছে। এই সিম্বলগুলোর অর্থ জানা দরকার। তবে তার আগে সেগুলোকে বড় করে দেখতে হবে,' বলতে-বলতে আনিকা নিজের ডান হাত কার্ডের ম্যাপের উপর দিয়ে বুলিয়ে দিল। তারপর হাত উপরের দিকে নির্দেশ করল। সাথে-সাথে কার্ডের ম্যাপটা কার্ড থেকে আলাদা হয়ে উপরে উঠে এলো। এরপর ম্যাপটার ঠিক উপরে দুই হাত এক করল আনিকা জুলফিকার। এরপর হাত দুটোকে বিপরীত পাশে চালিয়ে দিল, যেন কোনো কিছুকে আলাদা করতে চাইছে।

বেনজামিন আর এলিসিয়ার অবাক হওয়া চোখের সামনেই ম্যাপটা ১০ গুন বড় হয়ে গেল। মিস্টার জোডিয়্যাক অবাক হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। তিনি এক মনে প্রতীকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন।

আনিকা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাল ছেড়ে দিয়ে ওর বসের দিকে আশান্বিত হয়ে তাকাল। 'স্যার, এগুলো কিসের প্রতীক? আমি তো এরকম প্রতীক পুরো জীবনে দেখিনি।'

· ভ্রু কুচকে এলো পল সাহেবের। 'এগুলো প্রতীক নয় আনিকা। এগুলো সংখ্যা।'

'কী বলছেন, স্যার! এরকম সংখ্যা তো আমাদের ভাষায় নেই!' আনিকা বলল।

'এখানে যে ভাষাটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা ওটিয়োসাসের সবচেয়ে প্রাচীনতম দুইটি ভাষার মধ্যে দ্বিতীয়টিতে লেখা আছে। শুধু ওটিয়োসাসের প্রাচীনতম ভাষা সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারাই এগুলো পড়তে পারবে। তোমাদের কপাল ভালো যে এখানে সেরকম একজন আছেন,' বলেই নিজের টাই ঠিক করতে লাগলেন গর্বের সাথে।

'এগুলো কী বোঝাচ্ছে, স্যার?' এলিসিয়া জিজ্ঞেস করল।

'হুম...আমি যতদূর বুঝতে পারছি...এগুলো ৪টা সংখ্যা বোঝাচ্ছে। ১, ২, ৩ এবং ৪।'

'শিট! আমরা উত্তরটার খুব কাছে চলে এসেছি। এখন আমাদেরকে শুধু বের করতে হবে যে এই এস, এফ আর ভি এর অর্থ কী? তাহলেই আমরা দাদুর বর্তমান

BanglaBook.org

অবস্থান বের করতে পারবো,' উত্তেজিত হয়ে বলল বেনজামিন। 'এখন যেহেতু এই নাম্বারিংগুলো শুধুমাত্র বৃত্তগুলোর উপরেই আছে, এর মানে হচ্ছে এস, ভি আর এফ হচ্ছে এই তিন ধরনের বৃত্তের নাম। এখন আমাদেরকে শুধু বের করতে হবে যে কোন ধরনের বৃত্তকে কোন অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। তাহলেই আমাদের কাজ একদম সহজ হয়ে যাবে।'

এরপর ওরা চারজন মিলে বেশ কিছুক্ষণ কার্ডের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছে কোন বৃত্তটি এস, কোনটা ভি আর কোনটা এফ।

হঠাত বেনজামিনের চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। 'দ্যটস ইট! আমি বুঝতে পেরেছি!'

'কী? কী বুঝেছ তুমি? বল?' বাকি তিনজন ওকে ঘিরে ধরল।

'এস, ভি, এফ...সোয়াম্প, ভ্যালি আর ফরেস্ট! সোয়াম্প মানে জলা, ভ্যালি মানে উপত্যকা আর ফরেস্ট মানে বন! এস, ভি, এফ মানে জলাভূমি, উপত্যকা আর বন। এই ম্যাপে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কোনটা জলাভূমি, কোনটা উপত্যকা আর কোনটা বন। এমনকি সেগুলোর উপর নাম্বারিংও করা আছে!'

'ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট! এখন আমাদেরকে তাড়াতাড়ি করে দাদুর অবস্থান বের করতে হবে,' বলেই আনিকা ম্যাপটাকে আবার দেখতে লাগল। এরপর নিজের চিত্রটার বৃত্তগুলোতে এস, ভি আর এফ লিখে দিল। তারপর ম্যাপের নাম্বারিং অনুযায়ী ওর নিজের চিত্রের বৃত্তগুলোকে নাম্বারিং করে দিল। চিত্র সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ম্যাপটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আনিকা নিজের আঁকা চিত্রটা সবার সামনে মেলে ধরলো।

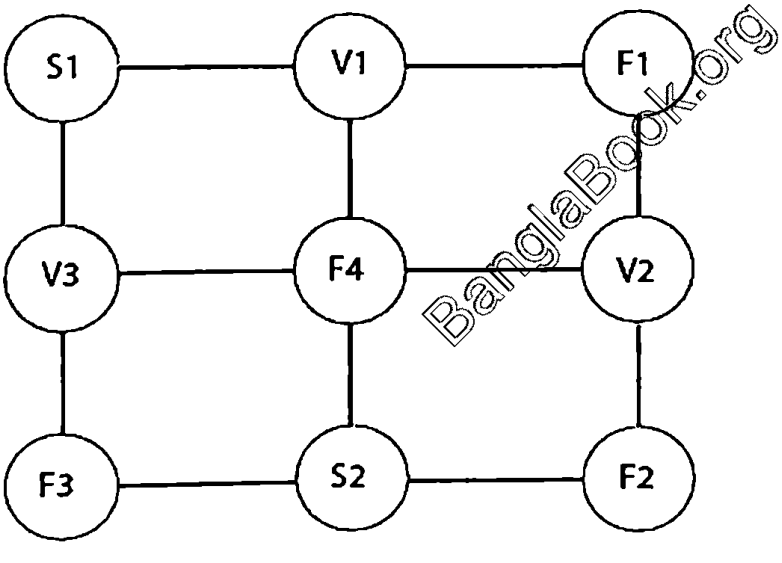

BanglaBook.org

'দেখ, হিসেব মতে, মাসের ১ম দিনে দাদু থাকেন প্রথম এস মানে ঠিক এইখানে...' নিজের আঁকা চিত্রটির একদম উপরের বাম কোনার বৃত্তে একটা দাগ দিয়ে বলল আনিকা।

'এরপর যেহেতু এফ ৪ অদৃশ্য থাকে সেহেতু ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরলে ১১তম দিনে দাদুর অবস্থান হওয়ার কথা এফ ১ এ। আর যেহেতু ১২তম দিনে উনি পথ বদলিয়ে ১ম এফ থেকে চতুর্থ এফ এ যান, তার মানে ১২তম দিনে তিনি থাকেন চতুর্থ এফ অর্থাৎ ঠিক এই জায়গার বনে।' পেনসিল দিয়ে চিত্রের আরেকটা অংশের উপর দাগ দিল ওটিয়োসাস গভর্নর এর প্রধান উপদেষ্টা, আনিকা জুলফিকার।

'ধাঁধা মতে এফ ৪ থেকে উনি আবার ঘোরেন, এবং এস ২, এফ ৩ থেকে ভি ৩ হয়ে ১৬তম দিনে এস ১ এ আসেন। এই পর্যন্ত ঠিকই আছে,' এলিসিয়ার গলা প্রায় ভেঙ্গেই যাচ্ছিল চেঁচানোর কারণে, প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ছে ও।

'এরপর দেখ, ধাঁধাতে বলা আছে–' কবিতাটার পরের অংশের দিকে ইঙ্গিত করল বেনজামিন, '"আবার ঘুরতে থাকে সে পূর্বের ন্যায়, ব্যতিক্রম নয়, স্বাভাবিকভাবে–৩০তম দিন শেষ করে।"'

'তার মানে হচ্ছে উনি আবারও স্বাভাবিক নিয়মে ঘোরেন, ঠিক যেমনটা ১১তম দিন পর্যন্ত ঘুরেছিলেন। অর্থাৎ এইবারের ঘূর্ণনে এফ ৪ সবসময়ই অদৃশ্য থাকবে। অতএব ৩০তম দিনে উনার অবস্থান হবে ঠিক–' পেনসিলটা আনিকার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে খাতায় আঁকা ম্যাপের এক জায়গায় দাগ দিয়ে এলিসিয়া বলল, 'এফ ৩-তে। ৩০তম দিনে উনি ঠিক এখানেই থাকেন।'

'কিন্তু...কিন্তু...এখন তো বাজে ১২:৩০!' পল জোডিয়্যাক কপাল চাপড়িয়ে বললেন; এইমাত্র নিজের হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়েছেন উনি! 'তার মানে হচ্ছে, একটু আগেই নতুন একটা দিন শুরু হয়ে গিয়েছে। আর আজকে হচ্ছে অক্টোবর এর ৩১ তারিখ! তাহলে এখন উপায়?'

'চিন্তার কিছু নেই। হেনা আমাদেরকে সেটার কথাও চতুর্থ কুতে বলে দিয়েছে। শুনুন:

৩১তম দিন যদি থাকে, তবে কি হবে ভেবে পেরেশান?
ভয় পেয়ো না আমার কাছে আছে তারও সমাধান।

ভি১ থেকে শুরু করে সর্ব বামের বৃত্তগুলো সব হাওয়ায় মিলিয়ে যায়
বাকি ৫ বৃত্তে সে বিপরীত নিয়মেই ভ্রমণ করে যায়...
ঘূর্ণন শুরু হয় এফ১ থেকে
বছরের প্রথম বিজোড় মাস থেকে।

এই ছিল তোমাদের প্রতি আমার আহ্বান
জোড়া দিয়ে বের করে ফেল তার অবস্থান।'

BanglaBook.org

'বছরের প্রথম বিজোড় মাস হচ্ছে জানুয়ারি। তার মানে জানুয়ারির ৩১ তারিখে দাদুর অবস্থান হয় এফ ১ এ। আর বাকি ৫ বৃত্তে উনি বিপরীত নিয়মে ভ্রমণ করেন বলতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিক বোঝানো হয়েছে। এখন হচ্ছে অক্টোবর মাস, মানে বছরের ষষ্ঠ বিজোড় মাস। তার মানে হচ্ছে ঘুরে-ফিরে উনি–' পেনসিলটা এক ঝটকায় এলিসিয়ার হাত থেকে কেড়ে নিলো বেনজামিন, এরপর ওটাকে চিত্রটার উপর ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরিয়ে একটা বৃত্তের উপর আঘাত করে বলল, '–ঠিক এই জায়গাতেই আছেন। এফ ১। উত্তর ওটিয়োসাস বন।'

'চমৎকার! তাহলে এই বনটাই হলো আমাদের দাদুর বর্তমান বাসস্থান!'

অবশেষে দাদুর অবস্থান বের করে ফেলেছে ওরা। উত্তেজনায় ওদের হাত-পা কাঁপছে। কম্পিত গলায় এলিসিয়া বলল, 'আর দেরি করা ঠিক হবে না আমাদের। এখুনি রওয়ানা দিয়ে দেয়া উচিত, বুঝলে। নষ্ট করার মতো সময় একদম নেই হাতে। আগামীকাল থেকেই তো আমাদেরকে উত্তরের সেই ব্যালিস্টিয়ান ভেলিতে গিয়ে স্বর্ণ আহরণ করতে হবে। আর আমরা স্বাধীন মানুষ। আমরা কারো কথায় চলি না, চলবও না। আর তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে লেখককে হত্যা করে কাহিনীটাকে এখানেই থামিয়ে দিতে হবে। এরপর শুরু হবে সেই ড্রাগনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যেভাবেই হোক, ওকে হত্যা করতেই হবে আমাদের।'

ওরা উঠে গিয়ে আংকেল ইভান আর হেনার পাশে এসে দাঁড়াল। ঐ দুইজন কথায় এতই ডুবে ছিল যে অতিথিদের উপস্থিতি টেরই পেল না। রাগ উঠল বেনজামিনের। ওরা এতক্ষণ কষ্ট করে-টরে ধাঁধার সমাধান বের করল আর উনি এখানে হাত পা ছড়িয়ে বসে-বসে ফ্লার্টিং করছেন?

'কমরেড ইভান! তোমার সিক্রেট *মিশন* কতদূর সম্পন্ন হলো,' হাসি আটকিয়ে কোনোমতে জিজ্ঞেস করলেন পল জোডিয়্যাক। আংকেল ইভান চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকালেন। ওদেরকে দেখে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন। এরপর গলা খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে একটা ঢোঁক গিললেন। অনেক চেষ্টা করছেন কথা বলতে। কিন্তু উনার মুখ দিয়ে কিছুই বের হচ্ছে না।

'কিসের মিশন, ইভান?' খুব মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল হেনা। বোঝাই যাচ্ছে কত অল্প সময়ে হেনাকে পটিয়ে ফেলেছেন উনি।

'ইয়ে...মি...মিশন? কই না তো...কোন মিশন-ফিশন নেই। সব বাকোয়াজ!' আংকেল ইভান গর্জে উঠলেন, উনার নাকের ফুটো দুটো বারবার ফুলে উঠছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন বাষ্প বেরোচ্ছে ওগুলো দিয়ে। 'হেনা আর আমি একটু ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করছিলাম। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথার মাঝখানে বাধা দিয়েছ তোমরা। সে যাই হোক, ধাঁধার সমাধান করেছ তোমরা?'

'হ্যাঁ। ধাঁধার সমাধান হয়ে গিয়েছে, ইভান। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ...আমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে...' মুখ বেঁকিয়ে বলল আনিকা।

BanglaBook.org

'চ...চমৎকার! আমি জানতাম তোমরাই পারবে! তো উত্তরটা ব...বল তো আমি শুনি,' বিব্রতকর গলায় বললেন আংকেল ইভান।

'দাদু এখন আছেন উত্তর ওটিয়োসাসের সেই বনে, যেই বনে পোর্টালটার মাধ্যমে ভেলি অফ ডুম থেকে আমরা সরাসরি ল্যান্ড করেছিলাম,' এলিসিয়া জবাব দিল।

'ওয়াও! অসাধারণ! এত জলদি এটার সমাধান বের করলে কিভাবে তোমরা? আমি তো ভেবেছিলাম অনেক শক্ত প্যাঁচ কষেছি আমি,' খানিকটা মন খারাপ করে বলল হেনা। ওর এত কষ্ট করে বানানো ধাঁধার এত ত্বরিত সমাধান বের করে ফেলবে ওরা, এটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। অবশ্য পর-মুহূর্তেই আবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল মেয়েটা। 'তো কী ঠিক করলে তোমরা? কবে রওয়ানা দিচ্ছ?'

'এখনি!' বলল বেনজামিন।

'এ...এখনি?! আ...আচ্ছা, ঠিক আছে। যা তাহলে তোরা। বেস্ট অফ লাক!' বলেই বেনজামিন আর এলিসিয়ার দিকে তাকিয়ে বিদায়ের ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন আংকেল ইভান।

'ইভান! তুমি যাবে না ওদের সাথে? তুমি না বললে যে এই অভিযানে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অবদান তোমারই। তুমি না বললে যে তোমাকে ছাড়া তোমার ভাতিজা আর ভাতিজি দুই মিনিটও টিকতে পারবে না? আর এখন তুমি এই দুটো বাচ্চাকে ছেড়ে দিচ্ছ একা? ছি ইভান...' হেনা তিরস্কার করে উঠল।

'আমি হাত আর পায়ের ব্যথায় মরে যাচ্ছি। সারাদিন কাজ করেছি...তাই...খানিকক্ষণ নরম ঘাসের উপর বসে থাকলে পায়ের ব্যথাটা অন্তত কমত...' আংকেল ইভান আড়চোখে হেনার দিকে তাকিয়ে বললেন।

'সরি, ইভান! তোমাকে হতাশ করার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু আমি তোমাকে আর সময় দিতে পারছি না,' হেনা কাটকাট ভাবে জবাব দিল।

'কেন?!'

'কারণ, আমার কাজ এখানে শেষ হয়ে গিয়েছে। আমার দায়িত্ব ছিল কার্ডের ধাঁধাটা তোমাদের পড়ে শোনানো, আমি সেটা করেছি। এখন আমাকে যেতে হবে। আমার এখানে থাকার অনুমতি নেই, ইভান,' বেশ দুঃখিত গলায় বলল হেনা। মাথা নিচু করে আছে ও। চাঁদের আলোয় ওর চুলগুলো জ্বলজ্বল করছে। 'বিদায় ইভান। খুব তাড়াতাড়িই আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে, যদি সব ঠিক মতো করতে পারো...'

'আবার দেখা হবে? যদি সব ঠিক মতো করতে পারি? কী বলছ তুমি?'

'সময় হলে নিজেই দেখতে পাবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আংকেল ইভান। উনাকে দেখে মাঝ সমুদ্রে দিক হারিয়ে ফেলা নাবিকের মতো মনে হচ্ছে এখন।

'শোন, তোমাদের একটা কথা বলি। দাদুকে যদি সরাসরি জিজ্ঞেস করো যে কিভাবে এই বই থেকে বেরোনো যাবে তাহলে তিনি উত্তর দেবেন না। কারণ, আমার মতো তিনিও ম্যাজিকেল বাইন্ডিংস দিয়ে আবদ্ধ। অতএব তোমরা ওনাকে বুদ্ধি দিয়ে প্রশ্ন করে উনার পেটের কথা বার করতে হবে,' এই পর্যন্ত বলে থামল হেনা। ওর অবয়ব ধীরে-ধীরে

BanglaBook.org

হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে; অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে হেনা। শেষবার ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াল সে। এরপর ওর হাত মুঠ করে বিড়বিড় করে কী যেন বলল, তারপর হাতের মুঠো খুলে ওখানে ফুঁ দিল আলতো করে। চকমকে কিছু কাগজ বেরিয়ে এলো ওর হাত থেকে–সোনালি আর রুপালি রঙের অসংখ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কাগজ, যেগুলো ওর হাত থেকে বেরিয়ে আকাশে উঠে গেল বাঁকা পথে, এরপর নিজেরা জোড়া লেগে তৈরি করল একটি নতুন বাক্য।

You will need a key to find the key

'এটার মানে কী হেনা? প্লিজ, বুঝিয়ে বল?' আংকেল ইভান মরীয়া হয়ে বললেন।

'ধরে নাও এটা আরেকটা ধাঁধা, অথবা একটা ক্লু। এর বেশি কিছু আমি বলতে পারছি না। কিন্তু এই কথাটা তোমাদের জানানো ভীষণ দরকার ছিল। আমি এতক্ষণ অনেক ভেবে দেখলাম যে ম্যাজিকেল কন্ট্রাক্ট এ এই বাক্যটা জানানোর ব্যাপারে কোনো বিধি-নিষেধ আছে কিনা। মনে হচ্ছে নেই। কারণ, থাকলে আমি বলতে পারতাম না। যাই হোক। ভালো থেকো। আবার দেখা হবে...গুড লাক,' এই বলেই হেনা খুব উজ্জ্বল সোনালি আলো বিকিরণ করে জ্বলতে লাগল; ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন উজ্জ্বল একটা নক্ষত্র।

ধীরে-ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল হেনা। ঠিক এক মুহূর্ত আগেও সে যেখানে ছিল, সেখান থেকে এখন উজ্জ্বল রঙের কিছু পদার্থ ফোয়ারার মতো ঝরে-ঝরে পড়ছে।

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ৭
রোবিং দ্য গ্লোসারি ডুড

তারা ঝলমলে রাতের আকাশের বুকে বিশাল এক চাঁদ জ্বলজ্বল করে পূর্ণিমার জয়গান করছে। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত বনভূমির গাছগুলো মৃদুমন্দ হাওয়ায় দোল খেয়ে যাচ্ছে অনবরত। আচমকা এক ঝলক তীব্র আলোর ঝলকানি দেখা গেল বনের সামনের খোলা মাঠে। মুহূর্তেই সেখান থেকে বেরিয়ে এলো চারটে ছায়ামূর্তি। আলোর বৃত্তটা যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবেই গায়েব হয়ে গেল প্রায় সাথে-সাথেই।

'...এখন প্রশ্ন হচ্ছে...এই বিশাল বনে উনাকে খুঁজে পাবো কিভাবে আমরা? তার উপর এখন রাতের বেলা,' মাটিতে পা দিয়েই বলল বেনজামিন। ওর কথা শুনেই বুঝা যাচ্ছিল যে এই কথোপকথন টেলিপোর্টার ব্যবহার করার আগে থেকেই চলছিল।

'সে পরে দেখা যাবে। আগে ভেতরে চল,' বললেন আংকেল ইভান। গভর্নর সাহেব কিছুক্ষণ আগেই ওদেরকে বিদায় জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর ওরা চারজন ম্যাজিক পোর্টাল ব্যবহার করে সোজা এই বনে চলে এসেছে।

বনের ভেতর দিয়ে হাঁটছে ওরা চারজন। ঘন অন্ধকার এর ভেতরে বনের আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে চলছে তো চলছেই। কিন্তু এখনো কোনো সাফল্য পায়নি ওরা। এখানে-সেখানে নিশাচর জন্তু-জানোয়ার এর চোখ উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু আংকেল ইভান এর *ম্যাজিক ফায়ারের* কল্যাণে ওরা ধারে কাছেও আসতে সাহস করছে না। নাহলে হয়তো ক্ষুধার্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত ওদের উপর, ছিঁড়ে-খুঁড়ে শেষ করে দিত ওদেরকে। গাছে-গাছে রাত জাগা পাখিরা ডেকে চলেছে ক্রমাগত। এভাবে প্রায় আধা ঘণ্টার মতো কেটে গেল। কিন্তু গ্লোসারি দাদুর ডেরার কোনো নাম গন্ধই খুঁজে পেল না ওরা।

'এভাবে আর কত? আংকেল ইভান, কিছু একটা তো করো,' অধৈর্য হয়ে বলল এলিসিয়া। ওর পা টনটন করছে ব্যথায়। মনে হচ্ছে পা ফুলে লাল হয়ে গেছে

BanglaBook.org

এতক্ষণে। আংকেল ইভান কিছু বললেন না, শুধু মুখ দিয়ে হাম হুম জাতীয় শব্দ করতে লাগলেন।

'এই ইভান, তুমি না আগেরবার গ্লোসারি দাদুর ডেরা খুঁজে পেয়েছিলে? তো সেইবার কিভাবে খুঁজে পেয়েছিলে উনাকে, সেটা বলো, তাহলে হয়তো কোনো উপায় খুঁজে যাওয়া যাবে,' আনিকা জিজ্ঞেস করল আংকেল ইভানকে।

'আসলে আগেরবার আমি পুরোপুরি দুর্ঘটনাবশত উনাকে খুঁজে পাই। উনি আগেরবার ছিলেন দক্ষিণের সেই জলাভূমির ধারে। আমি হাঁটতে-হাঁটতে আনমনা হয়ে জলায় পা দিয়েছিলাম। আর যায় কোথায়, সাথে-সাথে সেই জলা আমাকে নিচের দিকে টানতে লাগল–ঠিক চোরাবালির মতো। আমি তো ভাবলাম যে আমি শেষ, কেউ জানবেও না আমি কিভাবে মরে গেছি। কিন্তু মরার পরিবর্তে আমি খুব শক্ত মাটিতে আঘাত করলাম। চোখ খুলে দেখি একটা লুকোনো টানেল এ আছি আমি! সামনে যেতেই উনাকে দেখতে পাই; চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে দিব্যি গান গাইছেন হেঁড়ে গলায়,' আংকেল ইভান স্মৃতিচারণ করলেন।

'হুম, এইবারও যদি উনি জলার ধারে থাকতেন তো কতই না সুবিধা হত। সোজা জলার উপর পা দিতাম। আর "*বুম!*" সাথে-সাথে পৌঁছে যেতাম উনার গোপন ডেরায়,' এলিসিয়া বলল, ওর কণ্ঠে আফসোসের ছাপ।

'উহু, আমার মনে হয় না এবার উনি জলার ধারে থাকলেও তাকে আগেরবারের মতো এত সহজে খুঁজে পাওয়া যেত। উনি আমাকে বলেছেন যে উনি একেকবার একেকরকম কায়দায় নিজের ডেরাকে লুকিয়ে রাখেন। অতএব এবার উনি নিজের আস্তানাকে কোন কায়দায় লুকিয়ে রেখেছেন, ওটা স্রেফ তিনি-ই জানেন,' হতাশ ভঙ্গিমায় মাথা নাড়িয়ে বললেন আংকেল ইভান।

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে ওরা সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। জঙ্গল এখন আরো ঘন হয়ে গিয়েছে। এর আগে জঙ্গলের এই অংশে ওরা কখনোই কেউ আসেনি। তার দরকারও হয়নি অবশ্য।

'কেমন যেন একটা অদ্ভুত রকম বোটকা গন্ধ টের পাচ্ছ আনিকা?' বাতাসে নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন আংকেল ইভান।

'আরে তাই তো...কেমন যেন দানবীয় গন্ধ। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের গায়ে এমন গন্ধ থাকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জানালো আনিকা।

'গন্ধটা মনে হচ্ছে যেন একদম কাছ থেকে আসছে,' চট করে ডানে-বামে দেখে নিলেন আংকেল ইভান। 'মনে হচ্ছে যেন আমাদের একদম আশেপাশেই আছে ওটা...'

পর-মুহূর্তেই বিকট শব্দে পাশবিক কিছু একটা এলিসিয়াকে পেছন থেকে আক্রমণ করল; ধড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল এলিসিয়া–মেরুদণ্ডে বেশ আঘাত পেয়েছে ও। জন্তুটা এলিসিয়ার গায়ের উপর উঠে দানবীয় চিৎকারে জানিয়ে দিল যে সে খুব ক্ষুধার্ত। তার খাবার চাই। আর সেটা যদি কাঁচা মাংস হয়, তবে তার কোনো

BanglaBook.org

আপত্তি নেই। জানোয়ারটা তার মুখটা খুলল–তীক্ষ্ণ, অপরিচ্ছন্ন এবং লম্বা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে এখন; যেকোনো মুহূর্তে এলিসিয়ার ঘাড়ে কামড় বসাতে যাচ্ছে ওটা।

এক ঝলক লাল আলো বেরিয়ে এলো আংকেল ইভানের ম্যাজিক স্টাফ থেকে। চিতাবাঘটাকে যেন কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে এমনভাবে সে গড়িয়ে পড়ে গেল। ম্যাজিকে স্টাফের আলোতে সবাই পরিষ্কার দেখতে পেল ওটাকে–একটা হিংস্র চিতা। মাটিতে গড়িয়ে পড়তে না পড়তেই নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ওটা। এরপর আংকেল ইভানের দিকে তাকিয়ে বনভূমি কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল। প্রচণ্ড খিদে তাকে এতটাই বেপরোয়া করে তুলেছে যে সে আংকেল ইভানের শক্তিশালী স্পেলকেও ভয় পাচ্ছে না।

কিছু বুঝে উঠার আগেই জন্তুটা লাফ দিল আংকেল ইভানের গায়ের উপর। বাকি তিনজন এটা দেখে চেঁচিয়ে উঠল। সাথে-সাথে আনিকার ম্যাজিক স্টাফ নীল হয়ে জ্বলে উঠল; স্পেলটা সরাসরি চিতাবাঘটার পায়ে আঘাত করেছে। ব্যথায় ককিয়ে উঠে আংকেল ইভানকে ছেড়ে দিল ওটা। এরপর ওদের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে সোজা দৌড় লাগাল সামনের দিকে।

'তোকে এত সহজে ছাড়ছি না, নরখাদক! তুই আমার ভাতিজিকে আঘাত করেছিস। মৃত্যুই তোর একমাত্র শাস্তি...' জোরে-জোরে পা ফেলে চিতাবাঘটাকে অনুসরণ করতে শুরু করে দিলেন আংকেল ইভান। প্রচণ্ড খেপে গিয়েছেন উনি। চিতাবাঘটা আহত হয়েছে বেশ; আনিকার স্পেলটাতে খোঁড়া হয়ে গিয়েছে সে, দৌড়াতে পারছে না ঠিকমত–কোনোমতে নিজের পুরো শরীর এর ভার বহন করে আঁকাবাঁকা পথে দৌড়াচ্ছে ওটা। পেছন-পেছন ওকে তাড়া করছেন আংকেল ইভান।

'আংকেল ইভান, ফিরে এসো। দরকার নেই ওটাকে ধাওয়া করার! আমাদের অন্য কাজ আছে, প্লিজ!' পেছন থেকে বেনজামিন উনাকে ডাকতে লাগল। কিন্তু উনি ওদের কথা শুনতে পেলেন না বলেই মনে হচ্ছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে ওরা তিনজনেই উনার পিছু-পিছু দৌড়াতে লাগল। এলিসিয়ার পিঠ আর কনুই থেকে তখনো রক্ত বেরোচ্ছে–কোনোমতে ব্যথা সহ্য করে দৌড়াচ্ছে সে।

চিতাবাঘটা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আংকেল ইভান এর হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু আনিকার শক্তিশালী স্পেলে ওর পা খোঁড়া হয়ে যাওয়ায় ঠিক মতো দৌড়াতে পারছে না। মনে হচ্ছে ওর কপালে আজ খারাবি আছে! দৌড়াতে-দৌড়াতে জঙ্গলের আরো ভেতরে ঢুকে গেল ওটা। এখন এমন একটা জায়গায় সে চলে এসেছে যে জায়গাটা ভূমি থেকে বেশ উঁচুতে আছে। উঁচু জায়গাটার পাশেই বিশাল খাদ, যেটা পার হওয়ার জন্যে ব্রিজও আছে একটা।

ব্রিজটা এক দৌড়ে পার হয়ে গেল চিতাটা। এরপর বাম দিকে একটা সরু পথে ঢুকে গেল। আংকেল ইভান ওকে অনুসরণ করতে লাগলেন। সরু পথটার শেষ প্রান্তে একটা অন্ধকার গুহার মুখ। ঠিক সেখানে গিয়েই আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল চিতাটা; এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ওটা–যেন ভাবছে কী করবে, কিন্তু এক পাও নড়ছে না আর।

BanglaBook.org

এরপর আংকেল ইভানকে অবাক করে দিয়ে ঘুরলো চিতাটা–গর্জন করে উনাকে সামনে এগোতে নিষেধ করল যেন।

'কী হলো? সামনে তো বিস্তর জায়গা আছে। তো পালাচ্ছিস না কেন? সাহস বেশি হয়েছে, না? ভাবছিস আর দৌড়াবি না, উল্টো আমার সাথে লড়াই করবি, হাহ?' দ্বিগুণ জোরে গর্জে উঠলেন আংকেল ইভান।

বাঘটা এরপরেও নড়ছে না। মনে হচ্ছে যেন গুহার ভেতর যেতে ওকে কিছু একটা বাধা দিচ্ছে। ও পারছে না যেতে।

'বেশ। তবে তাই হোক। গুড বাই...'

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আংকেল ইভানের গর্জন শোনা গেল, যেন উনার গলাকে এমপ্লিফায়ার দিয়ে বহুগুণে বিবর্ধিত করা হয়েছে। *'অ্যানাইলিয়াস লিবামেন্টাম স্পাথা...'*

আংকেল ইভানের স্টাফ থেকে এক ঝলক গাঢ় বেগুনী আলো বেরিয়ে এসে বাঘটার বুকে আঘাত করলো; বাঘটার শেষ গর্জনের আওয়াজকে ছাপিয়ে প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ শোনা গেল, যেন ক্যানন বিস্ফোরণ হয়েছে একটা। যেখানে বাঘটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে এখন রক্তের ছোট-খাটো একটা পুল দেখা যাচ্ছে, যেখানে কিছু কাঁচা মাংস ডুবে আছে। আশেপাশের ঝোপগুলোতে লাল রঙের ছোপ-ছোপ দাগ বসে গেল, ওগুলোর গায়ের উপরেও কিছু সদ্য কাটা মাংস দেখা যাচ্ছে।

'আংকেল ইভান!' এলিসিয়া রক্তের ডোবাটার দিকে তাকিয়ে নাক চিপে ধরে বলল। 'বাঘটাকে মেরে ফেলার কি কোনো দরকার ছিল? ওটা শিকারি প্রাণী। ওর কাজই হচ্ছে শিকার করা, আর সে সেটাই করেছিল শুধু।'

'দরকার ছিল, কারণ জঙ্গলে এত শিকার থাকতে সে আমার ভাতিজিকেই বেছে নিয়েছিল, তাই ওর বেঁচে থাকার অধিকার সে হারিয়েছে,' রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে-করতে বললেন আংকেল ইভান।

কৃতজ্ঞতায় এলিসিয়ার চোখ বুজে এলো, এমনকি বেনজামিনও মাথা নিচু করে ফেলল; ওরা দুইজনেই একই কথা ভাবছে–আংকেল ইভানকে খুব বেশি একটা পছন্দ করতো না ওরা কেউই। আর সেই আংকেলই যে ওদেরকে এতটা কেয়ার করেন, তা কে জানত!

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো ওদের ভেতর, যেটার গভীরতা বনের অন্ধকারের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। এই ফাঁকে আংকেল ইভান হিলিং স্পেল কাস্ট করে এলিসিয়ার পিঠের ক্ষত সারিয়ে দিলেন। অবশ্য তার আগে ম্যাজিক দিয়ে রক্ত আর মাংসের ছোট-খাটো ডোবাটা সরিয়ে ফেলেছিলেন উনি।

'এহেম, ইভান...' গলা খাঁকারি দিয়ে উঠল আনিকা। 'একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগল। চিতাটা গুহার ভেতর অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারতো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে গুহাটা অনেক বড়। এই গুহার ভেতর পালিয়ে গেলে আমরা হয়তো তাকে আর খুঁজেই পেতাম না। কিন্তু সে গেল না...কেন গেল না ভেতরে?'

BanglaBook.org

'হুম। ব্যাপারটা আসলেই অদ্ভুত, আনিকা। গুহাতে হয়তো ওর থেকেও ভয়ানক কিছু আছে। তাই হয়তো যেতে চাচ্ছিল না...' আংকেল ইভান এর কপালে বলিরেখা দেখা দিল।

'অথবা কোনো ম্যাজিক ব্যারিয়ার, যেটা ওকে ওখানে যেতে বাধা দিচ্ছিল,' বুদ্ধিমত্তার সাথে বলল এলিসিয়া। নিজেকে ফিরে পেতে শুরু করেছে ও।

'কে এই গুহার মুখে ম্যাজিক ব্যারিয়ার দিয়ে রাখবে বলে তোমাদের মনে হয়?' আনিকা জিজ্ঞেস করল।

'একমাত্র একজনের পক্ষেই সম্ভব,' বললেন আংকেল ইভান। 'চলো ভেতরে।'

আংকেল ইভান গুহার দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলেন–উনার পেছনে বাকি তিনজন। খুব সাবধানে গুহার মুখে হাত দিলেন উনি; হাত আর ভেতরে যাচ্ছে না–একটা অদৃশ্য ব্যারিয়ার যেন উনাকে বাধা দিচ্ছে।

হাত দিয়ে ইশারা করে ওদেরকে দূরে যেতে বললেন উনি, এরপর নিজেও বেশ কয়েক পা পিছিয়ে এলেন। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করতে লাগলেন আপনমনে। ম্যাজিক স্টাফটা উজ্জ্বল হলুদ হয়ে জ্বলতে লাগল। ম্যাজিক স্টাফের একদম নিচ থেকে হলুদ রঙ এর আলোর রেখা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একদম মাথার কাছে উঠে আসছে। আলোর ধারাগুলো একটা আরেকটার সাথে মিশে ম্যাজিক স্টাফের মুখের উপর একটা অদ্ভুত চারকোণা আকৃতি তৈরি করছে।

'তোমরা জলদি পেছনে যাও, কুইক,' আনিকা বাকি দুইজনকে ধাক্কা দিয়ে পেছনে পাঠিয়ে দিল। আংকেল ইভান এর কাছ থেকে অন্তত ১৫ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

আংকেল ইভান চোখ খুললেন। এরপর সজোরে চিৎকার করে ম্যাজিক স্টাফটা গুহার মুখের দিকে তাক করলেন।

'অ্যাভার্টো!'

তীব্র হলুদ আলোয় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। হলুদ আলোর বিশাল বিমটা গুহার অদৃশ্য ব্যারিয়ারে আঘাত করার সাথে-সাথেই প্রচণ্ড জোরে মাটি কেঁপে উঠল। থরথর করে কাঁপছে পুরো বন। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে বনে। ছোট-ছোট প্রাণীরা ভয়ে গর্তে লুকিয়ে গেল।

আংকেল ইভান ধীর পায়ে গুহার মুখের কাছে গেলেন, এরপর যেখানে অদৃশ্য প্রতিবন্ধকটা ছিল সেখানে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'নেই, *ডেমোলিশান স্পেল* এ ধ্বংস হয়ে গেছে ওটা। চলে এসো সবাই।'

গুহার মুখের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিলেন উনি। প্রায় সাথে-সাথেই শক লাগার মতো করে সরে এলেন, এরপর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন গুহার দিকে।

'কিছু একটা ঠিক নেই এখানে!' বিস্ময় মাখা গলায় বললেন উনি।

'কী হয়েছে, আংকেল?' এলিসিয়া আর বেনজামিন একসাথে বলে উঠল।

BanglaBook.org

'যেই মাত্র আমি গুহাতে মুখটা ঢুকিয়েছি, সেই মাত্র আমার মনে তীব্র এক অনিচ্ছা সৃষ্টি হলো ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে। মনে হলো যেন এই গুহার চেয়ে নোংরা যায়গা এই পুরো ওটিয়োসাসে আর দ্বিতীয়টি নেই।'

'এর মানে কী? গুহার মুখে এত স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেউ কেন ব্যবহার করবে? ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন লোকজন তার পেছনে ভাড়াটে খুনি লাগিয়েছে,' মুখ বেঁকিয়ে বলল বেনজামিন।

'আমরা কোনো অংশেই ভাড়াটে গুণ্ডাদের চেয়ে কম নই–বিশেষ করে তার জন্যে। আমার সাথে আয় তোরা। আর হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখবি, ভেতরে ঢোকা মাত্রই অনেক রকম বাজে অনুভূতি হবে তোদের। কোনটাই পাত্তা দিবি না। যতই অনিচ্ছা হোক, যত বিতৃষ্ণাই জন্মাক মনে, তবুও পিছিয়ে যাবি না, খবরদার।'

খুব জোরে একটা দম নিয়ে নিলেন আংকেল ইভান, এরপর নাক মুখ কুঁচকে সোজা ঢুকে গেলেন গুহার প্রবেশদ্বার দিয়ে। উনার পেছনে বাকি তিনজনও প্রবেশ করল। সবাই নাকে হাত দিয়ে রেখেছে।

'কিরে বাবা, এইখানে কি ওটিয়োসাসের সমস্ত ময়লা এনে জড়ো করা হয়েছে নাকি? অবস্থা দেখে তো তাই মনে হচ্ছে,' বেনজামিন বলল।

'উঁহু। গন্ধটা আসল নয়, স্রেফ ভ্রম। একটা স্পেল। এখন আর কথা না বলে সামনে এগোও বাচ্চারা,' বলল আনিকা। অন্ধকার গুহাটাতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার দূর করার জন্য ওরা চারজনেই চারটে আলোর বল তৈরি করেছে; মধ্য আকাশে ভাসতে-ভাসতে ওদেরকে অনুসরণ করছে ওগুলো।

প্রচণ্ড উৎকট গন্ধে বমি এসে যাচ্ছে। এটার কোনো কাউন্টার স্পেলও জানা নেই ওদের। কোনোমতে নাক-মুখ চেপে হাঁটছে ওরা। শুধু গন্ধটা হলেও মানা যেত। কিন্তু এখন নতুন আরেক উপদ্রব এসে যোগ দিয়েছে ওদের সাথে–তীব্র ভয়ের অনুভূতি। এতই ভয় লাগছে ওদের যে আর এক পাও এগোতে ইচ্ছে হচ্ছে না। যদি ওদের শরীরের নিয়ন্ত্রণ ওদের পদ যুগলের কাছে থাকত, তাহলে সেগুলো এতক্ষণে ওদেরকে নিয়ে সোজা উল্টো দিকে দৌড় লাগাত। প্রচণ্ড কষ্ট করে ওরা প্রতিটা পদক্ষেপ দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে ফিরে যেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। এই ভয়াবহ অনুভূতিকে জয় করার একটাই হাতিয়ার, ইচ্ছাশক্তি।

এভাবে কতক্ষণ চলেছে ওরা সেটা জানে না। ঘড়ি যেন থেমে গেছে। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে এই গুহার রাস্তা ধরে হাঁটছে ওরা। কে জানে, এটাও একটা স্পেল কিনা!

এভাবে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাত সামনে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল ওরা। রাস্তাটা ওখানেই শেষ! ওপাশে আরেকটা রাস্তা। মাঝখানে বিশাল একটা খাদ। অথচ সেখানে কোনো ব্রিজ নেই ওপারে যাওয়ার। এবার উপায়?

'এবার আমরা কী করবো? এই জায়গাটা স্রেফ ব্ল্যাক ম্যাজিকে ভরপুর। আমার কথা শোনো তোমরা, এখানে খুব ভয়াবহ কিছু একটা থাকে বলেই মনে হচ্ছে। প্লিজ, চল ফিরে যাই...' খাদের দিকে পেছন ফিরে ব্যকুল হয়ে বলল এলিসিয়া। ওর আর এক মুহূর্তও এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। কিন্তু যার দিকে তাকিয়ে কথাটা সে ছুঁড়ে দিয়েছে তার চোখের

BanglaBook.org

দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে যেন ওগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে। আংকেল ইভান এখন আর এলিসিয়ার দিকে তাকিয়ে নেই, বরং ওর পেছন দিকে তাকিয়ে আছেন। এলিসিয়ার পেছন থেকে একটা অদ্ভুত গর্জন ধেয়ে আসছে। পেছনে ফিরল ও।

একটা বিশাল কুকুর পরিখার থেকে মাথা বের করে রেখেছে–একটি নয়, তিনটি মাথা ওর। তিন জোড়া জ্বলন্ত চোখ দিয়ে খুনে দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো কুকুরটা। ওর পুরো শরীর ডার্ক বাদামি কালারের পশম দিয়ে আবৃত, দাঁতগুলো দেখলে মনে হয় নিয়মিত ওগুলোতে শান দেয় ও, চোখগুলোতে যেন নরকের আগুন জ্বলছে।

'এটা কী! এরকম ভয়াবহ জীব তো আগে দেখিনি!' আনিকা চিৎকার করে উঠল। এলিসিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। বেনজামিনের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়।

'এই প্রাণীকে আমি চিনি! কোথায় যেন দেখেছি...' পুরো মস্তিষ্ক ঘেঁটে মনে করার চেষ্টা করতে-করতে বললেন আংকেল ইভান। 'একটা ছবিতে দেখেছিলাম...ছবি...'

উনি আর ভাবার সময় পেলেন না। কুকুরটার মুখ থেকে আগুনের হল্কা বেরিয়ে এলো। সাথে-সাথে আনিকার ম্যাজিক স্টাফ থেকে একটা হালকা নীল আলোর স্বচ্ছ দেয়াল বেরিয়ে এলো; আগুনের স্রোতধারা ওটার গায়ে সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে এখন, কিন্তু এপাশে আসতে পারছে না, এবং ওটাকে পুড়িয়েও দিতে পারছে না। দানবটা খুব জোরে আর্তনাদ করে উঠল; খেপে গেছে ও। দানবটা এবার তার তিন মাথা নিয়ে ডাইভ দিল ওদের দিকে–ওর বিশালকায় মুখ তিনটি দিয়ে ওদেরকে পেটে পুরে ফেলতে চাইছে সে। লাফ দিয়ে পেছনে সরে গেল ওরা চারজন।

কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল এভাবে। কোনোমতে জন্তুটার দাঁত গায়ে বসার আগেই সরে গিয়েছিল ওরা। ওদের গন্তব্য সামনের দিকে, কিন্তু সেখানে যেতে হলে এই জানোয়ারটাকে হারাতে হবে আগে।

তিন মাথাওয়ালা কুকুরটা ওদের থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে আছে। ওখানে থেকেই চেঁচামেচি করছে সে। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে খাদ থেকে বেরিয়ে ওদের কাছে আসছে না সে। ব্যাপারটা কী?

'আংকেল ইভান। তাড়াতাড়ি মনে করার চেষ্টা করো ওকে কোথায় দেখেছ। তাহলে হয়তো তুমি ওর সম্পর্কে আরো কিছু মনে করতে পারবে। এই যেমন ধরো তার শক্তি, তার দুর্বলতা, তাকে কিভাবে বশ করা যায়, এইসব,' চিৎকার করে বলল এলিসিয়া। ওরা এখন খাদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটা পরিখা থেকে বের হচ্ছেই না। ওখানেই দাঁড়িয়ে রণ-হুঙ্কার দিচ্ছে।

আংকেল ইভান প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ভাবতে-ভাবতে হঠাত করেই তাঁর পুরনো স্মৃতি জেগে উঠল। একটা বইতে...হ্যাঁ একটা বইতে এর ছবি দেখেছিলেন উনি...আর ওটার নাম...হ্যাঁ নাম মনে পড়েছে ওটার! গ্রোসারি দাদুর সাথে আগেরবার যখন সাক্ষাৎ করেছিলেন, তখন উনি তাকে অনেক কিছুই দেখিয়েছিলেন। তার মাঝে ছিল লেখকের জগতের মিথলোজিক্যাল দানবদেরকে নিয়ে লেখা একটি বই। এই

BanglaBook.org

প্রাণীকে সেই বই এর ভেতরেই দেখেছেন উনি। এই দানবীয় কুকুরটা হচ্ছে গ্রীক দেবতা হেইডিস এর পাতালপুরীর গার্ড, সারবেরাস।

কিন্তু এই প্রাণী এখানে কী করছে? পাতালপুরীর দায়িত্বে ইস্তফা দিয়েছে নাকি? মনে-মনে ভাবতে লাগলেন আংকেল ইভান। *সে নিজের জগত ছেড়ে এখানে কিভাবে এসে পড়ল? আর কেনইবা আসলো? হেইডিস ওর বেতন ভাতা বাড়ায়নি দেখে কি রাগ করে আন্ডারওয়ার্ল্ড এর জব ছেড়ে দিয়েছে ও?*

সারবেরাস আরেকবার ডাইভ দিল ওদের দিকে। সাথে-সাথেই বেনজামিন একটানে আংকেল ইভানকে সরিয়ে দিল ওখান থেকে; যেখানে আংকেল ইভান দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠিক সেখানেই সারবেরাসের তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো দেখা গেল, কয়েক সেকেন্ড পরেই।

প্রাণপণে ছবিটার কথা স্মরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন উনি। ধীরে-ধীরে উনার স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল সেই ছবিটা, যেন ওটাকে উনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন–সারবেরাস তর্জন-গর্জন করে যাচ্ছে...তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট-খাটো মানুষ। মানুষটার হাতে একটা বাঁশি...ওটা মুখের সামনে ধরে বাজাচ্ছিল সে...

'পেয়েছি! ওর দুর্বলতা পেয়েছি। সুর...সুরের প্রতি ওর মোহ আছে। সঙ্গীতের মোহনীয় সুর ওকে এতই আচ্ছন্ন করে যে সে তার সমস্ত মনোযোগ সঙ্গীতের দিকে দিয়ে দেয় এবং ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে,' উত্তেজিত হয়ে বললেন আংকেল ইভান, এরপর ওদের দিকে চকচকে চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'তো আমাদের দিকে হা করে দেখছো কী? গান শুনিয়ে দাও ওকে? ছোটবেলায় যেসব গান শুনিয়ে আমাদেরকে জ্বালাতন করতে...আই মিন ঘুম পাড়াতে...সেখান থেকে একটা শুনিয়ে দাও না,' ভেংচি কেটে বলল এলিসিয়া।

আংকেল ইভান গান শুরু করলেন। ভয়াবহ সেই গান। মনে হচ্ছে যেন কেউ ভাঙ্গা টেপ রেকর্ডারে অনেক দিনের পুরনো ক্যাসেট চালিয়েছে। আংকেল ইভান গানে পুরোই মজে গিয়েছেন–দুই চোখ বন্ধ করে টেনে চলেছেন একের পর এক সুর। কিন্তু সঙ্গীতের মোহে যার বিমোহিত হওয়ার কথা তার কিন্তু সেদিকে কোনো নজরই নেই। সে উল্টো বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আছে আংকেল ইভানের দিকে। খানিক বাদে জোরে-শোরে ঘোঁত-ঘোঁত করে উঠল সারবেরাস–সম্ভবত নিজস্ব ভাষায় গালি-গালাজ করছে আংকেল ইভানকে।

'আংকেল ইভান, তুমি নিশ্চিত সে গান শুনতে পছন্দ করে? কারণ এর উপরে তোমার গানের কোনো প্রভাবই পড়ছে না...যদিও তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারছো...' আংকেল ইভানের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি হেনে বলল বেনজামিন।

চোখ খুললেন আংকেল ইভান–সারবেরাসের বিরক্ত চেহারা দেখতে পেয়ে যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'সেকিরে! আমার গান তো কখনো তোদেরকে ঘুম পাড়াতে ব্যর্থ হয়নি! অথচ এই ব্যাটা দেখি এখনো বড়-বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। আসলে কী...আমার বয়েস

BanglaBook.org

হয়ে গিয়েছে, আগের মতো আর গলায় জোর নেই। তাছাড়া অনেক বছর গলা সাধতেও পারি না...' আংকেল ইভান কাশতে-কাশতে বললেন। 'তবে সে কালে আমার গান খুবই বিখ্যাত ছিল। স্কুলে যতগুলো ফাংশান হতো, সেখানে গান গাওয়ার জন্যে সবার আগে আমারই ডাক পড়ত...'

'হয়েছে, অনেক সাহায্য করেছ তুমি। এবার দয়া করে নিজের সোনালি দিনের রোমন্থন করা বন্ধ করো! আমি দেখছি ব্যাপারটা...' বিরক্ত স্বরে বলল আনিকা। এরপর গলা খাঁকারি দিয়ে নিজে গান শুরু করল।

বাতাসে যেন অদ্ভুত এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ওর গানের প্রতিটা কথার সাথে, সুরের সাথে গুহায় এক মোহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে; যেন সুরের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে পড়ছে পুরো গুহায়, মাকড়সার জালের মতো ঢেকে দিচ্ছে সবকিছুকে। সবাই ওর গানে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। এমনকি আংকেল ইভান পর্যন্ত পা নাচিয়ে চলেছেন সমান তালে। কিন্তু এই গুহায় শুধুমাত্র একজনের উপরেই গানের কোনো প্রভাব পড়ছে না–সারবেরাস। গানের মাঝখানেই সে বেরসিকের মতো ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। যেন বলতে চাইছে, *অনেক ছেলে খেলা হয়েছে বাপু, এবার বীরপুরুষের মতো লড়াই করো।*

'ব্যাপারটা কী! এই প্রাণীর তো সঙ্গীতের প্রতি দুর্বলতা আছে। আমি নিশ্চিত। ঐ বইতে সারবেরাসের ছবির পাশেই তার এই দুর্বলতার কথা লেখা ছিল। কিন্তু এখন কোন জাদুবলে তার পছন্দ-অপছন্দ আর দুর্বলতা পরিবর্তন হয়ে গেল বুঝতেই পারছি না...যদি না...ওহ! বুঝতে পেরেছি!' চমকে উঠে বললেন আংকেল ইভান।

'কী বুঝতে পেরেছো?' সবাই একযোগে জিজ্ঞেস করল উনাকে। উনি কোনো জবাব দিলেন না। স্রেফ সারবেরাসের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিনিট দুয়েকের জন্য। এরপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে ম্যাজিক স্টাফটা হাতের উপর রেখে চারদিকে ঘুরাতে লাগলেন আংকেল ইভান। স্টাফের মুখ থেকে আটটা আলোর বিম বের হয়ে সারবেরাসকে আঘাত করল। সারবেরাস চিৎকার চেঁচামেচি করছে, যেন কেউ ওকে নিপীড়ন করছে ভয়াবহভাবে। ধীরে-ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আন্ডারওয়ার্ল্ড এর পাহারাদার তিন মাথাবিশিষ্ট হেলহাউন্ড। ওর অবয়ব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে।

একটা তীক্ষ্ণ *'পপ'* শব্দের সাথে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সারবেরাস, সেই সাথে খাদের উপর একটা ব্রিজ দৃশ্যমান হলো, যেন এতক্ষণ ওটাকে অদৃশ্য করে রাখা হয়েছিল।

'কিভাবে করলে এটা? তুমি না বললে ওর দুর্বলতা গানের প্রতি?' এলিসিয়া অবাক হয়ে বলল।

'বলেছিলাম। তবে সেটা সারবেরাসের ক্ষেত্রে সত্য। এর ক্ষেত্রে নয়।'

'মানে কী? এ সারবেরাস নয়? তারমানে তুমি এতক্ষণ আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছিলে?' রেগে গিয়ে বলল আনিকা।

'মোটেও না। তবে এটা ঠিক যে আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছে। আর সেটা আমি না, অন্য কেউ করেছে।'

'কে করেছে?'

BanglaBook.org

'ব্রিজটা পার হও, এরপর নিজের চোখেই দেখে নিও তাকে,' মুচকি হেসে বললেন আংকেল ইভান। এরপর নিজেই হেঁটে-হেঁটে ব্রিজটা পার হয়ে গেলেন। ওপারে গিয়ে হাঁক ডাকলেন, 'কিহে? তোমরা এপারে আসছ না কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি?'

ওরা সবাই ব্রিজটা পার হয়ে সামনে হাঁটতে লাগল। বেশ কিছুদূর সামনে হাঁটার পর একটা সরু টানেলের মতো জায়গায় এলো ওরা। সেই টানলের ভেতর দিয়ে উচ্চস্বরে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। এরকম অদ্ভুত গান ওরা আগে কখনোই শোনেনি–গলাটা শুনে মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য মানুষ একযোগে বিলাপ করছে, আর মিউজিকটা শুনে মনে হচ্ছে কেউ একজন সিরিস কাগজ দিয়ে লোহার উপর ক্রমাগত ঘষে চলেছে, মরিচা ছাড়ানোর জন্যে।

সামনেই একটা দরজা দেখতে পেল ওরা। সেই দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েই বেশ অবাক হয়ে গেল চারজনেই।

ভেতরে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশ।

পুরো রুমের মেঝেই লাল আর সবুজ রঙের কার্পেটে মোড়ানো। রুমের দুইপাশে সোফা, মাঝখানে একটা কাঁচের টেবিল, দেয়ালে ঝোলানো আছে অনেক ধরনের অদ্ভুত প্রাণীর ছবি, যেগুলো ওরা এই ওটিয়োসাসে কখনোই দেখেনি। রুমের অপর-প্রান্তে বিশাল-বিশাল যন্ত্রপাতি বসানো রয়েছে, যেগুলো থেকে গান ভেসে আসছে। সোফাগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো গানের তালে-তালে নাচার চেষ্টা করছে। একটা বদরাগী চেহারার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাফাই এর কাজ করছে আর বিড়বিড় করে কাকে যেন গালিগালাজ করছে সমানে। ওর সরু, লম্বা শরীরের দুই পাশ থেকে দুটো চিকন-চিকন হাত বেরিয়ে এসেছে, যেগুলো দিয়ে একটা সবুজ রঙের ব্রাশ ধরে রেখেছে সে। শরীরের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা লেজের প্রান্তের সাথে লাগানো অংশটা দিয়েই সমস্ত ময়লা শুষে নিচ্ছে ক্লিনারটা। ধুলো-বালি শুষে নিয়েই হাতে থাকা ব্রাশটা দিয়ে ত্বরিত-গতিতে মুছে দিচ্ছে পুরো জায়গাটা।

রুমের অপর-পাশে বিশাল সাউন্ড সিস্টেমের সামনে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় নাচছেন এক প্রাচীন বৃদ্ধ। দেখেই বোঝা যায় অনেক বয়স হয়েছে উনার। চুল-দাড়ি সব সাদা হয়ে গিয়েছে। একটা টি-শার্ট আর ঢোলা জিন্স পরে আছেন উনি। টি-শার্টের উপর একটা কংকালের ছবি যেটার মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। নিচে লেখা: *ইভেন আফটার ডেথ, পাফিং সিগারেট ইজ অসাম।*

উনার গলায় একটা সিলভারের লকেট ঝোলানো আছে। লকেটটা দেখতে খুবই অদ্ভুত–সাপের মতো বাঁকানো অংশের সাথে একটা কোণাকার অংশ জোড়া লাগানো আছে। সেই কোণাকার অংশের ডান পাশের বাহুর সাথে দুইটা সমান্তরাল রেখা লাগানো আছে। গানের তালে-তালে লকেটটাও দুলছে।

হঠাত গান বন্ধ হয়ে গেল আর ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা চেঁচিয়ে উঠল, 'নোংরা শয়তান! আমার ঘরে ময়লা পা নিয়ে কেন এসেছিস? এই মাত্র সব কিছু ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করলাম আমি! বের হ হতভাগা!'

BanglaBook.org

বৃদ্ধটা নাচের মাঝখানেই থেমে গেলেন। এরপর চোখ পিটপিট করে ওদেরকে দেখতে লাগলেন। আংকেল ইভানের দিকে চোখ পড়তেই ঢোঁক গিললেন বড় করে।

'আরে ইভান যে...এসো এসো...কতদিন পরে দেখা,' বলেই বেশ আন্তরিকতা নিয়ে ধেয়ে এলেন উনার দিকে।

'মেকি আন্তরিকতা দেখানো বন্ধ করো, দাদু! যথেষ্ট অভিনয় শিখেছ তুমি। এত স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা তো আমাদের জন্যেই ছিল, তাই না? আর ঐ মেকি সারবেরাস? ওটা তো তুমি আমাদের আটকাতেই তৈরি করেছ, কি, করোনি? বলো?' ধমকে উঠলেন আংকেল ইভান।

দাদুকে যেন একটু বিব্রত মনে হলো। তাড়াতাড়ি করে টি-পট হাতে নিয়ে বললেন, 'চা খাবে? সেই সাথে বিস্কুট?'

'তাড়াহুড়ো করে সারবেরাস এর *কপি* তৈরি করতে গিয়ে ভুলটা কোথায় করেছ সেটা শুনবে না?'

'সা...সারবেরাস? ক...কপি...? আমি জানি না তুমি কী বলছো ইভান,' টি-পট থেকে কাপে চা ঢালতে-ঢালতে বললেন গ্রোসারি দাদু। ভুলেও আংকেল ইভানের দিকে তাকাচ্ছেন না উনি।

'প্রকৃত সারবেরাস সুরের মোহে ঘুমিয়ে পড়ে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এটা ভুলে গিয়েছিলে তুমি, তাই না?'

গ্রোসারি দাদুর হাত থেকে কাপটা পড়ে খণ্ড-খণ্ড হয়ে গেল। সাথে-সাথেই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা এসে সব ভাঙ্গা টুকরো নিজের ভেতর শুষে নিলো। এরপর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে-করতে চলে গেল; ভয়ঙ্কর রকম খেপেছে ওটা।

বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে আংকেল ইভানের দিকে ফিরলেন গ্রোসারি দাদু, 'দেখ ইভান, তুমি আমার কাছে কী চাও সরাসরি বলো। কেন এসেছ আবার?'

'সবই তো মনে হয় আগে থেকে জেনে বসে আছো। শত হোক, সর্বজান্তা তুমি। এই ওটিয়োসাসে কী হচ্ছে না হচ্ছে সবই জানো তুমি। তো যে জন্যে এসেছি সেটা আমাদের বলে ফেলে নিজের গুরুত্বপূর্ণ সময় বাঁচাও না কেন? জেনে রাখো, এটাই তোমার জন্যে ভালো হবে,' থ্রেট দিলেন আংকেল ইভান।

'দেখ ইভান, হেনা তো তোমাদের সবই বলেছে। তুমি তো জানোই যে আমি এটা বলতে পারি না। এটা আমার ম্যাজিকেল কন্ট্রাক্ট এর বাইরে। অতএব এই গল্পটা যেভাবে চলছে সেভাবেই চলতে দাও। সাহিত্যে বাধা দিতে এসো না। এর ফল ভালো হবে না। কখনোই হয় না।'

'তাহলে তুমি বলবে না যে বই থেকে কিভাবে বেরোনো যাবে?'

'না।'

আংকেল ইভান রাগে কিড়মিড় করতে লাগলেন। উনার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে উনি দাদুর দিকে ধেয়ে যাবেন এখুনি। হাতের কাছে যাই পাবেন তাই দিয়ে পিটাতে

BanglaBook.org

থাকবেন দাদুকে। আনিকা সম্ভবত উনার মনের কথা বুঝতে পারলো, তাই উনাকে হাত দিয়ে ধরে আটকাল।

'রিলাক্স, ইভান। হেনা কি বলেছে ভুলে গিয়েছ? দাদুর দোষ নেই। উনার ম্যাজিকেল বাইন্ডিংস উনাকে এটা বলতে দেবে না। তুমি বরং ব্যাপারটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও,' খুব নিচু গলায় বলল আনিকা।

'মমম...তো, দাদু, আপনাকে কিছু প্রশ্ন নিশ্চয়ই করতে পারি? যদি এই প্রশ্নগুলো আপনার ম্যাজিকেল বাইন্ডিংস এর ভেতরে হয় তো উত্তর দেবেন, আর নাহলে দেবেন না, ঠিক আছে?' আনিকা জিজ্ঞেস করল গ্রোসারি বুড়োকে।

বুড়ো সার্কোফ্যাগাস সাথে-সাথে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'দেখ, আমি তোমাদের এই বইয়ের ডিকশনারি। আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য, যদি সেটা আমার গণ্ডির ভেতর হয়। এর বাইরে কিছু জিজ্ঞেস করলেও আমি উত্তর দিতে পারবো না, আশা করি বুঝতে পারছো ব্যাপারটা। অতএব যা জিজ্ঞেস করবে, বুঝে-শুনে জিজ্ঞেস করবে।'

'ঠিক আছে, দাদু, আমি বুঝতে পারলাম। এবার সরাসরি প্রশ্নে চলে যাই, কি বলেন?' আনিকা বলল। গ্রোসারি দাদু সম্মতিসূচক ভাবে মাথাটা দোলালেন, এরপর আরেকটা কাপে নিজের জন্যে চা ঢালতে লাগলেন। পাশে দাঁড়িয়েই আংকেল ইভান বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'কষে মার লাগালেই হতো।' এলিসিয়া একদম চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বেনজামিন এর দৃষ্টি লকেটটার দিকে। এই অদ্ভুত চিহ্নটা ওকে কিসের কথা যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে...

'আমার প্রথম প্রশ্ন, কেউ যদি স্রষ্টাকে দেখতে চায়, সেটা কি আসলেই সম্ভব?' আনিকা জিজ্ঞেস করল।

গ্রোসারি দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, সম্ভবত ভাবছেন যে এটার উত্তর দিতে উনি বাধ্য কিনা। খানিক ভেবে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'সব বইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্ভব নয়, কিছু বইয়ের ক্ষেত্রে সম্ভব। আমাদের এই বইটার ক্ষেত্রে সম্ভব।'

'সব বইয়ের ক্ষেত্রে সম্ভব নয় কেন?'

'কারণ, সব বইয়ের ভেতরে আলাদা জগত সৃষ্টি হয় না। এটা নির্ভর করে লেখকের লেখনী ক্ষমতার উপর। কিছু লেখকের লেখনী ক্ষমতা এতটাই ভালো যে সেটা পাঠককে কিছু সময়ের জন্যে এক কল্পনার জগত থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে পারে। পাঠক নিজেকে গল্পের ভেতরেরই একটি চরিত্র বলে কল্পনা করতে থাকে। গল্পের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এই জাতীয় বইতে লেখকের সৃজনশীলতা আর কল্পনাশক্তি এতটাই শক্ত হয় যে এতে গল্পের চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠে, সৃষ্টি হয় একটি জগত–ঠিক সেরকম, যেমনটা লেখক কল্পনা করেছেন। ঠিক যেমনটা আমাদের বইয়ে সৃষ্টি হয়েছে।'

আনিকাকে দেখে বেশ খুশি হয়েছে বলে মনে হলো। শুরুটা মন্দ হয়নি। 'কিন্তু স্রষ্টার সাথে দেখা করতে হলে তো বই থেকে বেরোতে হবে, তাই না?'

BanglaBook.org

এবার আর গ্রোসারি দাদু চিন্তা করলেন না। ঝটপট জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আবার না।'

'একইসাথে একটা উত্তর হ্যাঁ আবার না কিভাবে হতে পারে? এর মানে কী?'

'এর মানে হচ্ছে, যেসব বইয়ে আলাদা জগত সৃষ্টি হয়, সেগুলোর সবগুলো থেকেই বেরোনোর একটা রাস্তা থাকে। এই বই থেকেও বেরোনোর রাস্তা আছে। তবে কিছু-কিছু ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যেখানে স্রষ্টার দেখা পাওয়ার জন্যে বই থেকে বেরোনোর দরকার নাও হতে পারে। কিন্তু, ওটা খুবই রেয়ার, ব্যতিক্রম। এক্সেপশান ইজ নট এন এক্সাম্পল।'

'আচ্ছা...তো...তার মানে আমাদের বই থেকে বেরোনোর রাস্তা অবশ্যই আছে, তাই তো?' অধৈর্য হয়ে বলে উঠল আনিকা।

'হ্যাঁ।'

'তো...মানে, সেই রাস্তাটা তো এই বনে নেই, তাই না?'

'আমি সেটা বলতে পারবো না, আগেই বলেছি।'

'উহু, আমার প্রশ্নটা আপনি বুঝতে পারেননি। রাস্তাটা কোথায় সেটা বলতে আপনার বাধা আছে, আমি জানি। কিন্তু রাস্তাটা কোথায় নেই সেটা নিশ্চয়ই বলতে আপনার বাধা নেই, তাই না? আমার প্রশ্নটা সেটাই ছিল...এবার বলুন...'

গ্রোসারি বুড়ো নাক দিয়ে বাজে একটা শব্দ করলেন–স্পষ্টতই, বিরক্ত হচ্ছেন খুব। ছোট্ট করে জবাব দিলেন, 'না, এই বনে নেই।'

আনিকা একে-একে ওটিয়োসাসের সবগুলো জায়গার নাম বলতে লাগল, আর দাদু একের পর এক জবাব দিতে লাগলেন। রাগে দিশেহারা হয়ে গেছেন উনি। নিতান্ত বাধ্য হয়েই উত্তর দিতে হচ্ছে উনাকে।

আনিকা একের পর এক অনেকগুলো জায়গার নাম বলার পরও যখন সার্কোফ্যাগাস সবগুলোই রিজেক্ট করে দিলেন তখন আনিকা মনে-মনে নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিল; যদি এমন কোনো জায়গা থেকে থাকে যার কথা ও জানে না?

'আর কোনো জায়গার নাম তো আমার মাথায় আসছে না...কিছু কী বাদ পড়ে গেল? নাকি এমন কোনো জায়গা আছে যার কথা আমি জানি না...' বলেই সাহায্যের আশায় বাকি তিনজনের দিকে তাকাল আনিকা। ওর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

'দাঁড়াও-দাঁড়াও...আর একটিই জায়গা বাকি আছে...যেটার কথা তুমি একদমই জানো না...দ্য ভেলি অফ ন্যাক্সাস...' ধীরে-ধীরে বললেন আংকেল ইভান।

দাদুর হাত থেকে ২য় বারের মতো চায়ের কাপ মেঝেতে পড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। বুড়ো সার্কোফ্যাগাসের মুখটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন উনাকে মুখোশ পরিয়েছে কেউ। চোখে-মুখে ধরা পড়ে যাওয়ার এক্সপ্রেশান দিচ্ছেন প্রবলভাবে।

সাথে-সাথেই কোথা থেকে যেন ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা এসে গেল আর এসেই দাদুকে অসভ্য ভাষায় গালাগাল করতে লাগল। এমনকি ওর হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাজে একটা ভঙ্গিও করল। সব ভাঙ্গা টুকরো শুষে নিয়ে আবারো প্রস্থান করল সে।

BanglaBook.org

'কী হে, জবাব দিচ্ছো না কেন? গলায় মাছের কাঁটা আটকেছে নাকি?' টিপ্পনী কাটলেন আংকেল ইভান; গ্রোসারি দাদুর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে খুব মজা পাচ্ছেন উনি।

চুপ করে আছেন গ্রোসারি দাদু। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'এটার কোনো জবাব আমি দিতে পারবো না।'

ধীরে-ধীরে হাসি ফুটে উঠল আংকেল ইভানের মুখে। খুব ধূর্ত একটা ভাব নিয়ে বললেন, 'পারবে কী করে...ওখানেই তো বের হবার রাস্তাটা আছে যে। তাই নেইও বলতে পারছো না...তাহলে মিথ্যা বলা হয়ে যাবে, যেটা তোমার ম্যাজিকেল কন্ট্রাক্ট এর বাইরে...আবার হ্যাঁও বলতে পারবে না...দুর্ভাগ্যবশত এটাও তোমার ম্যাজিকেল বাইন্ডিংস এর বাইরে...'

'দেখ ইভান। যা করেছ, ভালো করোনি। তোমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করছ। আর প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউ কখনো জয়ী হয় না।'

'প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় যখন প্রকৃতি অত্যাচারী হয়ে উঠে। আর জেতার কথা বলছ? জিতে তোমাকে দেখিয়ে দেব। তুমি অতশত ভেবো না। এখন আসছি। বিদায়,' বলেই ফিরতি পথ ধরলেন আংকেল ইভান।

'এত সহজ নয়, যাও দেখি পারো কিনা,' মুখ বেঁকিয়ে বললেন গ্রোসারি দাদু। পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গি করে পেছন ফিরে হাঁটতে লাগলেন আংকেল ইভান।

দরজা থেকে বেরিয়ে টানেল ধরে হাঁটতে লাগল ওরা। একটা মোড় ঘোরার পর-পরই আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল বেনজামিন।

'তোর আবার কী হলো? ইমারজেন্সি ব্যাপার-স্যাপার নাকি? চিন্তা করিস না, এটা প্রাকৃতিক গুহা, অতএব আড়াল আছে প্রচুর...'

'আরে ধুরো! সব সময় উল্টো-পাল্টা চিন্তা তোমার। ওরকম কিছু না। আচ্ছা, তোমরা কেউ কি গ্রোসারি দাদুর গলায় ঝোলানো লকেটটা খেয়াল করেছ?'

'হুম, করেছি। কেন?'

'লকেটটা দেখতে একদম সেই অদ্ভুত চিহ্নের মতো যেটা আমরা কার্ডের গায়ে দেখেছিলাম। গ্রোসারি দাদুর নামের নিচেই চিহ্নটা আঁকা ছিল, মনে আছে?'

'আরে তাই তো! এটা তো খেয়াল করিনি,' কপাল চাপড়ে বললেন আংকেল ইভান। বাকি দুইজনও সাথে-সাথে জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'আরেকটা কথা...' বেনজামিন বলল।

'বলে ফেল,' সম্মতিসূচক ভাবে বললেন আংকেল ইভান।

'আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ভাবছিলাম যে ভ্যালি অফ ন্যাক্সাসের ঠিক কোথায় বের হবার রাস্তাটা আছে। আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারছি রাস্তাটা উপত্যকার ঠিক কোথায় আছে...'

'কোথায়?' সবাই একসাথে বলল।

BanglaBook.org

'ভ্যালি অফ ন্যাক্সাসে ম্যানিটোর আস্তানা, এটা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। আর আগেরবার আমরা যখন ম্যাপটা খুঁজতে ওখানে গিয়েছিলাম, তখন একটা রুমে গিয়েছিলাম যেখানে অনেকগুলো দরজা ছিল, মনে আছে? একদম বাম পাশের দরজাটায় কিন্তু কিছুই লেখা ছিল না। এমনকি ওখানে কোনো হ্যান্ডেলও ছিল না...আমি নিশ্চিত ওটাই সেই দরজা...'

'আরেব্বাস! তুই কবে থেকে এত জিনিয়াস হয়ে উঠলি!' এলিসিয়া নিজের হাতের উপর কিল দিয়ে বলল।

'জিনিয়াস এর দেখেছিস কী, এখনো তো শেষের অংশটা বলিনি। ওটা শুনলে তো মাথা ঘুরে যাবে তোদের,' যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভঙ্গী করে বলল বেনজামিন।

'আর অপেক্ষা সহ্য হচ্ছে না। বলে ফেলো তো,' আনিকা চঞ্চল হয়ে উঠল।

'উই ফাউন্ড দ্য ডোর...বাট ডোর নিডস এ কী টু আনলক...আচ্ছা, তোমাদের মনে আছে হেনার কথাটা? *"ইউ উইল নিড এ কী টু ফাইন্ড দ্য কী?"* অতএব এমন যদি হয় যে দাদুর গলায় ঝোলানো অদ্ভুত লকেটটাই সেই *"কী"*, যেটার কথা হেনা বলেছিল...যেটা না পেলে আসল *"কী"* খুঁজে পাওয়া যাবে না...'

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল–সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওরা।

'কী হে, আবার ইউ টার্ন নিয়ে ফিরে এলে কেন? কিছু ফেলে গিয়েছ নাকি?' ওদেরকে ফিরে আসতে দেখে বেশ মশকরা করেই বললেন গ্লোসারি দাদু।

'জি, দাদু। আসলেই ফেলে গিয়েছি। একটা লকেট ফেলে গিয়েছিলাম। সিলভারের তৈরি। দেখেছ কি?' আংকেল ইভান খুব বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন।

গ্লোসারি দাদুর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল–আসন্ন বিপদ টের পেয়ে গেছেন। এক পা এক পা করে পেছাচ্ছেন উনি।

'দেখ ইভান, এটা তুমি করতে পারো না। এটা আইন বিরুদ্ধ। তুমি খুব ভয়াবহভাবে একটা আইনকে ভায়োলেট করছো। এর শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে...আর এক পাও এগোবে না ইভান...না...ইভান, নো, ইভাআআআন...'

আংকেল ইভান ততক্ষণে দাদুকে চেপে ধরেছেন। দাদু তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আংকেল ইভান উনাকে দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে চিপে ধরে লকেটটা ছিনিয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। চিৎকার করে প্রতিবাদ করছেন গ্লোসারি দাদু। কিন্তু কে শোনে কার কথা! হেঁচকা টান মেরে গ্লোসারি দাদুর গলা থেকে লকেটটা খুলে নিলেন আংকেল ইভান। গ্লোসারি দাদু দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়েছেন; উনাকে দেখে মনে হচ্ছে, কেউ একজন উনার সর্বস্ব লুটে নিয়েছে এইমাত্র।

লকেটটা হাতে নেয়া মাত্র আলোর ধারা বিকিরণ করতে শুরু করল ওটা। আকারে বেশ ছোট, গোলাকার কিছু আলোক রশ্মি অনবরত লকেট থেকে বের হয়ে টানেলের দিকে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে, যেন ওদেরকে পথ দেখাচ্ছে ওগুলো।

BanglaBook.org

'আমার তো মনে হয় লকেটটা চায় আমরা ওর দেখানো পথ অনুসরণ করি,' বেনজামিন বলল।

'বেশ, আর কথা বাড়িয়ে লাভ কী, চলো তাহলে,' বলেই হাঁটতে শুরু করে দিলেন আংকেল ইভান।

'ইভাআআন...তুমি আমার যে ক্ষতি করলে আজকে, তার জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে...শুনে রাখো...' পেছন থেকে গ্রোসারি দাদু হাউমাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন। আংকেল ইভান উনার কথাকে পাত্তাই দিলেন না। আঙ্গুল উঁচিয়ে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো একইরকম রূঢ় ভঙ্গিমা করে টানেলের পথ ধরে এগিয়ে গেলেন।

আলোর বৃত্তগুলো পথ দেখিয়ে ওদেরকে গুহার বাইরে নিয়ে এলো; জঙ্গলের গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে লাগামহীন ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছে ওগুলো। ওরাও দৌড়াচ্ছে পিছু-পিছু। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর আলোর বৃত্তগুলো একটা খোলা জায়গায় এসে লম্বা ঘাসগুলোর মাথার উপর ঝরে-ঝরে পড়তে লাগল। ঠিক সেই স্থানে ঘাসের উপর একটা অদ্ভুত জীবের অবয়ব দৃশ্যমান হলো ধীরে-ধীরে।

অদ্ভুত প্রাণীটি আকারে অনেক ছোট–বড়জোর দেড় ফুট হবে। চামড়ার রঙ ভয়াবহ রকমের গোলাপি। কানগুলো ওর আকারের তুলনায় বেশ বড়, এবং তীক্ষ্ণ। চোখগুলো গোলাকার। দুপায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর হাতও আছে দুটি। গলায় ঝুলছে একইরকম একটি লকেট–তবে এই লকেটের রঙ সোনালি। অদ্ভুত জীবটার গাল ফোলা-ফোলা। দেখতে খুবই আদুরে ছোট্ট শিশুর মতো লাগছে। প্রাণীটা মুখ দিয়ে অবান্তর শব্দ করে ওদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো।

'এটাই সেটা! এটাই আসল চাবি! ঐ দরজাটা খুলতে হলে আমাদের এই চাবিটা লাগবেই। ওটা ওর কাছ থেকে নিতেই হবে,' এইটুকু বলেই ছোট প্রাণীটার দিকে ধেয়ে গেল আনিকা; ওর আর অপেক্ষা করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কিন্তু প্রাণীটাকে ধরার জন্যে যেই না সে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওমনি সে যেন আলোর গতিতে হারিয়ে গেল। ওটা এখন ওদের থেকে আরও ২০ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখছে, একইরকম অবাক চোখে, যেন ভাবছে–*লোকগুলোর সমস্যা কী? এমন করছে কেন ওরা?*

'এ কী রকম ম্যাজিক রে বাবা! ঠিক হাতে আসার সময়ই সে আলোর বেগে দূরে সরে গেল?' আনিকা ওদের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় নিয়ে বলল।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে...এই প্রাণী আমাদের ঘাম ছুটিয়ে ছাড়বে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল এলিসিয়া। বেশ ঘুম পাচ্ছে ওর। যত তাড়াতাড়ি এই লকেট উদ্ধার করতে পারবে ততই ওদের লাভ। তাহলে অন্তত একটু ঘুমানোর সময় হলেও পাওয়া যাবে।

'এসব কাজ অভিজ্ঞ লোক ছাড়া হয় না, বুঝলে...আমি দেখছি,' ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন আংকেল ইভান। এরপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন প্রাণীটির দিকে।

BanglaBook.org

'আলে লে লে, ছোট্ট বাবু সোনা...চকোলেট খাবে?' বলতে না বলতেই উনার হাতে খুব সুস্বাদু একটা চকোলেট উঠে এলো। 'এটা শুধুই তোমার জন্যে, এসো, নিয়ে যাও...'

ছোট্ট জীবটা মিষ্টি ভাবে হেসে উঠল। এরপর নরম পদযুগলের উপর ভর দিয়ে থপথপ করে এগিয়ে আসতে লাগল আংকেল ইভানের দিকে। কাছে এসেই এক হাত বাড়িয়ে দিল সে। আংকেল ইভান ওকে স্পর্শ করলেন; খুব তুলতুলে চামড়া ওর–মনে হচ্ছে যেন সদ্যজাত মানব শিশু, কোনো এক অদ্ভুত কারণে যে বড়-বড় তীক্ষ্ণ কান, আর ভয়াবহ রকম গোলাপি চামড়া নিয়ে জন্মেছে! প্রাণীটা ওর হাতের মুঠোতে চকোলেটটা নিলো। আংকেল ইভান ততক্ষণে ওর গলার লকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেই মাত্র উনি লকেট স্পর্শ করলেন একদম সেই মুহূর্তেই প্রাণীটি উধাও হয়ে গেল! সেই সাথে উনার হাতের চকোলেটও।

কিছুদূর সামনেই একটা গাছের ডালে হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। গোলাপি রঙের প্রাণীটা ঐ গাছের মগডালে বসে আংকেল ইভানের দেয়া চকোলেট খাচ্ছে মনের সুখে, আর একটু পরপর হেসে উঠছে আপন মনে; চকোলেটটা বেশ পছন্দ হয়েছে ওর।

'হতচ্ছাড়া! লকেট তো দিলোই না, সেই সাথে আমার চকোলেটটাও মেরে দিল! তবে রে...' বলেই আংকেল ইভান তেড়ে গেলেন গাছটার দিকে। প্রাণীটার অবশ্য সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। সে এখনো মনের সুখে চকোলেট খেয়ে যাচ্ছে। আংকেল ইভান একদম গেছোদের মতো তরতর করে গাছের মগডালে উঠে গেলেন। এরপর *প্রফেশানাল চিতার* মতো নিঃশব্দে প্রাণীটির দিকে এগোতে লাগলেন; অন্ধকারে উনার চোখ যেন শিকারি প্রাণীর মতো জ্বলজ্বল করছে।

প্রাণীটা অন্য দিকে তাকিয়ে চকোলেট খেয়েই যাচ্ছে। ওর পেছনে কে আসছে সেদিকে তার খেয়াল নেই বিন্দুমাত্রও। আংকেল ইভান জোরেশোরে হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই তুলতুলে প্রাণীটির উপর। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল যে এবার উনি ছোট্ট প্রাণীটিকে কাবু করে ফেলেছেন। কিন্তু তাদের চোখ বড়-বড় হয়ে গেল, যখন তারা দেখল যে ঠিক আগের মতোই, প্রাণীটি আলোর বেগে আবারও হারিয়ে গেল অন্য কোথাও–ওকে স্পর্শ করার ঠিক আগ মুহূর্তেই!

গাছের মগডালে বসে *শিকার ধরতে ব্যর্থ চিতার* মতো গর্জন করে উঠলেন আংকেল ইভান। রাগে গাছের ডাল ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন উনি।

'বেচারা ইভান! ওকে দেখলে যে কারোই মায়া হবে এখন!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল আনিকা জুলফিকার।

'কিন্তু ঐ প্রাণীটা এখন কোথায়? ওকে তো দেখছি না আর? এখন এই অন্ধকারে ওকে আর কিভাবে খুঁজে পাবো?' হতাশ হয়ে বলল বেনজামিন।

হঠাৎ ওদের থেকে কিছুটা দূরে আবারও হাসির শব্দ শোনা গেল। কান খাড়া করে হাসির উৎসের দিকে ঝেড়ে দৌড় লাগাল ওরা। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখল যে

BanglaBook.org

ওটা এখন আরেকটা গাছের মগডালে বসে আছে আর মনের সুখে গাছ থেকে ফল পেড়ে খাচ্ছে–ওর মুখের এখানে-সেখানে চকোলেটের ধ্বংস-বিশেষ লেগে আছে।

'ওকে ধরা তো অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। ওকে যদি ধরাই না যায়, তাহলে ওর গলা থেকে লকেটটা কিভাবে খুলে নেব? লকেটের সাথে লাগানো ঐ চাবি ছাড়া তো দরজাটা...' আনিকার কথা মাঝপথেই থেমে গেল। ডানপাশ থেকে বড়-সড় কিছু একটা বুনো লতায় দোল খেয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে চিৎকার করতে-করতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। বুলেটের গতিতে বুনো লতাটা আর তার আরোহী ওদেরকে অতিক্রম করে গেল; শোঁ শোঁ শব্দ করতে-করতে ছোট প্রাণীটি যে ডালে বসে ছিল, ঠিক সেই বরাবর যাচ্ছে লতাটা। হিংস্র জন্তুর মতো শব্দ করছে বুনো লতার আরোহী–এক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সে গোলাপি রঙের প্রাণীটিকে ধরার জন্যে...

বুম...

প্রচণ্ড শব্দ হলো। বুনো লতার আরোহী খুব জোরে মগডালের সাথে ধাক্কা খেয়েছে। এক সেকেন্ড পরেই কাটা কলাগাছের মতো ধুপ করে মাটিতে এসে পড়ল সে। আর প্রাণীটি? সে আবারো নেই হয়ে গিয়েছে।

'আংকেল ইভান! তুমি ঠিক আছো?' এলিসিয়া আর বেনজামিন চেঁচিয়ে উঠল। ওরা তাড়াতাড়ি করে উনার পাশে গিয়ে বসলো। উনি মাটিতে উল্টো হয়ে পড়ে আছেন, অবস্থা ব্যাগতিক।

'তোমাকে বুনো লতা ধরে জংলী মানব হতে কে বলেছে? এত বয়েস হয়েছে, কিন্তু তোমার ছেলেমানুষি এখনো একটুও কমেনি,' আনিকা আংকেল ইভানের কাটা-ছেঁড়াগুলো হিল করতে-করতে বলল।

'এই প্রাণীটি খুবই অদ্ভুত। ওকে যতবারই ধরতে গিয়েছে কেউ, ততবারই সে উধাও হয়ে গিয়েছে। ওর গতি মারাত্মক। আলোর গতিতে চলা কোনো জীবকে আমাদের পক্ষে ধরা মোটেও সম্ভব নয়,' বেনজামিন বলল।

'হাত দিয়ে ধরা সম্ভব নয় বেনজামিন, এর মানে এই নয় যে একেবারেই ধরা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে অন্য উপায় তো আছেই,' বলেই নিজের ম্যাজিক স্টাফটাতে ঝাঁকুনি দিল এলিসিয়া। প্রাণীটা তখনো একমনে খেয়ে যাচ্ছে, খেয়ালও করেনি যে চারপাশ থেকে ম্যাজিক রোপ এসে ওকে ঘিরে ধরেছে। হঠাত করে ম্যাজিক রোপগুলো ওকে বেঁধে ফেলল শক্ত করে। হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল প্রাণীটা।

'বিঙ্গো! একদম ঠিক হয়েছে। এবার পালাবে কোথায় বাছাধন...' বলতে না বলতেই হা হয়ে গেল এলিসিয়া, ওর শেষ কথাগুলো মুখেই আঁটকে গেল। ওর ম্যাজিক রোপ গলে যাচ্ছে, যেন ওগুলো মোম দিয়ে তৈরি, আর কেউ একজন ওগুলোর নিচে বার্নার বসিয়ে তাপ দিচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড এর ভেতরেই অদৃশ্য হয়ে গেল ম্যাজিক রোপ। সেই সাথে প্রাণীটাও।

BanglaBook.org

মাথায় খুন চেপে গেল এলিসিয়ার। একের পর এক ম্যাজিক রোপ তৈরি করতে লাগল ও। দড়িগুলো প্রাণীটাকে বাঁধতে তো পারলোই, কিন্তু কয়েক সেকেন্ড বাদেই সেগুলো আগের মতোই গলে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল এলিসিয়া।

এরপর ওরা নতুন উপায়ে চেষ্টা করতে লাগল। বুদ্ধিটা আনিকারই ছিল। দুইজন ব্যর্থ হওয়ার পর সে ভাবল যে এবার ওর সময় এসেছে চেষ্টা করে দেখার। শুরুতেই সে কিছু সাধারণ ম্যাজিক চার্ম প্রয়োগ করল। *সামনিং চার্ম* কোনো কাজেই লাগল না, ওটা প্রাণীটাকে বা লকেটটাকে এক ফোঁটাও নড়াতে পারলো না। *পেট্রিফিকেশান স্পেল* প্রাণীটার শরীরে লেগে উল্টো ব্যাক-ফায়ার করে আংকেল ইভানকে আঘাত করল; আংকেল ইভান দৌড়াচ্ছিলেন, ঐ অবস্থাতেই স্ট্যাচুতে পরিণত হলেন–দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো বিশ্বসেরা দৌড়বিদের স্ট্যাচু তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য সে যাত্রা উনি রক্ষা পেলেন, কারণ সাথে-সাথেই আনিকা *এন্টি-স্পেল* প্রয়োগ করে উনাকে আবার *ডি-পেট্রিফাইড* করে ফেলল।

গাছের মগডাল থেকে উচ্চস্বরে হাসির আওয়াজ শুনতে পেয়ে পাঁই করে সেদিকে ফিরলেন আংকেল ইভান। এরপর লক্ষ্য স্থির করে রেগে-মেগে একটা স্পেল ছুড়ে দিলেন সেদিকে। সাথে-সাথেই একটা ম্যাজিকেল খাঁচাতে আবদ্ধ হয়ে গেল প্রাণীটা। মরা কান্না জুড়ে দিল ওটা। দেখে হাভাতের মতো নিচে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন খুব খুশি হয়ে উঠল, ভেবেছিল, এবার হয়তো ওকে বাগে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কিসের কী! কয়েক সেকেন্ড পর খাঁচাটাও গলে যেতে লাগল, ঠিক দড়িগুলোর মতো।

বিক্ষুব্ধ হয়ে একের পর এক স্পেল প্রয়োগ করছে ওরা। কিন্তু একটা স্পেলও কাজ করছে না প্রাণীটার উপর। প্রতিটা স্পেলই চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। আর সেই সাথে প্রাণীটাও একবার এই ডালে আরেকবার ও ডালে যাচ্ছে। এত দৌড়াদৌড়ি করতে-করতে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সবাই, জোরে-জোরে হাঁপাচ্ছে এখন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রাণীটা একটুও হাঁপাচ্ছে না। ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন পুরো ব্যাপারটা ওকে একটুও ভাবাচ্ছে না। সে তার মতো করেই ফলমূল খেয়ে যেতে লাগল আর একটু পরপর মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ বের করতে লাগল।

'অনেক...হ...হয়েছে। আর পা...পারছি না। সকাল হতে আর মাত্র দুই ঘণ্টা বাকি। এখনো এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারিনি...একটু বিশ্রাম দরকার সবার,' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল এলিসিয়া। বাকিরাও একমত হলো ওর সাথে।

একটা গাছের নিচে বসে পড়ল ওরা। ভয়াবহ রকমের ক্লান্ত সবাই। পুরো শরীর বিদ্রোহ করছে ভয়ানক ভাবে; মাথা ঘুরছে, বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে, দুই পা অবশ হয়ে আছে–আর এক পাও এগোনো সম্ভব না। প্রাণীটা ওদের ঠিক সামনের একটা গাছের ডালে বসে গাছ থেকে ফল পেড়ে তাতে কামড় বসিয়ে দিল। এরপর শব্দ করে-করে খেতে লাগল।

BanglaBook.org

'নাহ! ঐ হতচ্ছাড়ার গলা থেকে ওটা খুলে নেয়া কোনো মানুষের কম্ম নয় বাপু,' আংকেল ইভান গাছের নিচে বসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন। বাকিদের অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়। সবার ঘাম ছুটিয়ে ছেড়েছে ঐ ছোট্ট তুলতুলে প্রাণীটি।

'আমাদেরকে ইচ্ছেমতো নাচিয়ে এখন দিব্যি ফলমূল খাওয়া হচ্ছে দেখছি! তোর ফলমূল খাওয়া বার করছি, এই নে,' বলেই আংকেল ইভান একটা পাথর তুলে নিয়ে সোজা ছুড়ে মারলেন শিশুটির দিকে। সাথেই-সাথেই আবার গায়েব হয়ে গেল সে–অন্তত ৪০ ফুট দূরে আরেকটি গাছের মগডালে বসে উৎসুক দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ওদের কর্মকাণ্ডে একই সাথে প্রচণ্ড অবাক এবং মর্মাহত হয়েছে সে।

'আংকেল ইভান। তুমি পরিস্থিতি আরো খারাপ করছো। ওকে এভাবে ধরা সম্ভব নয়...এ এমন এক প্রাণী যাকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে ওকে কিছুতেই ধরা সম্ভব নয়–না হাত দিয়ে, না ম্যাজিক দিয়ে। শুধুমাত্র সে যদি নিজের ইচ্ছায় ধরা দেয় তবেই...' বলতে-বলতে মাঝপথেই থেমে গেল বেনজামিন; কিছু একটা মাথার ভেতর নড়েচড়ে বসছে। যদি ওর ধারণা সত্যি হয়...

বেনজামিন কী যেন মিলিয়ে নিলো মনে-মনে। তারপর এলিসিয়াকে ডেকে ফিসফিস করে কিছু বলল। কথা শেষ হওয়া মাত্র তারা দুইজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সবেগে। তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল দুইজনেই।

'ভ্যাআআআআ...আমি এখন বাসায় কিভাবে যাব...আমার আম্মু-আব্বু কত্ত কান্নাকাটি করছে আমার জন্যে...' ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল এলিসিয়া। আংকেল ইভান আর আনিকা চোখ বড়বড় করে ওদের দেখছে আর ভাবছে, *কাজিন দ্বয়ের কী মাথা খারাপ হয়ে গেল?*

'ঠিক বলেছিস তুই, আমাদের আব্বু-আম্মু থাকে এই বইটার বাইরের জগতে। ওখানে যেতে হলে ঐ প্রাণীটার গলায় ঝোলানো লকেটটা লাগবে...ওটা ছাড়া ওখানে যেতে পারবো না। হায় পোড়া কপাল, ঐ হতভাগা প্রাণীকে সেটা কে বোঝাবে...' চোখ মুছতে-মুছতে বলল বেনজামিন। ছোট প্রাণীটি আপেলে কামড় বসাতে গিয়েও থেমে গেল; ওটা এখন কান খাড়া করে শুনছে ওদের কথা।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। কোন দুঃখে যে আমরা এই বইয়ের জগতে আসতে গেলাম। আগে যদি জানতাম যে ফিরে যাওয়াটা এত কষ্টের, তাহলে কখনো ভুলেও এই হতচ্ছাড়া বইটার ভেতরে আসতাম না,' এলিসিয়ার কণ্ঠে শোকের মাতম বেজে উঠেছে ততক্ষণে।

'তোরা কী নাটক করছিস...' বলতে গিয়েই মাঝপথে থেমে যেত হলো আংকেল ইভানকে; আনিকা উনার মুখে *স্টাকিং স্পেল* প্রয়োগ করেছে যাতে কোনো বেফাঁস কথা বলে ফেলতে না পারেন। উনার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফুসুর-ফুসুর করে কী যেন বলল আনিকা। সব শুনে-টুনে হাত দিয়ে *'কিচ্ছু ভেবো না বাপু, আমি আছি'* জাতীয় একটা ইঙ্গিত করলেন আংকেল ইভান। এরপর গোঁ গোঁ করতে-করতে নিজের মুখের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

BanglaBook.org

আনিকা *স্টাকিং স্পেলটা* তুলে নিলো। বড় করে শ্বাস নিলেন আংকেল ইভান; দেখে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ডাঙ্গায় থাকা জলজ মাছ, যে অবশেষে তার আপন ভূমিতে ফিরে আসতে পেরেছে।

এদিকে বেনজামিন আর এলিসিয়া এখনো শোরগোল লাগিয়ে রেখেছে।

'এখন আমাদের বাবা-মায়ের কী হবে বেন...ওরা তো আমাদের শোকে না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে...' বলতে-বলতে ম্যাজিক স্টাফটা বাতাসে দোলাল এলিসিয়া। মধ্য আকাশে একটা স্বচ্ছ পর্দা উদয় হলো। ওটা জ্বলজ্বল করে দীপ্তি ছড়াচ্ছে আর ভাঙ্গা রেডিয়োর মতো শব্দ করছে, যেন সিগন্যাল পাচ্ছে না ঠিকমতো। সাদা-কালো পর্দাটায় ওর বাবা-মায়ের ছবি দেখা যাচ্ছে এখন–ছেলেমেয়ের শোকে কাতর হয়ে কাঁদছেন উনারা দুজন, সেই সাথে পানি পান করতেও অনীহা প্রকাশ করছেন। ধীরে-ধীরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছেন দুইজনেই...

'হ্যাঁ, আর আমাদের আংকেল...এই যে হতভাগ্য আংকেল ইভান...উনার দুইটা ছোট্ট বাবু আছে। ওরা আর কখনোই তাদের বাবাকে দেখতে পাবে না...' বলতে না বলতেই আগের ছবিটা পরিবর্তন হয়ে গেল; এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে নতুন একটি ছবি–আংকেল ইভানের রূপবতী স্ত্রীর (যে কিনা দেখতে অনেকটা হেনার মতো) কোলে দুইটা যমজ বাচ্চা। ওরা *বাবা, বাবা* করে কাঁদছে। সেই সাথে হেনার মতো দেখতে মেয়েটাকেও কাঁদতে দেখা যাচ্ছে–জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছছে অনবরত। খুবই হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে সেখানে।

প্রাণীটি কিন্তু গাছের মগডাল থেকে সবই খেয়াল করছে। ওর ফোলা-ফোলা চোখ দিয়ে ফোঁটায়-ফোঁটায় পানি গড়িয়ে পড়ছে, ঠিক যেভাবে কচি ঘাসের দেহ বেয়ে শিশির বিন্দু মাটিতে পড়ে। কেঁদেই চলেছে ও। আর সেই সাথে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে পানি মুছছে ক্রমাগত।

'আর আনিকা, হায়...ঐ গোলাপি জীবটা যদি জানত যে ওর বাবার মারাত্মক জীবন ঘাতী রোগ আছে! অনেকদিন ধরেই উনি বিছানায় শায়িত আছেন। এই মেয়েটাই উনার একমাত্র সম্বল। এই মেয়ে ছাড়া উনাকে দেখার মতো আর কেউই নেই। যদি আনিকা সময় মতো ফিরে যেতে না পারে, তাহলে ওর বাবাকে কে দেখবে...' ডুকরে কেঁদে উঠল এলিসিয়া। এবার চড়চড় শব্দ করে পর্দার ছবি পরিবর্তন হয়ে গেল। আগেরটার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে এক অসুস্থ বাবার ছবি–একটু পরপর কাশছেন আর '*পানি, পানি*' করে চিৎকার করছেন। কিন্তু উনাকে দেখার কেউই নেই সেখানে।

গোলাপি রঙের প্রাণীটি কাঁদছে। ওর পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না–শত হোক, শিশুর মন ওর। আর কত দেখবে এসব? খুব সাবধানে সে নেমে এলো গাছ থেকে। এরপর ধীর পায়ে টলতে-টলতে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এই দেখে আংকেল ইভান এত জোরে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন যে প্রাণীটি চমকে উঠে দুই পা পিছিয়ে গেল।

BanglaBook.org

'দয়া করে ওভার রিয়েক্ট করা বন্ধ করো, আংকেল ইভান। তোমাকে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কে বলেছে? আরেকটু হলে তো পুরো প্ল্যানই চৌপাট করে দিচ্ছিলে। তুমি শব্দহীন ভাবে কেঁদে যাও...' নিচু কণ্ঠে ভর্তসনা করল বেনজামিন উইলোবি।

প্রাণীটি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এদিকে ওরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে কেঁদে যাচ্ছে যেন এই দুনিয়ায় ওদের চেয়ে অসহায় প্রাণী খুব কমই আছে!

ছোট্ট গোলাপি রঙের প্রাণীটি ওদের দিকেই আসছে...আর ৫ ফুট, আর ৩ ফুট, আর মাত্র ১ ফুট...

প্রাণীটা খুব সাবধানে আনিকার কাঁধে হাত রাখল। আনিকা ওদিকে ফিরেও তাকাল না। প্রাণীটা খুব অবাক হয়ে ওকে একটা ঝাঁকুনি দিল। আনিকা পাত্তাই দিল না। এরপর প্রাণীটা বাচ্চাদের মতো অস্ফুট ভাষায় কী যেন বলল। আনিকা ওদিকে একবার তাকিয়ে অভিমানী ভঙ্গিমায় ঝট করে আবার মুখ ঘুরিয়ে কাঁদতে লাগল।

বেশ লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছোট প্রাণীটি। এরপর একটা অদ্ভুত কাজ করল–নিজের গলায় হাত দিয়ে এক টানে লকেটটা খুলে ফেলল সে, এরপর সেটা বাড়িয়ে দিল ওদের দিকে। ওরা খুব ধীরে-ধীরে তাকাল সেদিকে। আংকেল ইভানের চোখ চকচক করছে; ওখানে এখন দুঃখের লেশমাত্র নেই।

'ইমোশান ধরে রাখো, আংকেল ইভান, নাহলে সে সন্দেহ করতে পারে,' কটমট করে বলল বেনজামিন। 'শেষ মুহূর্তে এসে না আবার সব গোলমেলে হয়ে যায়...তবে আগেরবারের মতো হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠো না যেন।'

এলিসিয়া খুব ধীরে-ধীরে হাতটা বাড়িয়ে দিল লকেটটার দিকে। ওর হাত অল্প-অল্প কাঁপছে। এই শেষ সুযোগ। এত কাছে আসার পর যদি শেষ মুহূর্তে সব বিগড়ে যায়? তাহলে আর জীবনেও ওরা পাবে না চাবিটা।

খুব সাবধানে লকেটটা স্পর্শ করল এলিসিয়া। গোলাপি রঙের জীবটা লকেটটা ছেড়ে দিল পুরোপুরি; ওটা এখন দলা পাকিয়ে এলিসিয়ার হাতে এসে বসে আছে। দুই চার সেকেন্ড অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ওটাকে দেখল সে, এরপর সেটাকে নিজের হাতের মুঠোয় পুরে নিলো।

পেরেছে ও। অবশেষে চাবিটা হাতে পেয়েছে। সেই চাবিটা, যা ওদেরকে বইটা থেকে বেরোতে সাহায্য করবে।

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ৮
দ্য ফার্স্ট গার্ডিয়ান অফ এক্সিট

বালুময় মাঠটিকে পাহাড়গুলো পশ্চিম আর দক্ষিণ দিক থেকে অর্ধবৃত্তাকার, সবুজ গ্যালারির মতো ঘিরে রেখেছে। দুই পাশের পাহাড়ের সারির মাঝে সরু একটি রাস্তা আছে, যেটা এই ভ্যালিটিতে প্রবেশ করার একমাত্র পথ। উত্তর দিকে পাহাড়ের সারি যেখানে শেষ হয়েছে, তার পাশ দিয়েই একদম সোজা অলস ভঙ্গিমায় বয়ে চলেছে ওটিয়োসাসের দুই নদীর একটি; কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ রুপালি জলে তেতে উঠা সূর্যের তীব্র আলো প্রতিফলিত হয়ে চিকচিক করছে। মাঠের ডান দিকে উত্তর ওটিয়োসাস বন দৌড়ে চলেছে একটানা।

বিশাল প্রান্তর জুড়ে কোদাল, শাবল আর গাঁইতির সাথে শক্ত মাটির সংঘর্ষের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বারবার; অন্তত পঞ্চাশ জন উইজার্ড একসাথে মাটি খুঁড়ছে স্বর্ণের সন্ধানে। বিশাল মাঠটির দক্ষিণ প্রান্তে বেনজামিন, আংকেল ইভান আর এলিসিয়া কাজ করছে একসাথে। ওদের থেকে কিছুটা দূরে পূর্ব দিকে মাটি খুঁড়ছেন জর্জ উইলোবি এবং মিসেস রাশনা। তাদের কিছুটা সামনে আছেন এলিসিয়ার বাবা এবং মা। উত্তর দিকে আছেন মিস্টার এন্ড মিসেস জিম, মিস মারিয়া, মিস্টার বোলউইঙ্কেল, অ্যারিয়েলা, সিলভারস্টোন, মিস্টার রিক, অগাস্টাস এবং আরো অনেকে, যাদের নাম ওরা জানেও না। সবার অবস্থাই করুণ; ভিজে চুপসে থাকা জামা লেপটে আছে গায়ের সাথে, কপাল থেকে শিশির বিন্দুর মতো ঘাম ঝরে-ঝরে পড়ছে। কিন্তু এই নির্দয় জানোয়ারগুলোর কোনো দয়ামায়া হচ্ছে না; ওদেরকে দিয়ে একটানা কাজ করিয়েই চলেছে–সেই সকাল থেকে।

ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে অন্তত ষাট জন *অ্যালকাইরি*; ওগুলোর মাঝে কয়েকজন ওদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কোনো কারণ ছাড়াই একটু পরপর বর্শা দিয়ে হালকা গুঁতো দিচ্ছে। বাকি অ্যালকাইরিগুলো অবশ্য গ্রুপে-গ্রুপে ভাগ হয়ে মাঠের এখানে-সেখানে সমানে আড্ডা মারছে; যদিও ওরা নিজস্ব আজগুবি ভাষায় বকবক

BanglaBook.org

করছিল, কিন্তু ওদের চাপা হাসি আর চোখের বদমাইশি ঠাহর দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে আড্ডার বিষয়বস্তু কতটা শালীন হতে পারে।

ওগুলো আকারে ছোট-খাটো, মাত্র সাড়ে তিন ফুট হবে। কিন্তু ওদের উচ্চতা বিবেচনা করে যদি তাদের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসা হয়, সেখানেই ভুলটা হবে; একেকটা শয়তানের চ্যালা, খুদে মাস্তান, *পিউর ইভল* এর এরচেয়ে ভালো উদাহরণ সম্ভবত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয়টি নেই। ওগুলো কানে আর নাকে দুল পরেছে–ফ্যাশন করার জন্যে সম্ভবত–শরীরের চামড়া বেশ রুক্ষ এবং ময়লা, কানগুলো তীক্ষ্ণ, ফুটোগুলো বড়-বড়। গায়ে দিয়েছে ময়লা স্যান্ডো গেঞ্জি, যেটা কোনো এক কালে হয়তো সাদা ছিল, কোমরের থেকে নিচের দিকে ঝুলছে বিভাজিত লয়েন ক্লথ, মানে আন্ডার-গার্মেন্টস–আর বিভাজিত মানে প্রকৃত অর্থেই বিভাজিত; শুধু সামনে আর পেছনের অংশ ঢাকার জন্যে আলাদা দুই টুকরো কাপড় পড়েছে, কিন্তু দুই পাশে আচ্ছাদিত করার যে প্রয়োজন পড়তে পারে, সেটাই হয়তো তাদের মাথায় আসেনি। ওদের পায়ে অসংখ্য লোম, দেখে মনে হয় ওখানে ইচ্ছে করে লোমের চাষ করা হয়েছে। পা দুটো সোজা নয়, কেমন যেন ঋজু, খুব সম্ভবত পেশি জটিলতায় ভুগছে শয়তানগুলো। ওদের অর্ধেকের হাতে তলোয়ার–একটু পরপর ওগুলোকে দুই আঙ্গুলের ফাঁকে নাচাচ্ছে ওরা। বাকি অর্ধেকের হাতে আছে একটা করে লম্বা বর্শা, যেগুলো ওদের চেয়ে আকারে প্রায় দ্বিগুণ। ওগুলোকে সামনের দিকে ধরে উইজার্ডদেরকে ক্রমাগত থ্রেট দিয়ে যাচ্ছে।

ওদের বাসস্থান *ডার্ক ওটিয়োসাস*–মাটির অনেক নিচে অবস্থিত অন্ধকারাচ্ছন্ন এক অঞ্চল, যেটার সাথে মাটির উপরস্থ ওটিয়োসাস আলাদা করা আছে একটা সূক্ষ্ম পর্দার মাধ্যমে। ডার্ক ওটিয়োসাসের অন্ধকারের মাঝেই জন্ম এই প্রাণীগুলোর। এর আগে খুব একটা ভূমির উপরে উঠে আসেনি তারা। একটা কারণ হচ্ছে, ওখান থেকে বের হওয়ার রাস্তা মাত্র দুটি, যেগুলো শহর থেকে অনেক-অনেক মাইল দূরে, আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ওরা ড্রাগোমিরের আগমন এর জন্যে অপেক্ষা করছিল হাজার বছর ধরে। ততদিন নিভৃতে থেকে শক্তি সঞ্চারণ করে গিয়েছে।

তবে সেই সকাল থেকে ওদের কর্মকান্ড দেখে প্রাণীগুলো সম্পর্কে বেশ কিছু ব্যাপার জানতে পেরেছে ওটিয়োসাসের অধিবাসিরা। ডার্ক ওটিয়োসাসের ডিমন অ্যালকাইরিগুলো প্রচণ্ড রকমের ঝগড়াটে, হিংসুটে এবং মতলব বাজ। সারাক্ষণই একটা না একটা ইস্যু নিয়ে পরস্পরের পেছনে লেগে থাকে ওগুলো। ওরা ভয়াবহ রকমের কনফিউজড জীব, যেকোনো সিদ্ধান্তে অন্যের বিরুদ্ধে ভেটো দেয়াটাকে ওরা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে। শুধু তা-ই নয়, ওদের আরো দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ওটিয়োসাসের বাসিন্দাদের অবাক করে তুলেছে। প্রাণীগুলো হাস্যকর রকমের বোকাটে, আর ভয়ংকর রকমের ভিতু।

BanglaBook.org

এত দিন পর্যন্ত *ডার্ক ওটিয়োসাস* আর সেখানকার বাসিন্দাদের ব্যাপারটাকে একটা মিথ বলেই জানতো ওটিয়োসাসের অধিবাসিরা। কিন্তু এখন তারা বুঝতে পারছে, মিথলোজির বইগুলোতে ভুল কিছু লেখা ছিল না।

ড্রাগোমিরের ব্যক্তিগত *ডিমনগুলো* সেই সকাল হতে না হতেই ওদের বাসা বাড়িতে এসে হানা দিয়েছে, এরপর ওদেরকে জোর করে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে। ওগুলোর কাছে নাম জানতে চাইলে ওরা মুখ দিয়ে অর্থহীন কিছু ধ্বনি উচ্চারণ করেছে টানা দশ সেকেন্ড পর্যন্ত। বাধ্য হয় ওরা অনুবাদ জানতে চাইলে প্রাণীগুলো মাথা চুলকাতে শুরু করে দিল, এরপর শ্রাগ করল, তারপর সবাই মিলে জটলা করে কিসব ফুসুর-ফুসুর করতে লাগল। শেষে ওদের মধ্য থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ একজন খসখসে গলায় জানালো, ওদেরকে *অ্যালকাইরি* বলে ডাকলে ওরা খুশি হবে।

তবে ওরা একা আসেনি, ডার্ক ওটিয়োসাসের অন্ধকার কূপ থেকে ওদের সাথে কেউ একজন এসেছে যে ওদের পেছনেই দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছে সব। লম্বায় অন্তত সাত ফুট সে, ডান হাতে একটা লালচে-হলুদ রঙের চাবুক; দেখে মনে হচ্ছে সরাসরি আগ্নেয়গিরির লাভা দিয়ে তৈরি। আর বাম হাত থেকে বের হয়েছে কিছু ছাই রঙের বিষাক্ত স্পাইক, যেগুলো কারো শরীরে একবার ঢুকিয়ে দিতে পারলে কী হবে, সেটা ভাবতেও ভয় হচ্ছে ওদের।

মাথার উপরের দিকটা ভেদ করে ষাঁড়ের মতো দুটো সুচালো শিং বের হয়েছে, যেগুলোর চূড়াটা পরস্পরের দিকে বাঁকানো। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে, ওর শরীর সারাক্ষণই জ্বলছে, যেন ওটা জীবন্ত ফার্নেস। শরীরের উত্তাপের কারণে সে যেখানেই পা রাখছে, ওই জায়গাটা উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে, কালো হয়ে যাচ্ছে কয়লার মতো। দানবটার চোখগুলো বিশ্রী রকমের সবুজ, তার মাঝখানে মিশমিশে কালো রঙের লম্বাটে মনি বসানো আছে। ওটা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার আশেপাশের ঘাস শুকিয়ে গিয়েছে, গাছের গোড়া থেকে পাতা পর্যন্ত কালো হয়ে গিয়েছে। যেখানেই পা রাখছে সে, মৃত্যুর হীমশিতলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে তার আশেপাশে।

ওর নাম? *ক্রাপনিক*। যদিও কেউ ভয়ে জিজ্ঞেস করেনি, কিন্তু অ্যালকাইরিগুলো নিজেরাই জানিয়েছে ওদের ল্যাফটেনেন্ট এর নাম। এবং সেই সাথে জানিয়েছে যে ওকে এই মহান কাজের দায়িত্ব দিয়েছে ড্রাগোমির নিজেই, যাতে সে নিজে তার আগ্নেয়গিরির ভেতর আরাম করে শুয়ে থাকতে পারে ওটিয়োসাসের অধিবাসীদের উপার্জিত এবং উত্তোলিত স্বর্ণ আর মূল্যবান বস্তুর স্তূপের উপর।

সেই সাত সকালে সবার দরজায় এসে কড়া নাড়া শুরু করেছে ড্রাগোমিরের মিনিয়নরা। দরজা খুলতেই অ্যালকাইরিগুলোকে দেখতে পেল ওরা; ওদের হাতে একটা বিশাল লিস্ট, যেখান থেকে তাদের ফ্যামিলির সদস্যদের নাম-ধাম পড়ছে ওরা। নাম ডাকা শেষ হলেই ওরা মাথা গোনা শুরু করে দিত, একজনও কম পেলে চিৎকার-চেঁচামেচি করে পুরো বাড়ি মাথায় তুলছিল আর ক্রমাগত থ্রেট দিচ্ছিল যে *মিসিং সদস্যকে* এখুনি হাজির না করলে সোজা গিয়ে তাদের ল্যাফট্যানেন্টদেরকে বলে দেবে।

BanglaBook.org

ওটিয়োসাসের অধিবাসীরা ভেবেই পেল না যে এই ছোট-খাটো ডিমনগুলো কিভাবে তাদের সবার বাসার ঠিকানা, এবং সে বাসায় কতজন থাকে, কে কে থাকে, এতসব কিছু জানলো? হয়তো বা, *পিওর ডিমন* বলেই এত কিছু জানে ওগুলো, কে বলতে পারে?

অবশ্য, এই ব্যাপারটা নিয়ে এতকিছু ভাবার সময় পায়নি ওরা, কারণ, অ্যালকাইরিগুলো ওদের বাসায় ঢুকে সমস্ত স্বর্ণ-রৌপ্য আর মূল্যবান চকচকে সামগ্রী ছিনিয়ে নিয়েছে–অবশ্য *লুটতরাজ* বললে সম্ভবত আরো শক্তিশালী হয় কথাটা। শুধু যে মূল্যবান বস্তুই ডাকাতি করে ক্ষান্ত দিয়েছে তারা তা নয় মোটেও; ওরা ছিনিয়ে নিয়েছে একজন উইজার্ডের সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে কাছের, বিপদের বন্ধুকেও–ওদের ম্যাজিক স্টাফ, এবং ম্যাজিক ইকুইপমেন্টস। হাতের সামনে যতগুলো ম্যাজিক স্টাফ এবং এমিউলেট পেয়েছে, সবগুলোকে এনে জড়ো করেছে শহরের প্রধান চৌরাস্তার মোড়ে–জিরো পয়েন্টে।

ওখানে ওটিয়োসাস গভর্নর পল জোডিয়্যাকের গ্রে কালারের একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল বিদ্রোহী ভঙ্গিতে–এক হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে রেখেছেন যেন কাউকে থ্রেট দিচ্ছেন, আর সেই সাথে পুরো শরীর টানটান করে রেখেছেন, যেন সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন শত্রুর উপর। যে স্তম্ভটার উপর অবস্থিত ছিল ওটা, তার পাশেই অগ্নি-দানব ক্রাপনিক–ড্রাগোমিরের ল্যাফটেনেন্ট–দাঁড়িয়ে ছিল পাহাড়ের মতো। মূর্তিটার পায়ের কাছে এনে সমস্ত ম্যাজিক স্টাফ, ম্যাজিকেল এমিউলেট আর ইকুইপমেন্ট জড়ো করে অগ্নি-দানবটার দিকে তাকিয়ে বো করল শয়তানের দোসরগুলো।

ক্রাপনিকটা কিছুক্ষণ বিষদৃষ্টিতে পড়ে থাকা কাঠের স্তূপ আর লকেটগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো, এরপর ওর চাবুকটাতে একটা ঝাঁকুনি দিল; কোনো একটা প্রাণীকে চাবুক দিয়ে পেটালে যেরকম '*সপাং*' করে শব্দ হয়, সেই শব্দটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিলে যেমন বীভৎস আর হৃদয়বিদারক হবে, ঠিক সেরকম একটা শব্দ হলো।

চোখের পলকেই চাবুকটা উড়ে এসে কাঠের স্তূপের উপর পড়ল। চাবুকটার স্পর্শ লাগার সাথে-সাথেই ম্যাজিকেল আইটেমের ঢিপিটার গায়ে আগুন ধরে গেল, যেন কেউ পেট্রোল ঢেলে ম্যাচ মেরেছে এইমাত্র। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল কাঠের ছোট-খাটো পাহাড়টা। ওটিয়োসাসের অধিবাসীদের বিস্ফারিত চোখের সামনে দাউদাউ করে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল ওদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার একমাত্র অবলম্বন।

যদিও সমগ্র ওটিয়োসাসের সবাই চৌরাস্তার মোড়ে ছিল না তখন–প্রায় অর্ধেক অধিবাসিই পালিয়েছে বাসাবাড়ি ছেড়ে। কার দায় পড়েছে এসব শয়তানের হাতে নিজেকে তুলে দিয়ে গোটা দিন গতর খাটার?

তবে সাধারণ লোকদের ভেতর যতজন ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন, তার চেয়ে সম্ভবত সরকারী এবং বিরোধী নেতারাই বেশি পরিমাণে নিখোঁজ রয়েছেন। ড্রাগোমিরের সৈন্যদল প্রথমেই এসে সরকারি অফিসে হানা দিয়েছিল, দখল করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু

মজার ব্যাপার হলো, পুরো অফিস খাঁ-খাঁ করছিল তখন, কারো টিকিটারো খবর নেই। সব পালিয়েছে, একযোগে।

তবে যারা পালিয়েছে তাদের আত্মীয়-স্বজনের উপর নেমে এসেছে অমানুষিক অত্যাচার। ওটিয়োসাসের সবাইকে ধরে আনা হয়েছে শহরের জিরো পয়েন্ট এ, জায়গাটা এখন লোকে লোকারণ্য। ওখানে সবাইকে এনে জড়ো করার পর যাদের বাড়ির লোকজন পালিয়েছে, তাদেরকে একে একে ডাকা হয়েছে। এরপর পালিয়ে যাওয়া সদস্য কোথায় আছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। যারা উত্তর দিতে পারেনি, তাদেরকে যা করা হয়েছে সেটা দেখে ওদের পেট গুলিয়ে উঠল।

ঐ অসহায় লোকগুলোকে অগ্নি-দানবটা তার চাবুক দিয়ে প্রহার করেছে শুরুতে। প্রতিটা আঘাতের সাথে শরীরের চামড়ায় পচন ধরেছে, পুরোপুরি কালো হয়ে গিয়েছে আশেপাশের চামড়া। সেই সাথে পোড়া চামড়ার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে। মার খেয়ে যারা তথ্য উগড়ে দিয়েছে ওদেরকে বুক বরাবর লাথি দেয়া হয়েছে, ওরা একেকজন উড়ে গিয়ে জনতার ভিড়ের ভেতর পড়েছে। এরপর ঐ লোকগুলোকে ধরতে দুইজন করে অ্যালকাইরিকে পাঠানো হয়েছে সাথে-সাথে।

আর যারা অসম্ভব মার সহ্য করেও মুখ খোলেনি, তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হয়েছে। ক্রাপনিকটা নিজ হাতে ওদেরকে হত্যা করেছে। দানবটার হত্যা করার পদ্ধতিটাও গায়ে কাঁটা দেয়ার মতো–ওর হাতে থাকা লালচে হলুদ রঙের আলো সহকারে জ্বলতে থাকা চাবুকটাকে বৃত্তাকারে চালিয়ে দিত বন্দীর কোমর বরাবর। নিরীহ লোকটা চিৎকার করার ও সময় পেতো না, এর বহু আগেই ওর শরীরটা কোমর বরাবর দুইভাগ হয়ে দুইদিকে গড়িয়ে পড়ত।

ততক্ষণে পুরো শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে সেই দানব আর তার দোসররা। শহরে ঢোকার সবকটি রাস্তায় খুদে বামনগুলোকে বসিয়ে দিয়েছে সে। কেউ ঢুকতে গেলেই বর্শা দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে।

এরপর অ্যালকাইরিরা লিস্টটা নিয়ে ইচ্ছামতো নাম ডাকলো। ওরা কাঁপতে-কাঁপতে সামনে এলো, চোখে-মুখে মৃত্যু ভয়। ক্রাপনিকের নির্দেশে অ্যালকাইরিগুলো ওদেরকে সোজা নিয়ে গেল উত্তরের ব্যালিস্টিয়ান উপত্যকায়–ওখানে স্বর্ণের খনিতে কাজ করবে ওরা। বাকিদেরকে বেশ কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করল ওরা, এবং জানাল যে একেকদিন একেক গ্রুপ খনিতে কাজ করবে। আজকের দিনের মাইনারদেরকে এক পাল ভেড়ার মতো উপত্যকার উদ্দেশ্যে তাড়িয়ে নিয়ে গেল কিছু অ্যালকাইরি। ওদের সামনে ছিল ক্রাপনিক; বোঝাই যাচ্ছে যে এসব কাজের দায়িত্ব ওর ঘাড়ে সঁপে দিয়ে নিজ বাসস্থানে আরাম করছে ড্রাগনটা।

মাইনারদের প্রথম দল চলে যাওয়ার পরেই বাকি সবাইকে বাসায় ফিরে যেতে বলা হয়েছিল–শুনে ওরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো–আজকের দিনের মতো অবশ্য। আর কোনো কথা না বলে সবাই মাথা নিচু করে যার-যার বাসস্থানে ফিরে যেতে লাগল। পরাধীনতার কালো আবরণ এ ছেয়ে গেল এক কালের স্বাধীন, সার্বভৌম

BanglaBook.org

ওটিয়োসাস। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শান্তিপূর্ণ স্বাধীন জনতা অতি শীঘ্রই এক দল খেটে খাওয়া মাইনার এ পরিণত হলো।

ব্যালিস্টিয়ান উপত্যকার একদম মাঝখানের উঁচু টিপিটার উপর দাঁড়িয়ে আছে অগ্নি-দানবটা–ক্রাপনিক; ডান হাতে শক্ত করে ধরে আছে চাবুকটাকে, একটু পরপর ঘাড় ঘুরিয়ে পুরো মাইন ফিল্ডটাকে চিলের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে। ওরা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে যে, ওরা যদি কাজ ফাঁকি দিয়ে নাকও চুলকোয়, তাহলে সেটাও তার চোখে পড়ে যাবে আর সাথে-সাথে শাস্তি পেতে হবে।

'কী ব্যাপার বলতো,' আংকেল ইভান কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে বললেন। গাঁইতি দিয়ে ইতিমধ্যেই বড়-সড় একটা গর্ত একাই খুদে ফেলেছেন উনি। 'ড্রাগোমিরকে কোথাও দেখছি না কেন?'

'আরে বলো না,' বলল বেনজামিন; ওর কপালে বড়বড় পানি-বিন্দু জমা হয়ে আছে, যেকোনো সময় ঝরে পড়ার অপেক্ষায় আছে ওগুলো, 'ড্রাগনগুলো ভয়াবহ রকমের অলস হয়। এরা অন্যদেরকে ঠিকই কাক ডাকা ভোরে তুলে দেয় আর নিজেরা উঠে বেলা বারোটায়।'

'জঘন্য জানোয়ার বলতে যা বোঝায় আরকি,' আংকেল ইভান ঘোঁত-ঘোঁত করে উঠলেন।

অ্যালকাইরিদের ভেতর থেকে একজন মুখ তুলল, ওর ভ্রু কুঁচকে এসেছে, হাতের তলোয়ারটাকে দুই আঙুলের ফাঁকে ভয়ানক ভঙ্গিতে ঘোরাতে চেষ্টা করছে; সম্ভবত ড্রাগোমিরের অপমান সহ্য করতে পারছে না।

'কাজের সময় কোনো বাড়তি কথা নয়,' খেঁকিয়ে উঠল ওটা, এরপর হাত দিয়ে মাঠের মাঝখানের টিপিটার উপর দেখিয়ে দিল। 'আর একটা কথা বললে...সোজা গিয়ে বসকে বলে দেব, বুঝলে?'

আংকেল ইভান রাগে গজর-গজর করতে-করতে কাজ করতে লাগলেন। *ঈশ, যদি ম্যাজিক স্টাফটা সাথে থাকতো,* মনে-মনে ভাবলেন আংকেল ইভান, *তাহলে এই হতচ্ছাড়াকে দেখিয়ে দেয়া যেত যে আসল বস কে।*

এরপর আর কোনো কথা না বলে ওরা মাটি খোঁড়ায় মন দিল। বিশাল উপত্যকাটা থেকে অনবরত মাটি খোঁড়ার শব্দ আর খশখশে গলার হাসির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। মাঝেই-মাঝেই প্রচণ্ড কর্কশ একটা স্বর ভেসে আসছিল ঐ উঁচু টিপিটা থেকে–সম্ভবত ওরা যাতে রিল্যাক্স করতে না পারে সে জন্যে ক্রাপনিকটা নির্দিষ্ট সময় পরপর নিজস্ব ভাষায় হাঁক-ডাক ছাড়ছিল।

একটা বুড়ো অ্যালকাইরি মাঠটা পেট্রোল দিতে-দিতে দক্ষিণ দিকে চলে এসেছে, যেখানে আংকেল ইভান, বেনজামিন আর এলিসিয়া কাজ করছিল; ডান হাতে নিজের চেয়ে দেড়গুণ লম্বা জ্যাভেলিন ধরে রেখেছে, আর বাম হাত দিয়ে নিজস্ব শরীরের পেছন দিকের অংশ চুলকোচ্ছে অলস ভঙ্গিতে। আংকেল ইভানের পেছনে

BanglaBook.org

এসে থমকে দাঁড়াল ওটা; উনি তখন উবু হয়ে একমনে গর্ত খুঁড়ছিলেন আর অভিশাপ দিচ্ছিলেন। অ্যালকাইরিটার মুখে একটা ফিচলে হাসি ফুটে উঠল।

'হেই!' পঞ্চমবারের মতো সেনসিটিভ জায়গায় বর্শার গুঁতো খেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন আংকেল ইভান। 'মানুষের পার্সোনাল জায়গাগুলোকে অন্তত শ্রদ্ধা করতে শেখো, বুঝলে?'

যে অ্যালকাইরিটা উনাকে ফুঁড়ে দিয়েছে, সে এখন দাঁত কেলিয়ে হাসছে–নোংরা দাঁতের ফাঁকে একটা মৃত পোকা ঝুলছে। ওটাকে কচকচ করে চিবিয়ে খেয়ে ঢোঁক গিলল ওটা, এরপর একটা বিশ্রী রকমের *রঅঅঅঅ* জাতীয় শব্দ করে পেটে হাত বুলোতে-বুলোতে মাইনারদের মাঝে চক্কর দিতে লাগল অহংকারী ভঙ্গীতে।

সূর্য এখন মধ্য আকাশে চলে এসেছে, নিচের ভূমিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার আলো আর উত্তাপ। নিচের অধিবাসীরা তখনো খুঁড়েই চলেছে একটানা; ভালো হতো যদি ওদের সাথে ম্যাজিক স্টাফগুলো থাকতো, তাহলে আর এত কষ্ট করে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে হতো না–কিন্তু, যদি ওগুলো ওদের সাথে থাকতো, তাহলে হয়তোবা ওদেরকে এই জানোয়ারদের কথা মেনে নিতেও হতো না।

আংকেল ইভান বেশ মনোযোগ দিয়েই কাজ করছিলেন–পাশেই বেনজামিন, আর এলিসিয়া উইলোবি সমানে গতর খাটছে। কোনরূপ পূর্ব সংকেত দেয়া ছাড়াই হঠাত করে উনি তল পেটে হাত দিয়ে বসে গেলেন, এরপর কোঁকোঁ করে চেঁচাতে লাগলেন যেন উনার পেটে *ফুড মেলস্ট্রোম* চলছে।

'হেই? কী হয়েছে তোমার? এমন করছো কেন?' কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রবীণ অ্যালকাইরি খেঁকিয়ে উঠল।

'ভাই, প্লিজ। একটু দয়া করুন, আমার বেশ ধরেছে। একটু ছেড়ে আসতে দিন,' আংকেল ইভান চোখ-মুখ লাল করে বললেন। পাশের দুইজন সাথে-সাথে নাকে হাত চাপা দিয়ে নিলো; আংকেল ইভানের পেটের যান্ত্রিক গোলযোগ সম্পর্কে ওদের চেয়ে ভালো আর কেইবা জানে।

অ্যালকাইরিটা কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে আংকেল ইভানকে দেখলো, বুঝতে চাইছে যে এটা কোনো ট্রিক কিনা, এরপর উঁচু ঢিপিটার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত রকম কর্কশ স্বরে কিছু কথা বলল। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রাপনিকটা এতক্ষণ সবই দেখছিল চুপচাপ, কিন্তু কিছু বলেনি এতক্ষণ। অ্যালকাইরিটার কথাটা শোনার পর ওর সবুজ চোখগুলো জ্বলে উঠল আরো তীব্রভাবে। এরপর গর্জন করে উঠল, *'লা রুউউউকশা হুর দি সিয়াত...'*

'অনুবাদ, প্লিজ?' আংকেল ইভান বেশ কষ্ট করে জিজ্ঞেস করলেন অ্যালকাইরিটাকে। ওটা এখন এমনভাবে আংকেল ইভানের দিকে তাকাচ্ছে যেন দৃষ্টি দিয়েই ফুঁড়ে দেবে উনাকে।

'উনি মাইন ফিল্ড পরিশুদ্ধ রাখার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' অ্যালকাইরিটা রূপান্তর করল। 'তবে, স্রেফ দুই মিনিট সময় দিয়েছেন উনি। এর ভেতর জঙ্গলে গিয়ে

BanglaBook.org

ছেড়ে আসবে। দুই মিনিটের বেশি এক মিনিটও যদি সময় লাগে, তো প্রতি মিনিটের জন্যে একটা করে চাবুক পড়বে পিঠে।'

আংকেল ইভান পেটে হাত চিপে ধরে আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন। 'যেন দুই মিনিটে সে নিজে এসব করতে পারবে আরকি...'

'কী বললে তুমি?' অ্যালকাইরিটা ধমকে উঠল।

আংকেল ইভান খুব নিষ্পাপ চেহারায় তাকালেন টিপিটার দিকে, এরপর এক হাত তুলে নাড়াতে থাকলেন ক্রাপনিকটার উদ্দেশ্যে। 'আমি আবার ফিরে আসবো, আপনি একদম চিন্তা করবেন না।'

ক্রাপনিকটা নাক দিয়ে ঘোঁতঘোঁত করে বিশ্রী একটা শব্দ করলো, এরপর অন্যদিকে মন দিল।

আংকেল ইভান তলপেটে হাত দিয়ে গোঙাতে-গোঙাতে জঙ্গলের দিকে চললেন; উনাকে দেখতে লাগছিল দু'পেয়ে হাঁসের মতো, যে টলতে-টলতে হাঁটছে। উনার অবস্থা দেখে আশেপাশের অ্যালকাইরিগুলো বিদ্রুপ করতে লাগল। ওদের মাঝে বুড়ো মতোন একজন চিৎকার করে উঠল, 'দেখ, আবার প্যান্ট নোংরা করো না যেন।'

সবগুলো অ্যালকাইরি নিজদের পেট এ হাত চিপে ধরে হেসে উঠল হোহো করে–একেকজন হাসতে-হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এরপর সবাই মিলে আংকেল ইভানের হাঁটার ভঙ্গি অনুকরণ করতে লাগল–পুরো ব্যাপারটায় বেশ মজা পেয়ে গেছে শয়তানের দোসরগুলো। আংকেল ইভান সামনের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে উনার ডান হাতটা উপরের দিকে তুললেন–সম্ভবত অ্যালকাইরিগুলোকে মধ্যাঙ্গুলি দেখানোর কথা ভাবছিলেন, কিন্তু শেষমেশ তার বিপক্ষে রায় দিলেন; নিজের মধ্যাঙ্গুলি দিয়ে নিজের ঘাড় চুলকাতে লাগলেন, এরপর হাঁসের মতো টলতে-টলতে অচিরেই জঙ্গলের গহীনে হারিয়ে গেলেন।

আংকেল ইভান চলে যাওয়ার পরে ওরা খুঁড়োখুঁড়ি শুরু করল আবার। হাত দুটো ব্যথায় টনটন করছে বেনজামিনের, কিন্তু অভিযোগ যে করবে সে সুযোগও নেই।

প্রায় দশ মিনিট চলে গেল এভাবে। আংকেল ইভান এখনো ফিরে আসেননি জঙ্গল থেকে।

'কী হলো, ও ফিরে আসছে না কেন এখনো?' যে অ্যালকাইরিটা আংকেল ইভানকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল, ওটা বলে উঠল। একবার পুরো মাঠ চক্কর দিয়ে এসেছে ওটা, আংকেল ইভানকে ওদের সাথে দেখতে না পেয়ে খেপেছে বেশ। 'এসব কাজ সকালে সেরে আসতে পারেনি সে? যত্তসব আজাইরা লোকজন...'

'স্যার, আমার মনে হয়, লোকটার অনেক জোরে লেগেছে,' নিরীহ ভঙ্গীতে বলল পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা অ্যালকাইরি; ওরা ছোট-খাটো জটলা করে আড্ডা দিচ্ছিল ওখানে। ও যাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলেছে, সে সম্ভবত তাদের দলনেতা। ব্যালিস্টিয়ান উপত্যকায় থাকা অ্যালকাইরিদের দায়িত্বে আছে সে।

BanglaBook.org

'হুম...সেটা সম্ভব...যদি না...' মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল অ্যালকাইরি চিফ, এরপর উঁচু টিপিটার দিকে তাকিয়ে কোঁত করে বড়সড় একটা ঢোক গিলল। 'উনি যদি জানতে পারেন যে ঐ লোক এখনো ফিরে আসেনি...তাহলে আমার ছাল তুলে নেবেন সবার আগে। কারণ, আমিই ঐ লোকটাকে ছাড়ার ব্যাপারে উনাকে বলেছিলাম।'

অ্যালকাইরিদের মধ্যে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। ওরা উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে।

'সাইলেন্স!' অ্যালকাইরি চিফ গলাটাকে খাদে নামিয়ে দিয়ে বলল, অল্প-অল্প কাঁপছে ও। 'আমাদের বস যাতে কোনভাবেই এটা না জানতে পারেন। বুঝেছ? যা বলবে, নিচু কণ্ঠে বলবে।'

'চিফ, আমার তখনি মনে হচ্ছিল যে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না,' জটলার মধ্যে থাকা এক তরুণ অ্যালকাইরি বলে উঠল। সে কোত্থেকে যেন একটা সানগ্লাস জোগাড় করেছে, ওটা তার মুখের অর্ধেকটাই ঢেকে ফেলেছে। 'লোকটাকে দেখলেই বোঝা যায় যে সে একটা ফিচলে শয়তান। আপনি সহজ-সরল লোক বলে ওকে যেতে দিয়েছেন। আমি হলে ওকে এখানেই সব কিছু করতে বাধ্য করতাম।'

অ্যালকাইরি চিফ ইন কমান্ড তার নিচের ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবতে লাগল। এরপর ত্বরিত সিদ্ধান্তে পৌঁছল। 'রয়, ডিলান,' জটলার মধ্যে থাকা দুইজনের দিকে নির্দেশ করল সে, 'তোমরা ওকে খুঁজে নিয়ে আসবে, এখুনি।'

'না মানে, স্যার, যদি লোকটা আসলেই ইয়ে করতে গিয়ে থাকে...ওকে ওই অবস্থায় ধরা কি উচিত হবে?' মুখ কাঁচুমাচু করে বলল ডিলান। সাথে-সাথে রয় মাথা নেড়ে ওর বক্তব্যে পূর্ণ সমর্থন জানাল।

'দরকার হলে ওই অবস্থাতেই ওকে ধরে আনবি, হারামজাদা!' খেঁকিয়ে উঠল অ্যালকাইরি চিফ।

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে অ্যালকাইরি দুইজনেই বেরিয়ে গেল আংকেল ইভানকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে।

মৃদু বাতাস এসে বয়ে যাচ্ছে মাঠের মাঝখান দিয়ে, যেন ওদের অবস্থা দেখে দয়া হয়েছে তার। আশেপাশের ঠুকঠাক আওয়াজ বিন্দুমাত্র কমেনি, আগের মতোই একঘেয়ে সুরে চলছে ওগুলো। ক্রাপনিকটা আরেকবার গর্জন ছাড়ল সবার উদ্দেশ্যে, এরপর জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে রইলো মাঠের উত্তর দিকে।

বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেল। আশেপাশে গাঁইতি আর শাবলের আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বিরক্ত মানুষের হাহাকার। এদিকে অ্যালকাইরি চিফ ইন কমান্ডের কপালের চামড়া কুঁচকে এসেছে, এক দৃষ্টিতে বনের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

'এতো দেখি মহা বিপদ,' চিফ ইন কমান্ড স্বগতোক্তি করল। 'সামান্য প্রাকৃতিক কাজের অনুমতি দিয়ে এত বড় ঝামেলায় পড়বো, সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি বাপু...'

BanglaBook.org

সামনের দিকে হেঁটে গেল ও। এরপর পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে তাকাল বনের দিকে, যেন এভাবে দাঁড়ালে আরো কিছুটা দূরে দেখতে পাবে ও। হতাশ হয়ে মাথা নাড়তে লাগল সে। এরপর পাশেই থাকা দশজনের জটলার দিকে ফিরে ফ্যাশফ্যাশ করে বলল, 'তোমরা চারজন যাবে এবার, বুঝেছ? আর মনে রেখো, তোমরা জঙ্গলের ভেতর যাওয়ার সময় যাতে কারো চোখে না পড়ে, বিশেষ করে আমাদের ল্যাফটেনেন্ট এর।'

আড়চোখে আরেকবার টিপিটার উপর চোখ বুলিয়ে নিলো সে; দানবটা এখন ওদের দিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে।

বেনজামিন আর এলিসিয়া এখন দাঁড়িয়ে আছে নিজেদের খোঁড়া মাটি থেকে দশ ফুট গভীর এক গর্তের ভেতর; ওদের পায়ের পাতাকে স্পর্শ করে আছে সোনালি রঙ্গা পানি–অবশেষে স্বর্ণ খুঁজে পেয়েছে ওরা। পানির নিচে কাদা মাটির ভেতর অগণিত স্বর্ণের টুকরো লুকিয়ে আছে–ওগুলো আকারে অনেক ছোট, নুড়ি পাথরের সমান, আর এবড়ো-থেবড়ো। ওগুলোর কারণে পুরো জায়গাটার পানি সোনালি রঙ ধারণ করেছে; দেখে মনে হচ্ছে গলিত স্বর্ণের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে ওরা। গর্তের ভেতর দাঁড়িয়ে থেকেই কান খাড়া করে শুনছে বাইরের কথোপকথন।

'আমার মনে হয়, প্রভুকে এটা জানানো দরকার,' বলল একটা খশখশে গলা, অনেক উত্তেজিত শোনাচ্ছে ওকে।

'মাথা খারাপ?' আরেকজন বলল। 'এখন বললে সে আমাদেরকে আস্ত রাখবে ভেবেছ? ঐ লোক তো ভেগেছেই, সেই সাথে আমাদের দুইজন লোককেও গায়েব করে দিয়েছে সে। আর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এই চারজনও নিখোঁজ হতে যাচ্ছে।'

'হুম...ঠিক বলেছ,' আগের চেয়ে মোটা আরেকটা গলা বলল, 'এই চারজন গিয়েছে আরো পনের মিনিট আগে, এখনো ফিরে আসেনি ওরা। ওদের কপালে ভালো কিছু হয়নি, আমি এটা হলফ করে বলতে পারি।'

'এরপরেও বলছো লেফটেন্যান্টকে না জানাতে?'

কণ্ঠস্বরগুলো কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলো, যেন ওদের গলা চিপে ধরেছে কেউ।

বেশ কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে খমখমে একটা গলা শোনা গেল। 'ওখানে আর লোক পাঠাবার দরকার কী? আমরা তো দিব্যি এখানে বসেই গোটা দিন কাটিয়ে দিতে পারি।'

চারপাশে সমর্থনের একটা গুঞ্জন শোনা গেল। 'ও ঠিকই বলেছে। ঐ ভুঁড়িওয়ালা লোকটা পালিয়েছে তো কী হয়েছে তাতে? যেতে দাও ওকে! হু কেয়ারস?! আমরা বাকি যারা আছি, তারা এখানেই বসে বিকেল পর্যন্ত পাহারা দেই, ব্যস, ল্যাঠা চুকে গেল।'

'কিন্তু, ওহে বোকার হদ্দ,' বলল খশখশে গলাগুলোর ভেতরে সবচেয়ে ভারি একটা কণ্ঠস্বর, 'ওর পেছনে যেয়ে আমাদের ছয়জন লোকও যে নিখোঁজ হয়েছে, সে

BanglaBook.org

খেয়াল আছে? ঐ জঙ্গলের ভেতর নিশ্চয়ই কোনো একটা গোলমাল আছে, এবং আমি নিশ্চিত যে এটা ঐ লোকেরই কাজ। আমাদের জানা দরকার যে আমাদের লোকদের কপালে ঠিক কী ঘটেছে। একা একজন লোক ছয়জন অ্যালকাইরিকে গুম করে দিল, তাও আবার একদম খালি হাতে...তোমাদের কী মনে হয় না, ব্যাপারটা চেক করে দেখা দরকার?'

'আমিও ওর সাথে একমত,' চিকন একটা গলা বলল। 'এমনও হতে পারে আমাদের সঙ্গীরা এখনো বেঁচে আছে, হয়তো সময় মতো গেলে ওদেরকে বাঁচানো যাবে। অতএব, দেরি না করে আমাদের যাওয়া উচিত ওখানে।'

জটলার লোকেদের ব্যস্ততা যেন বেড়ে গেল হুট করেই; বেনজামিন আর এলিসিয়া বুঝতে পারলো যে ওরা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'এক মিনিট,' আরেকটা কণ্ঠস্বর বলল। 'আমাদের ছয়জন ইতিমধ্যেই গায়েব হয়ে গিয়েছে। এখন যদি আরো ছয়জন গায়েব হয়ে যায়, তাহলে এই জায়গার সিকিউরিটি দুর্বল হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় কেউ যদি আমাদেরকে আক্রমণ করে...'

'ওহ কাম অন,' চিকন গলাটা বলল, 'আমাদেরকে কে আক্রমণ করবে বলো? উইজার্ড সবাইকে শহরের ভেতর বন্দি করে রাখা হয়েছে, তাছাড়া ওদের বুজরুকি দেখানোর ছড়িগুলো, ওগুলোও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কী দিয়ে আক্রমণ করবে ওরা?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে ওদের একটা বিশাল অংশই পলাতক আছে এখনো,' অ্যালকাইরিটা ওকে মনে করিয়ে দিল।

'আহ...ধুর। তুমি শুধু-শুধুই ভাবছ। তোমাকে বলি, এই জায়গাটাতে আক্রমণ করলে ওরা নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়বে। ভুলে যেও না আমাদের সাথে কে আছে। এই জায়গাটাতে অন্তত ওরা সুবিধা করতে পারবে না।'

ওরা নিচু স্বরে তর্ক করতে লাগল। সিদ্ধান্ত নেয়াটা সহজ হচ্ছে না ওদের জন্যে।

'শেষ একবার চেষ্টা করে দেখি। প্রভু এখন ঘুমুচ্ছেন, উনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো উচিত হবে না। এবার ছয়জন যাবে, তবে একসাথে নয়, দু'জন-দু'জন করে তিন দলে ভাগ হয়ে। এক দল সামনে যাবে, আরেক দল তাদের থেকে বেশ কিছুদূর পেছনে থাকবে। এবং শেষ দলটা হবে স্কাউট, ওরা লুকিয়ে-লুকিয়ে যাবে।'

'এতে লাভ কী হবে?'

'লাভ এটাই হবে যে একসাথে সবাইকে হারাতে হবে না,' বলল সেই কণ্ঠস্বরটা। 'পেছনের দুজন স্কাউট কোনো ঝামেলা দেখলে সোজা আমাদের কাছে দৌড়ে আসবে, এরপর জানাবে যে কোথায় এবং কী হয়েছিল।'

'ঠিক আছে,' খশখশে একটা গলা বলল। 'যা করার জলদি করো, প্রভুর ঘুম ভাঙলে আমাদের পিটিয়ে ছাতু করে দেবেন।'

BanglaBook.org

গর্তের পাশ থেকে অনেক লোকের একসাথে সরে যাওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বেনজামিন আর এলিসিয়া এবার গর্তের মুখে মাটি কেটে তৈরি করা সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা উপরে উঠে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল।

দুইজন করে মোট তিনটা দল রওয়ানা দিয়েছে উত্তরের বনভূমির দিকে। বাকি অ্যালকাইরিরা গর্তটা থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মাঠের মাঝখানের ছোট-খাটো পাহাড়টার উপর এখনো বসে-বসে ধ্যান করছে, অথবা ঘুমুচ্ছে ক্রাপনিকটা। ওর নাক দিয়ে কেমন যেন গুমগুম শব্দ বের হচ্ছে।

ঠাণ্ডা বাতাস এসে দ্বিতীয় দফা ওদের মুখে ঝাপটা মেরে গেল, এরপর সারা মাঠে দৌড়াতে লাগল। বনের গাছগুলো হালকা কাঁপছে, যেন বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে ট্যাপ ড্যান্স করছে।

প্রায় পনের মিনিট পর বনের ভেতর থেকে একটা অ্যালকাইরি ছুটে এলো ওদের দিকে; ভয়ানক ভাবে হাঁপাচ্ছে, চোখে-মুখে আতংক, যেন ভয়ানক কিছু দেখেছে ও।

'চিফ...চিফ...ফাঁদ...' কোনোমতে বলতে পারলো অ্যালকাইরিটা। সাথে-সাথেই শাঁই করে কিছু একটা উড়ে এসে একদম ওর পিঠে ফুঁড়ে বুকের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এলো। একটা তীর।

'ক...কে? কার কাজ এটা?' আতঙ্কিত গলায় বলল অ্যালকাইরিদের দলনেতা। অনেক উঁচুতে আকাশের ভেতর থেকে কালো কালো কী কতগুলো ধেয়ে আসছে দল বেঁধে। ওগুলোর দিকে চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইলো অ্যালকাইরিগুলো।

কিছু বুঝে উঠার আগেই ওগুলো একের পর এক উল্কার মতো এসে মাটিতে পড়তে লাগল। তীরগুলো একের পর এক অ্যালকাইরিকে ফুঁড়ে দিতে লাগল, এরপর পিঠ ভেদ করে মাটির সাথে গেঁথে গিয়ে ওগুলোকে মাটির সাথেই গেঁথে দিতে লাগল। সবুজ রক্তে ভেসে যাচ্ছে বালি।

'প্রভুকে জাগাও!' বাকিগুলো দৌড় দিল উঁচু টিপির দিকে। মাঠের অপর প্রান্তে থাকা অ্যালকাইরিগুলো ততক্ষণে সাবধান হয়ে গিয়েছে; আকাশটাকে পর্যবেক্ষণ করছে মনোযোগ দিয়ে।

বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ওদের দেখা সবচেয়ে আজগুবি ধরনের প্রাণী–সংখ্যায় অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন হবে, প্রত্যেকের হাতেই স্বর্ণমণ্ডিত ধনুক, ওগুলোতে শর পরানো ছিল। পিঠে কুইভার, ওখানে অতিরিক্ত তীর রাখা আছে। কোমরে আছে সবুজ লতা-পাতা দিয়ে তৈরি বেল্ট, যেখানে গুঁজে রাখা আছে দ্বি-ধার বিশিষ্ট ড্যাগার।

কিন্তু প্রাণীগুলোর আকার-আকৃতি আর চেহারাই ওদেরকে চমকে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট–ওগুলোর শরীর দেখে মনে হচ্ছে মৃত গাছের ছাল-বাকল, শুকিয়ে যাওয়া পাতা আর ঘুণে ধরা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কোনো চেহারা নেই যেটা

BanglaBook.org

দিয়ে একজনকে আরেকজন থেকে আলাদা করা যায়। কারো-কারো মুখের অর্ধেকই নেই, ছাল উঠে গিয়েছে বহু আগেই, আর কারো হয়তো মুখের উপর লম্বালম্বি কাটা দাগ। ওদের মাথায় দু'চারটে শুকনো পাতা দেখা যাচ্ছে, সেই সাথে পিঁপড়ে বাসা বেঁধেছে, যদিও তাদের কোনো বিকার নেই–যেন মাথায় পিঁপড়ের বাসা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার তাদের জন্যে।

এলিসিয়ার মিথলোজির বইয়ের সেই ফরেস্ট স্পিরিট, *ইনসিডিয়েটর*–এসাসিন এবং সেই সাথে হান্টার–যারা স্বর্ণের বিনিময়ে যেকোনো কাজ করে। তবে স্রেফ স্বর্ণই ওদের সাহায্য পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়।

গতরাতে উত্তর ওটিয়োসাস বন থেকে যখন চাবিটা সংগ্রহ করে আগামীকালের জন্যে প্ল্যান করছিল ওরা, এলিসিয়া তখনি এই হান্টারদের কথা জানিয়েছিল ওদেরকে। যদিও ওরা লোকচক্ষুর সামনে কখনোই আসে না, কিন্তু ওদের সাহায্য চাইতে হলে যে কাউকে বনের ভেতর ঢুকে একটা রিচুয়াল সম্পন্ন করতে হয়, ওদের ডাকতে হয়। যদি রিচুয়াল সমস্ত নিয়ম মেনে ঠিকঠাক ভাবে সম্পন্ন করা যায়, তাহলে ওরা সামনে আসে। তখন ওদের সাহায্য চাইলে তারা একটা নির্দিষ্ট অংকের স্বর্ণ দাবি করে বসে। উপযুক্ত মূল্য পেলে তারা যেকোনো কাজ করতে রাজি হয়।

আংকেল ইভান এলিসিয়ার কথা শুনে সাথে-সাথে জানালেন যে উনি নিজেও বনের ভেতর এই স্পিরিটগুলোকে দেখেছেন। তাই, মিথটার উপর ভরসা করাই যায়, এই রায় দিলেন উনি।

আর তাই, প্ল্যান মতো আংকেল ইভান বনের ভেতর চলে গেলেন, যেখানে আনিকা–যে গত রাতটা বনেই ক্যাম্প করে কাটিয়ে দিয়েছে–আগে থেকে অপেক্ষায় ছিল একটা নির্দিষ্ট স্থানে, এবং সে সমস্ত রিচুয়ালের ব্যবস্থা করে ফেলেছিল আগে থেকেই। প্রাথমিক কাজটা সম্পন্ন করতে অন্তত চার ঘণ্টা লাগে। আর তাই, সকাল থেকে মাইন খোঁড়া ছাড়া ওদের হাতে আর কোনো কাজ ছিল না। তাছাড়া ওরা জানতো যে, যদি ওরা বাসায় ফিরে না যায়, তাহলে ওদের পরিবারের উপর নির্যাতন শুরু হবে।

তবে আনিকার ব্যাপারটা আলাদা–গতকাল ড্রাগোমিরের ধ্বংসযজ্ঞের পর এমনিতেই অনেক লোক বাসা-বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। যদিও আনিকার পরিবার কোথাও যেতে চায়নি, কিন্তু সে ওদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গোপন কোনো যায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

রিচুয়ালটা আনিকার পক্ষে একা করা সম্ভব ছিল না, কমপক্ষে দুজন পূর্ণ বয়স্ক জাদুকর এর প্রয়োজন হয় এটার জন্যে। আর তাই, আংকেল ইভানকে একটা ছুতো ধরে বনের ভেতর যেতে হয়েছিল। তাছাড়া অ্যালকাইরিদেরকে একে-একে বনের ভেতর নিয়ে মেরে ফেলার মাধ্যমে এসাসিনগুলোর কাছে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ দেয়ারও একটা ব্যাপার ছিল, যেটা রিচুয়ালেরই একটা অংশ। ওরা অযোগ্য কাউকেই সাহায্য করে না।

BanglaBook.org

রিচুয়াল সম্পন্ন হবার পর এসাসিনগুলো সামনে আসে। এরপর কী কাজ করতে হবে সেটা বুঝে নিয়েই মোটা অংকের পেমেন্ট দাবি করে বসে ওগুলো।

আংকেল ইভান তাদেরকে ব্যালিস্টিয়ান ভ্যালিতে থাকা স্বর্ণের অর্ধেকটা দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। ইনসিডিয়েটরগুলো একটা ঈগল স্কাউট পাঠায় আকাশে, ওর কথার সত্যতা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ্য করার জন্যে। ঈগল স্কাউট যখন উপত্যকাটা ঘুরে এসে ওদের সবুজ সংকেত দেয়, তখনি কাজে নেমে পড়ে ওগুলো।

বেনজামিন আর এলিসিয়া উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল বাইরের দৃশ্যগুলো। অদ্ভুত প্রাণীগুলোর তীর আর ড্যাগারের আঘাতে একের পর এক অ্যালকাইরি মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, তেমন কোনো প্রতিরোধই করতে পারছে না ওরা।

মাঠের মধ্যখানে বসে থাকা ক্রাপনিকটা শান্ত ভঙ্গিতে সব দেখে যাচ্ছে–ওর ভিতর কোনো উত্তেজনা নেই, যেন এমনটা যে হবেই, ওটা সে জানতো আগে থেকে।

একটা অ্যালকাইরি তার বর্শাটা ফুঁড়ে দিল একটা ফরেস্ট স্পিরিট এর বুকে।

গ্রুউউউউ...চেঁচিয়ে উঠল ওটা, এরপর ওর ছাল বাকল ফেটে এক দলা পোকা বেরিয়ে এলো। যে অ্যালকাইরিটা ওকে মেরেছে, ও হাত মুঠ করে পোকাগুলো ধরলো, এরপর মুখে পুরে দিয়ে কচকচ করে চিবিয়ে খেতে লাগল।

বমি এসে গেল এলিসিয়ার। এই দৃশ্য সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে।

আর ঠিক তখনি, ওদের পেছন দিকে একটা ঘরঘর শব্দ শুনতে পেল সে। দ্রুত ঘুরে তাকাল বেনজামিন আর এলিসিয়া; একটা অ্যালকাইরি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পেছনে, সিঁড়ির একদম সামনের স্টেপ এ পা দিয়ে; এক হাতে ধরে রেখেছে ওর বল্লমটা, যেটাকে ওদের দিকে ছুঁড়ে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওটা।

অ্যালকাইরিটা হুট করে ওটা চালিয়ে দিল বেনজামিনের গলা বরাবর। ও সরতে গিয়ে ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে গেল এলিসিয়ার গায়ের উপর, যে ওর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। দুই কাজিনই মাটিতে পড়ে গেল; বেনজামিনের পিঠের নিচে এলিসিয়া চাপা পড়েছে। কিন্তু এলিসিয়ার সেদিকে নজর নেই; ও হতবাক চোখে তাকিয়ে আছে জ্যাভেলিনের শ্যাফট এর দিকে, যেটা এই মুহূর্তে ধেয়ে আসছে তাদের দিকে–প্রথমে বেনজামিনকে ফুঁড়বে ওটা, এরপর ওকে। ওটার মুখের ত্রিভুজ আকৃতির তীক্ষ্ণ ধারালো অংশটা সূর্যের আলোয় চিকচিক করে উঠল একবার।

হোয়াম...

তীব্র বেগুনি আলোর ঝলকানির সাথে বর্শাটা ঠিক বিপরীত দিকে রওয়ানা দিল, যেন ওটার মুখ বরাবর কেউ একজন হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিয়েছে। ঘ্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো, আর অ্যালকাইরিটার পেটের ভেতর ঢুকে গেল বর্শার পেছনের অংশটা; অবশ্য অ্যালকাইরিটা তার আগেই মারা গিয়েছে।

গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন আংকেল ইভান। উনার মুখের স্বভাবসুলভ দুষ্টুমির হাসি আর নেই, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে জোড়া লেগে আছে, কপালের চামড়া কুঁচকে আছে, হাতের পেশি শক্ত হয়ে আছে। উনার হাতে নিজের ম্যাজিক স্টাফ, যেটা

BanglaBook.org

গতরাতেই আনিকার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন উনি। কারণ, তার ধারণা ছিল, ওদের কাছ থেকে ওগুলো কেড়ে নেয়া হবে শুরুতেই। কোমরের ডান দিকে সুতোর সাহায্যে ঝুলছে একটা সবুজ রঙের শিঙ্গা।

'চলে আয় তোরা, জলদি,' উনি গম্ভীর মুখে বললেন। 'আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই।'

বেনজামিন আর এলিসিয়া দেরি না করে উনার পিছু-পিছু ছুটতে থাকল। পুরো প্রান্তরটাই তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এখানে-সেখানে ইনসিডিয়েটর স্পিরিটদের সাথে অ্যালকাইরিদের যুদ্ধ হচ্ছে, গাছের ছাল-বাকল, আর মৃত পাতা উড়ছে বাতাসে, মাইনাররা যুদ্ধে নেমেছে, ওদের কারো হাতে ধনুক, কাঁধে তূন, কারো হাতে ড্যাগার, কিংবা কারো হাতে গাছের বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত মোটা ডাল। ইনসিডিয়েটরদের এক দল যখন আক্রমণ করছিল, আরেকদল তখন খুব দ্রুত মাইনারদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ওদের হাতে তুলে দিয়েছিল প্রয়োজনীয় অস্ত্র, যাতে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে, এবং সেই সাথে, এই যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করতে পারে।

বনের দিকে যেতে থাকল ওরা তিনজন। সামনে গিয়ে যেতে-যেতে একটা অ্যালকাইরিকে ম্যাজিক স্টাফ এর ধাক্কায় আকাশে উড়িয়ে দিলেন আংকেল ইভান, এরপর আরেকজনের আঘাত মাথা নিচু করে এড়িয়ে যেয়ে সোজা একটা ব্লাস্ট বসিয়ে দিলেন ওর পেটে; খড়কুটোর মতো আকাশে উড়ে গেল ওটাও।

আরো দুটো অ্যালকাইরিকে উড়িয়ে দিয়ে বনের কাছাকাছি ফাঁকা যায়গাটায় চলে এলো ওরা তিনজন, এদিকে কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না। ওরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ওদের সামনেই পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে আনিকা জুলফিকার, যার হাতে এখন এলিসিয়ার ইনস্ট্যান্ট টেলিপোর্টার, যেটা গতরাতেই ওর হাতে তুলে দিয়েছিল সে। দু'চোখ বন্ধ করে চার্মটা আউড়ে যাচ্ছে আনিকা।

টেম্পলাম সেক্টারিয়ো গ্রেটিয়া ভ্যালি ডি অ্যারামান্ডিও...

ম্যাজিক পোর্টালটা শূন্যে ভাসতে-ভাসতে তার সর্বোচ্চ আকার ধারণ করল। ওটার স্বচ্ছ পর্দায় ফুটে উঠেছে একটা উপত্যকার ছবি; বিশাল-বিশাল পর্বতের মাঝখানে একটা মাটির রাস্তা যেটা কোনাকুনি ভাবে ভ্যালিটাকে ছেদ করে পূর্ব দিকে হারিয়ে গিয়েছে।

'হারি আপ।' আনিকা ওদের দিকে ফিরল। এবং ওরা এই প্রথমবারের মতো বুঝতে পারলো, গত কয়েক ঘণ্টায় সে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে।

ওর চোখগুলো আগের মতো শান্ত নেই, বরং ওগুলোতে যেন স্পার্ক হচ্ছে। মেরুন রঙ্গা চামড়ার তৈরি ব্যাটল আর্মার এ ওর শরীরের উপরের অংশ ঢাকা। আর্মারের ফাঁক-ফোকর গলে ওর ব্লু টপস দৃশ্যমান হচ্ছে, হাল্কা নীল রঙ এর জিন্স পরেছে, কপালে একটা লাল ব্যান্ড বেঁধে রেখেছে, যেটার পেছনের অতিরিক্ত অংশ বাতাসে উড়ছে পতপত করে। ওর কোমরের কাছে লাগানো চামড়ার বেল্টের বাম পাশে

BanglaBook.org

আর ডান পাশে দুটো করে মোট চারটা স্ট্র্যাপ লাগানো আছে, যেখান থেকে তিনটি ছুরির চকচকে সিলভার বাঁট উঁকি দিচ্ছে। আর ডান পাশের সর্বশেষ স্ট্র্যাপ থেকে ওর ম্যাজিক স্টাফ এর মুখটা বেরিয়ে আছে; ম্যাজিক প্রয়োগ করে ওটাকে আকারে ছোট করে রেখেছে সে। ওর পিঠের সাথে লাগানে আছে একটা তূণীর, যাতে বেশ কয়েকটা শর এবং একটা সবুজ রঙের ধনুক রাখা আছে। আত্মবিশ্বাস আর প্রতিজ্ঞা ঠিকরে-ঠিকরে বেরোচ্ছে ওর শরীর থেকে। ওকে দেখতে এখন লাগছে একজন দক্ষ হান্টার এবং একজন এসাসিনের মতো।

ওটিয়োসাস গভর্নর এর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা আনিকা জুলফিকারের লেখিকা পরিচয় বাদেও আরেকটা পরিচয়ও আছে–ও একজন দক্ষ যোদ্ধা। ওটিয়োসাস গভর্নর এর উপদেষ্টা পদে যোগ দেয়ার আগে সে স্পেশাল ওয়ার্লক ফোর্স এর ল্যাফটেনেন্ট ছিল। তীর আর ড্যাগার নিয়ে যুদ্ধ করার শিক্ষাটা সেখান থেকেই পেয়েছে ও।

'হা করে আমার মুখ দেখছো কী তোমরা?' আনিকার কথায় বাস্তবে ফিরে এলো ওরা। 'জলদি এসো।'

আর ঠিক তখনি মাঠের একদম মাঝখান থেকে একটা গর্জন ধেয়ে এলো। ক্রাপনিকটা এখন যুদ্ধে নেমেছে। ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে মাঠের সমস্ত উইজার্ড আর ইনসিডিয়েটরগুলো। অ্যালকাইরি সব মরে গিয়েছে আগেই। শূন্য মাঠের এখানে ওখানে কালিমার মতো লেগে আছে ওদের দেহগুলো।

ক্রাপনিকটা ওর হাতের চাবুকটাকে বৃত্তাকারে চালিয়ে দিল চারপাশে থাকা জনতার উদ্দেশ্যে। কিছু বুঝে উঠার আগেই বেশ কিছু উইজার্ড আর ইনসিডিয়েটর একসাথে আকাশে উঠে গেল।

'মাম, ড্যাড!' বেনজামিন আর এলিসিয়া একসাথে চেঁচিয়ে উঠল। দুইজনেই একসাথে দৌড়ে যাচ্ছিল ওদিকে, কিন্তু তার আগে দু'জোড়া শক্ত হাত এদেরকে ধরে ফেলল।

'না, আমাদের রাস্তা আলাদা,' আনিকা চিৎকার করে উঠল, ও দুই হাতে ধরে রেখেছে বেনজামিনকে। আংকেল ইভানের হাতে আবদ্ধ হয়ে আছে এলিসিয়া। দুইজনেই প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে ছুটে চলে যাওয়ার জন্যে। 'উনারা ভালোই থাকবেন। আই প্রমিজ। একমাত্র আমরাই পারি সব কিছু বন্ধ করতে। আর আমাদেরকে সেটাই করতে হবে এখন। কাম অন!'

চোখ ঝলসানো নীল আলোর ভেতর ডুবে যাওয়ার আগে বেনজামিন এক নজর দেখতে পেল যুদ্ধে ক্ষেত্রের ছবি–অ্যালেক্স উইলোবি কোমরে হাত দিয়ে মাটিতে বসে আছেন। এলিসিয়ার মা মাটি থেকে উঠার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। কয়েকটা ফরেস্ট স্পিরিট এর বাকলে আগুন জ্বলছে, হাত দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করছে ওরা। এখানে-ওখানে উইজার্ড আর উইচদের নিথর দেহ পড়ে আছে...

BanglaBook.org

এরপর তার চোখ পড়ল যাদেরকে সে খুঁজছিল এতক্ষণ–জর্জ উইলোবি থরথর করে কাঁপছেন, স্ত্রীর মাথাটা কোলের উপর নিয়ে বসে আছেন, অনবরত ঝাঁকাচ্ছেন দেহটাকে...

পর-মুহূর্তেই ঘূর্ণির ভেতর হারিয়ে গেল বেনজামিন।

***

ভ্যালি অফ ন্যাক্সাসের কোনো কিছুই পরিবর্তন হয়নি, সব কিছুই আগের মতো আছে, আশেপাশের পৃথিবীতে পরিবর্তন হলেও, ওখানে তার বিন্দুমাত্রও ছোঁয়া পড়েনি। ওখানকার প্রকৃতি, গাছপালা, ঝোপঝাড় সবকিছু আগের মতোই অলস ভাবে বিশ্রাম করছে, ওখানে কোনো প্রাণ চাঞ্চল্য নেই, নেই কোনো উদ্দীপনা। বালুময় প্রান্তরের অপর প্রান্তে ম্যানিটোকে দেখা যাচ্ছে; একটা আরাম কেদারায় বসে আছে, শেষ বিকেলের মায়াবী রোদ এ শরীর এলিয়ে দিয়েছে আগের মতোই। পাশেই ওর বল্লমটা রাখা।

'ওকে, ম্যানিটোকে বোঝাতে হবে যে আগেরবার ও ঘুমিয়ে পড়লে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গিয়েছিলাম। ও যাতে ভুলেও টের না পায় যে আমরা ভেতরে গিয়েছিলাম, বুঝেছ?' দশম বারের মতো সবাইকে মনে করিয়ে দিল এলিসিয়া।

'সে নাহয় বুঝলাম, কিন্তু ম্যানিটোর চোখ ফাঁকি দিয়ে আবার ঐ যায়গায় কিভাবে যাবে?' বেনজামিন জিজ্ঞেস করল। ওর দেখা ব্যালিস্টিয়ান উপত্যকার শেষ দৃশ্যটা সে কারো সাথেই শেয়ার করেনি, এবং সে নিশ্চিত আর কেউ ঐ ভয়াবহ দৃশ্য দেখেনি। ও চায় না যে কয়েক হাজার টন চাপ অনুভব করছে সে, বাকিরাও সেটা অনুভব করুক। ওদের এসব জানার দরকার নেই–*ফর দ্য গ্রেটার গুড।*

'আগেরবার যেভাবে গিয়েছিলাম, ঐভাবেই,' আংকেল ইভান বললেন।

'ম্যানিটো সন্দেহ করবে না?' আনিকা জিজ্ঞেস করল।

'ম্যানিটোর মাথায় মনে হয় না এত বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে। ও বুঝতেই পারবে না যে ওকে দুই দু-দু'বার বোকা বানানো হচ্ছে,' এলিসিয়া ওকে নিশ্চিত করল।

'আর যদি বুঝতে পারে?' আনিকা জিজ্ঞেস করল, ওর গলায় নিখাদ সংশয়। ওর বারবার মনে হচ্ছে, আগেরবার ওরা পার পেয়ে গেলেও, এবার কিছু একটা হবে।

একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল প্রান্তরটা ধরে, ওদের লক্ষ্যের দিকে, যে এই মুহূর্তে মাঠের অপর প্রান্তের পাহাড়ের গুহার সামনে বসে আছে–ম্যানিটো। ওরা সবাই একটু পরপর আড়চোখে দেখছে আংকেল ইভানকে, ম্যানিটো উনাকে দেখতে পেলে যে কী অবস্থা করবে সেটাই ভাবছে। মনে দ্বিধা নিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। বুকের খাঁচার ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস-ধড়াস করছে ওদের।

BanglaBook.org

কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না। ম্যানিটো আংকেল ইভানকে দেখা মাত্রই হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এলো, ওর হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিতে।

'আরে, বন্ধু ইভান যে,' বেশ আন্তরিক ভঙ্গিতে তেড়ে এলো। এরপর এমন ভয়াবহ রকমের হাগ দিল আংকেল ইভানকে যে উনার বক্ষ পিঞ্জরের হাড় কটকট করে প্রতিবাদ করে উঠল। 'আবার দেখা হলো। আমি তো ঐদিন খুব অবাক হয়েছিল, জানো। আমি কখনোই ঘুমাইনি এর আগে। ঐদিন কিভাবে যে ঘুমিয়ে গেলাম, বুঝতেই পারছি না। জেগে উঠে দেখি তোমরা নেই। তোমরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতে-করতে বিরক্ত হয়ে চলে গিয়েছিলে? কিন্তু বন্ধু, আমি আসলেই দুঃখিত, আমার ওভাবে ঘুমিয়ে পড়া উচিত হয়নি।'

'আমম...ম্যানিটো...আমাদেরও আসলে ওইদিন না বলে চলে যাওয়া উচিত হয়নি,' কোনোমতে বলতে পারলেন আংকেল ইভান। এরপর হাভাতের মতো গুহার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'কিন্তু কিছুই করার ছিল না। আমাদের অনেক তাড়া ছিল।'

'আরে রে রে,' ম্যানিটো বাধা দিল আন্তরিক ভঙ্গিতে, 'বাদ দাও তো। যা হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে। এখন এটা নিয়ে আর ভেবে কী হবে বলো। এসো, তোমাদের সবার জন্য এক মগ করে গরম চকোলেট কফি দিচ্ছি, খেয়ে আরাম পাবে।'

এরপর ম্যানিটো উৎসাহ নিয়ে ধেয়ে গেল ওর কফি শপের দিকে। ওর কফি বানানোর মেশিনগুলো সিলিন্ডারের মতো, যেগুলোর গায়ে ম্যানিটোর ছবি–কফি হাতে নিয়ে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর মুখে একটা করে নল আছে, যেখানে চাপ দিলেই কফি এসে পড়ে–চার রঙের মেশিনে চার রকম স্বাদের কফি। ওখানে টেবিলের উপর একটা বড়সড় মগ পড়ে আছে–ম্যানিটোর কফি-মগ। মিনেটোরটা কফি টেবিলের উপর বাড়ি দিতেই '*টিং*' জাতীয় একটা শব্দ হলো, আর চারটে মিনিয়েচার কফি মগ এসে উদয় হলো সিলিন্ডার আকৃতির কফি-মেশিনগুলোর উপর, যেগুলোর গায়ে স্টিকার সাঁটা আছে, যেখানে ম্যানিটোর হাসি-মাখা মুখ খোদাই করা আছে, আর ওর বুকের উপর অনেক প্রাচীন ভাষায় কী যেন লেখা আছে।

কফিতে চুমুক দিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল ওরা। ম্যানিটো বিশেষ কিছু বলতে পারছিল না, কারণ তার অভিজ্ঞতা অন্যদের তুলনায় বেশ কম–সত্য বলতে গেলে '*কম*' শব্দটাকে '*শূন্য*' দিয়ে প্রতিস্থাপন করা উচিত। দানবটা প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে বাকিদের গল্প শুনছিল আর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। ওরা গোল হয়ে বসে আছে বালির উপর। ম্যানিটো গল্প শুনছে আর তার ফেভারিট কফি মগে চুমুক দিচ্ছে। একবার চুমুক দিয়ে ওটা বালিতে রেখে দিচ্ছে। এরপর কিছুক্ষণ পরে মগটা আবার হাতে তুলে নিয়ে কফি পান করে যাচ্ছে–ভুলেও কফির মগের ভেতর তাকাচ্ছে না।

বেনজামিনের এসব কিছুতে মন বসছে না; ওরা ব্যালিস্টিয়ান ভ্যালি ছেড়ে এসেছে সেই দুপুরে, আর এখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এই সময়ের ভেতর ওদিকে কত

BanglaBook.org

কিছু হয়ে যাচ্ছে, কে জানে। ওর বাবা-মা, চাচা-চাচি, ওর আত্মীয়-স্বজন সবাই ওখানে আছে। যদি ওদের কিছু হয়ে যায়...

জোর করে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলো ও। কিন্তু কিছুতেই সেটা মাথা থেকে যাচ্ছে না। পাগলের মতো এদিক-ওদিক মাথা ঝাঁকাতে লাগল ও, চিন্তাটাকে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিতে চাইছে। *যদি অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা যেত, তখন হয়তো এই কুৎসিত চিন্তাগুলো মাথায় আসতো না*, মনে-মনে ভাবছে বেনজামিন।

কিন্তু এই মরুভূমির ভেতর নিজেকে ব্যস্ত রাখার মতো তেমন কিছুই নেই–ম্যানিটোর সাথে আড্ডায় যোগ দেয়া ছাড়া, যেটা করতে ওর মোটেও ইচ্ছে করছে না। ম্যানিটোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না ও; মেকি বন্ধুত্বের অজুহাতে একবার এই সোজা-সরল দানবটাকে বোকা বানিয়েছে তারা, এবং আবারো বানাতে যাচ্ছে। কিন্তু এই দানবটা সেই শুরু থেকেই ওদেরকে অনেক কাছের বন্ধু ভেবে আসছে, ওদের সাথে আন্তরিকভাবে গল্প করছে। ম্যানিটো ভেবেছে ওরা তাকে দেখতে এসেছে, সময় দিতে এসেছে। ওর ধারণা, তার বন্ধুরা তাকে অনেক-অনেক মিস করেছে, আর তাই সমস্ত কাজ-কর্ম ফেলে শুধু তার সাথে আড্ডা দিতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরের এই জনশূন্য প্রান্তরে ছুটে এসেছে!

এই হাজার বছরেও কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করেনি; এর একটা কারণ হয়তো এই যে, তেমন কেউই এই জায়গাটায় এর আগে আসেনি। আর আরেকটা কারণ হচ্ছে, এই জায়গাটায় এর আগে কেউ এসে থাকলেও ম্যানিটোর হাতে থ্রেট খেয়ে সোজা উল্টো দিকে দৌড় দিয়েছে সে–বন্ধুত্ব অনেক দূরের ব্যাপার।

এই একাকী দানবটার জীবনে ওরা এসেছে বন্ধুর মুখোশ পড়ে, ওর সহজ-সরলতার সুযোগ নিয়ে ওকে পেছন থেকে ছুরি মারতে, নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে।

অনেক কষ্ট করে মিনেটোরটার দিকে তাকাল বেনজামিন; লোমশ দানবটার মুখে প্রশান্তির হাসি, চোখের তারায় খেলা করছে বন্ধুত্বের উষ্ণতা–বেনজামিন আর পারলো না, জোর করে নিজের চোখকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল সে; ওর গলায় শক্ত কিছু একটা আটকে আছে, ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

এবং এবার, নিজেকে ব্যস্ত রাখার অন্য একটা উপায় পেয়ে গেল সে।

কিছুটা দূরে ডান দিকে বালুর ভেতর দুটো স্করপিয়ন লড়াই করছিল; লড়াই এর বিষয়বস্তু–বন্ধুর বুকে ছুরি মেরে শিকারের পুরো ভাগ আদায়; অন্যকথায়–নিজের স্বার্থসিদ্ধি। বিছেগুলোর জীবনের সম্ভবত একটাই মোটো–শেয়ারিং ইজ *ব্যাড* ফর ইউর হেলথ।

যে গুবরে পোকাটাকে নিয়ে ওরা মারামারি করছিল, ওটা অনেক আগেই অসাড় হয়ে গিয়েছে–বেচারা জানতেও পারলো না যে তার শিকারিদের মধ্যে কার জয় হলো, আর কে তার চমৎকার মাংস আর হাড়গুলোর ভাগ পেল।

বেনজামিন তার সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিল বিছে দুটোর লড়াইয়ে–*স্করপিয়নস ব্যাটল টু ডেথ।*

BanglaBook.org

ওদিকে বাকি তিনজন তখনো গল্প করে যাচ্ছে নিজেদের মতো করে। গল্পের ফাঁকে-ফাঁকে প্রায়ই ম্যানিটোর উচ্ছ্বসিত হাসির ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে অতি উৎসাহিত হয়ে ওদের পিঠে বন্ধুত্বপূর্ণ ঘুষিও বসিয়ে দিচ্ছে–যেটা আসল ঘুষির চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।

কিন্তু ম্যানিটো যতটা খোশমেজাজে আছে, ওরা কেউই কিন্তু ততটা নেই। মুখে হাসি ঝুলিয়ে রাখলেও, ভেতরে-ভেতরে নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হচ্ছে ওদের সবারই। ওরা গল্প করছে আর একটু পরপর একজন আরেকজনের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে–এতক্ষণে ড্রাগোমিরের জেনে যাওয়ার কথা যে ব্যালিস্টিয়ান ভ্যালিতে আসলে কী হয়েছে।

ওরা সবাই নার্ভাস হয়ে আকাশটাকে দেখতে লাগল, যেন মেঘের আড়াল হতে যেকোনো সময় ড্রাগনটা বেরিয়ে আসবে আর ওদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে বিশালাকার বাজপাখির মতো।

'হেই, ম্যানিটো,' আংকেল ইভান হঠাত তাড়া দিলেন–ম্যানিটো হাসি মুখে তাকাল উনার দিকে, হাতে এখনো গরম কফির মগ, 'তোমাকে আরো কয়েকটা কবিতা শোনাবো বলে মনস্থির করেছি আমি। এবং এবারেরগুলো আগেরবারের মতো এত বোরিং হবে না, কথা দিচ্ছি।'

ম্যানিটো একগাল হেসে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার আগেরবারের কবিতাগুলোও আমার আসলেই অনেক পছন্দ হয়েছিল। যদিও শেষ কবিতাটা শুনতে পারিনি, কারণ আমি আগেই ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম...কেন যে এমন হলো...'

'আজকের কবিতাগুলো আমি শুধুমাত্র তোমার জন্যেই লিখেছি,' আংকেল ইভান ত্বরিত-গতিতে বাধা দিলেন ওকে। 'চলো ম্যানিটো, বসে পড়ো, ভাই। তোমাকে আজ এমন কবিতা শোনাবো, যেটা এর আগে কেউ কখনো শোনেনি।'

'আমাদের সবার জন্যে আরো কফি নিয়ে আসি, কেমন?' বলেই ম্যানিটো উঠে গেল। কিন্তু ওদের এখন আর কফি খাওয়ার ইচ্ছে নেই।

'দরকার নেই,' আনিকা বলল–ম্যানিটো ততক্ষণে নিজের মগটাতে ভিন্ন স্বাদের কফি ঢেলে নিয়েছে। 'আমাদের পাকস্থলী এখন আসলে ঠিক...খাবার নেয়ার মতো উপযুক্ত অবস্থায় নেই...'

আনিকার কথাটা আসলেই মিথ্যা নয়; ওদের পেট ভয়াবহভাবে গুড়গুড় শব্দ করছে, তবে সেটা ক্ষুধার কারণে নয় মোটেও–নার্ভাস, অমানুষিক রকমের নার্ভাস হয়ে আছে ওরা।

আংকেল ইভান কবিতা শুরু করলেন। উনি ঠিকই বলেছিলেন, এই কবিতাগুলো ওরা এর আগে কখনোই শোনেনি। এগুলো আংকেল ইভানের রিসেন্ট কবিতা। ইনফ্যাক্ট, গতরাতেই কষ্ট করে করে লিখেছিলেন এগুলো, শুধুমাত্র ম্যানিটোর জন্যে।

BanglaBook.org

একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছেন উনি, আর আড়চোখে তাকাচ্ছেন ম্যানিটোর দিকে; মিনেটোরটা অনুমিত ভাবেই ঢুলছে–চোখের পাতা ভারি হয়ে যাচ্ছে, চোখ খোলা রাখতেই কষ্ট হচ্ছে ওর। ওই অবস্থাতেই হাত তালি দিচ্ছে, আর একটু পরপর কফির মগে চুমুক দিচ্ছে।

কবিতার আসর এর বিশ মিনিট এভাবেই চলে গেল; তখনো ম্যানিটো পুরোপুরি উল্টে পড়ে যায়নি, এখনো কিভাবে-কিভাবে যেন চোখ খোলা রাখতে সক্ষম হচ্ছে ও–যদিও সে ঢুলছে অলক্ষুণে ভাবে, কিন্তু এরপরেও...

'ও তো ঘুমোচ্ছে না,' চাপা স্বরে বেনজামিনের কানে-কানে বলল এলিসিয়া। 'ব্যাপারটা কী? আগেরবার তো এমন হয়নি...'

চমকে উঠল বেনজামিন; এতক্ষণ ধরে এদিকে কী হচ্ছে সে বিষয়ে ওর কোনো ধারনাই ছিল না–ও নিজের সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে বিছে দুটোর যুদ্ধ দেখছে। একটা বিছে ইতিমধ্যেই বেশ আহত হয়েছে; আগের মতো আর দ্রুত নড়তে পারছে না ও। সেই সুযোগে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে অপরজন। এলিসিয়ার গলা কানে যেতেই সম্বিত ফিরল ওর। মাথাটা ঝাড়া দিয়ে পরিস্থিতিটা একবার বুঝে নিলো, এরপর আংকেল ইভানের কবিতার খাতায় নজর বোলাল–খাতার একদম সর্বশেষ পাতাগুলোতে চলে এসেছেন উনি। আর বেশি নেই, বড়জোর তিন-চার পাতা। উনার গলা কাঁপছে অল্প বিস্তর, উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন ভেতরে-ভেতরে। ম্যানিটো কবিতার তালে-তালে তার মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাচ্ছে, একটু পরপর চোখ ডলছে।

'শিট! উনার ফুয়েল শেষ হয়ে আসছে!' বেনজামিন বাকি দুইজনের কানে-কানে বলল, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আছে সে। ওর আবার চোখ পড়ল বিছে দুটোর উপর–ওদের মাঝে একজন অপরজনের বর্মের ভেতরের নরম যায়গাটা খুঁজে পেয়েছে অবশেষে; দেরি না করে সোজা ঢুকিয়ে দিয়েছে লেজের সাথে লাগানো লাল রঙের স্টিং-টা। মুহূর্তেই নিথর হয়ে পড়েছে অপরজন–মারা গিয়েছে ও। 'অথচ ভারি হয়ে আসা চোখের পাতা আর হালকা-পাতলা ঢুলুনি বাদ দিলে গণ্ডারটার উপর পুরো এক প্ল্যাটুন কবিতার তেমন কোনো প্রভাবই পড়েনি! দ্যটস ইম্প্রেসিভ!'

'এখন কী করবি?' এলিসিয়া ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল। আংকেল ইভান ততক্ষণে ওকে একটা গুঁতো মেরেছেন–*নিড এ প্ল্যান বি* জাতীয় সংকেত দিচ্ছেন। 'তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতেই হবে, নাহলে ঐ জানোয়ারটা ওটিয়োসাসের অর্ধেক লোক মেরে ফেলবে।'

'আগেরবার তো এমন হয়নি, এবার কী হলো বুঝতে পারছি না...' বেনজামিন মাথা চুলকে বলতে লাগল, অবশ্যই এমনভাবে যাতে ম্যানিটোর কানে না যায়। জয়ী বিছেটা গুবরে পোকাটাকে নিয়ে বালুর ভেতর চলে গিয়েছে। যুদ্ধের ফাঁকা ময়দানে পড়ে আছে পরাজিত সৈনিকের দেহ। 'গতবারের কবিতাগুলোর চেয়ে এবারেরগুলোর মাদকতার পরিমাণ আরো বেশিই বলে মনে হচ্ছে। আই মিন, সিরিয়াসলি...আমরা যদি একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশনে না থাকতাম, তাহলে কবেই ঘুমিয়ে পড়তাম...'

BanglaBook.org

বেনজামিনের চোখ পড়ল ম্যানিটোর উপর–দানবটা এখন বামে আর ডানে দুলছে দাদুদের আমলের ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো, সেই সাথে কফিতে চুমুক দিচ্ছে, আর চুকচুক শব্দ করছে মুখ দিয়ে।

একই সাথে দুটো স্পার্ক হলো বেনজামিনের মাথায়; ম্যানিটোর ঘুমিয়ে না পড়ার কারণ বুঝতে পারলো ও, আর সেই সাথে এই অবস্থা থেকে উত্তরণেরও একটা বুদ্ধি মাথায় স্তূপাকারে জমা হলো।

এক লাফে ম্যানিটোর কাছে পৌঁছে গেল বেনজামিন, এরপর চিলের মতো ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে কফির মগটা ছিনিয়ে নিলো ও। সবার হতবাক হওয়ার ক্ষমতাকে নিলামে তুলে দিয়ে কফির মগটাকে সোজা আছাড় মারলো বালুতে। *'ছপ'* শব্দ করে নরম বালুতে অর্ধেকটা ঢুকে গেল মগটা, আশেপাশে ছলকে পড়ল কফি। বাকি তিনজন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিল, চোখে-মুখে প্রবল আতংক–যেন এইমাত্র বেনজামিন ঘুমন্ত ড্রাগনের চোখে খোঁচা দিয়েছে, এবং সেই সাথে নিজের সহ ওদের সবার জন্যে *এ কুইক টুর টু ডেথ* এর টিকেট কিনে নিয়েছে।

'ক...কী হয়েছে?' ম্যানিটো জিজ্ঞেস করলো, ঘটনার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে সে। বুঝতে পারছে না যে তার এখন রাগ করা উচিত, নাকি ব্যাপারটা হালকা ভাবে নেয়া উচিত। 'ওটা ফেলে দিলে কেন তুমি? বলো?'

বড় করে একটা শ্বাস টেনে নিলো বেনজামিন। 'কফির মগটা উলটাও, তাহলেই বুঝবে, কেন।'

বেনজামিনের দিকে হতবাক দৃষ্টি হেনে ধুপধাপ শব্দ করে সামনে এগিয়ে গেল ম্যানিটো, এরপর বালু থেকে মগটা উঠিয়ে নিলো। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল–ভয়ে নয়, বিতৃষ্ণায়।

'ইইইইইইক!' ম্যানিটো চিৎকার করে দু'পা পিছিয়ে এলো; ওর ডান হাতে কফির মগটা ঝুলছে উলটো হয়ে, আর বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে বালির দিকে দেখাচ্ছে। **'ছি ছি, এই নোংরা জিনিসটা এতক্ষণ খাচ্ছিলাম আমি?'**

বালুতে কফির ছোট-খাটো পুলের উপর একটা মৃত স্করপিয়ন পড়ে রয়েছে। নিজের নিশানার তারিফ না করে পারলো না বেনজামিন। 'তুমি যখন বালুতে রেখেছিলে কফি মগটা, তখনি হয়তো শয়তানটা চুপি-চুপি উঠে এসেছে কফির লোভে। ম্যান, তোমার আসলে সবকিছু খেয়াল করে খাওয়া উচিত।'

'তার মানে...তার মানে...আমি এতক্ষণ...' পুরো শরীর কেঁপে উঠল ম্যানিটো, চোখ-মুখ খিঁচে ঘৃণ্য একটা এক্সপ্রেশান দিচ্ছে। হড়হড় করে বমি করে দিল দানবটা। এরপর ধুপ করে হাঁটু গেড়ে বালুতে বসে পড়ল।

বেনজামিন দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরলো। 'তোমাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে, ম্যানিটো। এসো, খানিকক্ষণ বালিতে শুয়ে রেস্ট নাও। আংকেল ইভান তোমাকে কবিতা শোনাতে থাকুক ততক্ষণ, কী বলো?'

BanglaBook.org

বেনজামিন মনে-মনে প্রায় ধরেই নিয়েছিল যে আরেকটা ঝড় উঠবে এখন আশেপাশে; গতবার ওকে বিশ্রাম নিতে বলায় বেনজামিনের উপর প্রচণ্ড খেপে উঠেছিল ম্যানিটো। তখন ওকে শান্ত করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল ওদেরকে। কিন্তু কিছু করার নেই, এই চেষ্টাটা করতেই হতো ওদেরকে। আর কোনো উপায়ই ছিল না ওদের হাতে।

বেনজামিনকে হতবাক করে দিয়ে এবার ম্যানিটো সাথে-সাথে রাজি হয়ে গেল। 'হ্যাঁ...ঠিকই বলেছ, বন্ধু বেনজামিন। আমার উচিত এই নরম বালুতে শুয়ে একটু বিশ্রাম নেয়া। কেন যেন...কেন যেন প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরেই। যদি আমি ঘুমিয়ে যাই আগেরবারের মতো, তাহলে কিন্তু চলে যেও না আবার। ঘুম থেকে উঠে আমরা আবার গল্প করতে বসবো, কেমন?'

'ডান,' বেনজামিন ধরা গলায় বলল; ওর গলার শক্ত জিনিসটা হঠাত করেই যেন আবার ফিরে এসেছে।

ম্যানিটো সটান হয়ে বালুতে শুয়ে পড়েছে। ওর মাথার কাছে বসে আছে এলিসিয়া; আলতোভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বাম পাশে বসে আছে আনিকা আর আংকেল ইভান। উনি আবার শুরু করেছেন তাঁর *এপিক* এপিক।

আংকেল ইভান মায়াময় সুরে কবিতা আউড়াতে লাগলেন। ম্যানিটো নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চোখ মুদে ফেলেছে ততক্ষণে। আর একটু...আর একটু...

আর ঠিক তখনই হঠাত করে সবকিছু শুরু হলো।

অদ্ভুত রকমের ঘোর লাগা অনুভূতি ঘিরে ধরল বেনজামিনকে, শরীরের প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে গেল ওর। সাথে-সাথে বিশাল প্রান্তরটাকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে দূর আকাশের গায়ে বজ্রপাত হলো অনেক জোরে। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো বিশাল এক প্রাণী; ডানা দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে উড়ে আসছে ওটা।

'হাও ইনোভেটিভ,' গমগমে গলায় বলল সে, ওর কণ্ঠস্বর সমস্ত প্রান্তর জুড়ে ট্রাম্পেটের মতো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 'তোমাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেয়া উচিত আসলে। জানতে চাও কিসে? ছলনায়।'

ধুপ করে একটা শব্দ হলো, আর সেই সাথে পুরো প্রান্তর কেঁপে উঠল–বিশাল প্রাণীটা মাটিতে ওর পা ছুঁইয়েছে এই মাত্র; ওটা এখন অন্ধকারের মাঝে পর্বতের মতো প্রতীয়মান হচ্ছে ওদের সামনে। ওরা চারজনেই ততক্ষণে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ম্যানিটোও তার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়েছে; হাতে শোভা পাচ্ছে ওর হাতিয়ার–সেই জ্যাভেলিনটা।

'আহ...ম্যানিটো,' ড্রাগনটা ঘৃণা ভরা গলায় বলল, 'দ্য ফার্স্ট গার্ডিয়ান অফ এক্সিট। আমার মনে হয় তোমার সত্যটা জানার সময় এসেছে। চলো, তোমাকে কিছু প্রতারক আর ধূর্ত বন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।'

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ৯
দ্য ব্যাটল অফ নেক্সাস

বেনজামিন জানতো যে আগে হোক পরে হোক ব্যাপারটা এই বিন্দুতে এসে মিলবে–ড্রাগোমির ওদেরকে খুঁজে পাবেই পাবে; কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি পাবে, সেটা ও কখনোই ভাবেনি।

'কিসের ছলনার কথা বলছো তুমি?' ম্যানিটো হাতের বর্শাটা ড্রাগোমিরের দিকে তাক করে বলল। বাকি চারজনের মাঝে তিনজন ওর দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকের হাতেই তাদের অস্ত্র চলে এসেছে। বেনজামিন আর এলিসিয়া উভয়েই ম্যানিটোর ডান পাশে হাঁটুর উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ওদের ড্যাগার। ম্যানিটোর বামে আনিকা পিঠ টানটান করে দণ্ডায়মান আছে; ওর হাতে সেই সবুজ রঙের ধনুক, যেটাতে একটা তীর পরিয়ে রেখেছে ও; যেকোনো মুহূর্তে ছুঁড়ে দিতে প্রস্তুত।

একমাত্র একজনই পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন–আংকেল ইভান; ম্যানিটোর ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছেন, হাতে শক্ত করে ম্যাজিক স্টাফটা ধরা, আড়চোখে একবার ম্যানিটোর দিকে তাকাচ্ছেন, আরেকবার ড্রাগোমিরের দিকে।

ওদের চারজনের মনেই একই ভাবনার ঝড়–ড্রাগোমির জানে! কিন্তু...কিভাবে?

'সিলি বয়, তুমি এখনো জানো না তোমার বন্ধুদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কী?' ড্রাগোমির আফসোস করার ভান করল। 'আহ...ম্যানিটো, এতটা বোকা হলে চলে, বলো?'

ম্যানিটো ঘাড় ঘুরিয়ে ওর চার বন্ধুর দিকে তাকাল, কপালের চামড়া কুঁচকে এসেছে ওর। চারজনেই বিশ্বস্ত ভঙ্গীতে হেসে শ্রাগ করে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইলো।

BanglaBook.org

'ওর কথায় কান দিয়ো না, ম্যানিটো,' আনিকা বলল, 'ওই দানবটা তোমাকে ভুল পথে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।'

ম্যানিটোকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল; ও বুঝতেই পারছিল না যে কাকে বিশ্বাস করবে আর কাকে করবে না। 'কিন্তু তুমি আমার নাম জানো কিভাবে? আর...তুমি কিভাবে জানলে যে ওরা এখানেই আছে?'

সাবাস ব্যাটা! একদম মিনেটোরের বাচ্চা! মনে-মনে ভাবল বেনজামিন। *বুলস আই! এই প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার আমাদের সবার।*

ড্রাগোমির হেসে উঠল, হাসির দমকে ওর লাল রঙের জিহ্বাটা বারবার ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। 'জীবনে ড্রাগন দেখনি তো, তাই জিজ্ঞেস করছো এসব। তোমাদের উচিত ছিল ড্রাগন নিয়ে পড়াশোনা করা, বুঝলে?'

এরপর নিজেকে সম্পূর্ণ টানটান করে যতদূর সম্ভব উঁচু করে দাঁড় করানো যায়, করালো সে। ওর বিশালতা একদম কাছ থেকে বুঝতে পারলো ওরা। ওটাকে দেখে মনে হচ্ছে বিশাল এক টাওয়ার, যেটার মাথার উপরে কী আছে সেটা ভালো করে বোঝাই যায় না। যার দিকে একটানা তাকিয়ে থাকতে গেলে মাথা ঘোরে, ঘাড় চিনচিন করে আপত্তি জানায়।

'আমি সে-ই, যার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে অনেক তুচ্ছ, দুর্বল আর অসহায় মনে হয়।' ড্রাগনটা অহংকার করতে লাগল। 'আমি সে-ই, কোনো অস্ত্রই যার শক্ত বর্ম ভেদ করতে পারে না, যাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। আমিই হাজার বছর ধরে ওটিয়োসাসের মাটির অনেক গভীরে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার, ডার্কনেস, যে সমস্ত আলোকে গিলে খেয়ে ফেলতে পারে। আমিই সে-ই, যে ওটিয়োসাসের একদম শুরু থেকে আছি।'

ওদের দিকে নিজের সাপের মতো লম্বা গলাটা বাড়িয়ে দিল ড্রাগোমির। 'এবার বলো, আমি যদি এসব কিছু না জানি, তাহলে আর কে জানবে? আমার মতো জ্ঞানী এই ওটিয়োসাসে আরেকজন দেখাতে পারবে তোমরা? বলো?'

ওরা চুপ করে রইলো। ড্রাগোমির সেই শুরু থেকেই আছে? কয় হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে ও? ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে বেনজামিনের মাথা ঘোরানো শুরু হলো।

'বোকার দল!' ড্রাগোমির গর্জন করে উঠল এবার। 'ড্রাগনরা যেমন মহা-পরাক্রমশালী হয়, ঠিক তেমনি মহাজ্ঞানী হয়। ওরা অনেক কিছুই জানে। জানতে হয়। আমি এমন আরো অনেক কিছুই জানি, যেটা এমনকি তোমরাও জানো না–'

'আমম...হে মহা-পরাক্রমশালী ড্রাগোমির,' এলিসিয়া ওকে মাঝপথেই বাধা দিল, 'আপনার বক্তব্য আমরা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার এখানে...আমম...এত কষ্ট করে আসার কী দরকার ছিল বলুন? আপনার স্বর্ণ তো সেই সকালেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই না?'

BanglaBook.org

'হাহ! স্বর্ণ পাঠিয়েছে!' ড্রাগনটা নাক সিঁটকালো। 'যেন তোমাদের ঐটুকু স্বর্ণে আমার খায়েশ মিটে যায় আরকি। আমি জানি তোমরা ব্যালিস্টিয়ান ভ্যালিতে কী করে এসেছ। আমি এও জানি, যে এখানে তোমরা কেন এসেছ।'

'মানে?' ম্যানিটো এতক্ষণে মুখ খুলল। 'কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো, ড্রাগন।'

ড্রাগনটাকে দেখে মনে হচ্ছে, এই প্রসঙ্গে আসতে পেরে বেশ খুশি হয়েছে। 'সবকিছু সরাসরি বলে দেয়ার মাঝে মজাটা কোথায়? তোমাকে বরং কিছু ক্লু দেই ম্যানিটো। কিছু সূত্র, যেগুলো জোড়া দিলে, তুমি তোমার উত্তর পেয়ে যাবে।'

মৃদু বাতাসের ঝাপটা বয়ে গেল ওদের মাঝখান দিয়ে। ঠাণ্ডা বাতাসটা যেন ফিসফাস করছে কানের কাছে। বাতাসের ধ্বনি ছাড়া কয়েক সেকেন্ড আর কিছুই শোনা গেল না।

'বলো, কী বলবে,' ম্যানিটো জবাব দিল।

'তোমার এই...কী বলে ডাকো ওদেরকে...বন্ধুগুলো কী জানে যে গুহাটার ভেতরে–' অন্ধকার প্রবেশপথের দিকে নির্দেশ করল ও, '–আসলে কী আছে? কী মনে হয় ম্যানিটো, ওরা ব্যাপারটা না জেনেই এসেছে? স্রেফ তোমার সাথে দেখা করার জন্যে? তাও প্রায় চল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে?'

'তো?' ম্যানিটো পাল্টা প্রশ্ন করল। 'ওরা আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। আমার দুঃখ, আমার একাকীত্ব ভাগাভাগি করতে এসেছে। এতে দোষের কী দেখলে তুমি?'

'তা এ নিয়ে কয়বার এসেছে ওরা তোমার কাছে, যে এত ভালো বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছে, শুনি?'

'দুইবার,' ম্যানিটো দৃঢ় গলায় উত্তর দিল। 'প্রায় আড়াই মাস আগে প্রথম দেখা হয়েছিল ওদের সাথে। ওরা ম্যানিটোর বন্ধু। তুমি ওদেরকে নিয়ে বাজে কথা বলবে না।'

'আহহ...আই সি...' ড্রাগোমির ধূর্ত গলায় বলল। 'ওরা তাহলে এর আগেও এসেছিল? আড়াই মাস আগে...এবার আমার আর কোনো সন্দেহই রইলো না। ধন্যবাদ, ম্যানিটো।'

'দেখো, খোলসা করে বলো...আমি কিছুই...' ম্যানিটো বিরক্ত হয়ে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ড্রাগোমির গর্জে উঠল, ম্যানিটোর উপর খুব খেপেছে ওটা।

'গতবার যখন ওরা এসেছিল, তারা কী ভেতরে যেতে চায়নি, বলো?' ড্রাগনটা তীব্র-স্বরে খেঁকিয়ে উঠল। ওরা চারজনেই কানে আঙ্গুল দিল; মনে হচ্ছে কানের পর্দা ফেটেই যাবে। 'ওরা কি কোনো অজুহাতই দেখায়নি...যেমন ধরো...তোমার দুঃখের ভারটা কিছুক্ষণ আপন কাঁধে নেয়ার কথা বলেনি? তোমাকে কি বোঝায়নি যে তোমার খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা...অথবা ঘুমিয়ে নেয়াটা কতখানি দরকার...'

BanglaBook.org

ম্যানিটো চুপ করে রইলো। একটা কথাও না বলে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে ও। মুখের মাংস পেশি শক্ত হয়ে গিয়েছি ওর। বেনজামিন বুঝতে পারলো যে যদি ওর মুখটা মানুষের মতো হতো, তাহলে ওটা এতক্ষণে লাল হয়ে যেত–রাগে, ক্ষোভে, আর অপমানে।

'তোমার নীরবতাই সব বলে দিচ্ছে, বোকা মিনেটোর,' ড্রাগনটা এবার গলা নামিয়ে বলল। 'আমি যখন এখানে পা রাখলাম, তখন আমার জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম: হাজার বছর ধরে জেগে থাকা অতন্দ্র প্রহরী এক তুচ্ছ বালিকার কোলে মাথা রেখে ছোট বাচ্চার মতো শুয়ে আছে। তোমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে কী-কী করেছে ওরা, একটু বলবে?'

ঠাণ্ডা বাতাসের মৃদু ফিসফাস ধ্বনি মাঝে-মাঝেই ধরা দিচ্ছে কানে। একটু শীত-শীত লাগছে। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে আছে ওদের; যদিও সেটা ঠিক ঠাণ্ডার কারণে নয়।

ম্যানিটো কাঁপা-কাঁপা হাতে ওর কফির মগটা তুলে নিলো; ওটা বালুর উপর পড়ে ছিল তখনো। বালুগুলো কফি রঙের হয়ে গিয়েছে, আর সেই বালুর উপর একটা মৃত স্করপিয়ন পড়ে আছে। কফি মগটা ফেলে দিয়ে নিজের কপালে হাত বোলাল ম্যানিটো। 'আমার এখন একদমই ঘুম পাচ্ছে না।'

'শুনে খুব...ভালো লাগল, ম্যানিটো,' অনেক কষ্ট করে কথাগুলো বলল আনিকা জুলফিকার। কিন্তু ম্যানিটোকে দেখে মনে হচ্ছে না যে ওর কানে আনিকার কথাগুলো ঢুকেছে। আপন খেয়ালের দাসে পরিণত হয়েছে সে।

ম্যানিটো সোজা পেছন দিকে ঘুরল, যেদিকে আংকেল ইভান লুকিয়েছিলেন এতক্ষণ, সেদিকে। দানবটার মাথার উপরে আকাশে কালো মেঘ জমা হচ্ছে খুব দ্রুত, যেন ঝড় হবে একটু পর। উজ্জ্বল চাঁদটাকে ঢেকে দিচ্ছে কালো মেঘের দল।

'তুমি কি জানো যে এই কফিটা প্রকৃতি আমাকে কেন দেয়?' ম্যানিটো চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল।

আংকেল ইভান বিব্রতকর একটা হাসি দিলেন। 'না ম্যানিটো...আমি কিভাবে জানবো, বলো, বন্ধু?'

শেষ শব্দটা শুনে দানবটার নাক-মুখ কুঁচকে এলো, ঘৃণায় সম্ভবত। 'যাতে আমি ঘুমিয়ে না পড়ি, অনন্তকাল চোখ খোলা রাখতে পারি, চিরকাল অবধি পাহারা দিতে পারি।'

'বেশ চমকপ্রদ,' আংকেল ইভান কোনোমতে বলতে পারলেন।

'তোমার কবিতাগুলো অনেক ভালো ছিল, ইভান,' ম্যানিটো স্বীকার করল। 'কিন্তু বেনজামিন ঠিকই বলেছিল: *ওগুলো অনিদ্রা রোগের মহৌষধ।* এবং আমার এখন মনে পড়ল, আগেরবার যখন তুমি আমাকে কবিতা শোনাচ্ছিলে, ইভান, তখন আমার কফির মগে কফি ছিল না। এবং এরপরেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এবার ঘুম-ঘুম লাগলেও, আমি ঘুমিয়ে পড়িনি। কারণ, আমার মগে যথেষ্ট কফি ছিল।'

BanglaBook.org

কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল আশেপাশে কোথাও; পুরো প্রান্তরটা দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই আলোয় ম্যানিটোর চেহারাটা খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল; কপালের উপর একটা শিরা উঠে গিয়েছে, মুখের পেশি শক্ত হয়ে গিয়েছে, চোখগুলো রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। সামনেই অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাগনটা; পুরো ব্যাপারটায় বেশ মজা পাচ্ছে বলেই মনে হলো। ওকে দেখে মনে হচ্ছে না যে ওর তাড়া আছে।

'তোমরা...তোমরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছ,' খুব নিচু গলায় বলল ম্যানিটো, যেন নিজেই নিজেকে বলছে। 'আমার বন্ধুত্বের অপমান করেছো। আর পুরোটা সময় ধরে আমি ভেবেছিলাম, যে তোমরা আমার ভালো চাও, আমাকে সত্যিই অনেক কেয়ার করো...বন্ধু ভাবো...কিন্তু না, সবই ছিল ছলনা। মিথ্যা!'

আকাশে দ্বিতীয়বারের মতো মেঘের গর্জন হলো, বুমবুম করে আকাশের গায়ে বাজ পড়ল জোরেশোরে। ম্যানিটো উঠে দাঁড়িয়েছে, ওর হাতে শক্ত করে ধরা জ্যাভেলিনটা, পুরো শরীর কাঁপছে, রাগে।

'তোমাদেরকে আমি এমন শাস্তি দেব, যেটা কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। বিশেষ করে...'

ম্যানিটো এত দ্রুত চলতে পারে কে জানতো? আংকেল ইভান কোনোমতে এক পাশে সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচানোর সময় পেলেন; বর্শাটা বাতাস কেটে উনার গলার আধ ইঞ্চি পাশ দিয়ে চলে গেল।

'ইভান!' চেঁচিয়ে উঠল আনিকা, ওর ধনুক থেকে একটা তীর বেরিয়ে এসে ঘ্যাঁচ করে ম্যানিটোর বুকে ঢুকে গেল। ম্যানিটো তীরটার দিকে তাকাল ভ্রু কুঁচকে, এরপর জ্যাভেলিনের শ্যাফটটা ধরে একটানে বের করে আনলো। ওর বুকে বেশ বড় একটা ফুটো হয়ে গিয়েছে। বেগুনী রঙের কিছু থকথকে তরল বেরিয়ে আসছে ফুটোটা দিয়ে, ঠিক যেভাবে নল দিয়ে পানি বেরিয়ে আসে।

তীরটাকে বর্শার মতো করে ধরে সোজা ছুঁড়ে দিল আনিকার দিকে–ওর চুলের খানিকটা অংশ ছুঁয়ে দিয়ে বালুর ভেতর হারিয়ে গেল ওটা।

'ম্যানিটো, স্টপ!' বেনজামিন চিৎকার করে উঠল। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এলিসিয়া, সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দানবটা ওদের দিকে ঘুরল এবার। 'আমরা তোমার সাথে ছলনা করেছি, স্বীকার করছি সেটা। কিন্তু আমরা তোমার শত্রু নই, ম্যানিটো। এখানে তোমার একমাত্র শত্রু এই অহংকারী দানবটা।'

ড্রাগোমির ওর বিশাল মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাল। 'কিন্তু ম্যানিটো একমাত্র তাকেই শত্রু ভাবে যে ঐ গুহার ভেতর প্রবেশ করতে চায়, তাই না, ম্যানিটো? আর আমি, গুহাটার ভেতর ঢুকতে মোটেও আগ্রহী নই। আমি বরং অনুপ্রবেশকারীদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি, ম্যানিটো।'

BanglaBook.org

ওর গলাটা বেশ মোলায়েম হয়ে গেল, ড্রাগনের পক্ষে যতটা নরম করা সম্ভব, তার চেয়ে বেশি। ওর কণ্ঠতে যেন অদ্ভুত এক মোহ আছে; বিশ্বাস করতে মন চায় ওর প্রতিটি কথা, মেনে নিতে ইচ্ছা করে ওর বক্তব্য।

'গুহার ভেতরে কেউ যেতে পারবে না, কেউ না,' বলল ম্যানিটো, ওকে দেখে ক্রোধে উন্মত্ত বিবেকহীন এক জানোয়ার বলে মনে হচ্ছে। 'গুহার প্রবেশদ্বারটাকে সুরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব আর কর্তব্য। এটা অলঙ্ঘনীয়, এর কোনো ব্যত্যয় হতে পারে না। আমাকে...আমাকে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে তোমাদের, ধ্বংস...এটাই আমার কর্তব্য...'

ত্বরিত গতিতে হাতের বর্শাটা চালিয়ে দিল সে। এলিসিয়া আর বেনজামিন দুইজন দুই দিকে ডাইভ দিল। বর্শাটা শাঁই করে দুইজনের মাঝখানের জায়গাটা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'ম্যানিটো,' এলিসিয়া চিৎকার করে বলল, 'আমাদের গুহার ভেতর যাওয়াটা খুব দরকার, গল্পটা থামিয়ে দেয়ার দরকার। সেটা করতে না পারলে এই শয়তানটা পুরো ওটিয়োসাসকে ধ্বংস করে দেবে। বোঝার চেষ্টা করো, বন্ধু!'

'বন্ধু, যারা আমার সাথে প্রতারণা করে,' জ্যাভেলিনের নিচের দিকটা দিয়ে এলিসিয়াকে আঘাত করল ও। এলিসিয়া নিজের ড্যাগার দিয়ে আঁটকে দিয়েছে আঘাতটা। 'বন্ধু, যারা আমার সাথে বেঈমানি করে, মিথ্যা বলে, ছলনা করে...'

'আমরা মানছি যে আমরা তোমার সাথে মিথ্যা বলেছি,' মাথা নিচু করে ম্যানিটোর আরেকটা আঘাত এড়িয়ে বলল এলিসিয়া, 'কিন্তু তোমার সত্যটা জানা দরকার। ওটিয়োসাস, মানে আমাদের জগত, ধ্বংসের মুখে আছে। এই জানোয়ারটা এটাকে ধ্বংস করে দেবে, আর সেটা ঠেকাতে আমাদেরকে বই থেকে বেরোতেই হবে। আমাদেরকে সাহায্য করো ম্যানিটো, প্লিজ?'

ম্যানিটো থমকে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে, যেন বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই, ওদের ধারনা কর্পূরের মতো উবে গেল।

'নট মাই প্রবলেম,' কর্কশ গলায় বলে উঠল দানবটা। এরপর বাম হাত দিয়ে জোরালো আঘাত হানল ও। এলিসিয়া উড়ে গিয়ে বালুর ভেতর আশ্রয় নিলো; ঘুষিটা বের জোরেই লেগেছে ওর, ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোচ্ছে।

'এলিসিয়া, নো!' বেনজামিন চেঁচিয়ে উঠল, এরপর ধেয়ে গেল এলিসিয়ার দিকে। ম্যানিটো ততক্ষণে দিক পরিবর্তন করে আনিকার দিকে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে।

মাটি ফুঁড়ে যেন উদয় হলেন উনি–আংকেল ইভান; অন্ধকারে বসবাসকারী প্রেতাত্মার মতো পেছন দিক থেকে ম্যানিটোকে জাপটে ধরলেন, এরপর রীতিমতো কুস্তি লড়তে লাগলেন বিশাল-দেহী মিনেটোরটার সাথে। 'এই দানবটা ওটিয়োসাসকে ধ্বংস করে দিতে চায়। আমাদের জগতকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে দিতে চায়। আর

BanglaBook.org

তুমি কিনা সেই ড্রাগনটারই কথা শুনছো, ম্যানিটো? ওকে আঘাত না করে আমাদেরকেই করছো?'

'আমি ওটিয়োসাসের কেউ না,' ম্যানিটো চেঁচিয়ে উঠল, এখনো আংকেল ইভানের বাঁধন থেকে ছুটতে পারেনি ও, যদিও সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করে যাচ্ছে। কিন্তু আংকেল ইভান যেন ওকে যমের বাঁধনে বেঁধেছেন। 'আই এম নো বডি! নো বডি! আমি স্রেফ এক বিশ্বস্ত গার্ডিয়ান, দ্য কিপার অফ এক্সিট, যার কাজই হচ্ছে বই এর কাহিনী সংরক্ষণ করা। বই থেকে বেরোতে চরিত্রগুলোকে বাধা দেয়া। এটার জন্যেই আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাকে অনন্তকাল ধরে সেটাই করতে হবে। তোমাদের ওটিয়োসাসের কী হলো না হলো, তাতে আমার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই।'

'ও তাই?' আংকেল ইভান বললেন, উনি ম্যানিটোর পিঠের সাথে ঝুলছেন বিশ্রীভাবে, দেখে মনে হচ্ছে ছোট্ট এক শিশু জোর করে দাদুর পিঠের উপর চড়ে বসেছে, এবং কোনোমতেই নামছে না। 'কিন্তু গ্লোসারি বুড়ো আমাকে বলেছিল ভিন্ন কথা! ও বলেছিল যে বইয়ের কাহিনীটা শেষ হলে এই যায়গাটা জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তার মানে তখন তোমার এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার কথা।'

'ইউ ফুল!' ম্যানিটো এখন উনার দুই হাতের মুঠি খুলে ফেলার চেষ্টা করছে। ওর হাত থেকে বর্শাটা ইভানের ধাক্কাতেই পড়ে গিয়েছে। 'তুমি কিছুই জানো না। বইটা লেখা শেষ হওয়ার পর এই জায়গাটায় আমি আর পাহারা দেব না, এটা ঠিক। জায়গাটা প্রদর্শনীর জন্যে চলে যাবে। যে কেউ চাইলে তখন ওটিয়োসাসের ম্যাপগুলো ব্যবহার করতে পারবে। যে কেউ চাইলে পুরনো চ্যাপ্টারগুলোর ভেতর যেতে পারবে। কিন্তু চ্যাপ্টারগুলোর কাহিনীতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না তারা, স্রেফ একটা ছায়া হিসেবে পুরো ঘটনাটা দেখে যাবে। কাহিনী দেখা শেষ হয়ে গেলে আবারো ফিরে আসবে বর্তমান সময়ে।'

আংকেল ইভানের এক হাতের আঙ্গুল খুলে ফেলেছে ম্যানিটো, উনি দানবটার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন। আনিকা তার ধনুকে তীর লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারছে না কী করবে। ম্যানিটোকে আঘাত করতে গিয়ে যদি ভুল করে ইভানকে মেরে দেয়, এই ভয়ে সে তীর ছুঁড়তে পারছে না। ইভানের মাটিতে পড়ে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল ও।

'কিন্তু পুরো জায়গাটিতে তারা যেতে পারলেও, কেবল একটি রাস্তাতেই তাদের যেতে দেয়া হবে না। বইটা থেকে বেরোনোর রাস্তা। আর তখন ওই রাস্তাতেই আমি পাহারা দেব। আজীবন। শুনেছ তুমি? আজীবন! আমার কোনো মুক্তি নেই। আমি চির-বন্দী, চির-একাকী।'

আংকেল ইভানের হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে ম্যানিটো। এরপর উনার হাত দুটো শক্ত করে ধরল। এরপর উনাকে ঘোরাতে লাগল ওর চারপাশে, তারপর ছুঁড়ে দিল সর্বশক্তি দিয়ে। ওরা ভেবেছিল খুব জোরেশোরে মাটিতে আঘাত করতে যাচ্ছেন

BanglaBook.org

উনি। কিন্তু মাটির কাছাকাছি যেতেই উনি মধ্য আকাশেই আচমকা ব্রেক করলেন, এরপর আস্তে করে ল্যান্ড করলেন মাটিতে। এখনো নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছেন উনি। পিঠের স্ট্র্যাপের সাথে ঝুলছে উনার ম্যাজিক স্টাফ।

ম্যানিটোর পিঠ থেকে ততক্ষণে পাঁচটা তীর এর শলাকা বের হয়েছে। প্রচুর রক্ত বের হচ্ছে ওর শরীর থেকে। ওর মুখ ব্যথায় বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে না।

স্যাঁত করে আরেকটা শর ধেয়ে এলো ম্যানিটোর দিকে। সোজা কপাল এর খুলি ভেদ করে ওপাশ দিয়ে বেরুলো ওটা।

'আই এম সরি, ম্যানিটো,' আনিকা বলল। 'কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য করেছ। আমি সত্যিই...'

আনিকা হা হয়ে গেল। ম্যানিটো খুব সন্তর্পণে তীরটাকে খুলি থেকে বের করে আনছে। ব্যথায় মুখটা শক্ত করে রেখেছে যদিও, কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছে না যে ওর বড় কোনো ক্ষতি হয়েছে।

'আমার কোনো মুক্তি নেই বলছিলাম না?' তীরটা কপাল থেকে বের করতে-করতে বলল ও। 'কথাটা সব দিক দিয়েই সত্য। আমার আসলেই কোনো মুক্তি নেই। জীবন থেকেও না।'

বুকে গেঁথে থাকা তীর এর শ্যাফট গুলোকে দুই হাতে ধরে হেঁচকা টানে বের করে আনল ম্যানিটো, এরপর কটকট শব্দ করে ভেঙ্গে ফেলল ওদের চোখের সামনে, যেন গাছের নরম ডাল ভাঙছে। এরপর ভয়াবহ গর্জনে পুরো প্রান্তর কাঁপিয়ে তুলল মিনেটোরটা।

'পালাও!' আংকেল ইভান চিৎকার করে উঠলেন। 'ওর সাথে লড়াই করে কোনো লাভই নেই। আমরা যে কাজে এসেছি, ওটাই একমাত্র ভরসা এখন। একমাত্র সে-ই সব ঠিক করতে পারে, আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিতে পারে। গো টু *হিম!* দরজাটা সামনেই আছে। জলদি যাও ওদিকে।'

আনিকা ইতস্তত করছিল, যাবে কী যাবে না ভাবছে। ইভানের পেছন থেকে একটা কণ্ঠ ধেয়ে এলো। 'আমি যাবো আনিকার সাথে। আমরা দুইজনেই যাবো ওখানে,' এলিসিয়া বলল। ওর কপালের কাটা দাগ এ রক্ত জমাট বেঁধে শুকিয়ে গিয়েছে। জায়গাটা বিশ্রী রকমের বেগুনী হয়ে গিয়েছে।

'কিন্তু ইভান, তোমার আর বেনজামিনের কী হবে!' আনিকা চেঁচিয়ে উঠিল।

'আমাদেরকে নিয়ে ভাবতে যেও না আনিকা, তোমাদের যা কাজ সেটাই করো। দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে যাও। লেখককে শুরুতে বোঝাবে যাতে সে ড্রাগোমিরকে এখুনি হত্যা করে, এবং আর কোনো চরিত্র যাতে মারা না পড়ে। যদি সে রাজি হয়, তো ভালো। যদি রাজি না হয়, তো তাকে সোজা হত্যা করবে। গল্পটা এখানেই থামিয়ে দেবে। এরপর তোমরা আবার ফিরে আসবে একই পথে। আমরা নিজেরাই ড্রাগোমিরকে হত্যা করার একটা উপায় বের করে নেব।'

BanglaBook.org

ওদের হাতে আসলেই আর কোনো উপায় ছিল না। এটাই সর্বোত্তম প্ল্যান...আপাতত।

'এলিসিয়া, জলদি এসো,' আনিকা চিৎকার করে বলল। আকাশের গায়ে এখনো নিয়মিত বিরতিতে বজ্রপাত হচ্ছে।

'নিজের খেয়াল রেখো, বেন,' বলেই এলিসিয়া দৌড় লাগাল গুহার দরজাটার দিকে। কিন্তু গুহার দরজাটা আর ওর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ম্যানিটো। এলিসিয়াকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখেই ও নড়েচড়ে উঠল। 'খবরদার, আর এক পাও এগোবে না, মেয়ে!'

ম্যানিটোর পায়ের নিচের বালুগুলো হঠাত করেই যেন দ্রুত চলাচল করা শুরু করে দিল। ম্যানিটো তাল হারিয়ে পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকল। ধীরে-ধীরে বালুর ভেতর ডুবে যাচ্ছে ও। ইভানের স্পেলটা মাটির গভীরের বালু সরিয়ে দিয়ে গর্ত তৈরি করছে একটা।

ম্যানিটো আর্তনাদ করছে। কিন্তু কোনভাবেই ওখান থেকে বেরোতে পারছে না ও। দানবটার বিশাল শরীর ওর বিপক্ষে কথা বলছে। খুব সহজেই গর্তের ভেতর ডুবে গেল ম্যানিটো। ও ঢুকে যেতেই গর্তের মুখটা বালু দিয়ে ভর্তি হয়ে গেল মুহূর্তেই, ঠিক আগে যেমন ছিল তেমন।

এলিসিয়া আর আনিকা দৌড়ে প্রায় দরজাটার কাছাকাছি চলে এসেছে। আর বেশি দূরে নেই ওটা, বড়জোর বিশ ফিট হবে।

শক্ত আঁশে ঢাকা এক জোড়া বিশাল আকারের পা এসে পড়ল দরজাটার সামনে। 'কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! আমাদের যাওয়ার রাস্তাটা তো এদিকেই, ড্রাগোমির। তুমি ওটা ব্লক করে দাঁড়িয়ে আছো, স্টুপিড। সরে দাঁড়াও,' ক্যাজুয়ালি বলল এলিসিয়া।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হেসে উঠল ড্রাগোমির। 'তো যাও না! নিষেধ করেছে কে? আমার দুপায়ের নিচ দিয়ে গিয়ে দেখাও।'

ড্রাগনটার মুখ থেকে এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এলো স্রোতের মতো, সবকিছুকে মুহূর্তেই লাল আবিরের রঙে নিমজ্জিত করে দিল।

'নো!' বেনজামিন আর আংকেল ইভান বিলাপ করে উঠল। কিন্তু আগুন এর ধারা থেমে যেতেই ওদের আতংক কেটে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল স্বস্তির হাসি।

ড্রাগনটা ওদের চেহারা লক্ষ্য করে ভ্রু কুঁচকে ফেলল, এরপর যে যায়গাটাকে সে এইমাত্র পুড়িয়ে দিয়েছে, সেদিকে তাকাল। ওখানে মেয়ে দুইজনের কোনো চিহ্নই নেই। 'হোয়াট! কিভাবে সম্ভব এটা!'

'হতে পারে তুমি অনেক শক্তিশালী, কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ একটা কথা,' আনিকা পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল; সে আর এলিসিয়া দুইজনেই এখন স্লাইডিং করে এগিয়ে যাচ্ছে দরজাটার দিকে, ওদের পায়ের নিচে স্যাণ্ড-বোর্ড, আনিকার হাতে ওর

BanglaBook.org

ম্যাজিক স্টাফটা শক্ত করে ধরা। দরজাটার কাছাকাছি যেতেই স্যাণ্ড-বোর্ডটা অদৃশ্য হয়ে গেল। 'আমরা উইজার্ড।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, আনিকা,' গুহার মুখে দাঁড়িয়ে বলল এলিসিয়া। কৃতজ্ঞতায় ওর গলা বুজে এসেছে।

'এনাফ!' ড্রাগোমির গর্জে উঠল। 'তোমাদেরকে এত সহজে ওপাশে যেতে দেব না আমি। এটা আমার ওয়ার্ল্ড। আমিই এখানকার শাসক। আমি এটাকে যেভাবে চালাবো, সেভাবেই চলবে।'

ড্রাগোমির মাটির দিকে মুখ করে একটা কান ফাটানো গর্জন করে উঠল। এতই জোরে ছিল আওয়াজটা, যে ওদের সবাইকেই কানে তালা লাগাতে হলো।

ড্রাগোমিরের আশেপাশের বালুতে অনেকগুলো গর্ত তৈরি হচ্ছে, ওখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে বামন আকৃতির কিছু প্রাণী, ওদের কারো হাতে বর্শা, আর কারো হাতে তলোয়ার–অসংখ্য অ্যালকাইরি বেরিয়ে আসছে ওখান থেকে। এতগুলো অ্যালকাইরির সাথে ওরা একা লড়তে পারবে না।

এরপর একসাথে অনেক কিছুই ঘটে গেল–আংকেল ইভান নিজের কোমরের সাথে লাগানো সবুজ রঙের শিঙ্গাটা বের করে ফুঁ দিলেন, আর সাথে-সাথে চারপাশে থাকা আখ ক্ষেত এ আলোড়ন সৃষ্টি হলো। পুরো ক্ষেতের উপর দিয়ে একটা তরঙ্গ বয়ে গেল, যেন অনেক দ্রুত একটা সামুদ্রিক ঢেউ ধেয়ে আসছে। চোখের পলকেই ওখান থেকে বেরিয়ে এলো প্রায় ত্রিশ জন ইনসিডিয়েটর। ওরা সবাই তাদের তীরগুলো থেকে অগণিত শর ছুঁড়তে থাকল শত্রুদের লক্ষ্য করে, সেই সাথে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে। একের পর এক তীর এসে অ্যালকাইরিদেরকে বিদ্ধ করতে লাগল। পাখির মতো মরতে থাকল ওগুলো। আনিকা আর এলিসিয়া এই সুযোগে অন্ধকার টানেল ধরে নিচে ছুটতে লাগল।

'ওদেরকে আটকাও!' ড্রাগোমির গর্জন করে উঠল তার দাসদের উদ্দেশ্যে।

অ্যালকাইরিগুলো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, ওরা গুহার ভেতর দৌড় দেবে, নাকি ইনসিডিয়েটরদের আক্রমণ প্রতিহত করবে সেটাই বুঝতে পারছিল না।

'যাওওওওওওওও...' ড্রাগনটা চিৎকার করে উঠল বীভৎসভাবে। সাতটা অ্যালকাইরি পড়িমরি করে অন্ধকার টানেল এর দিকে দৌড় দিল। বাকিরা পুরোপুরি যুদ্ধে ডুবে গিয়েছে। অস্ত্রের ঝনাৎকার আর আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠল পরিবেশ।

***

অন্ধকার গুহার ভেতর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে ওরা। পেছনেই পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে; অ্যালকাইরিগুলো খুব ভালোই দৌড়াতে পারে।

'এলিসিয়া, আমরা এভাবে কখনোই দরজাটার কাছে পৌঁছাতে পারবো না। আর যদি পারিও, সেখানে যে বাধা অপেক্ষা করছে, সেটা অতিক্রম করতে পারবো

BanglaBook.org

না–ততক্ষণ না, যতক্ষণ এই শয়তানগুলো আমাদের পিছু নিচ্ছে। আমাদের একজনকে এখানে থেকে যেতেই হবে,' আনিকা বলল, মাটির গুহাটা পেরিয়ে ওরা এখন নিচের দিকের সিঁড়িতে পা দিয়েছে। টানেলের পেছন দিক থেকে অ্যালকাইরিদের খসখসে গলা শোনা যাচ্ছে। ওরা দলবল নিয়ে আসছে।

'তুমি যাও, আমি দেখছি,' এলিসিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

'না, তুমি যাও,' আনিকা সাথে-সাথে জবাব দিল। 'সাতজন অ্যালকাইরির সাথে তুমি একা পারবে না। আমি ওদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হত্যা করে তোমার পিছু নেব। কিন্তু তুমি থামবে না। ছুটতে থাকবে একটানা। আমি জানি না ওখানে কী অপেক্ষা করবে তোমার জন্যে...কিন্তু যেটাই থাকুক, আমি আশা করি...ওটা সাতটা শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে তুলনামূলক সহজ হবে।'

'আমার মনে হয় না,' এলিসিয়া জবাব দিল। 'প্রকৃতি অবশ্যই চাইবে না যে কোনো চরিত্র তার জগত থেকে বেরিয়ে যাক। এটা তাকে ভারসাম্যহীন করে দেবে। আর সে এটা কিছুতেই হতে দেবে না। সে তার সর্বশক্তি নিয়েই বাধা দেবে। আর আমার মনে হয় না, ওই বাধা অতিক্রম করার সাহস বা যোগ্যতা কোনোটাই আমার আছে।'

আনিকা তর্ক করতে যাচ্ছিল, তার আগেই এলিসিয়া ওকে চুপ করিয়ে দিল। 'আর তাছাড়া...তুমি একটু আগে আমার জীবন বাঁচিয়েছ। আমি তোমার কাছে ঋণী। এখন আমাকে সেই ঋণ শোধ করার সুযোগ দাও, প্লিজ।'

'তুমি শিওর?' আনিকা জিজ্ঞেস করল। ওরা এখন সেই এন্ট্রেন্স রুমে প্রবেশ করেছে।

'পুরোপুরি।' রুমের মাঝখানে এসে এলিসিয়া পেছন দিকে ঘুরল।

আনিকা একবার ওকে দেখল ভালো করে–মেয়েটাকে হঠাত করেই যেন অনেক বড় বলে মনে হচ্ছে। তীব্র মমতায় ওর হৃদয় ভরে গেল। 'এইটা নাও,' নিজের হাতের ম্যাজিক স্টাফটা এলিসিয়ার হাতে তুলে দিল ও। 'এটা ছাড়াই আমি আমার কাজ চালিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু এটা...হয়তো তোমার জীবন বাঁচাতে পারে।'

'ধন্যবাদ,' এলিসিয়া ধরা গলায় বলল। আনিকার ম্যাজিক স্টাফটা শক্ত করে ধরে আছে ও।

'ভালো থেকো,' অস্ফুট কণ্ঠে এইটুকুই বলতে পারল আনিকা জুলফিকার, এরপর পেছন ফিরে সোজা দৌড় লাগাল ওপাশের টানেলটার দিকে।

আনিকার ম্যাজিক স্টাফটা হাতের চারপাশে ঘোরাতে লাগল এলিসিয়া–ওটার শরীর থেকে আকাশী রঙ বিচ্ছুরিত হচ্ছে; নতুন প্রভু খুঁজে পেয়েছে ওটা। বাম হাতে স্টাফ আর ডান হাতে ড্যাগার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এলিসিয়া–দুইটাই দরকার এখন তার। সমস্ত শিরা-উপশিরা টানটান হয়ে আছে, অপেক্ষা করছে ড্রাগোমিরের সাগরেদদের জন্যে।

BanglaBook.org

ওকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কয়েক সেকেন্ড বাদেই ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো রুমটাতে। রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। সবাই মিলে লাল-লাল চোখ দিয়ে ওকে পরখ করছে।

'পিচ্চি মেয়ে! সরে দাড়াও। বোকামি করো না,' একটা অ্যালকাইরি হিসহিসিয়ে উঠল।

'রাস্তাটা তো এদিকে, তাই না? তো এসো না, না করেছে কে?' এলিসিয়া সরল মুখে বলল।

একটা অ্যালকাইরি এগিয়ে এলো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে; ও তার কোমরে হাত গুঁজে রেখেছে, যেন ভাব দেখাচ্ছে যে এ আর এমন কী, একটা বাচ্চা মেয়েই তো! কাছাকাছি এসে দু'হাত তুলে শ্রাগ করল, তারপর তার হাতের বর্শাটা দিয়ে অলস ভঙ্গিমায় আঘাত করল–নিজের সর্বোচ্চটা দেয়ার হয়তো কোনো প্রয়োজনই দেখেনি সে। আর ভুলটা এখানেই করল।

চোখের পলকে এলিসিয়া ঘুরে গিয়ে ওর ডান পাশে চলে এলো; কালো চুলগুলো দোলা খেয়ে গেল একবার। *'লিগাস অবসিডিও।'*

অ্যালকাইরিটার পায়ের নিচ থেকে সবুজ রঙের পিচ্ছিল কিছু লতা বেরিয়ে এলো, এরপর সাপের মতো হিসহিস শব্দ করতে-করতে ওর শরীর বেয়ে উঠতে লাগল; ওকে গলা চিপে শ্বাসরোধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে ওগুলো।

'মমমম...মমমম...' তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে চাইলো অসহায় অ্যালকাইরিটা, যেন বলতে চাইছে, *'এ অন্যায়! আমি রাউন্ড টু চাই!'*

ও নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল–কিন্তু যতই চেষ্টা করছে, ওগুলো ওকে ততই শক্ত করে জড়িয়ে ধরছে। লতাগুলো এখন ওকে নিচের দিকে টানছে।

ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেল ডিমনটা। সাথে-সাথেই কোথা থেকে যেন আরো কিছু লতা এসে ওকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। ওর শরীরটা কাঁপছে এখন, যেন কেউ ইলেক্ট্রিসিটি প্রবাহিত করছে দেহটার ভেতর দিয়ে। দেখতে-দেখতে স্তব্ধ হয়ে গেল শয়তানটা।

অন্য অ্যালকাইরিরা এতক্ষণ বিস্ফারিত চোখে পুরো দৃশ্যটা দেখছিল। মেয়েটাকে খাটো করে দেখাটা ভুল হবে, এটা বেশ ভালো করেই মাথায় ঢুকে গিয়েছে ওদের; ফেলো অ্যালকাইরি মারা যাওয়ার পর থেকেই ওগুলো একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিচ্ছে আর ঝগড়া করছে।

'হেই! আমি না, এবার তোমার পালা!' ধাক্কা খেয়ে প্রতিবাদ করে উঠল একজন।

'আগেরবার আমি আগে গিয়েছিলাম, মনে নেই?' ঘোঁত-ঘোঁত করে উঠল অপরজন। 'এবার অবশ্যই তোমার পালা।'

BanglaBook.org

'ও ঠিকই বলেছে, এবার তোমারই পালা,' পাশের জন পূর্ণ সমর্থন দিল সাথে-সাথে।

'গুড লাক, মেইট,' আরেকজন ওর কাঁধে চাপড় দিয়ে উৎসাহ দিল প্রবলভাবে, যেন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গিয়েছে, এবং সেটা কোনোমতেই আর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

অ্যালকাইরিটা ঢোঁক গিলে এলিসিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল। এরপর ওর হাতের তলোয়ারটা শক্ত করে ধরে বড় করে একটা শ্বাস নিলো; ওর হাত অল্প-অল্প কাঁপছে।

জোরেশোরে একটা রণ-নিনাদ দিয়ে অ্যালকাইরিটা ঝাঁপিয়ে পড়ল এলিসিয়ার উপর। ম্যাজিক স্টাফটাকে আড়াআড়িভাবে রেখে ডিমন অ্যালকাইরির আঘাতটা ফিরিয়ে দিল এলিসিয়া। ম্যাজিক স্টাফের সাথে তলোয়ারটার সংঘর্ষের সাথে-সাথে স্পার্ক করে উঠল ঐ স্থানটাতে।

বামনটা, এলিসিয়ার মাথা বরাবর চালিয়ে দিয়েছে তলোয়ারটা; উবু হয়ে কোনোমতে মাথা বাঁচালো মেয়েটা, এরপর পরবর্তী আঘাতটা কোথা থেকে হবে সেটা যেন আগে থেকেই বুঝে গিয়েছে, এমনভাবে সে শরীরটাকে খুব দ্রুত পেছন দিকে বাঁকিয়ে ফেলল। আবারো অ্যালকাইরিটার আঘাত নিরীহ ভাবে ওর উপর দিয়ে চলে গেল। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওটা আবার আঘাত করল। কিন্তু তার আগেই এলিসিয়া কয়েকটা উলটো লাফ দিয়ে দেয়ালের কাছে চলে গিয়েছে।

জন্তুটা ওকে ধাওয়া করল–খুব কাছে এসে গিয়েছে ওটা। পেছনে এখন দেয়াল ছাড়া আর কিছুই নেই–অবশ্য বাম পাশের দরজাটার কথা বাদ দিলে–কিন্তু এলিসিয়া কিছুতেই ওদিকে যাবে না। *আনিকার সময় দরকার।*

দেয়ালের দিকে ছুটে গেল এলিসিয়া, এরপর ডান পা-টা পেছন দিকে দিয়ে দেয়াল বরাবর কিক দিল ও, এরপর মাঝ আকাশেই উল্টে গিয়ে অ্যালকাইরিটার ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়াল–*পারফেক্ট ল্যান্ডিং;* ওর শত্রু তখন দেয়ালের দিকে ঝুঁকে আছে–মাত্রই এলিসিয়ার উদ্দেশ্যে একটা ব্যর্থ আঘাত ছুঁড়ে দিয়েছে ও।

'বেচারা।' এলিসিয়ার পেছন দিক থেকে একটা অ্যালকাইরির আফসোস আর *স্ল্যাশ* জাতীয় একটা শব্দের ঐকতান প্রতিধ্বনিত হলো রুমে জুড়ে। অ্যালকাইরি যোদ্ধার দেহটা মাঝ বরাবর কেটে গিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল; ওর চোখগুলোতে চাপা ক্ষোভ, যেন মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটা।

বাকি অ্যালকাইরিগুলো ততক্ষণে পিছু হটে সিঁড়ির দিকে দুয়েক ধাপ চলে গিয়েছে। কয়েকজন নার্ভাস ভঙ্গীতে পেছন দিকে তাকাচ্ছে বারবার। কয়েকজনকে হাজার বছরের ময়লা জমা নখ কামড়াতে দেখা যাচ্ছে।

'মনে হচ্ছে...উপর থেকে আমাকে ডাকছে কেউ একজন,' সিরিয়াস ভঙ্গীতে বলল একটা অ্যালকাইরি, কপালের চামড়া কুঁচকে সিঁড়ির দিকে কান পেতে রেখেছে

BanglaBook.org

ওটা, যেন কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে খুব মনোযোগ দিয়ে। 'আমার অবশ্যই ডাকে সাড়া দেয়া দরকার। এই মুহূর্তে ওদের আমাকে খুব প্রয়োজন।'

এইটুকু বলেই আর দাঁড়াল না সে, বাকিরা বাধা দেয়ার আগেই সুড়ুত করে পাখির মতো সরে গেল।

হেসে উঠল এলিসিয়া, শূন্য রুমটিতে ওর হাসি প্রেতাত্মার হাসির চেয়ে কোনো অংশেই কম ভয়ানক মনে হচ্ছে না। 'তোমাদের ওই সাথী তো বুদ্ধিমানের মতোই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেখলাম। আমি বলিকি, ওর থেকে কিছু শেখো তোমরা। কারো জীবন বাঁচতে পারে এতে।'

অন্য অ্যালকাইরিগুলো মাথা চুলকাতে লাগল, বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওদেরকে, কয়েকজন আড়চোখে পেছনের এক্সিট এর দিকে তাকাল; সম্ভবত এলিসিয়ার উপদেশটা নিয়ে ভাবছে ওরা।

'হেই, ম্যান, আমার হাতে একটা ক্লাসিক আইডিয়া আছে!' হঠাত করে একজন অল্প বয়সী অ্যালকাইরি বলে উঠল। ওকে দেখে খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে, চোখ দুটো চকচক করছে।

'উগড়ে দে,' অন্য একজন উপদেশ দিল।

'আমরা মোট চারজন আছি, তাই না?' তরুণ বামনটা বলল। 'আর আমার মাস্টার প্ল্যান হচ্ছে–*চলো আমরা ওকে একসাথেই আক্রমণ করি!*'

'জিনিয়াস! সুপার্ব!' বাকিরা সুর মিলালো। 'আগে তো এটা মাথায় আসেনি! থ্যাংকস ম্যান, ইউ আর প্রিটি স্মার্ট।'

'আহ, ম্যানশান নট,' তরুণ তুর্কি খুব ভাব নিয়ে বলল; বুকটা টানটান করে ফেলেছে ও।

বিপদ টের পেল এলিসিয়া। একজন অ্যালকাইরি হলে মোটামুটি সহজেই মেরে ফেলতে পারে ও। দুইজন হলে...একটু কষ্ট হলেও পারবে। তিনজন হলে...হয়তো বা। কিন্তু চারজন? কোনো আশাই নেই।

'হেই, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?' এলিসিয়া তিরস্কার করে উঠল। 'তোমরা অ্যালকাইরি, ড্রাগোমিরের পার্সোনাল মিনিয়ন! একেকজন শক্তিশালী যোদ্ধা তোমরা। এবং যেন তেন যোদ্ধা নও, একেকজন...আমম...গ্ল্যাডিয়েটর! আর সেই তোমাদেরকেই যদি একজন ছোট, নাজুক, অসহায় বাচ্চা মেয়েকে মারার জন্যে চারজন একসাথে আক্রমণ করতে হয়, তাহলে আর তোমাদের গ্ল্যাডিয়েটর সত্তার কী মূল্যই বা রইলো?'

ওরা সমানে মাথা চুলকে যেতে লাগল। 'হুম, মেয়েটার কথায় যুক্তি আছে। ইজ্জত সবার আগে।'

'আরে রাখো তোমার ইজ্জত,' তরুণ অ্যালকাইরিটা বলল। 'এই অন্ধকার গুহায় তোমার ইজ্জত নিয়ে খেললেও কেউ দেখবে না। তাই, চিন্তা না করে সবাই একসাথে আক্রমণ করি, এসো।'

BanglaBook.org

'কিন্তু, আমাদের ব্যক্তিগত গর্ব...'

'আমাদের সম্মান...'

'মেয়েটা আমাদের বোকা বানাতে চাচ্ছে...'

'ওহ্ শাট আপ...'

'বাই দ্য ওয়ে...গ্ল্যাডিয়েটর কী জিনিস?' একটা মোটাসোটা অ্যালকাইরি মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করল।

ঠাস করে থাপ্পড় খেয়ে বসলো বেচারা, থাপ্পড়টা গুহার দেয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে বারবার। ওকে যে মেরেছে, সেই বুড়ো অ্যালকাইরিটাকে দেখে খুব ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে। 'নালায়েক! অপদার্থ! গ্ল্যাডিয়েটর মানে জানো না! তোমরা আজকালকার ইয়াং জেনারেশান আমাদের মুখ ডুবিয়ে ছাড়বে দেখছি...'

'কিন্তু, গ্ল্যাডিয়েটর মানেটা কী?' গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল অ্যালকাইরিটা–গালটা ফুলে আছে ওর।

'গ্ল্যাডিয়েটর মানে হচ্ছে...মানে হচ্ছে...হুমম...গ্ল্যাডিয়েটর...' বুড়োটাকে দেখে বেশ বিব্রত মনে হচ্ছে। গলা খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিলো সে। 'হ্যাঁ, গ্ল্যাডিয়েটর মানে হচ্ছে...সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যালকাইরি যোদ্ধা! যাদের আত্মসম্মান আছে, যাদের ভেতর সত্যিকারের যোদ্ধার গর্ব আছে।'

'কিন্তু...একজন গ্ল্যাডিয়েটর কি অসহায় একটা মেয়েকে আক্রমণ করার জন্যে তার বন্ধুদের সাহায্য নিতে পারে?'

'কখনোই না! নেয়া উচিত না! গ্ল্যাডিয়েটর কারোই সাহায্য নেয় না...আর...সে কারণেই সে...আমম...গ্ল্যাডিয়েটর...'

'কিন্তু আমাদের উচিত ওকে একসাথে আক্রমণ করা!'

'বোকা কোথাকার!'

'তুমি বোকা, তোমার চৌদ্দ-গুষ্টি বোকার চাষাবাদ করে!'

ওরা একটানা ঝগড়া করতে লাগল। কোনো সিদ্ধান্তেই আসতে পারছে না। তীব্র গর্জনে পেছনের টানেলটা কেঁপে উঠল। কিছু একটা আসছে...ধীরে-ধীরে।

শয়তানগুলো ঝগড়া বন্ধ করে দিয়েছে, কান খাড়া করে রেখেছে পেছনের টানেলের দিকে। 'আমাদের ল্যাফটেনেন্ট আসছেন! যাক বাঁচা গেল, আমাদেরকে আর লড়তে হবে না!'

বাকি অ্যালকাইরিরা সমস্বরে উৎসব শুরু করে দিল–হাই ফাইভ করছে ওরা; একটু আগের ঝগড়া বেমালুম ভুলে গিয়েছে।

'ক্রাপনিক!' এলিসিয়ার মাথা ঘুরছে এখন, মনে হচ্ছে যেন পড়েই যাবে। পালানোর একমাত্র রাস্তা দিয়ে দানবটা আসছে। এছাড়া যাওয়ার আর কোনো যায়গাই নেই। যদি ওর সাথে এখন অন্তত বেনজামিন থাকতো...কিন্তু না, বেনজামিন এবং আংকেল ইভান দুইজনেই নিজেদের যুদ্ধ লড়ছে। আর এটা...এটা ওর নিজের যুদ্ধ, এটা কেউ লড়ে দিয়ে যাবে না, ওকে একাই লড়তে হবে।

BanglaBook.org

একাকীত্ব ওকে জেঁকে ধরল, জোরেশোরে।

না, এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করলে ক্রাপনিকটা চলে আসবে। তখন ও ছাড়াও আরো চারটা অ্যালকাইরির সাথে লড়তে হবে। অতএব, ক্রাপনিকের সাথে যদি লড়তেই হয়, তাহলে দানবটার দিকেই যাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়া যায়, সেই চেষ্টা করা উচিত।

'হেই! বুদ্ধুর দল!' চিৎকার করে উঠল এলিসিয়া। ডিমনগুলো তর্কের মাঝপথে থেমে গেল, এরপর বড়-বড় চোখ করে দেখতে লাগল ওকে।

'বুদ্ধু কাকে বলছ, মেয়ে?' বৃদ্ধ অ্যালকাইরিটা বেশ রাগ-রাগ স্বরে বলল। কথাটা বেশ গায়ে লেগেছে ওর। 'আমরা মাইটি ড্রাগোমিরের ব্যক্তিগত গ্ল্যাডিয়েটর। আমাদেরকে নিয়ে কথা বলার জন্যে যোগ্যতা লাগে, বুঝেছ?'

'বুদ্ধুদের বুদ্ধু বলবো না তো কী বলবো?' এলিসিয়া বলতে থাকল, ওর পেট এর ভেতর প্রজাপতি দৌড়াচ্ছে এখন। মাথাটা চক্কর দিচ্ছে টার্বাইনের মতো। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে হার মেনে নিতে ইচ্ছা করছে।

জোর করে মাথা থেকে এই অদ্ভুত অনুভূতিটাকে সরিয়ে দিল ও; এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না, অনেক জীবন নির্ভর করছে ওর একটা সিদ্ধান্তের উপর। 'তোমাদের ধারণা ল্যাফটেনেন্ট ক্রাপনিক এসে যখন দেখবে যে তোমরা সাতজন অ্যালকাইরি মিলেও আমার গায়ে একটা টোকা দিতে পারোনি, উল্টো নিজেদেরই তিনজন লোক হারিয়েছ, সে কি খুব একটা খুশি হবে তোমাদের কথায়? এমনও হতে পারে যে সে রেগে গিয়ে তোমাদের চারজনকেই চাবুকের এক আঘাতে উড়িয়ে দিল। আর ওকে আমি যতদূর দেখেছি আজ সারাদিন...ও এটাই করবে। একদম শতভাগ নিশ্চিত।'

'ও ঠিক বলেছে!' একটা চিকন অ্যালকাইরি বলল। 'প্রভু এসে যখন দেখবে আমরা চারজন একটা সামান্য বাচ্চা মেয়ের ভয়ে জবুথুবু হয়ে আছি, তখন পিটিয়ে ছাল তুলে নেবে আমাদের!'

'তো আর দেরি করছো কী?' বুড়োটা চেঁচিয়ে উঠল। 'একজন-একজন করে ঝাঁপিয়ে পড়ো ওর উপর!'

'হেই, হেই, ওয়েইট!' এলিসিয়া ঝটপট বাধা দিল। মোটা অ্যালকাইরিটা ইতিমধ্যেই সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল, এলিসিয়ার কথা শুনে থমকে দাঁড়াল ওটা। 'তোমরা না সবাই মিলে আমাকে আক্রমণ করতে চাচ্ছিলে?'

'কিন্তু তুমিই তো এইমাত্র বললে যে একজন গ্ল্যাডিয়েটর কখনই যুদ্ধে কারো সাহায্য নেয় না,' চিকন অ্যালকাইরিটা বলল। 'বিশেষ করে সে যখন অসহায়, নাজুক এবং একাকী একটা মেয়ের সাথে লড়াই করে।'

তরুণ অ্যালকাইরি বাদে বাকিরা ওর কথায় পূর্ণ সমর্থন দিল। এলিসিয়া হতাশায় হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়তে লাগল। 'ম্যান, তোমাদের মাথায় সামান্য এটাও কাজ করছে না যে আমি তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করছিলাম এতক্ষণ? আমি চাচ্ছিলাম না

BanglaBook.org

তোমরা একসাথে আক্রমণ করো আমাকে, কারণ সেক্ষেত্রে আমি হেরে যেতাম, আর তাই আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছিলাম যাতে তোমরা একজন-একজন করে আসো...'

'এই যে, এই যে...দেখেছ?' তরুণ যোদ্ধার মুখটা এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত বিস্তৃত চওড়া হাসিতে ঝিলমিল করতে লাগল। 'শেষ পর্যন্ত আমিই জিতলাম।'

'তোমার নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে, বুদ্ধিমান যুবক,' এলিসিয়া সিরিয়াস মুখে বলল। 'এখন এসো তো, আমার হাতে গোটা দিন নেই।'

ওরা চারজনেই দাঁতাল হাসি দিয়ে এলিসিয়ার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মাঝপথে হঠাত চিকন অ্যালকাইরিটা থেমে গেল, যেন ওকে কেউ আঁকড়ে ধরেছে।

'আবার কী হলো?' এলিসিয়া বিরক্ত হয়ে বলল।

'আচ্ছা, ও হঠাত নিজের অবস্থান পরিবর্তন করল কেন?' চিকন অ্যালকাইরিটা সন্দেহের সুরে বলল। 'এই একটু আগেও সে চাইছিল না আমরা ওর সাথে একসাথে যুদ্ধ করি, আর মুহূর্তেই ও পল্টি খেয়ে ফেলল? তোমাদের কী মনে হয় না, ব্যাপারটা যথেষ্ট সন্দেহজনক?'

'আহ, টেইলর, মাই সান,' বুড়ো অ্যালকাইরিটা গর্বের সাথে বলল, 'আমি জানতাম তুমি একদিন অনেক বড় যোদ্ধা হবে। শত্রুর মন পড়তে পারবে। আমি তোমার জন্যে গর্বিত...'

'থ্যাংকস, ড্যাড,' টেইলর আবেগের সাথে বলল, ওর গলা ধরে এসেছে।

'আহ...কাম অন!' বিরক্তি এবং হতাশার একীভূত অনুভূতি নিয়ে বলল এলিসিয়া। 'তোমরা প্রত্যেকে আসলেই অনেক বড় বুদ্ধু। যেখানে আমি তোমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম আমার দুর্বলতা, সেখানে তোমরা এরপরেও দ্বিমত পোষণ করছো? তোমরা আসলেই ইডিয়ট, হোপলেস! বিশেষ করে টেইলর!'

'ড্যাড! ও আমাকে ইডিয়ট বলেছে!' টেইলর কান্না-কান্না স্বরে বলল।

'বেয়াদব মেয়ে! তুই আমার ছেলেকে নিয়ে বাজে কথা বলার কে? তোকে আমি...'

'মেরে ফেলবে, তাই তো?' মরীয়া ভাবে কথাটা সম্পূর্ণ করল এলিসিয়া। 'কিন্তু সেজন্যে তো এদিকে আসতে হবে তোমাদেরকে, তাই না?'

'ইটস এ ট্র্যাপ!' তরুণ অ্যালকাইরিটা বলল।

'রাইট!' মোটা ডিমনটা একমত হলো। '*শত্রু যা চায়, তা কখনোই করো না*–আমার বাবা সব সময়ই বলতেন...'

তীব্র গর্জনে পুরো রুমটা কেঁপে উঠল। সেই সাথে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে; ও খুব কাছে চলে এসেছে। আর বড় জোর মিনিট দুয়েক লাগবে ওর এখানে আসতে।

'ফরগেট ইট!' এলিসিয়া বলল। এরপর ম্যাজিক স্টাফটা পিঠের স্ট্র্যাপের ভেতর চালান করে দিয়ে ছোরাটা নিয়ে সোজা ধেয়ে এলো অ্যালকাইরিদের দিকে। ওরা

BanglaBook.org

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আতংকে। এলিসিয়ার আঘাতটা মোটা অ্যালকাইরিটার পেট বরাবর কেটে ফেলল; সবুজ রঙের রক্ত পড়ছে এখন ওখান থেকে।

'আমার ভুঁড়ি!' ওটা হাউমাউ করে উঠল। **'এটা আমার গর্ব ছিল। ডাইনিটা ওটা খালাস করে দিল...আরঘ...'**

কথাটা শেষ করার আগেই ওর গলার শিরা ছিঁড়ে গেল; সবুজ রক্তের ফোয়ারা বেরিয়ে মেঝে ভিজিয়ে দিল।

এলিসিয়া সাক্ষাত শয়তানের মতোই লড়ছে এখন। খুব দ্রুত নড়াচড়া করছে ও। টেইলর এর আঘাতটা ওর ডান পায়ের দুই ইঞ্চি পাশ দিয়ে স্লাইড করে বেরিয়ে গিয়ে ব্যর্থ করে দিল, এরপর জোরালো লাথিতে ওকে ফেলে দিল বুড়োটার গায়ের উপর, তারপর তরুণ অ্যালকাইরিটার পেটে ড্যাগারটা পুরোপুরি ঢুকিয়ে দিয়ে সাথে-সাথে ছিনিয়ে নিলো আবার। *প্লাম্প* জাতীয় একটা শব্দ হলো, আর সেই সাথে শয়তানটা চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল; ওটা এখন সমানে অভিশাপ দিচ্ছে কুৎসিত ভাষায়।

বিদ্যুৎ গতিতে সামনের দিকে লাফ দিয়ে টেইলরকে সহ নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল এলিসিয়া; দুই হাতে ছুরিটা মাথার উপর তুলে একদম ওর ব্রেইনের ভেতর ঢুকিয়ে দিল বাটসহ। ডান হাতে ছুরিটা টান দিয়ে বের করে বাম হাত দিয়ে স্ট্র্যাপ থেকে ম্যাজিক স্টাফটা বের করে আনল সে; বুড়োটা ক্রোধান্বিত স্বরে চিৎকার করতে-করতে এগিয়ে আসছিল, তার আগেই অ্যালকাইরিটাকে এক ঝলক নীল আলোর মাধ্যমে উড়িয়ে দিল ও। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল বুড়োটা, এরপর একদম নিথর হয়ে গেল।

এলিসিয়া দম নেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ সময় নিলো। হৃৎপিণ্ডটা খাঁচার ভেতর ধড়াস-ধড়াস করছে, মনে হচ্ছে যেন ওটা আবদ্ধ যায়গাটাতে আর থাকতে চাইছে না, প্রতিমুহূর্তে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তবে সেই শব্দকেও ছাপিয়ে এখন আরেকটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে–ভারী পায়ের আওয়াজ। ও আসছে।

আর্চ-ওয়ে দিয়ে প্রবেশ করল অগ্নি-দানবটা–মাথাটা একবার ঘুরিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে পুরো রুমটা দেখল; ওর চোখ ঘুরে গেল মেঝেতে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর দিকে, এরপর সেখান থেকে সোজা ওদের ঘাতকের দিকে। সবুজ চোখগুলো যেন এলিসিয়ার ভেতর শক্ত করে গেঁথে গিয়েছে।

চাবুকটাতে হালকা একটা বারি দিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিল সে। পায়ের নিচে পড়ে থাকা অ্যালকাইরিদের মৃতদেহগুলোকে লাথি দিয়ে সরিয়ে দিতে-দিতে এগিয়ে আসছে দানবটা।

এলিসিয়ার কাছাকাছি এসেই একটা অদ্ভুত কাজ করল ও–হাত থেকে চাবুকটা ফেলে দিল; মৃদু হিসহিস শব্দ করে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। অগ্নি-দানবটা এলিসিয়ার উদ্দেশ্যে খুব অদ্ভুত ভাষায় ঘরঘর করে উঠল, *'আরুউউশ কি শু বি হুরিবাস।'*

BanglaBook.org

এলিসিয়াকে এবার অর্থ বলে দিতে হলো না; সারমর্মটা আন্দাজ করে নিয়েছে ও–*তোমাকে মারতে অস্ত্রের দরকার নেই আমার, খালি হাতই যথেষ্ট।*

কিছু বুঝে উঠার আগেই এলিসিয়ার পাকস্থলীতে বিশাল এক ঘুষি আঘাত করল; উড়ে গিয়ে দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেল এলিসিয়া–পেটে হাত দিয়ে বসে পড়েছে ও। ম্যাজিক স্টাফটা পাশেই পড়ে আছে, কিন্তু ছুরিটা এখনো ডান হাতে বসানো আছে।

ওর পেটের দিকটা পুড়ে গিয়েছে, পোড়া কাপড় আর চামড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে একই সাথে। ক্রাপনিকটা আঘাত করল না আর। ওটা ওর থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে অস্থির ভাবে ডানে আর বামে পায়চারি করতে লাগল। এরপর দুই হাত দিয়ে ওকে উঠতে আহবান জানাল। প্রতি মুহূর্তে ওটার শরীরের উত্তাপ টের পাচ্ছে ও; মনে হচ্ছে যেন একটা জ্বলন্ত তারার কাছাকাছি এনে কেউ ওকে ছেড়ে দিয়েছে, যেটা ওকে প্রতিটা মুহূর্তে একটু-একটু করে শিস কাবাবে পরিণত করছে, যেটার আরো কাছে গেলে চোখের পলকেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে।

কাঁপা-কাঁপা হাতে স্টাফটা মেঝে থেকে তুলে নিলো সে। এরপর ভাবতে লাগল কোন স্পেল প্রয়োগ করা যায় এই জ্বলন্ত অঙ্গার এর উপর।

এলিসিয়ার স্টাফ থেকে নীল আলোর ব্লাস্ট বেরিয়ে এলো। কিন্তু ওটা ক্রাপনিকটাকে স্পর্শ করার আগেই সে বাম হাত দিয়ে অলস ভঙ্গীতে তাড়িয়ে দিল আলোটাকে, যেন মাছি তাড়াচ্ছে। স্পেলটা পেছনের দেয়ালে আঘাত করল জোরেশোরে। পুরো রুমটা কেঁপে উঠল থরথর করে।

মরীয়া হয়ে আবারো স্টাফটাতে ঝাঁকুনি দিল ও, এবার মেঝে ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো সবুজ লতা, যেগুলো প্রথম অ্যালকাইরিটাকে দম আঁটকে মেরেছিল।

ক্রাপনিক কোনোরূপ বাধাই দিল না; চুপচাপ তাকিয়ে থাকল ওদিকে, যেন অবাক হয়ে ভাবছে, *এ কী ধরনের মারণাস্ত্র?*

লতাগুলো উপরে উঠতে না উঠতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ভস্মগুলো মাটিতে পড়তে না পড়তেই ঠাণ্ডা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল ওগুলোকে। ক্রাপনিক নিজের ঘাড়টাকে বামে আর ডানে দোলাল একবার, এরপর ধীরে-সুস্থে সামনের দিকে এগোতে থাকল। ভয়ংকর এক ভীতি এলিসিয়াকে ঘিরে ধরেছে, ওর ম্যাজিক স্টাফ থেকে একের পর এক ব্লাস্ট বেরোচ্ছে। কিছু ব্লাস্ট ক্রাপনিকটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিল, বোমা বিস্ফোরণ এর মতো শব্দ করে দেয়ালে আঘাত করছিল ওগুলো, আর বাকিগুলো ক্রাপনিকের শরীরের সাথে মিশে গেল, যেন ওর শরীরটা শুষে নিয়েছে ব্লাস্টগুলোকে।

পরের ঘুষিটা লাগল একদম চোয়ালে; মট করে আওয়াজ হলো–হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে সম্ভবত। মাটিতে পড়ে হাঁপাতে লাগল এলিসিয়া, চোখে তারা দেখছে এখন। পর-মুহূর্তেই মাটি থেকে পা উপরে উঠে গেল ওর; একটা জ্বলন্ত শক্ত বাঁধন ওর গলা চিপে ধরেছে, নিশ্বাস নিতে পারছে না ও, আর সেই সাথে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড উত্তাপে ও গলেই যাবে।

BanglaBook.org

ক্রাপনিকটা ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিল এন্ট্রেন্স রুমের সিঁড়ির কোনায়; শক্ত সিঁড়ির ধাপে আঘাত হানল এলিসিয়া। ওর ম্যাজিক স্টাফ আর ছুরি মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। গলাটা পুড়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই, মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য মৌমাছি একসাথে হুল ফোটাচ্ছে ওখানে। মেরুদণ্ড কটকট শব্দ করছে, মনে হচ্ছে দুই চারটে হাড় হয়তো আগের মতো ঠিক জায়গায় নেই।

ক্রাপনিকটা এলিসিয়ার দিকে তাকাল একবার, এরপর পেছনে ঘুরে ওপাশের দরজার দিকে যেতে লাগল।

'নো, আনিকা!' এলিসিয়া স্বগতোক্তি করল। এরপর সে তার জীবনের সবচেয়ে বোকার মতো কাজটা করল; মেঝে থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে সোজা দৌড় লাগাল অগ্নি-দানবটার দিকে। কাছাকাছি যেতেই আবারো অনুভব করল উত্তাপ। কিন্তু গরমটাকে পাত্তা না দিয়ে সামনের দিক ঝাঁপ দিল ও, এরপর ক্রাপনিকের গলার ভেতর ছুরিটা বসিয়ে দিল।

মনে হচ্ছে যেন কোনো এক অন্ধকার গহ্বরে ছুরিটা ঢুকিয়েছে ও, যার কোনো তলানি নেই। ওখানেই কিছুই নেই–কোনো চামড়া, মাংস, হাড়, কিছুই না; কেবল শূন্যতা হাহাকার করে বেড়াচ্ছে পুরো জায়গা জুড়ে।

ছুরিটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো এলিসিয়া; ওটা এখন প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছে, যেন গনগনে সূর্যকে হাতের মাঝে ধরে রেখেছে সে। দুই হাতের তালুতে ফোস্কা পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সেই সাথে গলাসহ সারা শরীরের এখানে ওখানে নারকীয় জ্বালা-পোড়া তো আছেই।

ক্রাপনিকটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে আবার, গলার পেছন দিকে বিঁধে আছে এলিসিয়ার ছুরি। এলিসিয়া ওর ম্যাজিক স্টাফটা তুলে নিলো। শেষ একটা চেষ্টা করবে ও।

ম্যাজিক স্টাফ এর মুখে *ওয়ামমমম*...জাতীয় একটা শব্দ হলো। ক্রাপনিকটা একটু সময়ের জন্যে থমকে গিয়েছে, ভেবেছে, হয়তো বা কিছু একটা হবে এখন। এদিক-ওদিক তাকাল সে। না, কিছুই হয়নি–অন্তত আপাতত তাই মনে হচ্ছে।

ও আবার সামনের দিকে আসতে লাগল। ওর মাথার উপর ছাদের কাছাকাছি জায়গাটায় কালো মেঘ জমা হচ্ছে, ওটাকে দেখতে পায়নি সে। প্রতি সেকেন্ডেই বড় হচ্ছে ম্যাজিকেল ক্লাউডটা। ধীরে-ধীরে পুরো ছাদটাই ছেয়ে গেল ঘনীভূত মেঘের দল এ। ক্রাপনিকটা যখন এলিসিয়া থেকে মাত্র ছয় ফুট দূরে, তখনই ছোট-খাটো একটা বজ্রপাত হলো ওখানে, এরপর মেঘের সমুদ্র থেকে বৃষ্টি ঝরতে লাগল অঝোরে। বৃষ্টির পানির প্রতিটা ফোঁটা এলিসিয়ার কাছে বিষের মতো মনে হচ্ছে; ওর জ্বলে যাওয়া শরীরটাকে যেন কটাক্ষ করছে প্রতিটি পানি কণা।

ক্রাপনিকটা উপরের দিকে তাকিয়ে মেঘটাকে দেখল–অবাক হয়ে গিয়েছে ও। দানবটার গায়ের আগুন নিভে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে, উত্তাপ এখন আগের চেয়ে অনেক

BanglaBook.org

কম। ওর দেহের বেশ কিছু স্থানের আগুন নিভে গিয়ে শরীরের কিছু অংশ দৃশ্যমান করে তুলল।

কিন্তু যেখানে রক্ত, মাংসের শরীর থাকার কথা, ওখানে কিছুই নেই–স্রেফ মিশমিশে অন্ধকার, যেন কোনো অন্ধকার নরকের অসংখ্য কূপ সৃষ্টি হয়েছে ওর দেহে।

এলিসিয়া সবে মাত্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছিল–যাক, অবশেষে ওর আগুনটা নেভানো গেল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে ধরে লাথি দিতে ইচ্ছে হলো; বৃষ্টির বেগ অনেক কমে গিয়েছে, মেঘটা প্রায় নেই হয়ে যাচ্ছে–ওটাতে আর পানি বাষ্প নেই।

আবারো আরেকটা বিস্ফোরণ হলো কড়কড় শব্দে আর মেঘটা ফুলে-ফেঁপে জলস্রোত ঝরাতে লাগল ক্রাপনিকটার গায়ের উপর। প্রচণ্ড উত্তপ্ত সেই নরকের আগুনকে এক ফুঁতে নিভিয়ে দেয়ার ক্ষমতা ঐ পানির নেই। ওর দরকার আরো অনেক-অনেক-অনেক পানি। পুরো এক ট্যাঙ্ক এর পানি? হয়তোবা সব একসাথে ঢেলে দিলে কাজ হতে পারতো। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব? ম্যাজিক দিয়ে এক ট্যাঙ্ক পানি শূন্য থেকে নিয়ে আসা যায় না।

তবে, ভাগ্য যদি সহায় হয়, তবে মাটির গভীরের পানি উঠিয়ে আনা যায়। কিন্তু সে জন্যে মাটির নিচে অন্তত ২০-৩০ ফুটের ভেতর পানি থাকতে হয়। কিন্তু সেটা করতে অনেক দক্ষতা লাগে, মনোযোগ লাগে, অসাধারণ ম্যাজিকেল পাওয়ার দরকার হয়, সেই সাথে এই তিনটা ক্ষমতার চমৎকার সমন্বয় করতে হয়, যেটা অনেক স্কিল্ড উইজার্ড এর পক্ষেও করা বেশ কঠিন। বিশেষ করে এই ধরনের পরিস্থিতিতে।

তারপরেও চেষ্টা করল সে–ডুবন্ত মানুষের খড়-কুটো আঁকড়ে ধরার মতোই।

মেঝেটা হালকা *ক্র্যাক* জাতীয় শব্দ করল, কিন্তু এর বাইরে কিছুই হলো না। দিশেহারা হয়ে আবারো চেষ্টা করল এলিসিয়া। এবার মেঝেতে হালকা চিড় দেখা দিল। কিন্তু পানির দেখা নেই।

অগ্নি-দানবটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। বৃষ্টির সমস্ত পানিকে সে ইচ্ছাকৃত ভাবেই ঝরতে দিচ্ছে নিজের গায়ের উপর–যেন এলিসিয়াকে তার ক্ষমতার সীমাটা বোঝাচ্ছে। আবারো ওর শরীরে সৃষ্টি হলো অসংখ্য ছোট-ছোট গর্ত–নরকের অন্ধকারতম কূপ।

কয়েক মুহূর্ত পর পানির স্রোতধারা নিজে থেকেই থেমে গেল। এলিসিয়া বুঝতে পারলো, আর মেঘ সৃষ্টি করেও লাভ হবে না, এই ক্রাপনিকের গায়ের আগুন নেভানো সম্ভব নয়।

ক্রাপনিকটার গায়ের আগুন দপ করে জ্বলে উঠল, নতুনভাবে, যেন অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার পর ওটা আবারো জেগে উঠেছে।

শেষ, সব আশা শেষ, মনে-মনে ভাবছে এলিসিয়া। ওকে এই পরিত্যক্ত ঘরে একাকী অবস্থায় মরতে হবে, একটা অগ্নি-দানবের হাতে, এটাই ওর ভাগ্য।

হাল ছেড়ে দিল ও। সিঁড়ির গায়ে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো সে, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া এসে এলিসিয়ার চুলে দোলা দিয়ে গেল। কানের কাছে কে যেন খুব ক্ষীণ স্বরে ফিসফাস শব্দ করছে, যেন ওকে ভরসা দিচ্ছে, হাল ছেড়ে দিতে না করছে।

বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথায় এলো ব্যাপারটা। যদি ওটা সত্য হয়...ওকে শেষ একটাবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে...এছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই ওর হাতে...

অগ্নি-দানবটার হাতে আবারো দৃশ্যমান হয়েছে অঙ্গারের ন্যায় লাল চাবুকটা। শেষবারের মতো আঘাত করতে এগিয়ে আসছে ধীর পায়ে।

সমস্ত স্পিরিচুয়াল পাওয়ার এক করে ওটিয়োসাসের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষায় সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল এলিসিয়া: *ফ্যাভিও ইগোমেট, ও ইমেনিটর প্রেইস্টাস।*

ঠাণ্ডা বাতাসের ফিসফিস শব্দটা বাড়তে থাকল, যেন ওটার ভলিউম বাড়িয়ে দিচ্ছে কেউ একজন। বাতাসের ঝাপটায় পতপত করে চুল উড়ছে এলিসিয়ার। সিলিংটা অল্প-অল্প কাঁপছে, যেন জ্বরে ভুগছে ওটা।

প্রচণ্ড এক একটা ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টি হলো এন্ট্রেন্স রুমের ভেতর; এতই তার তীব্রতা যে সেটা পুরো রুমটাকেই কাঁপিয়ে দিচ্ছে ভয়াবহভাবে, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। ছাদে ফাটল তৈরি হচ্ছে, দেয়ালগুলো ফেটে যাচ্ছে *ক্র্যাক* শব্দ করে।

গর্জন করতে-করতে ক্রাপনিকটার দিকে ধেয়ে গেল ওটা। অগ্নি-দানবটাকে নিজের ভেতর নিয়ে নিলো এয়ার স্পিরিট এরিয়াস।

ওটা খুব আজগুবি গলায় চেঁচাচ্ছে–অনেকটা চিলের মতো; ওর স্বাভাবিক গলার সাথে এটা যায় না মোটেও। মরীয়া হয়ে বাতাসের ভেতর চাবুকটা চালিয়ে দিল সে। কিন্তু বাতাসকে কী করে হত্যা করা যায়? নিরীহ ভাবে ওর চাবুকটা ঘূর্ণিঝড়ের মাঝ বরাবর চলে গেল, ঘূর্ণিবায়ুর তীব্রতা তাতে এক ফোঁটাও কমলো না।

ওর গায়ের অগ্নিশিখা সাপের জিহ্বার মতো লকলক করছে, যেন আঘাত করতে চাইছে। কিন্তু কিছুতেই সফল হচ্ছে না। আগুনের তীব্রতা কমে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। শরীর জুড়ে অসংখ্য অন্ধকার কুপ তৈরি হচ্ছে, প্রতি সেকেন্ডে ওগুলো একটা আরেকটার সাথে জোড়া লেগে বেড়েই চলেছে ওগুলো...আরো বড় হচ্ছে...আরো...

ক্রাপনিকের শরীরের সমস্ত আগুন নিভে যাওয়ার পর ঘূর্ণিবায়ুর বেগ কমে এলো। এক দৌড়ে এলিসিয়াকে ছুঁয়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাল ওটা। হাজার বছর আগে করা প্রতিজ্ঞাটা রক্ষা করেছে ও।

ক্রাপনিকটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এখন গাঢ় অন্ধকার পুঞ্জিভূত হয়ে আছে–আকৃতি হীন, বিষাদময় এবং ভয়ংকর। ঘরঘর জাতীয় শব্দ হচ্ছে ওখানে, যেন ভয়াবহ কোনো জানোয়ার রাগে ফুঁসছে। আকৃতি হীন অন্ধকার এর এখানে-ওখানে স্পার্ক হচ্ছে, সেই সাথে বাতাসে পোড়া গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

ক্রাপনিকটা এখনো মরেনি! ও আবার অগ্নি-ধারা সহকারে জ্বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে! ঐ ঘন কালো, বিষাদময় অন্ধকার যেন কিসের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে

BanglaBook.org

এলিসিয়াকে। এ অন্ধকার তিমিরকেও হার মানায়, রাতের তমসার চেয়েও ঘনীভূত এই আঁধার...

ডার্কনেস অফ হেল!

ওর মাথার ভেতর কে যেন একটা পুরনো দিনের ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। ওর কানে ভেসে এলো অনেক দিন আগে আংকেল ইভানের বলা কয়েকটি কথা: *অনেক বড়-বড় উইজার্ডরাও স্পিরিচুয়াল এনার্জিকে এতটা মূল্য দেয় না। ভাবে, এটা দুর্বল আর হাস্যকর ম্যাজিক। কিন্তু এটার অসীম ক্ষমতাকে যদি ওরা জানতো...*

নিজের দুই হাতের দিকে নজর দিল এলিসিয়া; ওখানে অগণিত ফোস্কা পড়েছে, সেই সাথে জ্বলছে খুব। কিন্তু ওকে চেষ্টা করতেই হবে। এটা ওর সুযোগ, শেষ সুযোগ...

নিজের সমস্ত *স্পিরিচুয়াল এনার্জি* একত্র করল ও; ধুপ করে স্পার্ক হলো উভয় হাতেই, ওগুলোতে শোভা পাচ্ছে দুটো আলোর বল–স্পিরিচুয়াল লাইট। আলোর বৃত্ত দুটোকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল সে, তারপর জোড়া দিতে থাকল, একের সাথে অন্যকে।

স্পিরিচুয়াল লাইটের বৃত্ত দুটি জোড়া লাগতেই প্রচণ্ড আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল পুরো রুম। এলিসিয়া আর তাকিয়ে থাকতে পারছে না, চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে ওর। অক্ষিপত্র দুটোকে সজোরে চেপে ধরে হাত দুটোকে সামনের দিকে বাড়িয়ে রেখেছে ও; স্পিরিচুয়াল লাইটকে গাড় অন্ধকারের ভেতর ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অবিরাম।

চিলের ন্যায় তীক্ষ্ণ স্বরের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে পুঞ্জিভূত তমসা থেকে, এবারের চিৎকার আগেরবারের চেয়েও ভয়াবহ, আরো অলক্ষুণে, এবং আরো শক্তিশালী। শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দাঁড়িয়ে গেল এলিসিয়ার।

এলিসিয়ার হাত থেকে তৃতীয় একটি স্পিরিচুয়াল বল বেরিয়ে এলো। ওটা আকৃতি নেয়ার সাথে-সাথে ওর সারা শরীরে কাঁপাকাঁপি শুরু হলো, হাঁটুগুলো ওকে আর ধরে রাখতে চাচ্ছে না, মাথাটাকে যেন অমানুষিক শক্তি দিয়ে কেউ চিপে ধরে রেখেছে।

সম্পূর্ণ আন্দাজের উপর ভর করে তৃতীয় স্পিরিচুয়াল বলটাকে একীভূত বল দুটোর ভেতর ডুবিয়ে দিল এলিসিয়া।

কান ফাটানো বিস্ফোরণের শব্দে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত কেঁপে উঠল থরথর করে, যেন এইমাত্র মাটির নিচ দিয়ে ছুটে গিয়েছে বিশালাকারের কোনো জন্তু।

জ্ঞান হারিয়ে সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়ার আগে দুটো দৃশ্য দেখল এলিসিয়াঃ ক্রাপনিকটা নেই, চলে গেছে ওটা, আর ওর উপর ঝুঁকে আছে একটা আকৃতি, যার শরীরটা গাছের ছাল-বাকল দিয়ে তৈরি।

BanglaBook.org

***

ম্যানিটোর বল্লম এর সুচালো অংশটা আংকেল ইভানের কাঁধের পাশ দিয়ে চলে গেল। আংকেল ইভান ভয়ে কেঁপে উঠলেন। আগেরবারের কাটা যায়গাটা যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল। আবার যদি লাগতো ওখানে...আংকেল ইভান শিউরে উঠলেন আরেকবার। দ্বিতীয়বার ম্যানিটোর আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন উনি।

ম্যানিটো মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে প্রায় দশ মিনিট আগে। মুখ থেকে এক গাদা বালু বের করে আংকেল ইভানের দিকে তেড়ে এলো ও। যথেষ্ট ক্ষিপ্রগতিতে আঘাত করেছিল সে; দ্রুত সরে গিয়েছিলেন আংকেল ইভান, কিন্তু গলার চামড়াটা জ্বলে উঠেছিল ভয়ঙ্কর ভাবে। রক্ত ঝরছিল ফোঁটায়-ফোঁটায়। শেষ রক্ষা হয়নি, ম্যানিটোর বর্শাটা ঠিকই উনার গলাটা আলতো করে ছুঁয়ে দিয়েছে।

আংকেল ইভান বুঝতে পারছেন যে উনি মিনেটোরটার আঘাত এভাবে বারবার ফিরিয়ে দিতে পারবেন না–মিনেটোরটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে কিছু না কিছু করতেই হবে এখন। আর এই মুহূর্তে গুহার ভেতর যাওয়াটা খুব দরকার উনার।

এই একটু আগেই গুহার ভেতর থেকে একটা অ্যালকাইরিকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন উনি। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ড্রাগোমির পুরো ব্যাপারটা খেয়াল করেছিল; ও বুঝতে পেরেছিল যে ভেতরে থাকা অ্যালকাইরিদের অবস্থা খুব একটা সুবিধাজনক নয়। বেঈমান অ্যালকাইরিটাকে শাস্তি দিতে এক সেকেন্ডও সময় নেয়নি ও। বামনটা গুহার মুখ থেকে বের হতে না হতেই ড্রাগন ফায়ার ওকে ঝলসে দিয়েছিল। এরপর গুহার সামনে অগ্নি-শিখার এক বৃত্ত রচনা করেছিল ড্রাগোমির। তারপর অদ্ভুত এক ভাষায় কাকে যেন ডাকতে লাগল।

আগুনের বৃত্তটার ভেতর লাল রঙের এক চিহ্ন দেখা দিয়েছিল তখন–একটা লাল বৃত্ত, যার মাঝখানে দিয়ে একটা সাপ চলে গিয়েছে এঁকে-বেঁকে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই অগ্নি-বৃত্তটার মাঝখানের সাপটা ফেটে গেল, ওখান থেকে বেরিয়ে আসলো সে–*ক্রাপনিক।* ওটা এসেই হাঁটু গেড়ে বো করল ড্রাগনটাকে। দানবটা তখন সেই অদ্ভুত ভাষায় কী কী যেন নির্দেশ দিচ্ছিল ওটাকে। এরপরেই অগ্নি-দানবটাকে গুহার ভেতরে যেতে দেখেছিলেন আংকেল ইভান।

তারপরেই গুহার মুখের দিকে ছুটে যেতে চেয়েছিলেন উনি। কিন্তু ভাগ্যের কী ফের–ম্যানিটো ঠিক সেই মুহূর্তটাকেই বেছে নিয়েছিল নাটকীয়ভাবে পুনরাগমন করার।

ম্যানিটোর চিৎকার উনাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল–হাতের ম্যাজিক স্টাফটাকে অনুভূমিকভাবে ধরে ম্যানিটোর আঘাতটা কোনোমতে এড়ালেন উনি। এরপর কয়েক পা পিছিয়ে এলেন।

'কোথায় পালাচ্ছ ইভান?' ম্যানিটো গর্জন করে উঠল। 'পালিয়ে লাভ নেই, বন্ধু, তুমি বাঁচতে পারবে না।'

BanglaBook.org

আংকেল ইভান হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন নরম বালুর উপর। ম্যানিটো এক পা এগিয়ে বর্শাটা মাথার উপর তুলতেই হাত দুটোকে সামনের দিকে দিয়ে ওকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন উনি। 'ম্যানিটো, বন্ধু, প্লিজ আমাকে দুটো মিনিট সময় দাও! মাত্র দুটো মিনিট!'

ম্যানিটোর বর্শাটা মাঝ আকাশেই থেমে গেল। 'এটা কি নতুন কোনো ট্রিক, ইভান?'

'আরে না না,' আংকেল ইভান ওকে নিশ্চিত করলেন। 'কোন ট্রিক-ফিক না। যুদ্ধ করতে-করতে ভয়াবহ ক্লান্ত আমি। তোমার মতো অমর তো আর না, রক্তে মাংসে গড়া মানুষ আমরা। টানা এতক্ষণ যুদ্ধ করলে ক্লান্তি আমাদেরকে ছুঁয়ে দেবেই।'

'তো?' ম্যানিটোর ভ্রু কুঁচকে এসেছে, আংকেল ইভানকে সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে সে।

'তো...মানে...আমার দুইটা মিনিট বিশ্রাম দরকার, প্রাণপ্রিয় বন্ধু,' আংকেল ইভান হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন। 'মাত্র দুই মিনিট, কথা দিচ্ছি, এরপরেই আমরা পুনরায় পরস্পরের পেছনে অগ্নি-প্রজ্বলনের কঠোর প্রচেষ্টা শুরু করবো। আই প্রমিজ।'

দানবটা বর্শাটা নামিয়ে আনল, বালুর ভেতর গেঁথে রেখেছে ওটা। এরপর আংকেল ইভানের থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে উনার দিকে মুখ করে বসে পড়ল; আংকেল ইভানকে চোখে-চোখে রাখছে ম্যানিটো।

আংকেল ইভান চোখ বন্ধ করলেন। চেষ্টা করতেই হবে একবার। কতটুকু কাজ করবে জানেন না, কিন্তু উনাকে পারতেই হবে।

যখন থেকেই বনদেবতাগুলোকে ডেকেছেন উনি, তখন থেকেই ওদের সাথে উনার মানসিক একটা সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। ঐ দেবতারা আংকেল ইভানের নির্দেশ মান্য করে। ওরা বলেছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রে ওদের সাহায্যের দরকার হলে যেন *স্পিরিচুয়াল কন্টাক্ট* ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে ইনসিডিয়েটরদের মাথায় সরাসরি কোনো গোপন নির্দেশ ছড়িয়ে দেয়া যায়, কিন্তু শত্রু পক্ষ জানবেও না সেটা। এই পদ্ধতিতে ওদের সাথে আগে যোগাযোগের চেষ্টা চালাননি উনি। এটা কাজ করে কিনা তাও উনি জানেন না। কারণ, এই ধরনের ম্যাজিক এর কথা উনি ঐ ইনসিডিয়েটরদের কাছেই প্রথম শুনেছেন। ওরা নাকি এইটা ব্যবহার করে থাকে নিজেদের মাঝে। আর এই কারণেই যুদ্ধ-বিদ্যায় এতটা পারদর্শী ওরা।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েই চোখ খুললেন আংকেল ইভান। আশেপাশে তাকালেন আশান্বিত হয়ে–বনদেবতাগুলো আগের মতোই লড়ে যাচ্ছে অ্যালকাইরিদের সাথে। পদ্ধতিটা কি তাহলে কাজ করল না?

আর তখনি, ম্যানিটোর পেছন দিকে চোখ পড়ল উনার–একটা ইনসিডিয়েটর গুহার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে। *ম্যাসেজটা তাহলে পেয়েছে ওরা!*

BanglaBook.org

ক্রাপনিকটা গুহার ভেতর ঢুকেছে আরো পনের মিনিট আগে। এতক্ষণ ওখানে কী হয়েছে কে জানে। তবে উনার কেন যেন মনে হচ্ছে, ওখানে ফরেস্ট স্পিরিটটার অভাবনীয় হিলিং পাওয়ার কাজে লাগবে ভীষণভাবে।

'তোমার সময় শেষ ইভান,' ম্যানিটোর গুরুগম্ভীর স্বর উনাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। মাথাটা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন উনি। হাত দুটো ঝাড়া দিচ্ছেন ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজের মতো করে, পা দুটো দিয়ে ক্যারাটের মতো ভঙ্গী করছেন–সম্ভবত ওগুলোর আলসেমি দূর করার চেষ্টা করছেন।

ম্যাজিক স্টাফটা হাতে তুলে নিলেন উনি। 'চলো ম্যানিটো, রাউন্ড থ্রি শুরু হচ্ছে এবার।'

ম্যানিটো আর আংকেল ইভান দুইজনেই আবার লড়াই শুরু করে দিল। একজন আক্রমণ করছে তো আরেকজন সেটা ফিরিয়ে দিচ্ছে। দক্ষ যোদ্ধার মতো যুদ্ধ করছে দুইজনেই।

কিন্তু আশেপাশে অ্যালকাইরিদের সংখ্যা যেন ক্রমাগত বাড়ছে; সম্ভবত ড্রাগোমির একের পর এক অ্যালকাইরিদের দলকে *ডার্ক ওটিয়োসাস* থেকে *সামন* করে নিয়ে আসছে। কিন্তু ইনসিডিয়েটরদের সংখ্যা মোটেও বাড়ছে না, বরং কমছে। খুব দ্রুতই যুদ্ধটা পাঁচজন বনাম একজন হয়ে যাচ্ছে। ফরেস্ট-স্পিরিটরা পারছে না আর, ওরা হেরে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝেই আশেপাশে চোখে পড়ছে ছিন্ন-ভিন্ন ছাল-বাকল আর শুকনো পাতা, কখনো-কখনো দেখা যাচ্ছে গায়ে আগুন নিয়ে মাঠময় দৌড়াচ্ছে ইনসিডিয়েটরগুলো; ওরা হেরে যাচ্ছে। যুদ্ধটা শেষ হতে আর বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।

যুদ্ধের মাঝে শূন্য থেকেই যেন উদয় হলো একটা অ্যালকাইরি। ওটা এসেই ম্যানিটোর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল; ম্যানিটো তখন আংকেল ইভানকে ফুঁড়ে দেয়ার জন্যে বর্শা তাক করেছে, ওই অবস্থায় গায়ের সাথে ঠেস দিয়ে থাকা বামনটার দিকে চোখ যেতেই থমকে গেল।

'ইয়ো বস, হোয়াসসাপ!' অ্যালকাইরিটা পোকায় খাওয়া নোংরা দাঁতগুলো দিয়ে একটা আপেলে কামড় দিতে-দিতে বলল।

ম্যানিটো রাগি চোখে তাকাল ওর দিকে। 'কী চাও তুমি?'

আপেলটায় আরেকটা কামড় দিয়ে শয়তানটা বলল, 'এই গুণ্ডাটা কি তোমার সাথে ভেজাল করছে, বস? ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। এরপর দেখো ওর কী হাল করি।'

জবাবের অপেক্ষা না করেই সে তার ছেলেদের উদ্দেশ্যে ডাক দিল খুব অদ্ভুত একটা ভাষায়, গরগর করে, প্রায় দশ সেকেন্ড ধরে ডাকটা চলল।

মুহূর্তেই হইহই করে কোত্থেকে যেন ধেয়ে এলো ওগুলো, মোট বারো-চৌদ্দ জন তো হবেই। আংকেল ইভানকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে বৃত্ত রচনা করল ওরা।

BanglaBook.org

আর তখনই, একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল, যেটার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। বিশাল মরুভূমির পেছন দিক থেকে শিঙ্গা বেজে উঠল। আখ খেতের মাঝের রাস্তা দিয়ে ধেয়ে এলো অসংখ্য মানুষ; ওরা সবাই রণ-নিনাদ দিচ্ছে।

ওটিয়োসাস এর উইজার্ডরা অবশেষে এসে গিয়েছে!

গত রাতেই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল ওরা। বিনা যুদ্ধে স্বাধীনতা বিলিয়ে দিতে আগ্রহী হয়নি কেউই। শেষ রাতের দিকে গভর্নমেন্ট হাউজে জরুরী বৈঠক হয়েছিল। বিরোধী দলের নেতারাও ওখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন। পুরনো ভেদাভেদ আর মনোমালিন্যের মতো ছোট-খাটো ব্যাপার মনে রাখার মতো সময় এটা নয়–এই কথাটা বুঝতে কারোই কোনো সমস্যা হয়নি। সবার মুখেই ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা–যেভাবেই হোক, ওটিয়োসাসকে রক্ষা করতেই হবে।

ওদের যুদ্ধ সংক্রান্ত প্ল্যানটা অবশ্য আনিকারই করা। *স্পেশাল ওয়ার্লক ফোর্স* এর সাবেক ল্যাফটেনেন্ট তার পরিকল্পনাটা আংকেল ইভানকে বলে দিয়েছিল চাবিটা পাওয়ার পরেই। আংকেল ইভান যখন আনিকার পরিকল্পনাটা সভায় শোনাচ্ছিল, তখন পিন পতন নিরবতা নেমে এসেছিল পুরো হল রুম জুড়ে। এরপর ভোটাভুটি শুরু হয়, এবং এবার সবাই এক বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন যে এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো পরিকল্পনা তাদের হাতে নেই। ফলাফল–মোশান পাস হতে দুই মিনিটও লাগেনি।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্পেশাল ওয়ার্লক ফোর্স আর সাধারণ উইজার্ড এবং উইচদেরকে কিছু ছোট-ছোট দলে ভাগ করা হলো। সেই রাতেই দলগুলো শহরের বাইরে চলে গিয়েছিল, লুকিয়ে ছিল, যাতে সঠিক সময়ে ফিরে আসতে পারে।

একের পর এক আলোর ঝলকানিতে রাতটা আলোকিত হয়ে উঠল। উইজার্ড আর উইচদের রণ-হুংকার আর অ্যালকাইরিদের আর্তনাদে আশেপাশের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। উইজার্ডদের শক্তিশালী স্পেল আর কার্স এর সামনে ওগুলো টিকতে পারছে না।

উইজার্ডদের ভিড়ের মাঝে অনেক পরিচিত মুখ চোখে পড়ল উনার। উনার ভাই জর্জ উইলোবি আর মিসেস রাশনা একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন অনেকগুলো অ্যালকাইরির সাথে। শয়তানগুলো ওদের ধারে কাছে আসা মাত্রই তীব্র কার্সের আঘাতে উড়ে যাচ্ছে। তাদের থেকে কিছুটা দূরে যুদ্ধ করছেন উনার আরেক ভাই অ্যালেক্স উইলোবি আর তার স্ত্রী। ম্যাজিক স্টাফকে তলোয়ারের মতো ব্যবহার করছেন ওরা। চারজনকেই দেখে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে হচ্ছে। ক্রাপনিকটা তাহলে ওদের ক্ষতি করতে পারেনি? ফরেস্ট স্পিরিটদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় উনার চোখ বুজে এলো।

তারপর আছেন ওটিয়োসাস গভর্নমেন্ট এর উইজার্ড এবং স্পেশাল ওয়ার্লক ফোর্স এর যোদ্ধারা, ওরা প্রত্যেকে দুটো করে অ্যালকাইরির সাথে লড়ছেন। এছাড়াও বিরোধী দলের সব নেতাকেই দেখা যাচ্ছে যুদ্ধে। সেই সাথে আছেন ওটিয়োসাসের অনেক নাম না জানা উইচ এবং উইজার্ড।

BanglaBook.org

পুরো ওটিয়োসাস এক হয়ে প্রতিরোধ করছে।

আর সর্ব ডানে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে, বালুময় মাঠটার পূর্ব দিকে লড়ছে বেনজামিন আর ড্রাগোমির। দানবটার একের পর এক অগ্নি-ধারা থেকে কোনোমতে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছে ও।

আংকেল ইভানের বুকটা হাহাকার করে উঠল। *ওর সাহায্য দরকার।*

ধাতব শব্দে আংকেল ইভানের সম্বিত ফিরল; অ্যালকাইরিগুলো উনাকে ঘিরে ধরেছে চারপাশ থেকে, বৃত্তটা ছোট করে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ওদের নেতা এখন ম্যানিটোর গায়ে হেলান দিয়ে কফি খেয়ে যাচ্ছে, আর ম্যানিটো বিরক্ত-বিরক্ত চোখে তাকাচ্ছে ওদিকে; একটু আগেই *অ্যাল ম্যানিতো দি ক্যাফেতেরিয়ো* থেকে চকোলেট কফি নিয়ে এসেছে সে।

'ভয় পেয়েছ?' দাঁতাল হাসি দিয়ে বলল একটা অ্যালকাইরি।

আংকেল ইভান কোনো জবাব না দিয়ে তাঁর ম্যাজিক স্টাফটা দুই আঙ্গুলের মাঝে ঘোরাতে লাগলেন–প্রথমে ধীরে-ধীর, এরপর গতি বাড়াতে লাগলেন। বাতাস বইতে লাগল উনার চারপাশে, প্রতি মুহূর্তে বাতাসের বেগ বাড়ছে।

দেখতে-দেখতে আংকেল ইভানের চারপাশে একটা ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলো, যেটার কেন্দ্রে উনি একা দাঁড়িয়ে আছেন, তখনো দুই আঙ্গুলের ফাঁকে দুলিয়ে যাচ্ছেন ম্যাজিক স্টাফটাকে; ওটা এক মিটার লম্বা প্রপেলারের মতো বোঁ বোঁ জাতীয় শব্দ করে ঘুরছে।

অ্যালকাইরিগুলো তীব্র বাতাসের ঝাপটায় উড়ে যাচ্ছে চারপাশে–একেকজন উড়ে গিয়ে কাঁটা ঝোপ আর গুল্ম লতার উপর পড়ে ব্যথায় কোঁ কোঁ করতে লাগল।

অ্যালকাইরি নেতা কফির মগ ফেলে দিল চট করে। 'পরে দেখা হবে, বস।'

নিমিষেই ভিড়ের ভেতর মিশে গেল সে।

'মুরগীর বাচ্চা,' ম্যানিটো রাগত স্বরে বলল। এরপর ওর হাতের বর্শাটা সামনের দিকে তাক করে অপেক্ষা করতে লাগল আংকেল ইভান এর জন্যে।

ঘূর্ণিঝড়ের বেগ কমে এসেছে। মধ্য আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে-ঝরে মাটিতে পড়ছে শুকনো বালু। আংকেল ইভান এখন মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন। হাঁপাচ্ছেন দারুণভাবে। উনার সমস্ত ক্ষমতা শেষ স্পেলটাতে দিয়ে দিয়েছেন। স্পেলটা এতটা সহজ ছিল না, অসাধারণ ম্যাজিকেল ক্ষমতা নিয়ে জন্মানো উইজার্ডদেরও এটা ঠিকভাবে কাস্ট করতে বেশ বেগ পেতে হয়।

'তো, ইভান!' ম্যানিটো বলল, 'এবার কোথায় যাবে?'

ওটিয়োসাস গভর্নমেন্ট এর একজন ওয়ার্লক উড়ে এসে ওদের মাঝখানে পড়ল। ম্যানিটো ওর দিকে একবার তাকাল এরপর মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাল। হয়তো ভাবছে যে এর সাথে কী করা উচিত তার।

চারপাশে আগুন আর আলোর ঝলক দেখা যাচ্ছে। উইজার্ডরা একের পর এক স্পেল প্রয়োগ করছে, কিন্তু অ্যালকাইরিগুলোর সংখ্যা তারপরেও কমছে না। একটু

BanglaBook.org

পর পরেই ভূমির এখানে-সেখানে গর্ত হচ্ছে, আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে তিন-চারটে করে অ্যালকাইরি। মাঝে-মাঝেই একজন করে উইজার্ড এর বুকে ঢুকে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ বর্শার ফলা। কেউ-কেউ তলোয়ারের আঘাতে হাত বা পা হারাচ্ছে।

এত কিছুর পরেও ওরা হেরে যাচ্ছে...

তাহলে...লেখক এটাই চায়! ওটিয়োসাসের অর্ধেকের বেশি লোক মেরে গল্পটাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলাটাই তাহলে ওর উদ্দেশ্য? ভাবছিলেন আংকেল ইভান।

আচ্ছা, যদি এমন হয় যে সে ওদের বিজয় কখনই চায়নি...কোথাও কি লেখা আছে যে গল্পের শেষে ভালোর জয় হতেই হবে?

নেই, কোথাও লেখা নেই এটা। তার মানে...

নাকি গল্পটা মাত্র শুরু হলো, এই যুদ্ধটা সম্পর্কে লেখাই হচ্ছে হয়তো বা স্রেফ তাদের দাসত্বের সূচনা করার জন্যেই...

এটা কি তাহলে কেবলমাত্র প্রোলগ? সূচনা? পুরো গল্পটা শেষ হতে কি আরো অনেক-অনেক বছর বাকি?

লোকটার উপর তীব্র ঘৃণায় মন ভরে গেল আংকেল ইভানের। না, ওকে জিততে দেয়া যাবে না, কিছুতেই না। *আনিকা, প্লিজ জলদি করো,* মনে-মনে প্রার্থনা করতে থাকলেন উনি। এরপর উঠে দাঁড়ালেন–*এখনো অনেক কাজ বাকি।*

ম্যানিটো ওর বর্শাটা ছুঁড়ে দিল আংকেল ইভানের দিকে। খুব সহজেই ওটাকে এড়িয়ে গেলেন উনি। ম্যানিটোর দিকে তাচ্ছিল্যের হাসি দেয়ার সাথে-সাথে বুঝতে পারলেন, ম্যানিটো হাসছে। অদ্ভুত সে হাসি, যেন সে হাসতে চাইছে না, কিন্তু কেউ একজন জোর করে ওর গাল দু'পাশে টেনে ধরে রেখেছে।

আংকেল ইভান সতর্ক হয়ে উঠলেন; শরীরের সমস্ত নার্ভ সক্রিয় হয়ে উঠল। কিছু একটা উনার দিকে ধেয়ে আসছে প্রবলবেগে। সাথে-সাথে ডান পাশে ঘুরে গেলেন উনি, আর কিছু একটা মিসাইল এর মতো হুইসেল দিয়ে উনার কানের পাশ দিয়ে ধেয়ে গেল–ওটা এখন ম্যানিটোর হাতে শোভা পাচ্ছে আবার–ওর জ্যাভেলিন।

চুকচুক জাতীয় শব্দ করল ম্যানিটো। 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেলে ইভান, কিন্তু পরের বার এতটা লাকি হবে না তুমি, মনে রেখো।'

ম্যানিটো এবার বর্শাটা সামনের দিকে দিয়ে ধেয়ে এলো; ফুঁড়ে ফেলতে চাইছে উনাকে। আংকেল ইভান দ্রুত ডান পাশে ঘুরে গিয়ে সজোরে ম্যানিটোর মাথায় আঘাত করলেন ম্যাজিক স্টাফ দিয়ে; উনার কাছে মনে হলো বিশাল পাহাড়ের গায়ে একটা ছড়ি দিয়ে আঘাত করেছেন। ম্যানিটো রাগ-রাগ চোখে ঘুরে তাকাল উনার দিকে। ওর চোখগুলো রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। আকাশের গায়ে আবারো জোরেশোরে বজ্রপাত হলো।

'উপস, সরি,' আংকেল ইভান ঢোঁক গিলে বললেন।

BanglaBook.org

ম্যানিটো ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে উনার দিকে, হাতের বর্শাটা ছেড়ে দিয়েছে বালুতে। আংকেল ইভান উনার ম্যাজিক স্টাফ দিয়ে একের পর এক ধড়াম-ধড়াম বাড়ি মেরে যাচ্ছেন ম্যানিটোর গায়ে–ঠিক যেমন ভাবে শিক্ষকেরা দুষ্ট ছাত্রদের মেরে থাকেন–আর মুখ দিয়ে অনবরত আউড়িয়ে যাচ্ছেন, 'নটি মিনেটোর, নটি মিনেটোর...ইউ আর সো সো নটি...'

ম্যানিটো উনার ম্যাজিক স্টাফটা দুই হাতে আঁকড়ে ধরলো, এরপর ওটা সহ আংকেল ইভানকে নিয়ে কয়েকবার পাক খেল ও; আংকেল ইভান চক্রাকারে ঘুরতে লাগলেন ম্যানিটোর চারপাশে, ঠিক যেভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো ঘোরে।

'আই এম সরিইইইইইই...' আংকেল ইভান চিৎকার করে বলতে লাগলেন।

প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে আংকেল ইভানকে ছুঁড়ে দিল দানবটা। প্রজেক্টাইল এর মতো বেশ কিছুদূর উড়ে গিয়ে একটা কাঁটা ঝোপের উপর ল্যান্ড করলেন উনি, ঠিক যেখানে একটা অ্যালকাইরি বসে-বসে কাঁদছিল; ওর সারা গায়ে কাঁটা ফুটে গিয়েছে। আংকেল ইভানকে একই অবস্থায় দেখে অ্যালকাইরিটার মুখ হাজার ওয়াটের বাল্বের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুশিতে হাত তালি দিতে থাকল শয়তানটা। এরপর হাসতে-হাসতে মাটিতে ধমাধম কিল মারতে লাগল; অনেক মজা পাচ্ছে ওটা।

সারা গায়ে অসংখ্য কণ্টকাবৃত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন আংকেল ইভান। এ অবস্থায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে যাবেন কিনা ভাবছেন। ইজ্জতের চেয়ে বড় কিছু নেই। অ্যালকাইরিটাকে হাসতে দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল উনার। টার্গেট ঠিক করে কষে একটা লাথি দিলেন ওটাকে। ডিমনটা উড়ে গিয়ে পাশের ছোট ডোবায় আশ্রয় নিলো। ডোবার জলে হারিয়ে যাওয়ার আগে ওর মধ্য অঙ্গুলি দিয়ে খুব বাজে একটা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দেখাল উনাকে। অচিরেই সাইন ল্যাঙ্গুয়েজটা পানিতে হারিয়ে গেল বুদবুদ তুলে।

রাগে, ক্রোধে এবং অপমানে উন্মত্ত হয়ে উঠল আংকেল ইভান। একটা-একটা করে কাঁটা খুলতে লাগলেন নিজের শরীর থেকে।

কাঁটা খুলতে-খুলতে আশেপাশের অবস্থাটা একবার দেখে নিলেন আংকেল ইভান–যুদ্ধ ক্ষেত্রে ওয়ার্লক, উইজার্ড আর ইনসিডিয়েটরদের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। একটু পরপরেই উইজার্ডদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে, আর একসাথে কয়েকজনকে ঝলসে যেতে দেখা যাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝেই তাদের বুক চিড়ে বেরিয়ে আসছে তীক্ষ্ণ অস্ত্র। ওরা আসলেই হেরে যাচ্ছে।

ম্যানিটো আবার তার আদী অবস্থানে চলে গিয়েছে–সেই গুহার মুখে। ও যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে না। ওর কাজ গুহার ভেতর কাউকে ঢুকতে বাধা দেয়া। ও কেবল তা-ই করছে। কে জিতল বা কে হারলো, সেটা ওর দেখার বিষয় নয়।

BanglaBook.org

কাঁটা ঝোপটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেশকিছুটা দূরে হওয়ায় সুবিধাই হয়েছে। হাত-পা ছড়িয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নেয়া যাবে। এই মুহূর্তে যেটা উনার সবচেয়ে বেশি দরকার।

শেষ কাঁটাটা খুলে ফেলার পর ধুপ করে নরম বালুতে পড়ে গেলেন আংকেল ইভান। বুকটা উঠানামা করছে ভয়াবহভাবে, হৃদপিণ্ড অনেক জোরে দৌড়াচ্ছে খাঁচার ভেতরে, শরীরের বিভিন্ন যায়গায় ব্যথা করছে প্রবলভাবে।

প্রচণ্ড অবসাদে চোখ বুজে এলো উনার। আর সাথে-সাথেই ঝিরঝির করে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমে এলো।

***

ড্রাগোমিরের আরেকটা অগ্নি-স্রোত কোনোমতে কাটিয়ে দিল বেনজামিন। ওর শার্টের বেশ কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছে, চামড়ার কিছু অংশ ঝলসে মাংস বেরিয়ে আছে। সারা শরীর অমানুষিক রকমের জ্বলছে ওর। মাত্র ছোট্ট একটা ছুরি দিয়ে কিভাবে একটা ড্রাগনের সাথে লড়াই করা যায়, সেটাই মাথায় আসছে না, হত্যা করা তো দূরে থাক। তার মধ্যে মরার উপর খাঁড়ার ঘা এর মতো শুরু হয়েছে বৃষ্টি।

'কী হলো, ব্রাদার?' ড্রাগোমির বিদ্রুপ করল। 'ক্লান্ত হয়ে গেলে এইটুকুতেই?'

'ডোন্ট কল মি ব্রাদার,' বেনজামিন দাঁতে-দাঁত চিপে বলল। যুদ্ধটা যখন থেকে শুরু হয়েছে, তখন থেকেই ও চেষ্টা করেছে ড্রাগোমিরের সম্পূর্ণ মনোযোগ ওর দিকে রাখতে। কিন্তু ড্রাগোমির ওর থেকে অন্য উইজার্ড আর ইনসিডিয়েটরদের প্রতিই বেশি আগ্রহ দেখাল; একের পর এক পুড়িয়ে মারতে লাগল ওদেরকে। তারপরেও ঐ ছোট ড্যাগারটা দিয়ে যতটুকু সম্ভব, ও চেষ্টা করেছে।

ড্রাগনটা হেসে উঠল হাহা করে। এরপর কোনোরূপ পূর্ব লক্ষণ ছাড়াই অতিকায় সরীসৃপের মতো বিশাল গলাটা ধেয়ে এলো চোখের পলকে। ঝট করে গড়িয়ে এক পাশে সরে গেল বেনজামিন; ড্রাগোমিরের দাঁতগুলো একটা আরেকটার সাথে বাড়ি খেল ঠকাস করে। বেনজামিন ততক্ষণে একটা পাথরের স্তম্ভের গায়ে আশ্রয় নিয়েছে। ওটা অনেক বিশাল–অগণিত পাথর একসাথে জমে এটা তৈরি হয়েছে।

ব্যথায় গর্জে উঠল ড্রাগনটা। এরপর লাল চোখ দুটোকে বেনজামিনের দিকে নিবদ্ধ করল; মনে হচ্ছে যেন দৃষ্টি দিয়েই ছাই করে দেবে ওকে। ডান দুটো দু'পাশে দিয়ে অতিকায় পাখির মতো দানবটা উড়ে এলো ওর সামনে। 'এবার তুমি কই যাবে, বেনজামিন?'

ড্রাগোমির তার বিশাল মুখটা খুলল; অনেক গভীরে একটা অগ্নি-সাগর দেখা যাচ্ছে যেখানে উত্তাল ঢেউ সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বেনজামিন চোখ বন্ধ করে ফেলল। ও ঝলসে রোস্ট হতে যাচ্ছে। এবার ওকে বাঁচানোর কেউ নেই...

BanglaBook.org

প্রচণ্ড এক ধাক্কা অনুভব করল ও, সেই সাথে নিজেকে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে দেখল। কোনোমতে সামলে নিয়ে দ্রুত পেছন ফিরল সে; ড্রাগোমিরের অগ্নি-সাগরের উন্মাতাল ঢেউ এসে জায়গাটাকে ভাসিয়ে দেয়ার আগে এক নজর দেখল তার রক্ষাকর্তাকে–অফ হোয়াইট কালারের শার্ট আর ট্রাউজার পরা লোকটা ভয়ে জবুথবু হয়ে আছেন, চোখে বেঁচে থাকার আকুতি আর সেই সাথে অবিশ্বাস–পল জোডিয়্যাক।

চিৎকার করারও সময় পেলেন না উনি। তার আগেই তলিয়ে গেলেন অগ্নি-সাগরের বিশাল এক ঢেউ এর নিচে।

আশেপাশের কয়েকটা পাথর গলে গিয়ে লাভার ছোট-খাটো পুল এ পরিণত হয়েছে, পুড়ে বিকৃত হয়ে যাওয়া শরীরটা ওটাতে ভেসে আছে অসহায়ভাবে। পোড়া মাংসের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে এসেছে। বমি এসে গেল বেনজামিনের।

লাভায় পড়ে থাকা দেহটা থেকে কিছু একটা ছুটে বেরিয়ে এলো; একটা হাল্কা নীল অবয়ব, যেটাকে দেখে স্রেফ ধোঁয়া দিয়েই তৈরি বলে মনে হচ্ছে। ওটা বেনজামিনের সামনে এসে অদ্ভুত রকম রহস্যময় ভাষায় কথা বলে উঠল–কণ্ঠটা চিনতে কোনো কষ্টই হলো না বেনজামিনের।

হেনা!

ওরাকল এর অবয়বটা ফিসফিস করে বলতে থাকল:

It shall end

Where lies the center of land.

Light the cannons of Dragomir's bane

Sword of nature shows the lane.

On fire it shall feast

Flame of cold binds the beast.

BanglaBook.org

'তুমি এখানে কিভাবে...হেই ওয়েইট...' অবয়বটা হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে দেখে চেঁচিয়ে উঠল বেনজামিন। ওটা নেই, বাতাসের সাথে মিশে গিয়েছে। কিন্তু ওকে দিয়ে গিয়েছে সেটা, যা দেয়া দরকার ছিল।

তীব্র রাগে আর ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে গেল বেনজামিন। সেই সাথে আরো দুটো অনুভূতি কাজ করতে লাগল একইসাথে–সম্পূর্ণ আলাদা ওগুলো–কৃতজ্ঞতা আর অপরাধ বোধ।

পল জোডিয়্যাককে কখনোই মন থেকে শ্রদ্ধা করেনি ও। উনার কথা যতবারই মাথায় এসেছিল, ততবারই ইচ্ছে হয়েছিল ঐ বেঁটে-খাটো লোকটার গলা চিপে ধরতে। কিন্তু লোকটার জীবনের সর্বশেষ কাজ ছিল ওকে বাঁচানো...

চোয়াল শক্ত হয়ে এলো বেনজামিনের। অনেক হয়েছে, অনেক জীবন চলে গিয়েছে, আর না। আর একজনকেও মরতে দেবে না ও।

ড্যাগারটা শক্ত করে ধরে বেনজামিন দৌড় দিল ড্রাগনটার দিকে; ওটা এখন অবাক হয়ে পুড়ে যাওয়া শরীরটা দেখছে। মনে হচ্ছে কী যেন ভাবছে ওটা।

বিশাল ড্রাগনটার বাম পাশে এসেই চিৎকার করে উঠল বেনজামিন। **'হেই, ইডিয়ট! এদিকে তাকাও!'**

ড্রাগনটা ঘুরল ওর দিকে, আর সাথে-সাথেই জমে গেল। চোখগুলো বড়-বড় হয়ে গিয়েছে ওর। স্বপ্নেও ভাবেনি যে এমন কিছু হতে পারে।

'যদি ক্ষমতা থাকে, তো আমাকে পুড়িয়ে দেখাও, এসো!'

ড্রাগোমির ওর বিশাল সর্পিল গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল, যেন ছোবল দিতে চাইছে। এক ঝটকায় বাম পাশে সরে গেল বেনজামিন। মাটিতে একবার ডাইভ দিয়েই উঠে দাঁড়াল। দুই হাতে ছোরাটা কাঁধের উপর তুলে লাফ দিল ড্রাগোমিরের ঘাড়ের উপর। ছোরাটা বাঁটসহ ঢুকিয়ে দিল দানবটার ঘাড়ে, এরপর ওটাকে শক্ত করে ধরে নিজের শরীরটাকে বাম পাশে দুলিয়ে দিল পেন্ডুলামের মতো। ওর পুরো শরীরটা বাঁক খেয়ে ধুপ করে ল্যান্ড করল ড্রাগোমিরের ঘাড়ের উপর–এখনো দুই হাতে ধরে রেখেছে ড্যাগারটাকে।

উন্মত্তভাবে ঘাড় নাড়াচ্ছে ড্রাগনটা, দেখে মনে হচ্ছে ওটার গলায় অনিয়মিত তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে। দানবটা চিৎকার করছে ভয়াবহভাবে। প্রতিটা তরঙ্গের সাথে বেনজামিনও দুলছে ভয়ঙ্কর ভাবে, কিন্তু কিছুতেই ছাড়ছে না ও; ড্রাগনটার গলার দু'পাশে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে ও, সেই সাথে ছুরিটা ধরে রেখেছে নিজের সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে।

ও যা চাচ্ছে, ড্রাগনটা সেটা করছে না। ওকে বাধ্য করতে হবে, যেভাবেই হোক।

ডান হাতে ড্রাগনটার গলা শক্ত করে ধরে, বাম হাত দিয়ে একটানে ছুরিটা ছাড়িয়ে নিলো ও, এরপর সেটাকে সজোরে গেঁথে দিল আরো এক ফুট সামনে। ড্রাগনটার অমানুষিক গর্জন আর অস্বাভাবিক কম্পন উপেক্ষা করে ছুরিটায় টান দিয়ে নিজেকে আরেকটু সামনে নিয়ে গেল ও। এরপর আবারো একই কাজ করল, তারপর আবার, এরপর আবার। প্রতিটা আঘাতের সাথেই বেনজামিন একটু একটু করে ড্রাগোমিরের মাথার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

শেষ আঘাতটা করার পর নিজেকে টেনে হিঁচড়ে শক্ত চামড়াটার উপর দিয়ে নিয়ে গেল ও। অবশেষে মাথার কাছে পৌঁছাতে পেরেছে সে। বড় করে দুইবার শ্বাস নিলো বেনজামিন, এরপর ছুরিটা খুলে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে ড্রাগনটার ডান চোখে আঘাত করল। ফোয়ারার মতো বেরিয়ে এলো গাড় বেগুনী রঙের রক্ত।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল ড্রাগনটা। ওর গর্জনে পুরো ময়দান জুড়ে একটা শক্তিশালী তরঙ্গ বয়ে গেল। অস্ত্রের ঝনাৎকার আর আলোর ঝলকানি থেমে গেল; ওদের সবার চোখ এখন এদিকে।

দানবটার চোখে দ্বিতীয়বারের মতো আঘাত করল বেনজামিন। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে পাগলের মতো মুখ দিয়ে আগুন বের করতে থাকল ওটা, সেই সাথে চারপাশে ঘুরছে চক্রাকারে, যেন অগ্নি-ধারা ছড়িয়ে দিলেই সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে। ওর আশেপাশে যারা ছিল–ওয়ার্লক, অ্যালকাইরি, ইনসিডিয়েটর, সবাই পুড়ে ছাই এর বিশাল স্তূপ এ পরিণত হল।

শরীরের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে আবারো আঘাত করল বেনজামিন। ড্রাগনটা গগনবিদারী আর্তনাদ করে তার বিশাল দুটো ডানা মেলে দিল দু'পাশে। এরপর...সে উড়তে শুরু করল।

টাইম টু মিট ইউর ডুম, ড্রাগোমির, বেনজামিন মনে-মনে বলল।

ড্রাগনটা ওকে নিয়ে উড়ে চলল অজানার উদ্দেশ্যে।

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ১০
মিট দ্য ক্রিয়েটর

অনেকগুলো দরজা সজ্জিত বৃত্তাকার রুমে দাঁড়িয়ে আনিকা ভাবছিল তার পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে। দরজাগুলোর গায়ে চকচকে সিলভার হরফে খোদাই করা আছে চ্যাপ্টার ১, চ্যাপ্টার ২, চ্যাপ্টার ৩...এভাবে। একদম বামের কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা দরজাটাতে কিছুই লেখা নেই।

আনিকা চাবিটা বের করল ওর বেল্টের সাথে লাগানো একটা স্ট্র্যাপ থেকে। এরপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ওর লক্ষ্যের দিকে।

দরজাটার কাছে আসতেই চাবিটা উজ্জ্বল আলো সহকারে জ্বলতে লাগল; ওটা তার বাসস্থানকে অনুভব করতে শুরু করে দিয়েছে। দরজাটার গায়ে খসখস শব্দ হচ্ছে, বোর্ডের উপর চক দিয়ে আঁকলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমন। ওখানে একটা ক্রস তৈরি হচ্ছে, যেটা সোনালী আলো সহকারে দপ করে জ্বলছে আর নিভছে, সেই সাথে শব্দ হচ্ছে ল্যাপ-ডপ-ল্যাপ-ডপ জাতীয়। চাবিটার অস্তিত্বই ওটাকে জীবন্ত করে দিয়েছে।

একটা অদ্ভুত রহস্যময় শব্দের সাথে ক্রসটার মাঝখানে গোলাকার গর্ত হয়ে গেল। চাবিটাকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না, ওটার তাপমাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ওটাকে যেতে দিল আনিকা। হাওয়ার ভেলায় চড়ে ফুটোটার সাথে একীভূত হয়ে গেল সে। ক্লিক করে একটা শব্দ হলো।

ক্রসটা বাড়ছে ক্রমাগত, শাখা-প্রশাখা গজাচ্ছে ওটা থেকে। কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, যেন কেউ ইরেজার দিয়ে মুছে দিচ্ছে। পুরো দরজাটার গায়ে ধীরে-ধীরে বেশ সুন্দর একটা নকশা হচ্ছে–গাড় সবুজ রঙের কারুকাজ। কয়েক সেকেন্ড পরেই কারুকাজটা তার পূর্ণ রূপ ধারণ করল–একটা সবুজ রঙের ওক গাছ খোদাই হয়েছে দরজাটার গায়ে, ওটার ঠিক মাঝ বরাবর সোনালী আলো বিকিরণ করে অনুপ্রভা ছড়াচ্ছে চাবিটা।

মৃদু একটা শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল আনিকা। আগের মতোই অস্ফুট একটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

BanglaBook.org

সেদিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলো আনিকা জুলফিকার। ওর লক্ষ্য পেছনে নয়, সামনে।

অসংখ্য ভেন্টিলেটরে সাজানো বিশাল এক হল রুমে দাঁড়িয়ে আছে ও। কাঁচ দিয়ে তৈরি ভেন্টিলেটরগুলোর মাঝে বেশিরভাগই বন্ধ করা আছে, মাঝে-মাঝে দুয়েকটা খোলা ভেন্টিলেটর দেখা যাচ্ছে ওগুলোর ভেতর। সিলিংটা মেঝে থেকে অনেক-অনেক উপরে। ছাদটা নীলাভ কাঁচ দিয়ে ঘেরা, যার মাঝামাঝি স্থানে খুব ছোট একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে। ছাদ আর ভূমির মাঝামাঝি জায়গা জুড়ে অগণিত লোহার বিম রুমের ডানপাশ থেকে বামপাশে ছড়িয়ে আছে একটা নির্দিষ্ট বিন্যাস এ।

মেঝেটা টাইলস করা, ওখানে নানান রঙ এর ডিজাইন করা আছে যেখানে কালোর প্রাধান্যটাই বেশি। টাইলসগুলো পুরো রুম জুড়ে অনেকগুলো বৃত্ত তৈরি করেছে। রুমের একদম প্রথম বৃত্তটা সবচেয়ে বড়, এবং পুরো রুমের প্রায় সমস্ত মেঝে দখল করে রেখেছে। ঐ বৃত্তটার পর থেকেই শুরু হয়েছে পরের বৃত্তটা, তার ভেতর আরেকটা, এরপর আরেকটা। কেন্দ্রের বৃত্তটা সবচেয়ে ছোট, ঘনকালো, এবং ওটা রুমের একদম মাঝামাঝি যায়গায় অবস্থিত আছে।

কালো বৃত্তটার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে–সবুজ রঙের লম্বা জামা পড়ে আছে ও, চুলগুলো ঘাড়ের পেছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ডান পাশে ফেলে রেখেছে। মাথায় পড়েছে লরেল মুকুট। ডান চিবুকে ছোট্ট একটা তিল, যেটা ওর সৌন্দর্য্যকে বহুগুণে বিবর্ধিত করে তুলেছে। মুখে একটা রহস্যময় হাসি আঁকা আছে, দু'পাশের গালেই টোল পড়েছে ঐ হাসিতে।

'হেনা?' আনিকা অবাক হয়ে বলল। 'তুমি এখানে?'

'তোমাদেরকে তো আমি বলেছিলামই যে আবার দেখা হবে,' ওরাকল হেনা মিষ্টি হেসে বলল।

পেছন দিকে একবার তাকাল আনিকা, এরপর ইতস্তত করতে লাগল। 'আমি জানি না ওখানে কী হচ্ছে। এলিসিয়াকে এন্ট্রেন্স রুমে ছেড়ে এসেছি আমি। সাতটা অ্যালকাইরির সাথে একসাথে লড়াই করা সহজ কথা নয়...'

হেনা স্মিত হাসল। 'শি ইজ এক্সিলেন্ট...'

'ওহ...' স্বস্তির নিশ্বাস নিলো আনিকা। মেয়েটাকে নিয়ে সে আসলেই অনেক চিন্তায় ছিল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই চিন্তার রেখা দেখা দিল ওর কপালে। 'কিন্তু...ইভান আছে বাইরের প্রান্তরে, বেনজামিনও আছে ওখানে...আ...আমি জানি না ওরা কে...কেমন আছে,' হেনার মুখের দিকে আশা নিয়ে তাকাল আনিকা।

'ইভানকে নিয়ে চিন্তা করো না, ও হয়তো বা একটু আজগুবি কাজ কারবার করে মাঝে-মধ্যে, কিন্তু ম্যাজিকেল ক্ষমতার কথা যখন আসে...তখন ওর জুড়ি নেই...বিশেষ করে বর্তমান সময়ে,' হেনা বলল, ওর কণ্ঠের গর্বটা আনিকার দৃষ্টি এড়ালো না। 'আর...বেনজামিনের কথা যদি বলতে হয়...ওয়েল...ওর সম্পর্কে কিছু বলা খুবই কঠিন...'

BanglaBook.org

'তার মানে কী? ওর কি কোনো বিপদ হয়েছে?' আনিকা আশংকা নিয়ে বলল, বুকে অদ্ভুত এক কাঁপন অনুভব করল ও, হাঁটুটা দুলছে জ্বরাগ্রস্থের মতো। বেনজামিনের কি খারাপ কিছু হয়েছে?

'বিপদ...হুম...' হেনাকে দেখে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে ও। 'বিপদ শব্দটা হয়তো পুরো ব্যাপারটাকে বোঝাতে সক্ষম হবে না। তবে এটুকু বলতে পারি, আনিকা জুলফিকার, তোমার হাতে আর বেশি সময় নেই। ইউ মাস্ট গো।'

আনিকা এখনো ইতস্তত করছে। ও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না।

'রুমটা তোমার মনের সাথে খেলছে আনিকা,' হেনা দয়ালু স্বরে বলল। 'প্রকৃতি চায় না কোনো চরিত্র বই থেকে বেরিয়ে যাক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে যায়। আর বেনজামিনের জন্যে যদি চিন্তিত হয়ে থাকো, তো আমি বলবো, ওকে বাঁচাতে চাইলে তোমার রাস্তা একটাই, আর সেটা পেছনের দিকে নয়। এবং, একটু আগেই আমার *ম্যাসেঞ্জার* ওকে সমস্ত বার্তা পৌঁছে দিয়েছে, যা যা জানা দরকার ছিল ওর, সব–সেগুলো, যেগুলো ওকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে।'

'ম্যাসেঞ্জার?' আনিকা ভ্রু কুঁচকে বলল।

'লোকটার সাথে গতরাতেই দেখা করেছিলাম আমি,' হেনা বলল। 'মিটিংটা শেষ হওয়ার পরেই। ওর ভেতর আমার ছোট্ট একটা অংশ রোপন করে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, যখন সময় আসবে, ওটা নিজেই বেনজামিনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু যখন সেটা হবে, তখন তার, মানে সেই বার্তাবাহকের সেখানে থাকাটা খুবই দরকারি, নাহলে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। আর বলেছিলাম, *যখন সঠিক সময় আসবে, তখন তুমি নিজেই বুঝবে...*'

'এর মানে কী?' আনিকা জিজ্ঞেস করল। 'শেষ লাইনটার। কিসের সময় এর কথা বলছো?'

হাত দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল হেনা। 'ওটা তোমার এই মুহূর্তে না জানলেও চলবে। তাছাড়া তুমি এই তথ্যটা পরে এমনিতেই জানতে পারবে। এখন তোমার হাতে সময় অনেক কম।'

'আরেকটা তথ্য দাও আমাকে,' আনিকা আকুতি জানাল। 'গত রাতে ওটিয়োসাসের প্রতিরক্ষার জন্যে যে পরিকল্পনাটা আমি করেছিলাম, সেটা কি কাজ দিয়েছে? ওরা কি সব ঠিক মতো করতে পেরেছে?'

ছোট্ট করে দম নিলো হেনা। 'অ্যালকাইরিদের একটা দল যখন ইভানদেরকে নিয়ে ব্যালিস্টিয়ান ভ্যালিতে চলে গিয়েছিল, তখন নিজেদের ছোট-ছোট দলগুলো নিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকতে শুরু করে দিয়েছিল ওটিয়োসাসের যোদ্ধারা। তোমার প্ল্যান অনুযায়ী, ওদের প্রথম লক্ষ্যই ছিল শহরটাকে মুক্ত করা। ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয় তখন। অ্যালকাইরিরা যুদ্ধ বিদ্যায় এতটা পারদর্শি না হলেও, ওদের অতিরিক্ত সংখ্যার কারণে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে ওদের। অনেক রক্ত ঝরেছে ওটিয়োসাসের।'

BanglaBook.org

আনিকার চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। ওটিয়োসাসের রক্ত ঝরা আর ওর নিজের রক্ত ঝরা, এই দুটোর মাঝে কোনো তফাতই পায় না ও।

'বহু কষ্টে শহরটাকে শত্রু মুক্ত করার পর ওরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন ওরা দেখতে পেয়েছিল যে উত্তর দিক থেকে বেশ কিছু অদ্ভুত চেহারার জীব–যাদের শরীর গাছের ছাল-বাকল দিয়ে তৈরি–ওদের দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে। ইনসিডিয়েটর। ওরা সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ জনের মতো ছিল তখন। বাকিরা প্রাণ হারিয়েছিল যুদ্ধে। ওরা সাথে করে বহন করছিল বেশ কয়েকজন আহত উইচ আর উইজার্ডকে। ওখানে পৌঁছেই ওদেরকে খুব দ্রুত হিল করে দিয়েছিল ফরেস্ট স্পিরিটগুলো। এরপর ওটিয়োসাসের অধিবাসীদের নির্দেশ দিল, যাতে কিছু সময়ের জন্যে বাড়ি-ঘরে কেউ না থাকে, কারণ, ক্রাপনিকটা এদিকেই আসছে। শিকার পালিয়ে যাওয়ায় বেশ খেপেছিল ওটা। যদিও ওটার গতি অনেক কম, কিন্তু সে একবার এসে পড়লে কোনো সেনাবাহিনীই ওকে আটকাতে পারবে না। কারণ, কোনো অস্ত্রই ওকে হত্যা করতে পারে না, কোনো ম্যাজিকই ওকে দমিয়ে রাখতে পারে না।'

'এরপর ইনসিডিয়েটরগুলো ওটিয়োসাসের সাধারণ বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা ছুটে গেল ভ্যালি অফ নেক্সাস এ। এদিকে ওটিয়োসাসের সাধারণ মানুষ আর যোদ্ধারা বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এরপর রওয়ানা হতে শুরু করল ভ্যালি অফ অ্যারামান্ডিওর উদ্দেশ্যে। যারা যুদ্ধে আসতে পারছে না, ম্যাজিক পোর্টালগুলো ওরাই তৈরি করে দিয়েছে। ফলে কোনো যোদ্ধাকে রণ-ক্ষেত্রে আসার আগেই দুর্বল হয়ে পড়ার ঝুঁকি নিতে হয়নি। আর এরপর, অবশিষ্ট যারা শহরে রয়ে গিয়েছিল, ওরা পালিয়ে যায় পূর্ব দিকে। তারা এখনো ওখানেই আছে।'

'আর আমার পরিবার?' আনিকা সংশয় নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ওরা সেখানেই আছে, যেখানে তুমি তাদের লুকিয়ে থাকতে বলেছিলে,' হেনা ওকে আশ্বস্ত করল। 'কিন্তু তোমার হাতে সময় অনেক কম, আনিকা। প্লিজ, হারি আপ।'

'রাইট, সময়,' আনিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তো, এবার কোনো প্রফিসি হবে না? কোনো ক্লু, ধাঁধা?'

মিষ্টি করে হাসল হেনা। এরপর স্বর্নালী আলো সহকারে জ্বলতে থাকল, ওর গলার স্বর স্বাভাবিকের চেয়ে রহস্যময় হয়ে গেল।

BanglaBook.org

You shall run through a lonely path
Wittily filled with beast and trap.

The earth shall crumble beneath you
Rabbit inside is what shall save you
The peak shall be stomped
Everything is normed.

A shadow of dark must tail from behind
He should be slipped and smashed you mind.

The monster awaits you unbind
There with only weakness to find.
Three dissimilarities will show
The only way to blow.

The last drop of keeper's gut
Shall quench the singe-bird's thirst
It will take you fly
Where your true place lie.

BanglaBook.org

আনিকা চুপ করে রইলো, ধাঁধাটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে সে। যদিও এই মুহূর্তে তেমন কিছুই মাথায় আসছে না ওর। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারছে–ওর সামনে অনেক বিপদ অপেক্ষা করছে।

'এসো,' বলেই রুমের অপর পাশের দিকে ইঙ্গিত করল হেনা। ওরা দুজনেই পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। আড়চোখে পাশের মেয়েটার দিকে তাকাল আনিকা; ওর দৃষ্টি রুমের অপর পাশের দরজার দিকে নিবদ্ধ। কোমল মুখে খানিকটা চিন্তার আভা বসানো আছে, এছাড়া ওকে যথেষ্ট প্রশান্তই মনে হচ্ছে। মেয়েটাকে দেখতে একদম ওর বয়সী মনে হচ্ছে, দুইজনকে একসাথে দেখলে যে কেউ বান্ধবী বলে ভুল করতে পারে; কিন্তু প্রকৃত সত্যটা হচ্ছে, ওর পাশের মেয়েটার বয়স এক হাজার বছর এর বেশিই হবে।

রুমের অপর পাশে থাকা সবুজ রঙের দরজাটার সামনে চলে এলো ওরা। ওটা খোলার কোনো চেষ্টাই করল না হেনা, যেন ওটা খোলা আর না খোলায় কোনো পার্থক্য নেই।

'যাও, গুড লাক,' হেনা মিষ্টি হেসে বলল। 'তোমার পথ অপেক্ষা করে আছে।'

বন্ধ দরজাটার দিকে তাকাল আনিকা। 'আমম...কোন পথ?'

হাট করে সামনের দরজাটা খুলে গেল। ওপাশে একটা নিঝুম বন দেখা যাচ্ছে, তার মাঝখান দিয়ে একটা মাটির রাস্তা এঁকে-বেঁকে কোথায় চলে গিয়েছে, ও জানে না।

"You shall run through a lonely path
"Wittily filled with beast and trap.

BanglaBook.org

মাথাটা এদিকে-ওদিক দোলাল আনিকা, বুঝে গিয়েছে ও। শান্ত পায়ে দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। সাথে-সাথেই অনেক দূরে জান্তব কিছু একটা চিৎকার করে উঠল। সেই সাথে তীব্র বাতাস ওকে টানছে ভেতরের দিকে, যেন একটা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেট বসানো আছে ওখানে, যেটা ওকে নিয়ে যেতে চাইছে।

'ক...কী আছে ওখানে?'

'এমন কিছু, যা তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করবে,' হেনা স্মিত হেসে বলল। 'সাবধান থেকো, আনিকা জুলফিকার।'

দরজার দিকে এক পা বাড়িয়ে দিতেই ওটা ওকে প্রবল বেগে টানতে লাগল; আগের চেয়ে দশগুণ জোরে। প্রচণ্ড গতিতে আনিকা হারিয়ে গেল বনের ভেতর।

টের পেল, যে ও দৌড়াচ্ছে অসম্ভব দ্রুত গতিতে; ও কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি যে ওর পক্ষে এত জোরে দৌড়ানো সম্ভব। কিন্তু সবচেয়ে অলক্ষুণে ব্যাপার হলো, ওর পাগুলো নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই; ওকে দৌড়াতে বাধ্য করছে কেউ একজন।

আনিকা ইলেকট্রিক ট্রেনের গতিতে ছুটে যাচ্ছে বনের মাঝখানের রাস্তাটা ধরে, দু'ধারের সবুজ বেড়া আর অতিকায় উদ্ভিদের সারির মাঝ দিয়ে; যেন ও ধাতুতে পরিণত হয়েছে এবং অনেক দূর থেকে কোনো ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেট ওকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করে চলেছে অবিরাম। ও টের পেল যে তার কাঁধের তূন আর হাতের ধনুক আর নেই। কেউ একজন ওগুলো রেখে দিয়েছে বনে ঢোকার সময়েই। সম্ভবত, অস্ত্রটা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই এ পাশে। কিন্তু ওটা হারিয়ে নিজেকে অনেক অসহায় মনে হচ্ছে ওর। তীর আর ধনুক থাকলে অন্তত সাহস পাওয়া যেত।

কোমরের বেল্টের দিকে নজর দিল সে–ড্যাগারটা তখনো স্ট্র্যাপের ভেতর শুয়ে আছে।

'যাক, বাঁচা গেল,' স্বগতোক্তি করল আনিকা। 'একেবারেই অস্ত্রহীন করে দেয়নি।'

রাস্তার দু'পাশের গাছগুলোর শাখা-প্রশাখা মাথার উপরে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে কোনো একটা বিশাল, সবুজ, শ্যাওলা ধরা নৌকোকে উলটে দেয়া হয়েছে।

কোমরে লাগানো বেল্ট থেকে এক টানে ড্যাগারটা বের করে আনলো আনিকা, ওটার হাতল নীল আলো সহকারে জ্বলছে। দমকা বাতাস এসে প্রচণ্ড বেগে ওর চোখে-মুখে আঘাত করছে, চোখ খোলা রাখতেই অনেক কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এর মাঝেও সে আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে, অপেক্ষা করে আছে ফাঁদ এবং সেই জানোয়ার এর জন্যে। *এক মুহূর্তের জন্যেও অসতর্ক হওয়া যাবে না।*

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। ওর ঠিক দশ হাত সামনে থাকা গাছের ডাল থেকে লোমশ কিছু প্রাণী ওর দিকে ঝাঁপ দিল; মাথা নুইয়ে ফেলার আগে ও এক ঝলক দেখতে পেল ওগুলোকে–এক ঝাঁক ধারালো নখ বিশিষ্ট পশমওয়ালা পাখি।

মর্নিং শোজ দ্য ডে, ভ্রু কুঁচকে ভাবছিল আনিকা। *প্রকৃতি সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেবে, হেনা ঠিকই বলেছে।* তবে নিজেকে সে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে ও যা করতে যাচ্ছে, তার উপর পুরো ওটিয়োসাসের ভাগ্য নির্ভর করছে, আর তাই কাজটা যত কঠিনই হোক, হার মেনে নেয়া যাবে না।

লুজিং ইজ নট এন অপশান।

মাথার উপরের ধনুকের মতো বাঁকানো লতা-পাতার সমুদ্র ভেদ করে চকোলেট রঙের আঠালো, চটচটে কিছু পদার্থ পড়তে লাগল, যেন বিশাল কোনো বোতল থেকে সবুজ চাঁদোয়াটার উপর কেউ একজন এগুলো ঢালছে নিচের দিকে...ইচ্ছাকৃতভাবে।

ওগুলো মাত্র চার ফুট দূরত্বে আছে...আর মাত্র দুই ফুট...এক ফুট।

BanglaBook.org

চট করে বামে ঘুরে গেল আনিকা। ভয়ানক অবাক হয়ে খেয়াল করল, ও যতটুকু চেয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশিই বামে সরে গিয়েছে সে–নিজের অস্বাভাবিক গতির কারণে বুঝতেই পারেনি তার রিফ্লেক্স কেমন হওয়া উচিত ছিল। একটু বেশিই জোর দিয়ে ফেলেছিল হয়তোবা। ঝোপ জাতীয় বেড়াটার শরীর স্পর্শ করে হেঁচড়ে কিছুদূর সামনে গেল আনিকা, এরপর খুব আস্তে করে নিজেকে টান দিয়ে ডানে সরিয়ে নিলো সে। এবার ওর রিফ্লেক্স যথার্থই ছিল। *এ যাত্রায় বাঁচা গেল*, মনে-মনে ভাবছে ও। একবার বেড়াটার ওপাশে চলে গেলে কী হবে, ওটা ভাবতেও চায় না সে।

আকাশ থেকে আরো কিছু চকোলেট রঙের স্লাইমি পদার্থ পড়তে লাগল; সম্ভবত পূর্বের ফলাফলে বোতলের মালিক সন্তুষ্ট হয়নি। যেকোনো মূল্যে আনিকাকে থামানোই হয়তো তার লক্ষ্য।

এবার পরপর তিনটে চটচটে, আঠালো, বাদামী রঙের পদার্থের টাওয়ার ঢালল সে–প্রথমটা বামে, এরপরেরটা ডানে, আর শেষেরটা একদম মাঝ বরাবর।

সদ্য পাওয়া অসাধারণ গতি আর চমৎকার রিফ্লেক্স ব্যবহার করে খুব সহজেই ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেল আনিকা, হাতে এখনো শক্ত করে ধরে রেখেছে ছুরিটা। ওই আঠালো পদার্থগুলোতে একবার যদি সে আটকে যায়, তাহলে যে কী হবে, সে ভাবতেই চাচ্ছে না। ভালো কিছু হবে না নিশ্চয়ই? হয়তোবা ওগুলো ওকে ফেরত পাঠাবে ওটিয়োসাসে, অথবা আরো খারাপ–আজীবনের জন্যে এখানে আটকে রাখবে ওকে।

কিছু বুঝে উঠার আগেই ওর মাথার উপর থেকে ধেয়ে এলো বোতলজাত পিচ্ছিল পদার্থ। সামনের দিকে ঝুঁকে গতি বাড়িয়ে দিল আনিকা; ধুপ করে ওগুলো পড়ল ওর ঠিক দেড় ফুট পেছনে। এরপর একের পর এক পিচ্ছিল অর্ধ-তরলের পিলার পড়তে থাকল সবুজ ছাউনিটার উপর থেকে, যেন ওগুলোর মালিক খুব খেপে গিয়েছে। ব্যর্থতা খুব কম লোকই মেনে নিতে পারে!

পিলারগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব কমছে, এবং সেই সাথে ওগুলো আগের চেয়েও অনেক বেশি এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত হচ্ছে, ফলে ওগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার কষ্টটাও জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। কয়েকবার তো সোজা পিলারের গায়ে ধাক্কাই খেত সে, বহু কষ্টে একদম শেষ মুহূর্তে নিজেকে বাঁচিয়েছে আনিকা।

শেষ পিলারটা অতিক্রম করার আগে বেশ রিলাক্স হয়ে গিয়েছিল ও–হয়তো ভেবেছিল, এতগুলো পিলার ক্রস করার পর এটা কোনো ব্যাপারই হওয়া উচিত না। ফল হলো ভয়াবহ, পিলারটাকে এড়িয়ে যাওয়ার একদম শেষ মুহূর্তে ওটার সাথে ওর বাম কনুই লেগে গেল। ওর মনে হলো যেন গলিত রাবারে ওর হাত আটকে গিয়েছে। ওগুলো ওর গতি কমিয়ে দিয়েছে, সামনের দিকে যেতে পারছে না ও, টানটান করে ধরে রেখেছে ওকে। রাবারগুলো থেকে আঠালো ট্যান্টাকল বেরিয়ে ওর হাত বেয়ে উপরে উঠছে। ওদের উদ্দেশ্য সুবিধের নয়–ওরা তার পুরো শরীরকেই আটকে ফেলতে চাচ্ছে।

BanglaBook.org

হাতের ছুরিটা নীল আলো সহকারে জ্বলে উঠল, সাথে-সাথে সম্বিত ফিরল আনিকার।

স্ল্যাশ...

কোপটা খুব জোরেই দিয়েছে ও। একটা ট্যান্টাকল ছিঁড়ে গেল টাং শব্দ করে, গিটারের তার ছিঁড়ে গেলে যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমন। ওটা আর্তনাদ করছে চিকন সুরে, চিটচিট ধরনের শব্দ। বাদুড়ের মতো।

পাগলের মতো কোপাতে লাগল আনিকা। একটা করে ট্যান্টাকল কেটে যাচ্ছে, আর সাথে-সাথেই নতুন দুটো ট্যান্টাকল ওকে ঘিরে ধরছে। ও যতই কাটছে শুঁড়গুলোর সংখ্যা দ্বিগুণ হারে বাড়ছে।

ও বুঝতে পারলো সমস্যাটা কোথায়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, ট্যান্টাকলগুলো রাবারি শিকলের মতো ওর চোখ-মুখ ঢেকে ফেলেছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না আর ও। মুখ দিয়ে বোবা আর্তনাদ করছে।

ছুরিটা আবার তুলল আনিকা। মনে-মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করল, যে লম্বা ইলাস্টিক সুতোটা ওকে টানটান করে ধরে রেখেছে পিলারটার সাথে, ওটা কোথায় হতে পারে। এরপর গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে সেটার গায়ে একটা কোপ দিল ও।

বাদুড়ের মতো শব্দ করতে-করতে ওটা ওকে ছেড়ে দিল—মুখের উপর থেকে রাবারি শিকলগুলো সরে যাচ্ছে একে-একে। আবার দেখতে পাচ্ছে আনিকা, সেই সাথে গতিও বাড়ছে খুব দ্রুত। কপালের ঘাম মুছে নিলো আনিকা জুলফিকার।

বনটা আরো গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ঘনগাছগুলোর ওপাশে কী আছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে না। মিশমিশে কালো অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে ওখানে। ও এখনো দৌড়িয়ে যাচ্ছে আগের মতোই। তীব্র বাতাসে ওর চুল এ তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে।

গমগম শব্দ হলো আশেপাশে কোথাও। শব্দটা আসছে ঠিক পেছন দিক থেকে। পেছনে ঘুরেই বরফের মতো জমে গেল আনিকা।

মাটির নিচ থেকে একটা শক্তিশালী তরঙ্গ ধেয়ে আসছে সোজা ওর দিকে, দেখে মনে হচ্ছে কোনো বিশাল জানোয়ার মাটির নিচ থেকে ওর দিকে ধেয়ে আসছে। আশেপাশের মাটি কাঁপছে, যেন কেউ একজন মাটির ভিতর ধরে নাড়া দিচ্ছে সজোরে। এরপর ও তার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখল: তরঙ্গটা ওকে আঘাত করল—এক ধাক্কায় অনেক উপরে উঠে গেল আনিকা। তরঙ্গটা ওকে অতিক্রম করে সামনের দিকে ধেয়ে গেল প্রবল বেগে। চড়চড় শব্দ করে ভেঙ্গে যাচ্ছে ওর পায়ের নিচের মাটি। বিশাল ফাটল তৈরি হচ্ছে ওখানে।

নিজের সর্বশক্তি এক করে দৌড়াতে লাগল আনিকা।

এক সেকেন্ড এর দশভাগের এক ভাগ সময়ের ভেতরে পায়ের নিচের মাটি চারপাশ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে গেল। প্রচণ্ড গতিতে নিচের দিকে পড়তে থাকল আনিকা। ও দাঁড়িয়ে আছে একটা মাটির স্তম্ভের উপর, যেটাকে দ্রুতগামী

BanglaBook.org

লিফটের মতো কেউ একজন টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাতালপুরীর দিকে, যেখানে স্রেফ অন্ধকার আর শূন্যতা হাহাকার করে বেড়াচ্ছে।

ডার্ক ওটিয়োসাস।

ও পড়ে যাচ্ছে অসীম শূন্যতার মাঝে লুকিয়ে থাকা অনন্ত তিমিরের ভেতর। শেষ, সব শেষ।

কিন্তু হাল ছাড়তে নারাজ আনিকা। ও নিজেকে স্থির করল। *লুজিং ইজ নট এন অপশান।*

ওর সামনে এবং পেছনে আরো অনেক অনিয়তাকার লিফট তৈরি হয়েছে–মাটির দলা, যেগুলো ভেঙ্গে-ভেঙ্গে পড়ছে নিচের অন্ধকারের ভেতর।

Rabbit inside is what shall save you

হেনার মোলায়েম কণ্ঠটা ওর মস্তিষ্ক ছুঁয়ে গেল।

সামনের বারো ফুট দূরে থাকা মাটির দলাটাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল আনিকা। প্রচণ্ড অবাক হয়ে খেয়াল করল, অনেকটা উড়ে এসে ওটার উপর ল্যান্ড করেছে সে, একদম মসৃণভাবে। ওর ভেতরের *র‍্যাবিট* ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে!

একের পর এক লাফ দিতে থাকল ও, ঠিক খরগোশের মতোই। প্রতিবারই আগেরটার চেয়ে উপরের প্ল্যাটফর্ম লক্ষ্য করে লাফ দিচ্ছে ও। ওকে দেখতে এখন আসলেই দু'পেয়ে খরগোশের মতো লাগছে। একের পর এক প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করে চলেছে সে। ব্যাপারটা ধীরে-ধীরে বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ও যে প্ল্যাটফর্মেই পা দিচ্ছে, ওটার উপর বড়-বড় মাটির স্তম্ভ এসে পড়ছে ওখানে পা দেয়ার ঠিক এক সেকেন্ড বাদেই। কোনো স্তম্ভের উপরেই দাঁড়িয়ে দম নেয়ার জো নেই, আশেপাশে তাকিয়ে দেখার উপায় নেই, স্রেফ লাফিয়েই যেতে হচ্ছে নিজের সহজাত ক্ষমতাকে বিশ্বাস করে।

কয়টা লাফ দিয়েছে সেটার খেই হারিয়ে ফেলল আনিকা। ভয় ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে মাকড়সার জালের মতোই। কী হবে যদি ও একটাবার...শুধু একটাবার স্টেপ মিস করে...ও কি তাহলে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবে ওটিয়োসাসের অন্ধকার জগতে?

চোখের সামনে আলো দেখা যাচ্ছে; ভূমি এখন ওর চেয়ে বেশি উপরে নেই। সামনের দিকে শক্তিশালী তরঙ্গটা তখনো ধেয়ে যাচ্ছে, বিস্তৃত রাস্তাটা উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আরো দূরে।

ধুপ ধুপ ধুপ...

টানা তিনটা লাফ দিয়ে আরো উপরে উঠে গেল আনিকা, তরঙ্গটার একদম কাছাকাছি চলে এসেছে ও। অন্ধের মতো একের পর এক ভেঙ্গে পড়া স্তম্ভ পেরিয়ে এক

BanglaBook.org

ঝলক আলোর গতিতে একদম শেষ প্ল্যাটফর্মের গায়ে লাফিয়ে পড়ল আনিকা; ওর ঠিক সামনেই তরঙ্গটার চুড়া দেখা যাচ্ছে–শীর্ষটা উত্তাল ঢেউ এর মতো এগিয়ে যাচ্ছে অজানার পথে।

The peak shall be stormed

Everything is normed.

চোখের পলকে মাটি ত্যাগ করল ওর পা দুটো, সোজা গিয়ে ল্যান্ড করল তরঙ্গটার একদম চুড়ার উপর। তরঙ্গ শীর্ষটা ওর ভর সহ্য করতে পারলো না, ধড়াম করে নিচের দিকে দেবে গিয়ে পথটাকে আঘাত করল।

বুম...

অনেক জোরেশোরে একটা শব্দ হলো, মনে হলো যেন অনেকগুলো কামানের গোলার বিস্ফোরণ হয়েছে। আনিকার ঠিক এক ফুট পেছনেই মাটির ভাঙ্গন থেমে গেল। অসীম শূন্যতা ওকে আর ধাওয়া করছে না।

ও আবার ছুটে চলেছে বুলেটের মতো। *প্রথমবার আকাশ থেকে পিচ্ছিল রাবারি পদার্থ পড়েছিল, দ্বিতীয়বার মাটি ভেঙ্গে গিয়েছে পায়ের তলা থেকে, কিন্তু এবার কী হবে?* ভাবছিল ও।

ওর ভাবনার অবসান ঘটাতেই হয়তো পেছন থেকে ঘরঘর জাতীয় আওয়াজ ভেসে এলো; কেউ একজন ওকে তাড়া করছে। পেছনে তাকিয়ে দেখল, ঠিক ওর মতো করেই দৌড়াচ্ছে কালো, লোমশ একটা প্রাণী–লম্বায় প্রায় সাত ফুট, গরিলা সদৃশ শরীর, চোখগুলো জ্বলন্ত তরমুজের বিচির মতো। ওর দিকে তীব্র বেগে দৌড়ে আসছে ওটা; সম্ভবত একটু আগেই ডার্ক ওটিয়োসাসের গহীন থেকে উঠে এসেছে ও।

প্রাণীটা তার একটা হাত বাড়িয়ে দিল আনিকার দিকে। ওর নাকে এলো তীব্র পচা গন্ধ, যেন এক প্রস্থ কাপড় অনেক দিন ধরে পানিতে ভিজে চুপসে গিয়েছে। ও নিজের ছুরিটা চালিয়ে দিল প্রাণীটার হাত বরাবর।

প্রাণীটার তেমন কোনো বিকার হলো বলে মনে হচ্ছে না। ওর হাত থেকে রক্তও ঝরলো না। রক্তহীন সাদা কিছু মাংস ঝুলে রইলো হাত থেকে। ওগুলো দেখে গা গুলিয়ে উঠল আনিকার। ওর তীব্র গতি এমনিতেই পেটের নাড়িভুঁড়িকে আরো বেশি করে উলটে দিতে চাইছে।

রোউউউউউউউ...

আর্তনাদ করে উঠল প্রাণীটা, যেন চ্যালেঞ্জ করছে আনিকাকে। জন্তুটা ওর বাম পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল কিছুদূর, এরপর পেছনের দিকে ঘুরে দুই হাত বাড়িয়ে দিল; এখনো দৌড়ে যাচ্ছে ওটা, আনিকার মতোই নিজের পা নিয়ন্ত্রণে নেই তারও।

BanglaBook.org

মাথাটা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে জান্তব দুই বাহুর ফাঁক গলে স্লাইডিং করে বেরিয়ে গেল আনিকা। বুকটা তীব্রভাবে ধড়ফড় করছে ওর। আর কতক্ষণ এইসব করতে হবে?

আনিকাকে আরো বেশি করে চেপে ধরার জন্যেই হয়তো উল্টে যাওয়া সবুজ নৌকার মতো চাঁদোয়াটা থেকে বেশ কিছু আইভি লতা বেরিয়ে আসছে–U আকৃতির লতাগুলো সারিবদ্ধ ভাবে লেগে থাকা সবুজ রঙের অনেকগুলো ফল এর ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে, ফলের মালা তৈরি করতে চেয়েছে কেউ একজন।

বেশ কয়েকটা লতাকে মাথা নিচু করে এড়িয়ে গেল আনিকা। কিন্তু জন্তুটা আকারে অনেক বড়, ও নিজেই কয়েকটা লতায় আটকে গেল। লতাগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার পর ফলগুলো মাটিতে পড়ে মার্বেলের মতো গড়িয়ে-গড়িয়ে ওর দিকে ধেয়ে গেল।

প্রাণীটা আছাড় খেলো ওগুলোর উপর। কোনোমতে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে আবারও ধাওয়া করতে থাকল আনিকাকে।

আচ্ছা, এই ব্যাপার, আনিকা মনে-মনে বলল।

দ্বি-ধার বিশিষ্ট ড্যাগারটা দিয়ে সামনের ডালটাতে কোপ বসালো ও। মার্বেলগুলো মাটিতে পড়ার আগেই লাফিয়ে উঠল ভূমি থেকে, মাঝ আকাশে থাকা অবস্থাতেই আরো দুটো আইভি লতার সংহার করল মেয়েটা। তারপর নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে ল্যান্ড করল।

পেছনে ঘুরে দেখলো, প্রাণীটা বেশ কিছু ফল এড়াতে পারলেও, অবশিষ্ট ফলের উপর আছাড় খেয়েছে–বোঝাই যাচ্ছে যে লাফাতে পারে না ওটা। প্রাণীটা স্লিপ করে একদম বেড়ার বাইরে চলে গিয়েছে, নিজের উপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই ওর...পড়ে যাচ্ছে...হারিয়ে যাচ্ছে ট্র্যাক থেকে...

একদম শেষ মুহূর্তে বেড়ার ওপাশের গাছটা ধরে ফেলল সে। মাটিতে পা পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তেই সেটাতে সুইং করে আবারও রাস্তায় ফিরে আসল প্রাণীটা।

ওওওকেএএএ...আনিকা ভাবতে লাগল। *টাইম টু ফর্ম প্ল্যান বি।*

He should be slipped and smashed you mind.

ওটিয়োসাস গভর্নর এর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা আনিকা জুলফিকারের মাথায় নতুন দিগন্ত খুলে গেল। স্লিপড এন্ড *স্ম্যাশড*...মার্বেল আকৃতির ফলগুলোর উপর প্রাণীটা ইতিমধ্যেই স্লিপ কেটেছে, কিন্তু তাতেও ওকে দমানো যায়নি, ঠিকই আবার ফিরে এসেছে ট্র্যাকে। তবে স্ম্যাশ, মানে ধাক্কা এখনো খায়নি জানোয়ারটা...

যতদূর সামনে চোখ যাচ্ছে, কোনো কঠিন বস্তু চোখে পড়ছে না আনিকার। তাহলে ওকে ধাক্কার স্বাদ কিভাবে দেয়া যায়?

BanglaBook.org

লতাগুলোর দিকে চোখ পড়ল ওর–সিলিং থেকে নিরীহ ভঙ্গিতে ঝুলছে ওগুলো। ওদের U আকৃতি ওকে নিজের অফিসের ডেস্ক এর কথা মনে করিয়ে দিল; প্রত্যেকটা ড্রয়ারে সবুজ রঙের U আকৃতির হাতল লাগানো ছিল, যেটা ধরে টান দিতেই ড্রয়ারটা বেরিয়ে আসতো, ভেতরে কী আছে, সেটা দৃশ্যমান করে তুলতো...

সামনে থাকা আইভি লতাটায় গায়ের জোরে টান দিল আনিকা; বেশ ভারি কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করল অপর পাশে। গতির কারণে লতাটাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আনিকা, কিন্তু এখনো লতাটাকে ছাড়েনি। ওটা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, ঠিক রাবারি পদার্থগুলোর মতো।

সুতোর টানটা আচমকা ভেঙ্গে গেল, আর সাথে-সাথে সবুজ ছাদটার ভেতর দিয়ে খুব ভারি কিছু একটা প্রচণ্ড শব্দ করে মাটিতে এসে পড়ল; একটা কালো রঙের এবড়ো-খেবড়ো পাথর, যেটা রাস্তার অর্ধেক অংশ দখল করে রেখেছে। পাথরটাকে দুই দিক থেকে পেঁচিয়ে আছে আইভি লতা।

পাথরটার কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়াল জানোয়ারটা, নাক দিয়ে ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ করতে লাগল, যেন ব্যাপারটা একদম পছন্দ হয়নি ওর।

এবার কিভাবে আসবে বাছাধন? উল্লসিত ভঙ্গিতে ভাবল আনিকা।

কিন্তু ওকে হতাশার সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে প্রাণীটি পাথরটার বাম পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল জন্তুটা; খেপে গিয়েছে ও।

ওও ওও...বিপদ বুঝতে পারলো আনিকা।

প্রাণীটা নিজের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। সামনে থাকা মেয়েটিকে ছিঁড়ে ফেলার প্রত্যয় নিয়ে ধেয়ে আসছে ওটা।

'আউচ,' চিৎকার করে উঠল আনিকা জুলফিকার। তীব্র যন্ত্রণায় মনে হচ্ছে যেন মাথাটা ফেটেই যাবে; কেউ একজন হ্যাঁচকা টান মেরে ওর সমস্ত চুল উঠিয়ে ফেলতে চাচ্ছে।

নিজের সমস্ত ইচ্ছা শক্তি একত্র করে ব্যাক ফ্লিপ দিল আনিকা। মধ্য আকাশে ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরে গিয়ে চোখের পলকে প্রাণীটার পিঠের উপর আছড়ে পড়ল সে।

হোয়াম!

লাথিটা খুব জোরে পড়েছে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল জন্তুটা। কুই কুই জাতীয় আওয়াজ বের হচ্ছে ওর খোলা মুখ দিয়ে। আনিকা এই সুযোগে বেরিয়ে গিয়েছে; মাথাটা এখনো টনটন করছে ওর।

Slipped and smashed...আছাড় এবং ধাক্কা...

গেইম ওভার, বিস্টি।

ত্বরিত গতিতে সামনের লতাটাতে একটা কোপ দিল আনিকা, এরপর খুব জোরে দৌড়াতে থাকল সামনের দিকে। পেছনে অসংখ্য মার্বেল-ফলের লাফিয়ে চলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। প্রাণীটা জোরে গর্জন করে উঠল–আছাড় খেয়েছে ওটা।

BanglaBook.org

দ্রুতগতিতে পরপর কয়েকটা লতার গায়ে ছুরি চালাল আনিকা। প্রাণীটার চিৎকারই বলে দিচ্ছে যে নিজের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না ওটা...এবার...

সামনে থাকা আইভি লতাটা খুব জোরে টান দিয়ে ধরে রেখে সামনে এগিয়ে যেতে থাকল আনিকা। পেছনে ভারি কিছু পড়ার শব্দ পাওয়ার আগেই দ্বিতীয় আইভি লতাটা অন্য হাতের মুঠোর ভেতর ভরে নিলো মেয়েটা। এরপর তৃতীয় আইভি লতাটাকে ধরার জন্যে নিজের বাম হাতের মুঠো খুলে দিল; প্রথম লতাটা তখনো ওর তালুর সাথে আঁটকে আছে। খপ করে তৃতীয় আইভি লতাটা বাম হাতের মুঠোতে পুরে নিলো সে। তিনটা আইভি লতাকে দু'হাতে ধরে সামনের দিকে দৌড়াতে লাগল সে। ওর গতি প্রতি মুহূর্তেই কমছে জ্যামিতিক হারে, আঙ্গুলের তালু কেটে বসে যাচ্ছে আইভি লতাগুলো...

কান ফাটানো শব্দ করে একসাথে তিনটা ভারি পাথর রাস্তার উপর এসে পড়ল–একটা থেকে অপরটার দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়।

মার্বেল-ফলের উপর আছাড় খেতে-খেতে এগিয়ে আসতে থাকা প্রাণীটা প্রথম পাথরটাকে কিভাবে-কিভাবে যেন এড়িয়ে গেলেও দ্বিতীয় পাথরটার সাথে ঘষা লেগে ওর চামড়া উঠে গেল, আবারো সাদা মাংস দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোনো রক্ত নেই ওখানে।

তৃতীয় পাথরের বেলায় সে এতটা ভাগ্যবান ছিল না।

বুম!

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো, সেই সাথে ধূম্রকুণ্ড কুণ্ডুলি পাকিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল। প্রাণীটা আর পাথরগুলো, কোনোটাই আর নেই এখন।

আই এম অসাম! নিজের হাত মুঠ করে বিজয়োল্লাস করল আনিকা।

আনিকার গতি কমে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে, একই সময়ে দূরের কুয়াশা সরে গিয়ে একটা বিশাল দরজা দৃশ্যমান হচ্ছে। ওটার গায়ের উপর একটা ওক গাছ খোদাই করা আছে, যেটা শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে। ওটার কাণ্ডের মাঝামাঝি যায়গায় একটা স্বর্নালী রঙের চাবি জ্বলছে। সেই দরজাটা, যেখানে সে সোনালী রঙের চাবিটা প্রবেশ করিয়েছিল। দরজাটা কি আকারে বেড়ে গেল? নাকি ও-ই ছোট হয়ে গিয়েছে?

তবে সেটা নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাচ্ছে না ও, জঘন্য পথটার শেষ হয়েছে অবশেষে, এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।

পরিচিত ক্লিক শব্দটা হতেই দরজাটা ভেতরের দিকে খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ করল আনিকা।

বেশ বড় একটা রুম, নানা রঙের টাইলস এর মেঝে, যেখানে কালোর প্রাধান্যটাই বেশি। ওগুলো পুরো রুম জুড়ে অনেকগুলো বৃত্ত তৈরি করেছে। একদম মাঝখানের বৃত্তটি পুরোপুরি কালো রঙের, আর সেটা রুমের একেবারেই মাঝখানে অবস্থিত।

BanglaBook.org

সেই রুমটা, যেখানে হেনার সাথে দেখা হয়েছিল ওর। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ও আবার ঘুরে-ফিরে একই যায়গায় এসেছে!

রুমটার মাঝখানের কালো বৃত্তটার উপর দাঁড়িয়ে আছে অনেক লম্বা এক দানব। উচ্চতায় অন্তত ত্রিশ ফুট হবে। ছাদের ফুটো দিয়ে আসা আলোর বিম ওকে ফোকাস করে রেখেছে থিয়েটারের অভিনেতার মতো।

ওর পুরো শরীর দেখে মনে হয়, একটা মানুষকে ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস এর ভেতর দিয়ে দেখা হচ্ছে। শরীরের উপরের অংশে কিছুই পড়েনি, তাই ওর নগ্ন বুক বেশ ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে–দেখে মনে হয় জিম করে প্রতিদিন। বাইসেফ আর ট্রাইসেফ টানটান করে ফুলিয়ে রেখেছে। পেটে সিক্স প্যাক এবস দেখা যাচ্ছে। কোমরের নিচ থেকে পড়েছে একটা ব্লু জিন্স প্যান্ট, যেটা কালো রঙের চামড়ার বেল্ট দিয়ে কোমরের সাথে লাগানো। ওর হাতে একটা দ্বিধার বিশিষ্ট কুড়াল, যেটা সূর্যের আলোয় চকমক করছে। দানবটা ইচ্ছে করেই কুড়ালটার মুখ এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে, যাতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে সরাসরি আনিকার চোখে পড়ে।

ওর চেহারা দেখতে বেশ ভালোই, হ্যান্ডসাম ফেইস বলতে যা বোঝায়, তা-ই। একদম ক্লিন শেভ করে রেখেছে। মুখের চামড়া গ্ল্যামার বয়দের মতো স্মুদ, স্পট-হীন–দানবীয় নয় মোটেও। অসম্ভব সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করছে সূর্যের আলোতে। কিন্তু ওর সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান করে দিচ্ছে শুধু একটা অংশ–কপালের উপরের টিউমার আকৃতির অংশটা, যেটা দেখে মনে হচ্ছে, ওর মুখটা তৈরি করার সময় ভুল করে ঐ অংশটা উঁচু রেখে দেয়া হয়েছে, এবং পরে ওটা ঠিক করতে ভুলে গিয়েছে কেউ একজন।

'ওয়েলকাম, আনিকা জুলফিকার,' দানবটা হেসে বলল। ওর হাসি দেখে বুকে একটা ধাক্কা অনুভব করল আনিকা। *দানবটা...অথবা ছেলেটা...আসলেই অনেক স্মার্ট।* 'আমি ফ্রিয়াস। তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম এতক্ষণ।'

দানবটা ঘাড় ঘুরিয়ে রুমের অপর প্রান্তে থাকা দরজাটার দিকে তাকাল। 'ওখানে যেতে হলে আগে আমাকে অতিক্রম করতে হবে। ব্যাপারটা এত সহজ হবে না।'

'আমিও সেটা আশা করি না,' আনিকা পাল্টা জবাব দিল। 'সহজে পেয়ে গেলে আর মজাটা কী থাকলো, বলো?'

'হুম, বুদ্ধিমতী মেয়ে,' দানবটা বলল। 'চলো দেখি, তোমার বুদ্ধি যতটা শার্প, তোমার অস্ত্র চালানোর ক্ষমতাটাও ততটা শার্প কিনা।'

দানবটা নিজের বাম হাঁটু সামনের দিকে ভাঁজ করে কুড়ালটা দুই হাতে আঁকড়ে ধরল–ওর নিজস্ব ব্যাটল স্টান্স। 'ইউ ফার্স্ট।'

তীক্ষ্ণ রণ-নিনাদ দিয়ে আনিকা ধেয়ে গেল দানবটার দিকে। ছুরি দিয়ে একের পর এক আঘাত করতে লাগল ওকে। কিন্তু ও যেখানেই কাটছে, ওখানে ধাতব শব্দ হচ্ছে, *টুং টাং টুং* জাতীয়। মনে হচ্ছে যেন শক্ত ধাতু দিয়ে তৈরি ওর পুরো শরীর।

BanglaBook.org

'এবার আমার পালা, মেয়ে,' ফ্রিয়াস বলল।

সজোরে কুড়াল চালাল সে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল আনিকা। এক সেকেন্ড দেরি করলেই ও শেষ হয়ে যেত। দানবটার আকৃতি আর ভরের কারণে এক দিক দিয়ে সুবিধে হয়েছে ওর। আনিকার মতো এত দ্রুত নড়াচড়া করতে পারে না ওটা। যদিও সামগ্রিক ভাবে এতে ওর কী লাভ হচ্ছে, সেটাই ও বুঝতে পারছে না। কারণ, দানবটার শরীরে ছুরির কোনো প্রভাবই পড়ছে না। শুধু *টুং টাং* জাতীয় শব্দ হচ্ছে, আর প্রতিটা আঘাতের কারণে ওর হাত শিরশির করছে।

দানবটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে পুরো ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে। ও খুশি মনেই কুড়াল চালাচ্ছে, আর মুখ দিয়ে হুম-হাম করে গান গাইছে, যেন পুরো ব্যাপারটাই ওর কাছে স্রেফ খেলা।

বিশতম বারের মতো টুং শব্দ হওয়ার পর হাল ছেড়ে দিল আনিকা। নাহ, এর দুর্বল যায়গা খুঁজে বের করতে হবে। আর সেটা নিশ্চয়ই শরীরের উপরের দিকে কোথাও আছে। হেনার ধাঁধাটা মনে করার চেষ্টা করল ও।

The monster awaits you unbind

There with only weakness to find.

Only weakness to find...

আনিকার চোখ সামনে থাকা দানবটার শরীরের অর্ধাংশকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করছে এখন। এবং তখনই...ওর চোখে পড়ল ওটা।

ধরা পড়ে গিয়েছ তুমি। মনে-মনে বলল আনিকা। এরপর দ্বিধার বিশিষ্ট ড্যাগারটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। 'চলো, তোমার গায়ে কত শক্তি সেটা পরখ করে দেখি। আঘাত করো আমাকে।'

দানবটা দু'কাঁধ উঁচিয়ে শ্রাগ করল। এরপর শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে কুড়ালটা চালিয়ে দিল মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে লক্ষ্য করে। আনিকা প্রস্তুত ছিল—ও আগেই বাম পাশে সরে গিয়েছে। এরপর ও খুব অদ্ভুত একটা কাজ করল।

লাফ দিয়ে ফ্রিয়াসের বাম হাঁটুর উপর উঠে গেল মেয়েটা—যেটাকে দানবটা সামনের দিকে ভাঁজ করে রেখেছে—এরপর আরেক লাফ দিয়ে দানবটার ফোর আর্মস এর উপর উঠে গেল। তারপর সোজা দৌড় লাগাল ওর কাঁধের দিকে, যেন ওর হাতটা একটা ব্রিজ, আর আনিকা সেই ব্রিজের উপর দিয়ে দৌড়াচ্ছে তার লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে।

BanglaBook.org

দানবটাকে দেখে মনে হচ্ছে প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে; বড়বড় চোখ করে দেখছে আনিকাকে। কাঁধের কাছাকাছি এসেই মেয়েটা সোজা লাফ দিল বিশাল মুখটার দিকে। ফ্রিয়াসের চোখ বড়-বড় হয়ে গেল, যেন সে এটা একদম আশা করেনি।

আনিকার ড্যাগারটা সোজা গেঁথে গেল দানবটার কপালের মধ্যখানে থাকা টিউমারের ভেতর। ঘ্যাচাং করে একটা আওয়াজ হলো।

'ভুল করেছ,' দানবটা মিষ্টি হেসে বলল। 'ঠু লেইট।'

হাত দিয়ে এক ঝটকায় আনিকাকে উড়িয়ে দিল সে। আনিকা উল্টে গিয়ে পড়ল মেঝেতে। ওর পা মচকে গিয়েছে। হাতে অনেক ব্যথা পেয়েছে। বুকের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে কিনা কে জানে।

ফ্রিয়াসের কপালের টিউমারের মতো অংশটা ছাই এর মতো ঝরে-ঝরে পড়তে লাগল। ওর কপালটা একদম স্বাভাবিক দেখাচ্ছে এখন–বেশ চওড়া এবং বলীরেখা মুক্ত। এই মুহূর্তে ওকে অসম্ভব হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে। মিস্টার পারফেক্ট। যেকোনো মেয়ের ড্রিম বয়।

'ব্যাপারটা হচ্ছে,' জায়ান্টটা এক গাল হেসে বলল, 'আমি নিজের চেহারা, শরীর এর গঠন, সবকিছু ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করতে পারি। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে দেখে অবাক হয়ে ভাবছ, যে আমার সাথে তোমার ড্রিম বয় এর এত-এত মিল কেন, রাইট? আসলে, আমি তা-ই যা মানুষ চায়, মনের গভীর থেকে। তোমার যায়গায় যদি অন্য কোনো মেয়ে আসতো, সেও আমাকে তার নিজস্ব ড্রিম বয়ের মতোই দেখতে পেত। এমনকি কোনো ছেলেও যদি আসতো এখানে, সে দেখতে পেত যে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওর নিজের স্বপ্ন-কন্যা। বুঝতেই পারছো, নিজের ভালবাসার সাথে যুদ্ধ করাটা কতটা কঠিন। আর মানুষের *অবসেশনকেই* ব্যবহার করি আমি। যে মানুষটার কোনো ড্রিম বয়, বা ড্রিম গার্ল নেই, একমাত্র সে-ই আমার প্রকৃত রূপ দেখতে পাবে।'

আনিকার নিজেকে অনেক স্টুপিড বলে মনে হচ্ছে। ওর পেটে এখনো সেই নার্ভাস ভাবটা রয়ে গিয়েছে, একটু পরপর ওটা দানবটার প্রতি তার দুর্বলতা জানিয়ে দিচ্ছে। চোখ সরিয়ে নিলো আনিকা। ওটার মুখের দিকে আর তাকানো উচিত হবে না।

'টিউমারটা আমি তৈরি করেছিলাম ইচ্ছে করেই, ধোঁকা দেয়ার জন্যে। এটা আমার নিজস্ব ব্যাটল টেকনিক। সরি, গার্ল, বাট এভিরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ এন্ড ওয়ার। এন্ড দিস ইজ ওয়ার।'

দেরি হয়ে গিয়েছে। ও হেনার ধাঁধার অর্থ বুঝতে ভুল করেছে। হতাশ হয়ে সিলিং এর দিকে তাকাল আনিকা।

ছাদ এবং মেঝের মধ্যখানে থাকা বিমগুলো থেকে কতগুলো শিকল ঝুলছে। পরস্পর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করছে ওগুলো। ও অবাক হয়ে ভাবছে, ওগুলোর কী কাজ।

BanglaBook.org

পেছনে তাকাল আনিকা। এতক্ষণ খেয়ালই করেনি–দরজার ঠিক উপরেই একটা লোহার তৈরি প্ল্যাটফর্ম আছে। আর সেটার সামনেই প্রথম শেকলটা। দরজাটার গায়ে পা রাখার মতো তিনটা স্টেপ আছে, যেগুলো ধরে অনায়াসে উপরের প্ল্যাটফর্মে চলে যাওয়া যায়। সিঁড়ির ধাপগুলো একটা আরেকটার সাথে জোড়া লাগানো আছে ধাতুর লম্বা পাত দিয়ে। এবং ঐ ধাতব পাতটা আবার জোড়া লেগে আছে প্ল্যাটফর্মটার সাথে।

হেনার ধাঁধাটা আবার মাথায় এলো ওর।

Three dissimilarities will show

The only way to blow.

অবশেষে ও বুঝতে পারলো যে ওরাকল হেনা কী বুঝিয়েছে। এবার ও ভুল করতেই পারে না। নো ওয়ে।

দানবটা এগিয়ে আসছে ধুপধাপ পা ফেলে। আর সময় নেই বেশি। কিন্তু ও আনিকা থেকে বেশি দূরে নেই এখন। এই মুহূর্তে উপরের প্ল্যাটফর্মে চড়তে গেলে দানবটা এর আগেই ওকে ধরে ফেলবে।

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল আনিকা, ওর পা'দুটো মট করে প্রতিবাদ জানালো সাথে-সাথে। *এই শেষ, আই প্রমিজ, এরপর তোমাদের বিশ্রাম।* ওগুলোকে মনে-মনে বোঝাল আনিকা।

দানবটাকে অবাক করে দিয়ে ওর দিকেই ধেয়ে এলো আনিকা। হ্যান্ডসাম জায়ান্টটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে বেশ ইমপ্রেস হয়েছে। এক গাল হেসে বলল, 'অনেক সাহস তোমার, কিন্তু কী করছো তা কী বুঝতে...'

ফ্রিয়াসের ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল আনিকা। ডান দিকে ঘুরতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল সে, কিন্তু ওর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আনিকা ততক্ষণে পালিয়েছে। দানবটা ঘুরে ওর পিছু নিলো এবার। 'কিন্তু কোথাকার! আমি তোমাকে সাহসী ভেবেছিলাম, আর তুমি...'

বলতে-বলতে থেমে গেল সে। রুমের একদম ওপাশে গিয়ে থমকে দাঁড়াল আনিকা, সামনে দেয়াল ছাড়া আর কিছুই নেই। পেছন ফিরে তাকাল সে দানবটার দিকে। ওর চোখে প্রতিজ্ঞা। 'কাম অন, হ্যান্ডসাম!'

ফ্রিয়াসের চোখ যেন কপালে উঠে গেল। কিন্তু ও এবার সত্যিকার অর্থেই খেপে গিয়েছে। ত্রিশ ফুট লম্বা দানবটা ধেয়ে এলো আনিকার দিকে, ওর ব্যাটল এক্স আকাশের দিকে উঁচিয়ে রেখেছে।

BanglaBook.org

কুড়ালটা বাতাস কেটে সাঁই করে নিচের দিকে ধেয়ে এলো। চোখের পলক ফেলার আগেই আনিকা দানবটার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে স্লাইড করে বেরিয়ে গেল। ওর ভাঙ্গা পাগুলো জোরালো প্রতিবাদ করে উঠল সাথে-সাথে। ওগুলোকে পাত্তা না দিয়ে সে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগল দরজাটার দিকে।

'এসব এর মানে কী?' ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল বিশালদেহী ফ্রিয়াস। এরপর বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল দরজার দিকে।

খুব দ্রুতই রুমের অপর পাশে পৌঁছে গেল আনিকা। দানবটা বেশ স্লো, তখনো অনেক দূরে আছে ও। দরজাটার গায়ের সেই হাতলগুলো বেয়ে উপরে উঠতে লাগল আনিকা। কয়েক সেকেন্ড এর মাঝেই প্ল্যাটফর্মটার উপর দেখা গেল ওকে। ফুহ করে একটা শ্বাস ফেলল মেয়েটা। ছুরিটা কোমরের সাথে লাগানো স্ট্র্যাপে রেখে দিল। দানবটা তখনো ধেয়ে আসছে ওর নিজস্ব অলসতা-পূর্ণ গতিতে।

প্ল্যাটফর্মের রেলিং এর উপর দাঁড়াল আনিকা। যেন অনেক উঁচু বিল্ডিং থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে।

সত্যি-সত্যিই ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা। মধ্য আকাশে থাকা অবস্থাতেই লোহার শিকলটা ধরে ফেলেছে ও। দানবটা প্রায় রুমের মাঝামাঝি চলে এসেছে। অবাক হয়ে ওর কর্মকাণ্ড দেখছে সে।

শিকলটাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বুলেটের মতো এগিয়ে গেল আনিকা। পূর্বের শিকলটা ছেড়ে দিয়ে আবার লাফ দিল সে। পরবর্তী শেকলটা দু'হাতে ধরে ফেলেছে ততক্ষণে। মোমেন্টামের কারণে দ্বিতীয় চেইনটা সামনের দিকে ধেয়ে যেতে লাগল অনেক জোরে। প্রতিটা লাফ ওকে পূর্বের অবস্থান থেকে অন্তত পাঁচ ফুট করে উঁচুতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ত্রিশ ফুট লম্বা দানবকে হত্যার জন্যে যেটা ওর খুব দরকার।

তৃতীয় শিকলটা অনেক কাছে চলে এসেছে এখন। এটাই শেষ সুযোগ, একমাত্র সুযোগ। এবার আর কোনো ভুল করা যাবে না। ভুল করলে সেটা না ভাবাই উত্তম।

এক লাফে তৃতীয় চেইনটা ধরে ফেলল আনিকা, এরপর তীব্র বেগে এগোতে থাকলো দানবটার দিকে। ওটা যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে এখন।

ডান হাতের উপর শিকল ধরার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করে ওর বাম হাতটা চলে গেল নিচের দিকে, এরপর এক টানে স্ট্র্যাপ থেকে বের করে আনলো ড্যাগারটা। দানবটা রুমের মাঝখানের কালো বৃত্তটার উপর এসে গিয়েছে, সূর্যের আলো এসে পড়েছে ওর শরীরে, হাত দুটো মাথার উপরে দিয়ে রেখেছে, এখুনি আক্রমণ করবে ওর দিকে আসতে থাকা মেয়েটিকে।

আর তখনি আনিকার চোখে পড়লো ওটা–সূর্যের আলো পড়ার সাথে-সাথে দানবটার গলার ডান দিকের অংশটা বিশ্রী রকমের সবুজ হয়ে গিয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটা পচে গিয়েছে হাজার বছর আগেই। বোটকা একটা গন্ধ নাকে আসলো ওর।

BanglaBook.org

চেইনটাকে ছেড়ে দিয়ে মধ্য আকাশে লাফ দিল আনিকা, বাম হাতে তখনো শক্ত করে ধরে রেখেছে ছুরিটা।

প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে এসে ড্যাগারটাকে গেঁথে দিল দানবটার গলার ডান দিকের সেই পচা-গলা অংশে। দানবটার প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা না করেই ঝাঁপ দিল দানবটার পেছন দিকে। ওপাশে থাকা চেইনটাকে ধরতেই ওটা নিজে থেকেই বাড়তে লাগল নিচের দিকে, যেন ওটা এই কাজের জন্যেই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ ধরে। মাটি থেকে পাঁচ ফুট দূরে থাকা অবস্থায় চেইনটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল।

ধুপ করে মেঝেতে ল্যান্ড করল আনিকা। ভাঙ্গা পা দুটো আবারো মচমচ করে উঠল।

গগনবিদারী আর্তনাদ করছে জায়ান্টটা। ওর গলা থেকে এবার সত্যিই রক্ত বের হচ্ছে, সোনালী রঙের রক্ত। ড্যাগারটা এখনো গেঁথে আছে ওর ডান গলায়। হাত দিয়ে জায়গাটা স্পর্শ করল ও। হাতটা চোখের সামনে এনে নিজের রক্তটা দেখল, যেন বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই।

কাটা গাছের মতো মেঝেতে আছড়ে পড়ল দানবটা। মরে গিয়েছে ও।

ফ্রিয়াসের গলা থেকে ছুরিটা তুলে নিলো আনিকা; লেখককে থ্রেট দেয়ার সময় ওটা কাজে লাগবে। কিংবা যদি ওকে হত্যা করতে হয়...ওয়েল...ব্যাপারটা নিশ্চয়ই দানবটাকে হত্যা করার মতো কঠিন হবে না...

ধীরে-সুস্থে হল রুমের অপর দিকে হেঁটে যাচ্ছে আনিকা। হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে ওর। প্রতিটা পদক্ষেপ একাকী হলরুমটাতে জোরে-জোরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ওর কাছে মনে হচ্ছে, ওর বুকের হাড়ের ভেতর যে জিনিসটা ধুকপুক করছে, ওটার শব্দও যেন হলরুমের দেয়ালে হওয়া প্রতিধ্বনিগুলোর সাথে যোগ দিয়েছে।

থ্রি ডিসিমিলারিটিস বলতে পূর্বের রুমের সাথে এই রুমের তিনটি পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে–দরজার উপরের সেই প্ল্যাটফর্ম, লোহার শেকলগুলো, আর ছাদের ফুটো দিয়ে আসা সূর্যালোক। যখন হেনার ধাঁধাটার অর্থ বুঝতে পেরেছিল আনিকা, তখন সে ভাবছিল যে পার্থক্য তিনটিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। ঠিক তখনি তার মাথায় এসেছিল একটা ব্যাপার–একদম শুরুতে রুমটাতে ঢোকার পর দানবটার গায়ে সূর্যের আলো পড়তে দেখেছিল সে। কিন্তু সেই রশ্মিতে কোনো দূর্বলতা প্রকাশিত হয়নি দানবটার। এর মানে হচ্ছে, পার্থক্য তিনটিকেই প্রয়োজন এই দূর্বলতাকে প্রকাশ করার জন্যে। এবং তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে ক্রমান্বয়ে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত–প্রথমে সেই প্ল্যাটফর্ম, এরপর লোহার চেইন এরপর সূর্যালোক। আর এভাবেই, প্ল্যানটা মাথায় চলে আসে ওর।

হলরুমের ওপাশের দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল ও। আগের বারের মতোই, ওটাকে ধাক্কা দেয়ার প্রয়োজন হলো না। দরজাটা খুলে গেল নিজে থেকেই।

BanglaBook.org

ওপাশের রুমটা অনেক সুন্দর। পুরো রুমটা লাল রঙের কার্পেটে মোড়ানো। রুমটা প্রস্থে খুব বেশি নয়, বড়জোর পনেরো ফুটের মতো হবে। কিন্তু বেশ লম্বা–ডানে আর বামে চলে গিয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত।

একদম নাক বরাবর সামনে রুমটার অপর পাশে আছে ওর দেখা সবচেয়ে আজগুবি ফায়ার-প্লেস–ওটার ম্যান্টলপিসটাকে দেখতে বিশাল এক লাল-সোনালি রঙের উজ্জ্বল পাখির মতো মনে হচ্ছে, যেটা তার দু'পাশে ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওটার পেটের মাঝামাঝি যায়গাটা চেড়া, যেটার ভেতর আগুন জ্বলছে, চড়চড় শব্দ করে কাঠ পুড়ছে ওখানে।

ওর বামে তিনটা সোফা, সবুজ রঙের ভেলভেট কাপড় দিয়ে মোড়ানো, যেগুলোর গায়ে কালো রঙের ছোপ-ছোপ দাগ আছে। বৃত্তাকারে সাজানো সোফাগুলোর মাঝখানে একটা টি টেবিল–যেখানে একটা খোলা আইসক্রিম এর বক্স থেকে ধোঁয়া উঠছে–যার উপর গোলাপি রঙের ছোট একটা চামচ পড়ে আছে; কেউ একজন আইসক্রিম খাচ্ছিল এতক্ষণ। আইসক্রিমের বক্স এর পাশেই চকোলেটের বক্স, যেখান থেকে কিছু নীল আর সবুজ রঙের চকমকি প্যাকেটে মোড়ানো চকোলেট বেরিয়ে ছড়িয়ে আছে টেবিলের উপর।

রুমের একদম বামে একটা ডাইনিং টেবিল, যেটার চারপাশে কয়েকটা কাঠের তৈরি চেয়ার সাজিয়ে রাখা। আর একদম ডানে কিছু বেতের সোফা, যেগুলোর সামনেই একটা ২৯ ইঞ্চি কালার টিভি। পুরো ঘরের দেয়ালে অসংখ্য হাতে আঁকা ছবি; ঘরের অধিবাসীর নিজের হাতে আঁকা সম্ভবত। দেয়ালগুলোকে হালকা গোলাপি রঙ এ রঞ্জিত করা হয়েছে।

এখানকার অধিবাসী বেশ আয়েশি এবং শৌখিন।

ফায়ার-প্লেসের সামনেই পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একটি কালো চুলের মেয়ে। ওর হাতে একটা আধ খাওয়া চকোলেট। গাড় সবুজ রঙের লম্বা একটা পোশাক পড়ে আছে ও।

আনিকার দিকে ঘুরলো মেয়েটা।

'আনিকা জুলফিকার,' স্মিত হেসে বলল মেয়েটা, দু'পাশের গালে টোল পড়েছে ওই হাসিতেই, 'আমার বাড়িতে তোমাকে স্বাগতম।'

'হেনা!' আনিকা অবাক হয়ে গেল। 'তুমি এখানে কী করছো? আর এটা...তোমার বাড়ি?'

'হ্যাঁ,' চকোলেটে কামড় দিতে-দিতে বলল হেনা।

'তো...' আনিকা ইতস্তত গলায় বলল, 'আমাকে এখন কী করতে হবে?'

'ধাঁধার শেষ অংশটা সমাধান করতে হবে,' হেনা মিষ্টি হেসে বলল। এরপর চকোলেটের বাকি অংশ খুট করে খেয়ে ফেলে খোসাটা ছুঁড়ে দিল ফায়ার প্লেসের আগুনে। হিসহিস করে উঠল অগ্নি-শিখা। 'তবে সেটা করার আগে তোমার প্রতি আমার ছোট্ট একটা উপদেশ–*নিজের আবেগ ভুলে যাও, আনিকা।*'

BanglaBook.org

ধাঁধাটার শেষ পঙতির দিকে নজর দিল আনিকা।

The last drop of keeper's gut
Shall quench the singe-bird's thirst

'কিপার...মানে রক্ষক...মানে বই থেকে বেরোনোর সর্বশেষ দরজার রক্ষক...' আনিকা স্বগতোক্তি করল। 'দ্য লাস্ট ড্রপ অফ গাট...*দ্য লাস্ট ড্রপ...*'

আনিকার সারা শরীরে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ বয়ে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত যতগুলো প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে সে, তার মাঝে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে কঠিন হতে যাচ্ছে এটিই...

'হেনা, আমি পারবো না,' আনিকা দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

হেনা কিছু না বলে চুপ করে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে, মায়াভরা মুখে এখনো ঝুলছে কোমল হাসিটা–হেনার ট্রেডমার্ক হাসি।

'আমি পারবো না!' হতাশায় চিৎকার করে উঠল আনিকা। হেনার হাসিই বলে দিয়েছে যে ওর ধারনা পুরোপুরি সত্য। 'আমি ফিরে যেতে চাই।'

'তুমি কি এতক্ষণেও খেয়াল করোনি যে তোমার ফিরে যাওয়ার প্রতিটা পথ একে-একে বন্ধ হয়ে গিয়েছে?' হেনা নিজের চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল। 'তুমি নিজের হাতেই বন্ধ করেছো সব।'

চুপ করে রইলো আনিকা, বোঝার চেষ্টা করছে যে হেনা ওর সাথে মজা করছে কিনা। কিন্তু হেনার সবুজ চোখগুলো মিথ্যা বলছে না।

'লেটস স্টার্ট দ্য ফান, শেল উই?' হেনা বলল; ওর চোখগুলো সরু হয়ে এসেছে, আগের সেই নিরীহ ভাব নেই ওখানে। মেয়েটার ডান হাতে একটা ড্যাগার চলে এসেছে ততক্ষণে।

আনিকাকে কোনো দিকে সরার সুযোগ না দিয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হেনা।

স্যাশ...

এক ঝলক রক্ত বের হয়ে এলো আনিকার মুখ থেকে, দপদপ করে জ্বলছে কাটা জায়গাটা। ছুরিটা ওর মুখের ডান পাশটা ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।

'হেনা, স্টপ!' আনিকা অনুরোধ করল ওকে। 'আমার রক্ত বেরোচ্ছে।'

কিন্তু হেনা কোনো কথাই শুনছে না। ও আবার এগিয়ে এলো, প্রচণ্ড এক লাথি বসিয়ে দিল আনিকার পেটে। উড়ে গিয়ে মাঝখানের সোফাটার উপর পড়ল আনিকা। ওটা ওকে নিয়ে উলটে পড়ে গেল পেছন দিকে। পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে ওর, মনে হচ্ছে যেন কেউ একজন ওর পেটের আঁতুড়িগুলোকে গিট্টু দিয়ে ফেলেছে।

BanglaBook.org

আনিকাকে উঠে দাঁড়ানোর কোনোরূপ সুযোগ না দিয়ে আবারো ঝাঁপিয়ে পড়ল হেনা। এবার আনিকা গড়িয়ে এক পাশে সরে গেল। ওর ভাঙ্গা পা দুটো মট করে উঠল আবারো, বেশিক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে না ও। হেনা আবারও ধেয়ে এলো। আনিকা তখনো মাটিতে পড়ে আছে, ওই অবস্থাতেই ওর গায়ের উপর লাফ দিল হেনা, ছুরির ফলাটা আনিকার বুকের দিকে দিয়ে রেখেছে। ভাঙ্গা পা দুটোকে একত্র করে হেনাকে মধ্য আকাশেই আটকাল আনিকা, এরপর পা দুটো ব্যবহার করে মেয়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওর মাথার পেছন দিকে।

প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ হলো; হেনা গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে ওপাশের দেয়ালে, ওর হাতের ছুরিটা হারিয়ে গিয়েছে আগেই।

মেঝেতে পড়ে গিয়েও দমল না সে। পা দুটোকে ঝাড়া দিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে। এরপর তীব্র আক্রোশ নিয়ে ধেয়ে এলো আনিকার দিকে, যে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর কাছে এসেই একের পর এক ঘুষি বসাতে লাগল মেয়েটার গালে, পেটে, বুকে।

আনিকার বুকের হাড় আবারো কটকট করে উঠল। 'হেনা, থামো, প্লিজ।'

হেনা আবারো গর্জন করে উঠল, ঠিক যেন ক্রুদ্ধ সিংহীর গর্জন। এরপর ঘুষি পাকালো–আনিকার যে গালে কেটে ফেলেছিল একটু আগে, সেই গালে আঘাত করার জন্যে।

আনিকার হাত যেন তার নিজস্ব মর্জিতে কাজ করল; এক ঝটকায় ওর কোমরে ঝোলানো স্ট্র্যাপ থেকে ছুরিটা তুলে নিলো সে, এরপর সজোরে হেনার পেট বরাবর ঢুকিয়ে দিল দ্বি-ধার বিশিষ্ট ড্যাগারটা।

প্লাম...

হেনা প্রবলভাবে ঝাঁকুনি খেল। ওর মুখটা O আকৃতি ধারণ করেছে। ফর্সা মুখটা ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে।

এক ঝটকায় ড্যাগারটা বের করে আনল আনিকা। সাথে-সাথে স্রোতের মতো রক্ত বেরিয়ে এলো হেনার পেট থেকে। রুপালি রঙের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাচ্ছে কার্পেট।

হেনা টলতে-টলতে পেছনে দিকে যেতে থাকল, এরপর মেঝেতে পড়ে গেল ধড়াম করে।

আনিকা সাথে-সাথে দৌড়ে গেল হেনার দিকে। 'ওহ মাই গড। হেনা, আমি...আমি...ইচ্ছে করে করিনি এটা...তুমি বিশ্বাস করো...আমি কখনোই...'

'ধাঁধার শেষ চার লাইনের মাঝে কেবল প্রথম লাইনের সমাধান করেছ তুমি,' ওর কথার মাঝখানে বাধা দিল হেনা, ওর ফর্সা মুখ রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে।

'আ...আরো বা...বাকি আছে?' আনিকা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' মেঝেতে পড়ে থাকা মেয়েটা বলল। 'এতক্ষণে দ্বিতীয় অংশ বুঝে যাওয়ার কথা তোমার। তাড়াতাড়ি করো। আমার দেহ বেশিক্ষণ এভাবে থাকবে না। গায়েব হয়ে যাবে। তার আগেই তোমাকে যা করার, করতে হবে।'

BanglaBook.org

The last drop of keeper's gut
Shall quench the singe-bird's thirst

The last drop. শেষ রক্ত-বিন্দু।

ফায়ার প্লেসের দিকে নজর গেল আনিকার। ওটার ম্যান্টলপিসটাকে দেখতে যে পাখির মতো মনে হচ্ছে, ওটাকে এখন চিনতে পারছে ও।

ফিনিক্স। *Singe-bird.* আগুন-পাখি।

রুমের বাম দিকে দৌড় দিল আনিকা। ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে ওখান থেকে একটা স্বর্নালী রঙের বাটি তুলে নিলো। এরপর খুব দ্রুত হেনার পাশে চলে এলো।

'হেনা, আমি এটা করতে চাইনি, আমি...' আনিকা কাতর স্বরে বলল। অনেক কষ্টে চোখের পানি আঁটকে আছে ও।

হেনা নিজের হাতটা আনিকার হাতে রাখল। 'আমি জানি, বন্ধু। আমি জানি।'

হেনার শরীরটা ঝাপসা হয়ে আসছে, সেই সাথে মেঝেতে পড়ে থাকা রক্তগুলো সিলভার রঙের ছাই হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। আর বেশি সময় নেই ওর হাতে।

কাটা যায়গাটার সামনে বাটিটা ধরল আনিকা। রুপালি রক্ত এসে বাটিটাকে পূর্ণ করে দিতে লাগল ধীরে-ধীরে।

'ব্যস, এতটুকুতেই হবে,' শেষ রক্ত-বিন্দুটি বাটিতে হারিয়ে যাওয়ার পর বলে উঠল হেনা। ওকে এখন পুরোপুরি রক্তশুন্য দেখাচ্ছে। 'তোমার যেটা দরকার সেটা পেয়ে গিয়েছ।'

রুপালি রক্ত বহনকারী বাটিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল আনিকা। এরপর ফায়ার-প্লেসটার সামনে গিয়ে থামল। আগুন-পাখিটাকে ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে দেখে বাটির তরলগুলো ছুঁড়ে দিল তার উদ্দেশ্যে।

ফায়ার-প্লেসের আগুন সবুজাভ রঙ ধারণ করল। ওটার তীব্রতা বেড়ে গিয়েছে। শিখাগুলো লকলক করছে এখন, যেন ছোবল মারবে যেকোনো মুহূর্তে। এরপর ওটার শিখাগুলো তাদের সর্বোচ্চ আলোকচ্ছটার সাথে জ্বলে উঠল। ফায়ার-প্লেসের আগুনটা একটা পাখির আকার ধারণ করল—লম্বায় প্রায় চারফুট ওটা, উজ্জ্বল আলো সহকারে জ্বলছে, দেখে মনে হচ্ছে ওর পুরো শরীরটাই আগুন দিয়ে তৈরি। পালকগুলো লাল-সোনালি রঙের। তবে ওর শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশটা সম্ভবত

BanglaBook.org

তার লেজ; প্রায় তিনফুট লম্বা ওটা–লাল, নীল এবং বেগুনী রঙের পালক দিয়ে সজ্জিত। লেজের নিচের দিকের অংশ থেকে অগ্নি-শিখা উৎপন্ন হয়ে তরঙ্গায়িত হচ্ছে।

ফিনিক্সটা ওর মুখটাকে উপরের দিকে দিয়ে তীক্ষ্ম স্বরে চিৎকার করে উঠল।

হেনার দিকে একবার তাকিয়েই আনিকা পা বাড়াল আগুনের দিকে।

'নাআআআআআ,' পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল হেনা। 'খবরদার, আগুনের ভেতর যাবে না।'

ঝাঁকুনি দিয়ে থমকে গেল আনিকা। 'কিন্তু কেন?'

'ওটা তোমার জন্যে নিরাপদ নয়,' হেনা বলল, কথা বলতে অনেক কষ্ট হচ্ছে ওর। 'যদি একবার ঐ আগুন তোমাকে স্পর্শ করে, তুমি সাথে-সাথে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।'

আনিকা বেশ অবাক হয়ে গেল। 'কিন্তু...আমি তো ভেবেছিলাম ঐ আগুনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে সে।'

'না, ওটা তোমাকে স্রেফ পুড়িয়ে দিত,' হেনা জবাব দিল। 'অপেক্ষা করো...আরেকটু...আরেকটু...এবার দেখ।'

ফিনিক্স পাখিটা হঠাৎ পূর্বের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল, দেখে মনে হচ্ছে নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে যাচ্ছে ওটা। আগুন এর শিখাগুলো শেষবারের মতো হিসহিস করে দপ করে নিভে গেল।

ফিনিক্স পাখিটা চলে গিয়েছে, তার পরিবর্তে ওখানে শুধু পড়ে আছে ওর ছাই।

ফায়ার-প্লেসটার মাঝ বরাবর *ক্র্যাক* শব্দ করে চিড় দেখা দিল। এরপর দু'পাশের অংশ সরে গিয়ে জায়গাটা আরেকটু বড় হতে দিল। ফায়ার প্লেসের পোড়া কাঠ আর ছাইগুলো বাতাসে ভাসছে; ওগুলো অদ্ভুত উপায়ে ঘুরতে-ঘুরতে একটা ওক গাছের ছবি খোদাইকৃত দরজা তৈরি করেছে। সেই দরজাটা। চাবিটা এখনো ওক গাছের গুঁড়ির মাঝখানে আলো ছড়াচ্ছে।

'যাও, তোমার দরজা তোমার অপেক্ষায় আছে,' হেনা বহু কষ্টে বলল, ওর চোখগুলো বারবার বন্ধ হয়ে যেতে চাচ্ছে। অনেক কষ্টে ওগুলো খুলে রেখেছে সে।

'আই এম সরি, হেনা,' লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আনিকা। ওর গালের পাশ দিয়ে এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। 'আই রিয়েলি এম।'

'ইটস ওকে,' হেনা বলল, ওর দু'চোখে জল চিকচিক করছে। তবে ওর মুখের ভেতর অদ্ভুত এক প্রশান্তি ফুটে উঠেছে। 'ব্যাপারটা শুরু থেকেই এমন ছিল। আমাকে...আমাকে মরতেই হতো। আমিই হচ্ছি এই দরজার *শেষ রক্ষক*। *দ্য ফাইনাল ডোর কিপার অফ এক্সিট*। আমার কাজই হচ্ছে দরজা দিয়ে কাউকে ওপাশে যেতে বাধা দেয়া, বইটা থেকে বের হতে বাধা দেয়া। আর...যদি কেউ বের হতে চায়...তো সেটা আমার রক্ত ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।'

BanglaBook.org

আনিকা কী বলবে ভেবেই পাচ্ছে না। নিরপরাধ একটা মেয়েকে খুন করার পর অনুভূতি কেমন হওয়া উচিত, জানা নেই ওর।

হঠাত একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করল ও। 'হেনা, তুমি আমাকে ঐ ফায়ার-প্লেসের আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছ। আমাকে এই আগুনের সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছ। কিন্তু...এটা...এটা কি তোমার ম্যাজিকেল বাইন্ডিংস এর বিরুদ্ধে নয়?'

হেনা বেশ বড় করে নিশ্বাস ফেলল, তবে সেটা আক্ষেপের নয়, স্বস্তির। 'যে মুহূর্তে ছুরিটা আমার পেটে ঢুকেছে, আনিকা, সেই মুহূর্ত থেকে আমি আর ওটিয়োসাসের ওরাকল নই। ইনফ্যাক্ট, ওটিয়োসাসের ওরাকল তার দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফেলেছে। আর কোনো ওরাকল এর দরকার নেই এখানে। তুমি...তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ, আনিকা। এবং এর জন্যে, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

হেনা এবার সত্যি-সত্যিই হেসে ফেলল, ওর সেই সহজাত হাসি। আনিকার খুব ইচ্ছে হলো ওর কাছে ছুটে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল সে।

অনেকক্ষণ থেকেই যেটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে এবার সেই প্রশ্নটা করল ও। 'একবার ওপাশে গেলে আমি কি আর ফিরে আসতে পারবো?'

'আমার মনে হয়, উত্তরটা তুমি ইতিমধ্যেই জানো, আনিকা,' হেনা স্মিত হেসে বলল। 'তুমি অনেক চালাক মেয়ে। এটার উত্তর তোমার না জানার কোনো কারণ নেই। এটা একদম শুরু থেকেই জানতে তুমি। এরপরেও ঝুঁকিটা নিয়েছ, সবকিছু জেনেই।'

আনিকার বুক চিড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। 'গুড বাই, হেনা।'

'ভালো থেকো, আনিকা জুলফিকার,' এইটুকু বলেই চোখ বুজল হেনা। এরপর ওর নিশ্চল শরীরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। প্রতি মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ওরাকল এর দেহটা।

হাট করে দরজাটা খুলে গেল। সামনেই একটা গোলাকার প্ল্যাটফর্ম এর মতো জায়গা। দরজা দিয়ে ঢুকে ওখানে দাঁড়াল আনিকা। সর্বশেষ দরজাটা সজোরে বন্ধ হওয়ার আগে সবুজ পোশাক পরিহিত মেয়েটার নিথর দেহ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

পুরো প্ল্যাটফর্মটা থরথর করে কেঁপে উঠল, যেন জীবন পেয়েছে ওটা। কোনোরূপ পূর্ব সতর্কতা না দিয়েই আলোর গতিতে উপরের দিকে ধেয়ে গেল ওটা।

প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছে আনিকা, মনে হচ্ছে যেন ওর হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবে। দ্রুতগামী লিফটটাতে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে ও। পায়ের ব্যথাটা আরো বেড়েছে, মনে হচ্ছে যেন ওগুলোতে কয়েক টন চাপ পড়ছে। আনিকার ভয় হচ্ছে যে ওগুলো হয়তো যেকোনো মুহূর্তে হাঁটুর নিচ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে সবকিছু থেমে গেল–ওর চারপাশের লিফট এর দেয়াল ধোঁয়া হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলে।

রুমটা ছোট-খাটো এবং বেশ গোছালো। ওর পেছনেই একটা খাট যার উপর দিকটা নীল রঙের চাদরে ঢাকা। খাটের পাশেই জানালা, যেটার এক পাশ পুরোপুরি খোলা। বাইরে সাদা রঙের ইমারত দেখা যাচ্ছে। খাটের পাশেই একটা লাগোয়া ওয়ারড্রব, যেটার উপর বেশ কিছু আজগুবি ধরনের বোতল রাখা, যেগুলোর গায়ে লাগানো স্টিকারগুলোতে শোভা পাচ্ছে যথাক্রমে: ম্যালিজিয়া ইউমো, ইকো স্টাইলার, লিংক্স, নিউট্রোজেনা এবং ব্লা ব্লা ব্লা। রুমের অপর পাশে কোণার দিকে একটা পড়ার টেবিল দাঁড়িয়ে আছে। পুরো মেঝে সবুজ রঙের নরম কার্পেটে মোড়ানো, দেখে মনে হচ্ছে যেন ঘাসের চাদর।

জানালা দিয়ে অদ্ভুত কিছু আওয়াজ ধেয়ে আসছে। খুব সাবধানে খাটের উপর হাঁটু দিয়ে নিচের দিকে তাকাল আনিকা; অনেক-অনেক নিচে সে দেখতে পেল শব্দের উৎসগুলোকে–কিছু অদ্ভুত আকৃতির বাহন চলছে রাস্তায়, নিজেদের উদ্ভট চেহারার মতোই বিশ্রী শব্দ করে। রাস্তাটাও কেমন যেন আজগুবি, মাটির তৈরি নয় মোটেও। দেখে মনে হচ্ছে মাটির উপরে কালো রঙের শক্ত কিছু পদার্থের আবরণ দেয়া হয়েছে...অথবা, কে জানে, এখানকার মাটিই হয়তো বা এমন। রাস্তার দুই ধার দিয়ে অন্তত কয়েকশ মানুষ ব্যস্ত ভঙ্গীতে হেঁটে যাচ্ছে। ওরা দেখতে পুরোপুরি ওটিয়োসাসের উইজার্ডদের মতোই। এমনকি ওদের জামা-কাপড়, হাঁটা-চলা, ভাব-ভঙ্গী কোনোকিছুই ওটিয়োসাসের বাসিন্দাদের চেয়ে ভিন্ন নয়। শুধু একটাই পার্থক্য–ওদের কারো হাতেই কোনো ম্যাজিক স্টাফ নেই।

এই তাহলে লেখকের জগত!

কিন্তু, যার জন্যে এখানে এসেছে ও, সে কোথায়? ঘাড় ঘুরিয়ে রুমের চারদিকে চোখ বোলাল আনিকা। আকাশী রঙের দেয়ালে বেশ কিছু নাম না জানা লোকের ছবি দেখা যাচ্ছে। এদের মাঝেই কি কেউ একজন তাদের স্রষ্টা? *দ্য রাইটার?*

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। কিন্তু না, কেউ আসছে না এদিকে, কিংবা কারো পায়ের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না।

পালিয়ে যাবে কোথায় বাছাধন! মনে-মনে ভাবল আনিকা। এরপর পা টিপে-টিপে বেরিয়ে গেল রুমটা থেকে। ওপাশের রুমে একটা ডাইনিং টেবিল বসানো আছে। পাশেই একটা বেসিন। হাতের ডান দিকেই একটা দরজা–সম্ভবত এটাই এই ঘরে ঢোকার একমাত্র রাস্তা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, দরজাটা ভেতর থেকেই বন্ধ করা আছে।

তার মানে...ঘরের অধিবাসী বের হয়নি! ও এখানেই আছে!

রুমটার প্রত্যেকটা কোণা খুঁজে দেখলো আনিকা–দরজার ডান পাশের অন্ধকার ছায়ায়, বেসিনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিমের আড়ালে, এমনকি ডাইনিং টেবিলের নিচে পর্যন্ত...কিন্তু না, কোথাও নেই লোকটা!

BanglaBook.org

গেল কোথায় সে? এর মানে কি এই যে সে আগে থেকেই জানতো ওদের প্ল্যান? সে কি বুঝতে পেরেছিল যে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে ওরই লেখা চরিত্রগুলো? নিজের ঘাতকের আগমন সম্পর্কে অবগত হয়েই কি লুকিয়ে আছে গোপন কোনো স্থানে, নাকি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে শক্তিশালী কোনো চার্ম প্রয়োগ করে? সেও কি তাহলে ওদের মতোই জাদুকর?

আনিকার মাথায় অজস্র প্রশ্ন এসে জমছে, যেগুলোর একটার উত্তরও সে জানে না। ওকে জানতেই হবে, যেভাবেই হোক। বিনা কারণে এতদূর আসেনি সে।

ডাইনিং রুমের বাম পাশে আরেকটা দরজার দিকে নজর গেল ওর। আধ-খোলা দরজাটা দেখে ওর মাথায় একটা কথাই এলো: *ওখানে কেউ একজন আছে...*

খুব সাবধানে দরজাটার কাছে গেল সে। এরপর কান পাতল ওটার গায়ে। ভেতর থেকে ফিসফাস শব্দ ধেয়ে আসছে, মনে হচ্ছে যেন বেশ কয়েকজন লোক চুপিসারে কথা বলছে।

ড্যাগারটা হাতে তুলে নিলো আনিকা। যদিও মনে-মনে সে আশা করছে যে এটা ব্যবহার করার কোনোরূপ দরকার হবে না, কিন্তু এরপরেও...যদি ওরা তার মতোই উইজার্ড হয়...

আলতো করে দরজাটা ধাক্কা দিলো আনিকা। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে যাচ্ছে ওটা।

বেশ বড় একটা রুম নজরে এলো। রুমের ডান দিকে একটা বড় খাট শুয়ে আছে, যেটার উপর দিকটা গোলাপি চাদর দিয়ে আবৃত। খাটের পাশেই একটা ড্রেসিং টেবিল, যেখানে প্রথম রুমে দেখা বোতলগুলোর মতোই কিছু নতুন বোতল শোভা পাচ্ছে। হালকা গোলাপি রঙ এ পুরো দেয়াল ঢাকা। মেঝেটা নীলাভ কার্পেটে মোড়ানো। দেখে মনে হচ্ছে, কারো বেডরুম এটা। আনিকা উঁকি দিল চারপাশে। আগের রুমের মতোই, এই রুমেও একটা পড়ার টেবিল আছে। ওটার উপর একটা খোলা বই, যেটা স্পাইরাল বাইন্ডিং দিয়ে বাঁধাই করা আছে। তার পাশেই একটা কলম রাখা।

ফিসফাস শব্দটা ওখান থেকেই আসছে!

তীব্র উত্তেজনা নিয়ে বইটার কাছে গেল আনিকা, এরপর এক নজরে তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। ও এখন নিজের জগতের দিকেই তাকিয়ে আছে–ব্যাপারটা ভাবতেই, মাথাটা গুলিয়ে উঠল ওর। ওখানে কতকিছুই না হয়ে যাচ্ছে...শয়ে-শয়ে মানুষ মরছে, কেউ স্বজন হারা হচ্ছে, কেউ বা আজীবন এর জন্যে পঙ্গুত্ব বরণ করে নিচ্ছে।

অথচ এ পাশের জগতটা কত শান্ত, সুস্থির, নীরব! এ জগতের বাসিন্দাদের কাছে সে একজন ফিকশনাল চরিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ওদের জীবন-মৃত্যুতে এই জগতের বাসিন্দাদের কিছুই যায় আসবে না। ওদের পুরো জীবনটাই এখানকার অধিবাসীদের কাছে স্রেফ একটা বই, কয়েক ঘণ্টার বিনোদন।

BanglaBook.org

তীব্র ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়ে এলো আনিকার। লেখককে কখনই ক্ষমা করবে না সে। করা উচিত নয়।

চোয়াল শক্ত করে বইটার দিকে ভালো করে নজর দিল আনিকা জুলফিকার। হরফগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে একটু পরপর স্থান বদল করছে। অনেক-অনেক দূর থেকে অসংখ্য লোকের কান্নার ধ্বনি আর আর্ত-চিৎকার ভেসে আসছে।

ওটিয়োসাসের আর্তনাদ!

নিজের হাত দুটিকে বইটার উপর রাখল আনিকা, যেন ছুঁয়ে দিতে চাইলো ওর বন্ধুদেরকে, ওর পরিবারকে, ওর ওটিয়োসাসকে।

জ্বরাগ্রস্থের মতো কেঁপে উঠল বইটা। বইয়ের পাতা থেকে সোনালি আলোর শিখা বেরিয়ে ওর চারপাশে ঘুরতে লাগল। হাট করে চোখ বন্ধ হয়ে গেল আনিকার, যেন কেউ একজন ওকে বাধ্য করেছে এটা করতে।

চোখের সামনে একের পর এক দৃশ্য ভেসে উঠছে ওর; এমন কিছু দৃশ্য, যেগুলো সে আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু প্রতিটি দৃশ্যের অবতারণার সাথে-সাথে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠছে ওর কাছে। এপাশে কতটা সময় কেটে যাচ্ছে জানে না আনিকা। ও শুধু জানে যে ওকে সব দেখতে হবে, সব জানতে হবে, সবকিছু বুঝতে হবে। ওর পুরো শরীর অল্প-অল্প কাঁপছে, হাঁটু দুটো ওর ভার আর বহন করতে পারছে না...

বেশ কিছুক্ষণ পর অবশেষে চোখ খুলল আনিকা। বইটার সোনালি শিখাগুলো বেশ ধীরে-সুস্থেই হারিয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে ওগুলো এসেছিল, ঠিক সেখানেই। বইটা এখনো কাঁপছে মৃদুভাবে।

ওটা তার স্রষ্টাকে অনুভব করছে।

It will take you fly
Where your true place lie.

BanglaBook.org

কলমটা হাতে তুলে নিলো আনিকা। এখনো অনেক কাজ বাকি।

চ্যাপ্টার ১১
দ্য এনক্লোজার

ড্রাগোমিরের মাথার উপর বসে আছে বেনজামিন, পা দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়েছে, বাতাসে ওর চুল উড়ছে একটা নির্দিষ্ট ছন্দে। দুই হাতে শক্ত করে ছুরিটা ধরে রেখেছে ও, যেটার অর্ধেকটা হারিয়ে গিয়েছে ড্রাগনটার মাথার ভেতরে। দানবটার মাথার আশেপাশে অনেকগুলো গর্ত, যেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে সমানে–ইচ্ছেমতো ওখানে আঘাত করেছে বেনজামিন। ছুরিটা একটু পরপর ভিন্ন-ভিন্ন কোণে ঘোরাচ্ছে ও, আর ড্রাগনটা ব্যথায় চিৎকার করছে, সেই সাথে জেট বিমানের মতো মধ্য আকাশে ডিগবাজি খাচ্ছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। বেনজামিন অনেক কষ্ট করে ড্যাগারটা ধরে নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করছে–কিন্তু কতক্ষণ এভাবে নিজেকে রক্ষা করা যাবে, কে জানে।

একটু পরপর পুরো আকাশটা জ্বলে উঠছে তীব্র আলো সহকারে; প্রচণ্ড জোরে বজ্রপাত হচ্ছে আশেপাশে, মনে হচ্ছে যেন কানের পর্দাটা ফেটেই যাবে এবার। বৃষ্টির বেগ আরো বেড়েছে, সেই সাথে দমকা হাওয়া বইছে চারপাশ থেকে। প্রায় হাজার ফুট নিচে বয়ে চলেছে একটি নদী, যার জল আগের মতো শান্ত নেই, বরং বেশ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কোথায় ওটা!

এত উপর থেকে নিচের কোনো কিছুই স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না, সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর নির্ভর করে চলতে হচ্ছে ওকে। প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে ও, প্রতি মুহূর্তে কপালের বলিরেখাগুলো আরো বিশ্রী আকার ধারণ করছে।

আচ্ছা, এমন যদি হয় যে ওটাকে সে পেছনে ফেলে এসেছে অনেক আগেই, তাহলে? হাত পায়ের শিরা ঠাণ্ডা হয়ে এলো ওর...যদি সে ভুল করে...

কিন্তু না, ও ভুল করতে পারে না। পুরো ওটিয়োসাস নির্ভর করছে ওর উপর। ওদেরকে নিরাশ করতে পারে না ও।

এবং অবশেষে, ওটা দৃশ্যমান হলো–আবছা আঁধারের ভেতর থেকে উঁকি দিল একটা চারকোনা পাহাড়, নদীর উত্তাল পৃষ্ঠ ভেঙ্গে যেন জেগে উঠেছে ওটা। বড়-বড় ঢেউগুলো এসে অনবরত ভেঙ্গে পড়ছে ওটার গায়ে, ফেনিল জলগুলো পুনরায় হারিয়ে

BanglaBook.org

যাচ্ছে নদীর বুকে। পাহাড়টার চারপাশ থেকে যেন চারটা নদীপথ তৈরি হয়েছে, অন্তত উপর থেকে দেখে তা-ই মনে হচ্ছে।

Center of land. ওটিয়োসাসের কেন্দ্র, দুই নদীর মিলনস্থল; আর খুব বেশি দূরে নয় ওটা।

ছুরিটাকে ডানে বাঁকিয়ে দিল বেনজামিন, আর সাথে-সাথে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে ড্রাগোমির অন্ধের মতো ডাইভ দিল প্রায় ৬০ ডিগ্রি ডানে। পাগলের মতো ছটফট করছে ওটা, বেনজামিনকে ফেলে দিতে চাইছে প্রতি মুহূর্তে।

ছুরিটাকে ক্রমাগত এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে বেনজামিন; নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে দানবটার দিক নিয়ন্ত্রণে। অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে ওরা, নদীর কলকল ধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে।

জীবনে প্রথমবারের মতো পাহাড়টার পৃষ্ঠ দেখতে পেল ও—ওটা বেশ সমতল, অল্প কিছু উঁচু-নিচু স্থান নজরে আসছে যেগুলো ছড়িয়ে আছে পাহাড়টার চারদিকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পুরো পাহাড়টার তুলনায় ওটার পৃষ্ঠের মাটি আরো বেশি রক্ত লাল বর্ণের।

ড্রাগনটার আহত চোখে গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে খোঁচা দিল বেনজামিন। ড্রাগোমির তীব্র আর্তনাদ করে উঠল, সেই সাথে সাময়িক ভাবে পাখা ঝাপটানোর কথা ভুলে গেল সে। নিয়ন্ত্রণ হীন ভাবে ওটা পড়ছে নদীর উন্মত্ত জলে। ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে দানবটা। ওর গর্জনই বলে দিচ্ছে যে বেনজামিনের খোঁচাটা ভালো মতোই লেগেছে তার।

নদীর খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে ড্রাগনটা। ডানাগুলো আবারো সক্রিয় হয়ে উঠেছে, নদীর বুকে ঘূর্ণিজলের সৃষ্টি করছে ওগুলো।

ড্রাগোমিরের পা দুটো নদীর জল স্পর্শ করল; বিশাল এক জলরাশির সৃষ্টি হলো ওখানে। নদীর জল ছুঁয়ে দিয়েই সাথে-সাথে উপরের দিকে ধেয়ে গেল ড্রাগোমির।

কাটা গাছের মতো পাহাড়টার পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ল ড্রাগনটা। সশব্দে কেঁপে উঠল পুরো পাহাড়, যেন এই মাত্র ওটার ভিত্তি ধরে নাড়িয়ে দিয়েছে কেউ। বেনজামিন ছিটকে পড়ে গেল নরম মাটির উপরে। ছুরিটা হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে আগেই। ওটা উড়ে গিয়ে ঝুপ করে নদীর জলে হারিয়ে গেল। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।

ড্রাগোমির তখনো গর্জন করছে পাগলের মতো, যেন কেউ ওকে নির্যাতন করছে। এই সুযোগে চারপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলো বেনজামিন।

লাল মাটি দিয়ে তৈরি পাহাড়টার চারকোণায় চারটা সূক্ষ্মাগ্র অংশ, দেখে মনে হচ্ছে কোনো বিশাল জানোয়ারের শিং, যেগুলো অনেক বছর ধরে মাটির সাথে মিশে আছে। পাহাড়টার একদম মাঝখানে উঁচু একটা জায়গা, যেন টিউমার হয়েছে ওটার। তবে বেনজামিনের চোখ গেল পাহাড়ের বাম দিকে মাটিতে ৪৫ ডিগ্রী কোণে গাঁথা ধাতব বস্তুটার দিকে—একটা তলোয়ার।

BanglaBook.org

দ্য সোর্ড অফ ন্যাচার।

Dragomir's bane. তাহলে এটাই ড্রাগোমিরের বেইন–ওর সেই জীবন ঘাতী বিষ? মনে-মনে ভাবল বেনজামিন।

হাজার বছরের মরচে ধরা তলোয়ারটার দিকে দৌড় লাগাল বেনজামিন। তার আগেই চিলের মতো উড়ে আসল ড্রাগোমির, একদম ওর আর তলোয়ারটার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে দানবটা। 'কোথাও যাচ্ছো নাকি, বেনজামিন?'

'হ্যাঁ, আমার তলোয়ারটা ওখানে বালুতে আটকে আছে। ওটা নিতে যাচ্ছিলাম। দেখেছ নাকি ওটা?'

হাহা করে হেসে উঠল ড্রাগোমির। 'ভেবেছ যে ঐ দুর্বল জোকগুলো তোমাকে ওটা তুলে নিতে সাহায্য করবে? আমি এত সহজে ওটা নিতে দিচ্ছি না তোমাকে।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো,' বেনজামিন দাঁতে-দাঁত চিপে উত্তর দিল।

ড্রাগোমির এর মুখ থেকে আগুনের স্রোত বেরিয়ে এলো। বামপাশে ডাইভ দিয়ে কোনোমতে নিজেকে বাঁচাতে পারলো বেনজামিন।

ফুহ করে শ্বাস ফেলল সে। এরপর খুব ভয়ংকর একটা রিক্স নিলো–সোজা ধেয়ে এলো ড্রাগোমিরের দিকে। ড্রাগনটা বেশ অবাক হয়েছে, হয়তো বা ছেলেটার মানসিক সুস্থতা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে ও।

ড্রাগোমির মুখ খুলল; লাল মাটি পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল সাথে-সাথে।

আগুন এর স্রোত ওকে স্পর্শ করার ঠিক আগ মুহূর্তেই বেনজামিন ড্রাগোমিরের পায়ের নিচ দিয়ে স্লাইড করল, এবং সাথে-সাথে দানবটার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'হোয়াট?' ড্রাগনটা আর্তনাদ করে উঠল। 'নো...'

ড্রাগনটা অনেক স্লো। বিশাল শরীর নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এত দ্রুত নড়াচড়া করা যায় না। ও যতক্ষণে মুখটা ঘুরিয়েছে, ততক্ষণে বেনজামিন মাটিতে আটকে থাকা তলোয়ারটার কাছে চলে গিয়েছে।

ওটার বাঁট স্বর্ণমণ্ডিত, যেখানে খুব ছোট করে আঁকা আছে একটা ছবি–একটা ড্রাগন আর একটা বাচ্চা ছেলে লড়ছে। এই তলোয়ারটা ওর জন্মের হাজার বছর আগে থেকেই ওর অপেক্ষায় ছিল, এটা ভাবতেই শরীর জুড়ে অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেল ওর।

বাঁটটা ধরে সে হেঁচকা টানে তুলে নিলো তলোয়ারটা।

প্রায় দুই ফুট লম্বা তলোয়ারটার ব্লেড এর পুরো অংশটাই মরিচা ধরে খয়েরী হয়ে গিয়েছে, পুরাতন লোহার দোকানের আগ্রহ যোগাতে পারে ওটা বড়জোর। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, ওটার দু'পাশটা ফ্ল্যাট এবং মোটা–কোন ধারই নেই; যে এই ছুরিটা তৈরি করেছে, সে ওটায় ধার দিতে ভুলে গিয়েছে সম্ভবত। কিংবা, সে হয়তো জানেই না যে তলোয়ারের অন্তত এক পাশ ধারালো রাখতে হয়। ওটার মুখের অংশটা দু'পাশ থেকে সংকুচিত হয়ে পিরামিডের মতো উঠে গিয়েছে উপরের দিকে। কিন্তু মরিচার আবরণ সেই তীক্ষ্ম অংশটাকেও অকেজো করে রেখেছে। তলোয়ারটাকে

BanglaBook.org

আরো বেশি অযোগ্য করে তোলার জন্যেই হয়তো ওটার ওজনটা বহন করতেই হিমিশিম খেতে হচ্ছে ওকে–ভীষণ ভারি ওটা।

তলোয়ারটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ড্রাগনটা, সরু চোখে পর্যবেক্ষণ করছে ওটাকে। পরক্ষণেই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হেসে উঠল দানবটা।

'এই মরিচা ধরা ভারি লোহাটা দিয়ে আমাকে হত্যা করবে তুমি? বাহ!' ড্রাগোমির বলল। 'ধারালো তলোয়ার দিয়েও যেখানে ড্রাগনের চামড়া ভেদ করা যায় না, সেখানে তুমি কিভাবে এই ভোঁতা, অকেজো তরবারি দিয়ে আমাকে বধ করার চিন্তা করছো? মায়া হচ্ছে তোমার জন্যে, বেচারা।'

ড্রাগনটা মুখ দিয়ে চুক-চুক জাতীয় শব্দ করতে লাগল।

বেনজামিনের হাতে আর কোনো উপায়ই ছিল না। এই তলোয়ারটাই ওর একমাত্র ভরসা। হেনার কথার অর্থ ও ভুল বোঝেনি–এটা দিয়েই ওকে ড্রাগোমিরকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে...একটা ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে কিভাবে বিশাল এক ড্রাগনকে হত্যা করা যায়?

প্রচণ্ড ভারি তলোয়ারটা বারবার বাম দিকে হেলে পড়ে যেতে চাচ্ছে, নিজের ইচ্ছাতেই যেন অন্যদিকে চলে যাচ্ছে ওটা, যেন বেনজামিনের হাত পছন্দ হচ্ছে না ওর। কিংবা বেনজামিনকে যোগ্য ভাবছে না সে। গায়ের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে অবাধ্য তলোয়ারটাকে ধরে রাখতে। চারপাশে হাওয়া বইছে প্রচণ্ড জোরে, মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। প্রতি-মুহূর্তেই বাড়ছে বৃষ্টির বেগ।

রণ-নিনাদ দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল বেনজামিন। ড্রাগোমির কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, যেন ওর পাগুলো মাটির সাথে আঁটকে আছে কোনো ম্যাজিকের বলে। দানবটা ঐ অবস্থাতেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তলোয়ারটার দিকে।

বেনজামিন সজোরে চালিয়ে দিল তলোয়ারটা; ব্লেডটা লাফিয়ে বৃত্ত তৈরি করে দানবটার শরীরে আঘাত হানল।

হোয়াম!

ড্রাগোমিরের হাঁটুর নিচের শক্ত চামড়ায় আঘাত করল ওটা। মনে হচ্ছে যেন শক্ত দালানের গায়ে আঘাত করেছে বেনজামিনের হাত, পুরো শরীর কাঁপছে নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে।

ড্রাগোমিরের গায়ে আঁচড়টুকুও পরেনি। তবে ড্রাগনটাকে দেখে মনে হচ্ছে, বেনজামিনের থেকেও সে বেশি অবাক হয়েছে। নিজের পায়ের দিকে তাকাল সে, যেন ভয় পাচ্ছে–এখুনি হয়তো ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে যায়গাটা থেকে।

নীরব কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল; ক্রোধে উন্মত্ত বাতাসের আর্তনাদের সাথে মিশ্রিত বৃষ্টির রিনিঝিনি শব্দ আর নদীর পাগলাটে ঢেউ এর ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। তলোয়ারটা এবার ডানে হেলে পড়ছে।

BanglaBook.org

'তার মানে,' ড্রাগোমির বলল, 'যে অসি দিয়ে আমার গায়ে টোকা দেয়া ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব নয়, সেটা দিয়েই তুমি আমাকে হত্যা করার প্ল্যান করছ, বেনজামিন?'

বেনজামিন কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না, ব্যাপারটা ওকে অনেক বেশি ভাবাচ্ছে। হেনার ধাঁধার অর্থ কী তাহলে ভুল বুঝেছে ও? সেরকমই তো মনে হচ্ছে...নাকি হেনাই এবার ভুল করেছে...

বেনজামিনের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ড্রাগনটা, ওর লম্বা গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছে সে। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে এক পাশে সরে গিয়ে ফ্ল্যাট তরবারিটাকে সজোরে চালিয়ে দিল বেনজামিন, ঠিক ওর গলার নিচের দিক বরাবর। ড্রাগনটা ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জে উঠল, এরপর ওর লেজ দিয়ে বাড়ি দিল বেনজামিনকে। উড়ে গিয়ে লাল মাটিতে আছড়ে পড়ল বেনজামিন–তলোয়ারটা তখনো অনেক কষ্টে হাতে ধরে আছে ও।

কিন্তু কোনো এক আজগুবি কারণে ওটার ভর যেন প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে। ওটাকে এখন ধরে রাখাই কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

তলোয়ারটার গায়ে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। পানির স্রোত গড়িয়ে পড়ছে ওটার চূড়া থেকে নিচের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে, অসিটা কাঁদছে। প্রতি মুহূর্তে ওর পেছন দিকে হেলে পড়ছে ওটা।

আর তখনি বেনজামিন বুঝতে পারলো ব্যাপারটা।

Sword of nature shows the lane.

তলোয়ারটা ওকে নিজে থেকেই পথ দেখাচ্ছে!

তলোয়ারটা দু'হাতে শক্ত করে ধরলো বেনজামিন, এরপর সোজা পেছন দিকে দৌড় লাগাল। হোহো করে হেসে উঠল ড্রাগোমির। 'ভিতু কোথাকার! পালাবার চিন্তা করছো, তাই না? চেষ্টা করে যাও, ব্রাদার। কিন্তু এ দ্বীপ থেকে তুমি কোথাও যেতে পারবে না, এটা মাথায় রেখো।'

জবাব না দেয়াটাই শ্রেয় বলে মনে হচ্ছে বেনজামিনের কাছে। এক দৌড়ে পাহাড়টার কিনারার দিকে পৌঁছে গেল সে, ওর সামনেই অনেক নিচে নদীর জল তরঙ্গায়িত হচ্ছে। ফুঁসে উঠেছে নদী। ওর ডান পাশেই সূচালো স্তম্ভটা দাঁড়িয়ে আছে। ওটাতে পিঠ ঠেকিয়ে ঘুরলো বেনজামিন। 'ফাইট মি নাও, কাওয়ার্ড!'

আহত সিংহের মতো ধুপধাপ পা ফেলে ধেয়ে এলো ড্রাগোমির, প্রচণ্ড খেপে গিয়েছে ও। বেনজামিনের সামনে এসেই থমকে দাঁড়াল। ঘাড়টা একবার এদিক আরেকবার ওদিক দোলাল, যেন কিছু একটা ভাবছে। শিকারি প্রাণীর মতো লম্বাটে

BanglaBook.org

মণিগুলো ক্ষুধার্ত ভাবে তাকিয়ে আছে সামনে থাকা ছেলেটার দিকে। ওর শিকার এখন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে!

জ্বলন্ত চুল্লির মতো জ্বলে উঠল ওর পেটটা, সেই সাথে মুখ থেকে অসম্ভব গতিতে ধেয়ে এলো অগ্নি-স্রোত।

দু'হাত তুলে অসিটাকে আকাশের দিকে তুলে ধরলো বেনজামিন। অগ্নি-ধারা আর তলোয়ারটা মধ্য আকাশেই মিলিত হলো।

আগুনের ফোয়ারা তলোয়ারটার সামনে এসেই তাদের রঙ পরিবর্তন করে ফেলল–নীলাভ হয়ে গিয়েছে শিখাগুলো। নীল রঙের অগ্নি-শিখা তলোয়ারটার গায়ের উপর আছড়ে পড়ে দু'পাশে সরে গিয়ে দুটো বাইপাস রাস্তায় দৌড়াতে লাগল। নীলাভ আগুন বৃত্তাকারে ঘিরে ধরেছে বেনজামিনকে, এবং ওর পেছনে থাকা তীক্ষ্ম চূড়াটিকে। সেই আগুনের তাপমাত্রা অনেক-অনেক কম। ঠাণ্ডায় শরীরটা কাঁপছে বেনজামিনের।

অগ্নি-ধারায় অবগাহন করে তলোয়ারটা যেন নতুন জীবন পেল। ওটার দেহের সাথে লেগে থাকা হাজার বছরের মরিচা ঝরে পড়ছে, সেই সাথে অসম্ভব চকচকে এবং সূক্ষ্মাগ্র চূড়া বিশিষ্ট একটি ধাতব পাতকে প্রকাশিত করছে। ওটার ব্লেডের গায়ে একটা লেখা ভেসে উঠছে, যেটা ওটিয়োসাসের প্রাচীনতম ভাষায় লেখা। অর্থটা বলে না দিলেও, ঠিকই ধরতে পারলো বেনজামিন: *দ্য সোর্ড অফ ন্যাচার।*

On fire it shall feast

অগ্নি-সুধা পান করে উৎসব করছে তলোয়ারটা! ফিরে পেয়েছে নিজের হারানো রূপ এবং ক্ষমতা।

নীলাভ অগ্নি-বৃত্ত থেকে একটি শিখা বেরিয়ে এলো–দেখে মনে হচ্ছে নীল আগুনে তৈরি একটি ড্রাগন। নীলচে অগ্নি-ড্রাগনটি চূড়াটার মুখে এসে ল্যান্ড করল।

দপ করে স্পার্ক সৃষ্টি হলো চূড়াটার মুখে; নীলচে আগুন সহকারে জ্বলছে চূড়াটা। দেখে মনে হচ্ছে, একটা নীল রঙের অগ্নি-ড্রাগন ওটার চূড়ায় দাঁড়িয়ে ডানা দুটো দু'পাশে মেলে ক্রমাগত ঝাপটে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

Light the cannons of Dragomir's bane

ড্রাগোমিরের জীবন ঘাতী বিষের ক্যানন জ্বলে উঠেছে। অসম্ভব ঠাণ্ডা নীল শিখা সহকারে জ্বলছে ওটা।

ড্রাগোমিরকে দেখে মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে, ধীরে-ধীরে পিছিয়ে আসছে ও। বেনজামিন এখনো দাঁড়িয়ে আছে কোণাকার অংশটির সামনে, যেটা এখন তীব্রভাবে

জ্বলছে অসম্ভব ঠাণ্ডা অগ্নি-শিখার সাথে। আকাশ থেকে ঝরে পড়া জলের স্রোতও পারছে না ওটাকে নেভাতে।

ড্রাগনটার সামনে থেকে একটা কণ্ঠ বিদ্রুপ করে উঠল, 'সবে তো শুরু, ব্রাদার।'

স্তম্ভটার গোড়া থেকে ডানে এবং বামে দুটি নীলাভ আগুনের নালা তৈরি হয়েছে, বরফ শীতল অগ্নি দিয়ে ভর্তি নালা দুটো পাহাড়ের কিনারা বরাবর বৃত্তচাপ তৈরি করে উভয় পাশেই দৌড়ে চলেছে খুব দ্রুত। কয়েক সেকেন্ড এর ভেতরেই নালাগুলো স্পর্শ করল বাকি তিন কোণায় থাকা তিনটি সূক্ষ্মাগ্র চূড়া বিশিষ্ট স্তম্ভকে। প্রতিটা চূড়ায় এখন জ্বলছে একটা করে বরফ-শীতল, নীলাভ, ডানা-মেলা অগ্নি-ড্রাগন।

ড্রাগোমির এক পা এক পা করে পেছাচ্ছে। বিপদ টের পেয়েছে ও।

বরফ-শীতল ড্রাগনগুলো তাদের মুখটা উপরের দিকে দিয়ে একসাথে হুংকার দিল। চারটা অগ্নি-ড্রাগনের গর্জনে কেঁপে উঠল পুরো পাহাড়। আকাশের গায়ে বজ্রপাত হলো খুব জোরে। তীব্র বাতাস ঘূর্ণীঝড় তৈরি করছে। আকাশ থেকে ঝরে পড়া পানির স্রোত ভাসিয়ে দিচ্ছে পাহাড়ের পৃষ্ঠটাকে।

অগ্নি-ড্রাগনগুলো একসাথে আগুন ছুঁড়ে মারলো। নীলাভ অগ্নি-ধারা ডালপালা মেলে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, মাথার উপরে থাকা আকাশটাকে ঘিরে ফেলছে খুব দ্রুত।

Flame of cold binds the beast.

বেনজামিন পেরেছে...অবশেষে...বরফ-শীতল আগুনের খাঁচায় বন্দী করতে পেরেছে ড্রাগনটাকে। আর বেশি সময় নেই ওটার হাতে।

বৃষ্টির পানি খাঁচাটার পৃষ্ঠ ভেদ করে ভেতরে আসতে পারছে না, বরং খাঁচার চারপাশ দিয়ে স্রোতের মতো ঝরে পড়ছে বহু নিচে থাকা নদীর বুকে।

ড্রাগনটা আর্তনাদ করছে ভয়াবহ ভাবে। বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে ওর চিৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারদিকে।

তলোয়ারটা যেন উন্মত্ত হয়ে গিয়েছে। ওটার লেখাগুলো এখন সোনালি আলো সহকারে জ্বলছে। আবারো হেলে পড়ছে ওটা, একটা নির্দিষ্ট দিকে।

এবার আর বুঝতে সমস্যা হলো না বেনজামিনের। এক দৌড়ে পাহাড়টার মাঝখানে চলে এলো সে। ওখানে থাকা মাঝারি আকারের ঢিপিটার শরীর বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। ওটার মুখের সামনে গিয়ে থামল সে।

ওটার মুখটা পেয়ালাকৃতির। ওটা একটু পরপর নড়ছে, যেন ওটার ভেতর থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসতে চাইছে।

এটার অর্থ বুঝতে কোনো ওরাকল এর সাহায্য দরকার নেই ওর।

BanglaBook.org

গায়ের পুরো শক্তি দিয়ে তলোয়ারটাকে টিউমারের মুখ এর ভেতর ঢুকিয়ে দিল বেনজামিন। এরপর ওটার হিল্টটাকে ধরে নিজের দিকে বাঁকিয়ে দিল ৪৫ ডিগ্রি কোণে।

চড়াত করে একটা শব্দ হলো; টিউমারটার মুখ থেকে দু'পাশে দুটো ফাটল তৈরি হয়ে পাহাড়ের দু'দিকে দৌড় দিল। টিউমারের মুখের অনেক নিচ থেকে ক্ষুধার্ত একটা চিৎকার ধেয়ে এলো, যেন অনেকদিন বন্ধ থাকা পাকস্থলী চালু করে দেয়া হয়েছে।

পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল ভয়াবহভাবে। সামনের দিকের ফাটলটা বাড়তে-বাড়তে ড্রাগোমিরের পায়ের নিচ দিয়ে দৌড়ে পাহাড়ের অপর প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে।

'হোয়াট?' ড্রাগোমির চিৎকার করে উঠল। 'এসব কী হচ্ছে?'

প্রচণ্ড শব্দ করে ঢিপিটার মুখ ফেটে গেল। আগ্নেয়গিরির লাভার মতোই ওখান থেকে জলোচ্ছ্বাসের মতো বেরিয়ে আসছে নদীর উত্তাল, ঠাণ্ডা স্রোত-ধারা। শীতল পানির ঝর্নাটা অনেক উঁচুতে উঠে চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। উঁচু পাহাড়টার দু'পাশে থাকা ফাটল-দ্বয় ততক্ষণে শাখা-প্রশাখা মেলতে শুরু করে দিয়েছে। একের পর এক নতুন ফাটল সৃষ্টি করছে ওগুলো।

'নোওওও,' ড্রাগোমির আর্তনাদ করে উঠল। বিশাল-বিশাল ডানগুলোকে দু'পাশে মেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলো সে।

কিন্তু ওর ডানা ঝাপটানোতেও কোনো কাজ হচ্ছে না। নীলাভ আগুনের খাঁচাটা ভেদ করে ওপাশে যেতে পারছে না দানবটা। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি তাকে আঁটকে রেখেছে এখানে। কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। ড্রাগোমিরের মুখ থেকে স্রোতের মতো আগুন বেরিয়ে এলো। কিন্তু ওগুলো নীলাভ খাঁচাটার কোনো ক্ষতিই করতে পারছে না, বরং নীলচে আগুনের শরীরে শোষিত হয়ে যেতে লাগল।

চড়চড় শব্দ করে পুরো পাহাড়টাই ভেঙ্গে গেল। বেনজামিন আর ড্রাগোমির ভাঙ্গা মাটির টুকরোর সাথে নিচের দিকে পড়ছে দ্রুত গতিতে। ওদেরকে চারদিকে থেকে জালের মতো ঘিরে রেখেছে নীলাভ খাঁচাটা।

বিশাল ড্রাগনটা নদীর বুকে আছড়ে পড়লো সজোরে। নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ওটার বুক থেকে আকাশ চুম্বি জলরাশি উঠে চারপাশে বিশাল এক আর্ক তৈরি করল, এরপর আছড়ে পড়ল খাঁচাটার উপর।

জলের উপর বিষাক্ত হলুদ রঙের ছোট-খাটো এক দ্বীপ দেখা যাচ্ছে–ড্রাগোমিরের বিশাল দেহ, যেটাকে ঘিরে আছে একটা নীলাভ খাঁচা। দেহটার উপর দাঁড়িয়ে আছে এক কালো চুলের যুবক, যার হাতে সেই তলোয়ার–*দ্য সোর্ড অফ ন্যাচার*। অসিটা এখন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, যেন সে চাইলেই নিজের রূপ পরিবর্তন

BanglaBook.org

করতে পারে। ইতিমধ্যেই দ্বি-ধার বিশিষ্ট তলোয়ারে পরিণত হয়েছে ওটা। তরবারিটার মুখের দিকটা আগের মতোই তীক্ষ্ণ আছে।

'তোমার শেষ কোনো ইচ্ছা আছে, ড্রাগোমির?' বেনজামিন শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল। ও বুঝতে পারছে না যে বিশাল ড্রাগনটা এখনো নদীর উপর ভেসে আছে কিভাবে।

সাথে-সাথেই সে লক্ষ্য করল যে ড্রাগনটা খুব ধীরে-ধীরে একটু-একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে পানির নিচে–এতই ধীরে, যে ভালোভাবে খেয়াল না করলে ব্যাপারটা বোঝাই যায় না। খাঁচাটা ওর ডুবে যাওয়ার গতি মন্থর করে দিয়েছে।

ড্রাগোমির তার ডানাগুলোকে দু'পাশে ছড়িয়ে দিল, এরপর ওগুলোকে ঝাপটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল; দেখে মনে হচ্ছিল যেন আহত পাখি, যার পাখা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। বেশ কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করে হতাশ হয়ে মাথা নাড়তে লাগল ড্রাগনটা।

'গো এহেড, কিল মি, ব্রাদার।' ড্রাগোমিরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মতো উত্তপ্ত চোখগুলো বন্ধ হয়ে গেল, যেন দু'পাশ থেকে দুটো পর্দা টেনে দিয়েছে কেউ। মৃত্যুর জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছে ও।

বেনজামিন তলোয়ারের বাঁটটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে মাথার উপরে তুলে ধরেছে, ড্রাগোমিরের গলার বড় রক্তনালীটাতে ঢুকিয়ে দেবে বলে; দপ-দপ করে প্রতি সেকেন্ডে বেঁচে থাকার আকুতি জানান দিচ্ছে ওটা।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যাচ্ছে, কিন্তু ও পারছে না। ওর হাত কাঁপছে, ওগুলো এখন আর ওর নিয়ন্ত্রণে নেই, যেন ওগুলো অন্যের অধীনে আছে, অন্য কারো কথা শুনছে।

'লাভ নেই, বেনজামিন।' ড্রাগোমির আবার চোখ খুলল। 'তুমি পারবে না, ভাই।'

'আমাকে ভাই বলে ডাকবে না, জানোয়ার,' বেনজামিন চিৎকার করে উঠল। রাগে আর ঘৃণায় ওর শরীর কাঁপছে থরথর করে।

'মানো আর না মানো, এটাই সত্য,' ড্রাগোমির ওকে নিশ্চিত করল। 'জানতে চাও, কেন?'

বেনজামিন ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর শত্রু এখন পানির ভেতর অর্ধেক ডুবে আছে। বরফ-শীতল আগুনের খাঁচায় বন্দি হয়ে শক্তিহীন অবস্থায় পড়ে আছে। ওর জীবন এখন সম্পূর্ণ তার দয়ার উপর নির্ভর করছে। এই সেই প্রাণী, যে পল জোডিয়্যাককে হত্যা করেছে। সেই সাথে পুড়িয়ে দিয়েছে ওটিয়োসাসের অসংখ্য মানুষকে। এই সেই দানব, যে তাদের জীবনে দুর্দশা নিয়ে এসেছে। এখনই সময়, ওকে হত্যা করে সব কিছুর প্রতিশোধ নেয়ার।

BanglaBook.org

কিন্তু ও পারছে না, ওর সাহসে কুলোচ্ছে না। কোনোদিন হত্যা করেনি ও, আজ কিভাবে পারবে? তাছাড়া, ওর মস্তিষ্কের একটা অংশ জানতে চাইছে যে ড্রাগোমির ওকে 'ভাই' বলে কেন সম্বোধন করছে।

'তুমি যতক্ষণ নিজের সাহস সঞ্চয় করছো, ততক্ষণ আমাকে কথা বলার অনুমতি দাও,' ড্রাগোমিরের কথাটা অনুরোধ এর মতো শোনালো।

'বলতে থাকো,' বেনজামিন বিতৃষ্ণ ভাবে উত্তর দিল। 'কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি এতগুলো নিরীহ লোককে হত্যা করেছ, এতগুলো লোকের ঘর উড়িয়ে দিয়েছ...নিজের উপর ঘৃণা আসে না তোমার?'

'আমি মেরেছি, বেনজামিন? আমি?' ড্রাগোমির পাল্টা প্রশ্ন করল। 'আমি স্রেফ দাবার গুটি ছিলাম। প্রকৃত খুনি আমি নই।'

'হ্যাঁ, আমি জানি, ওকে?' বিতৃষ্ণা নিয়ে বলল বেনজামিন। 'ঐ লোকগুলোর মৃত্যুর জন্যে লেখক দায়ী। সে-ই তোমাকে সৃষ্টি করেছে...আর গল্পটা সে এভাবেই তৈরি করেছে...'

'ইটস মোর দ্যন দ্যট,' ড্রাগোমির হিসহিস করে উঠল; ওর কণ্ঠটাকে বিলাপের মতো শোনাচ্ছে। 'ইউ নো নাথিং!'

'কী বলতে চাও?'

'এবার আমার পালা,' মেঘের মতো গর্জনে বলে উঠল কেউ একজন।

আচমকা সবকিছু থেমে গেল। নদীর চারপাশ থেকে উন্মত্ত ঢেউ যেভাবে উপরে উঠছিল, ওই অবস্থাতেই থেমে গিয়েছে। আকাশে বজ্রপাত হচ্ছিল, ওটাও মুছে যাচ্ছে না। ড্রাগোমির হা করে আছে, যেন কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু কেউ যেন ওকে থামিয়ে রেখেছে। চারপাশটা বিষণ্ণ নীরবতার জালে ঘিরে আছে।

পুরো ওটিয়োসাস নিথর হয়ে আছে, শুধু একজন ছাড়া। বেনজামিন।

আর...সম্ভবত...ঐ কণ্ঠের মালিক ছাড়া।

'কে তুমি?'

'আমি?' কণ্ঠটা বলল, 'আমি কে সেটা জানার আগে তোমাকে কিছু দেখাতে চাই। এসো...আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই...'

বেনজামিনের চারপাশে লাল রঙের আবিরের ঝড় উঠেছে। ওটা ওকে নিয়ে যাচ্ছে অনেক-অনেক দূরে।

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ১২
দ্য ট্রুথ বিহাইন্ড এ ট্রুথ

বাইশ-তেইশ বছরের একটি মেয়ে, এবং একটি ছেলে ইতস্তত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে একটা কার্পেটে মোড়ানো মেঝের উপর, যেটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে আছে আঁধার কালো দেয়াল যেগুলো সগৌরবে বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদের চারপাশে। দেয়ালগুলোর গায়ে অসংখ্য তাক বসানো আছে, যেগুলোতে নাম না জানা হাজার-খানেক বই ঠাসাঠাসি করে আছে; দেখে মনে হয় যেন ছোট-খাটো লাইব্রেরীতে চলে এসেছে ওরা দুইজন। রুমটার একদম নাক বরাবর অপর পাশে একটা গোলাকার সিঁড়ি, যেটা সর্পিলাকারে পেঁচিয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে ঘনীভূত অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে গিয়েছে। সিঁড়ির ডান পাশে একটা বই এর র‍্যাকের সামনে মাঝারি আকারের একটি টেবিল, তার উপর তারার মতো জ্বলজ্বল করছে একটি ল্যাম্প–পুরো রুমের একমাত্র আলোর উৎস। টেবিলের উপর বইয়ের দুইটা স্তূপ–প্রতিটার উচ্চতা অন্তত তিন ফুট করে হবে। এছাড়াও কয়েকটা বই এলোমেলো করে ছড়ানো ছিটানো আছে টেবিলটার এখানে-সেখানে।

'হেলো?' ছেলেটা ডাক দিল অজানা কারো উদ্দেশ্যে, ওর গলায় খানিকটা ভয়ের আভাস। একটা ঠাণ্ডা, শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে ওর পুরো শরীরে, সরীসৃপের মতোই এঁকে-বেঁকে ওর মেরুদণ্ড বেয়ে নিচে নামছে ওটা। এই অদ্ভুত জায়গায় কেন দেখা করতে বলল ওই লোকটি? কে ও? আর ওদের সাথেই বা কী দরকার তার?

খুব ক্ষীণ স্বরে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে, মনে হচ্ছে যেন তর্ক করছে। ওরা অন্ধকারের মাঝে ভালো করে দেখার চেষ্টা করল–না, কেউ নেই রুমে। তাহলে কি উপরের কোনো রুম থেকে শব্দ আসছে?

'আ...আমার...আমার খুব ভয় করছে।' মেয়েটা পাশে থাকা ছেলেটার হাত ধরে ফেলল। 'চল, ফিরে যাই, প্লিজ!'

BanglaBook.org

'নার্ভাস হওয়ার কিছুই নেই,' ছেলেটা ওকে আশ্বস্ত করল, 'আমি আছি তোমার সাথে।'

কারো যেন কাশির শব্দ শুনতে পেল তারা, খুবই মৃদুভাবে। মনে হচ্ছে যেন শব্দটা আসছে অনেক-অনেক দূরের কোথাও থেকে–এমন যায়গা থেকে, যেটা খুব রহস্যময়, অলৌকিক এবং অপার্থিব। এমন একটা জায়গা, যেটার কথা ওরা কখনো ভেবেও দেখেনি...

হঠাত ওরা বুঝতে পারলো, যে শব্দগুলো কোথা থেকে আসছে। ধীর পায়ে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল দুইজনেই। ফিসফাস শব্দগুলো ক্রমাগত বাড়ছে, কিন্তু এখন আর ওগুলো শুনে ঝগড়ার মতো মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন একটা বিশাল মার্কেট, যেখানে অসংখ্য মানুষ কোলাহল করছে, কিন্তু সেখানকার ভলিউম অনেক কমিয়ে রাখা হয়েছে।

টেবিলের সামনে এসে এদিক-সেদিক তাকাল ওরা, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

'ক...কিন্তু...এখানে তো কেউ নেই...' মেয়েটা ভয় পাওয়া গলায় বলল। 'আ...আমার খুব ভয় করছে...'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি একা আসবে,' ওদের পেছন থেকে একটা ফ্যাশফ্যাশে গলা ভেসে এলো, ঠিক হাঁপানি রোগীদের মতো। 'কিন্তু তুমি যে ওকে সাথে করে নিয়ে আসবে, সেটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

ওরা সাথে-সাথে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল–একটা অতি বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে আছে প্যাঁচানো সিঁড়িটার উপর, সারা গায়ে একটা চকোলেট রঙের শাল জড়ানো, চোখে-মুখে জীবনের প্রতি তীব্র উদাসীনতার ছাপ। সারা মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফে ভর্তি, মাথার চুল কোঁকড়ানো, এবং অবাধ্য। মুখের চামড়া দেখে মনে হচ্ছে গ্রীষ্মের খরতাপে শুকিয়ে যাওয়া নদী, যেটা এককালে বেশ প্রাণবন্ত ছিল। তবে ওর চোখগুলো অদ্ভুত রকমের সজীব, জীবনীশক্তিতে ভরপুর, উজ্জ্বল আকাশী রঙের।

'কে আপনি?' ছেলেটা প্রশ্ন করল।

'আমি সে-ই, যে মেয়েটিকে এখানে ডেকেছে,' লোকটা ওকে জানালেন। উনি এখন ভ্রু কুঁচকে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আছেন, মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ।

'কী চান আপনি? আমাকে কেন ডেকেছেন এখানে?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

লোকটা একটু থামল, যেন ভাবছে কোথা থেকে শুরু করবে। ফিসফাস শব্দগুলো আবার হচ্ছে, এবার মনে হচ্ছে যেন কোথাও মারামারি হচ্ছে।

'আমি অনেকদিন থেকেই তোমাকে অনুসরণ করছি, মাই চাইল্ড,' বুড়োটা বলল। 'মাত্র তেইশ বছর বয়সেই যতগুলো প্রাইজ অর্জন করেছ তুমি, এটা এক কথায় অবিস্মরণীয়। আমি নিজেও ঐ বয়সে এতটা পারিনি। এমনকি আমার প্রপিতামহও...আচ্ছা, সে কথা বাদ দাও...তুমি কেমন আছো, সেটা বলো। কিছু খাবে?'

BanglaBook.org

তাহলে ওদের ধারনা আসলেই সত্য, একটা লোক আসলেই ওদেরকে ফলো করছিল এতদিন ধরে? ওরা প্রায়ই দেখত যে ভার্সিটির প্রধান ফটকের সামনে একটা শাল গায়ে দেয়া লোক দাঁড়িয়ে থাকতো, এবং সে প্রায়ই ওদের পিছু নিতো। ওর মুখ কখনোই দেখতে পায়নি ওরা, ওটা সব সময় ঢেকে রাখতো সে। এই তাহলে সেই লোক?

'কিন্তু কেন?' বুড়োটার কথাকে পাত্তা না দিয়ে বলল মেয়েটা। 'কেন আপনি আমাদের পিছু নিয়েছেন? আমরা আপনার কী ক্ষতি করেছি?'

'আহ...ক্ষতি...' বুড়ো লোকটা আনমনা হয়ে গেল হঠাত করেই। 'এই শব্দটা আপেক্ষিক একটা শব্দ...যা তোমার কাছে ক্ষতির, সেটাই আবার অপরজনের কাছে লাভের...তবে এরপরেও, আমি যা করেছি...ক্ষমার যোগ্য নয় মোটেও...'

'কী করেছেন আপনি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। বুড়োটার দিকে ভয়ের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ও।

বৃদ্ধ লোকটা অনেক বড় একটা শ্বাস ফেলল। 'বঞ্চিত করেছি আমি, আপনজনদেরকে...আমার ছায়া থেকে, আমার ভালবাসা থেকে, আমার যত্ন থেকে...যে সময়টায় আমার তাদের পাশে থাকার কথা ছিল, সে সময়টায় আমি থাকিনি ওখানে। উল্টো সারাজীবন ছুটেছি অন্য কিছুর পেছনে...একটা মিথকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে।'

'কী...কীসের মিথ?' মেয়েটা জানতে চাইলো। আদি ভৌতিক রুমটা ওর উপরেই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু ছেলেটার মাথায় তখন অন্য কোনো ঝড় বইছে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সৌম্য চেহারার বৃদ্ধ ওকে কার কথা যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে...অনেক পুরাতন কারো কথা...

'এক সেকেন্ড! আমি আপনাকে চিনি!' ছেলেটা হঠাত বলে উঠল। 'আপনি...আপনি এক কালের বেষ্ট সেলার লেখক, জেমস লোগ্যান!'

বৃদ্ধ লোকটা কিছুই বললেন না, আগের মতোই কপাল কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনার অসংখ্য ছবি দেখেছি আমি নেট এ। আপনার...আপনার সবগুলো বই-ই আমার দশবার করে পড়া হয়ে গিয়েছে, স্যার,' ছেলেটা উত্তেজনায় কাঁপছে এখন। ওর হাঁটুগুলো ওকে ধরে রাখতে পারছে না। 'আপনার বই: *এ ডিমন অফ লাইট*, আমি কতবার পড়েছি সেটা বলে বোঝানো যাবে না। আমি...আমি আপনার সবচেয়ে বড় ফ্যান, স্যার...'

বুড়োটা কিছুই বললেন না। নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

'গ্র্যা...গ্র্যান্ড পা?' তীব্র আলোর ঝলকানির মতোই মেয়েটা বুঝতে পারলো যে সে কার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এটা ভুল হতে পারে না। সেই চোখ, সেই নাক, সেই কান। পুরনো ফ্যামিলি ফটোতে উনাকে দেখেছিল সে। ওর বাবা কখনোই দাদুর

BanglaBook.org

ছবি দেখতে দিতেন না। উনার অনেকগুলো ছবি রাগের মাথায় ছিঁড়েও ফেলেছিলেন। স্রেফ একটি ছবিই ছিল, ওর দাদির কাছে, যেটা উনি সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজের কাছে। মাঝে-মাঝেই দেখতেন ওটাকে, আর চোখ দিয়ে অশ্রুজল নামত উনার।

এভাবেই একদিন ছবিটা দেখার সময় হঠাত করেই ব্যাপারটা নজরে আসে ওর। সেদিন দাদীকে চেপে ধরেছিল সে পুরোটা বলার জন্যে। উনি তখন বাধ্য হয়ে পুরো ঘটনা বলতে থাকলেন।

সেই ছোটবেলা থেকেই ওদের দাদুর লেখালেখির প্রচণ্ড নেশা ছিল। এতটাই বেশি ছিল এটা, যে উনি নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে যেতেন। উনার বাবা ভেবেছিলেন সন্তানের এই নেশা কাটানোর একটাই উপায়, বিয়ে করিয়ে দেয়া।

কিন্তু উনি ভুল ছিলেন।

বিয়ের পরও উনার এই অভ্যাস যায়নি, বরং আরো বেড়েছিল। সারারাত জেগে লিখতেন তিনি। আর দাদীকে কাটাতে হতো অসংখ্য বিনিদ্র রাত্রি।

ষোল বছর পরের কথা। দাদু আর দাদীর দুই ছেলে তখন সদ্য কৈশোর এ পা দিয়েছে। দাদু তখন দেশের সেরা লেখক। উনার একেকটা বই কয়েক লাখ কপি করে বিক্রি হতো। টাকা পয়সার কোনো অভাব ছিল না তাঁদের। উনাদের সবই ছিল, শুধু একটা ব্যাপারই ছিল না–সংসারে সুখ। দাদু আগের মতোই উদাসীন তার ঘরের প্রতি। ছেলেদের প্রতিটি চাহিদা দাদীকেই দেখতে হতো। তারপরেও, দাদী নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন এটার সাথে। কিন্তু তার ছেলেরা মেনে নেয়নি এটা। ওরা বাবাকে শর্ত দিল–হয় লেখালেখি, নাহয় সংসার, দুটোর যেকোনো একটা বেছে নিতে।

প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির সেই রাতের পর দাদুকে আর কখনো কেউ দেখেনি। কেউ বলে, উনি পালিয়ে আছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে। আর কেউ বলে, উনি মারা গিয়েছেন বহু আগেই।

তবে মজার ব্যাপার হলো, ওইদিনের পর থেকে দাদু আর কখনো লেখেননি। দুনিয়ার বুক থেকে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন একজন বেস্ট সেলার রাইটার। কাহিনীটা এখনো লিজেন্ড এর মতোই লোকের মুখে-মুখে ফেরে।

সামনে দাঁড়ানো লোকটার ফ্যাশফ্যাশে গলা ওকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। 'আমার কোনো মুখ ছিল না তোমাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর। আমি যা করেছি...নিজের দুই ছেলেকে বাবা হারা করেছি, নিজের স্ত্রীকে স্বামী হারা করেছি। আমি আসলে...অনেক...অনেক অন্যায় করেছি...'

'এবং এরপরেও...তুমি আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছো, দাদু,' মেয়েটা ঘৃণা ভরা গলা নিয়ে বলল। 'দাদিকে আমি রাতের পর রাত কাঁদতে দেখেছি। দিনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, আর রাত হলেই নিজের ভেতরের সমস্ত কষ্ট উজাড় করে দিতেন উনি। সব, সব কিছু হয়েছে তোমার জন্যে। তুমি...তুমি একটা অসভ্য, ইতর, স্বার্থপর লোক...'

BanglaBook.org

জেমস লোগ্যান খানিকক্ষণ বাকহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কী বলবেন ভাবছেন। 'এটা সত্য, যে আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি এই মুহূর্তে–যদিও আমার কোনো মুখই নেই তোমার সামনে আসার। তোমাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসা...ধরে নাও, কোনো একটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ দরকারে...'

মেয়েটার মাথায় রাগ উঠে গেল। দাদির চেহারা সে কখনোই ভুলতে পারবে না। অনেক কষ্ট নিয়ে মারা গিয়েছিলেন উনি। প্রতিটি সেকেন্ডে উনি দাদুকে অনুভব করতেন। কিন্তু এই লোক কখনোই তার পরিবারের খবর নেয়নি। আর আজ সে এসেছে ওর গুরুত্বপূর্ণ দরকার এর কথা বলতে?

'কেন ডেকেছ আমাকে এখানে?' নিজের রাগ সংবরণ করার কোনো চেষ্টাই করল না মেয়েটা। থরথর করে কাঁপছে ও।

'তোমার উপর অনেক দিন থেকেই নজর রাখছিলাম আমি। স্কুল, কলেজ এবং ভার্সিটিতে বিভিন্ন গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় তোমার প্রাপ্ত পুরস্কার, ম্যাগাজিনগুলোতে প্রকাশিত তোমার গল্প, তোমার ব্লগ, ফেসবুকে পোষ্ট করা গল্প, সব পড়তাম আমি। আমার অনেক গর্ব হতো তোমার জন্যে, জানো। নিজের ছায়া দেখতে পেতাম তোমার ভেতর। আমি সব সময়ই আশা করতাম যে আমার বংশধরেরা আমার মতোই হবে...'

'তোমার ধারণা ভুল,' মেয়েটা উচ্চস্বরে বলল। ছেলেটা ওর কাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

'সরি?' বুড়োটাকে দেখে বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে।

'আমরা কেউই তোমার মতো নই,' মেয়েটা আবার বলল। 'আমরা কখনোই তোমার মতো ছিলাম না। আমরা তোমার মতো হতেও চাই না। গল্প লেখা আমার প্যাশান, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এটার জন্যে নিজের ঘর-সংসার সব কিছু উজাড় করে দিয়ে বনে-বাদাড়ে এসে লুকিয়ে থাকবো, আপনজনদের বঞ্চিত করবো।'

বুড়োটা হঠাত করেই বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। 'আমি মানছি যে আমি যা করেছি, ঠিক করিনি। আমার আরেকটু দায়িত্বশীল বাবা এবং কর্তব্যপরাছু স্বামী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এটাও তো সত্য যে, অনেক মহান কোনো কিছু সৃষ্টির জন্যে অনেক ছোট-ছোট ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। তুমি যখন জানবে যে আমি কী করেছি...'

'আমাদের জানার দরকার নেই আপনি কী মহৎ আবিষ্কার করেছেন,' ছেলেটা উনাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল। মেয়েটা ওকে কখনোই নিজের দাদুর কথা বলেনি। পুরো ব্যাপারটা এই মাত্রই জানতে পারলো সে। আর জানার পর থেকেই লোকটার উপর বিতৃষ্ণা জন্মাতে শুরু করেছে ওর ভেতর। আগের সেই ফ্যাসিনেশান কাজ করছে না এখন। ওটা ধীরে-ধীরে উবে যাচ্ছে কর্পূরের মতো। 'আমাদেরকে কেন ডেকেছেন এখানে সেটা তাড়াতাড়ি বলুন। বাসায় ফিরতে হবে আমাদের।'

বুড়োটাকে দেখে মনে হচ্ছে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উনার বেশ বেগ পেতে হচ্ছে; বুকটা উঠা-নামা করছে তীব্র ভাবে। 'প্রথম কথা, আমি তোমাকে এখানে

BanglaBook.org

ডাকিনি, যুবক। আমি আমার নাতনীকে ডেকেছিলাম। তাই, তুমি চাইলেই চলে যেতে পারো, কেউ আটকাবে না। আর দ্বিতীয় কথা, তুমি যদি ভেবে থাকো যে তোমার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, তাহলে খুব ভুল করবে। সব জানি আমি তোমার সম্পর্কে। আমি যখন থেকে ওর খোঁজ পেয়েছি, তখন থেকেই তোমাকে ওর সাথে দেখে আসছি। তোমার ব্লগ এবং ফেসবুকে লেখা গল্পগুলোও আমি পড়েছি। তুমি ভেবেছ, তোমার ঐটুকু ক্ষমতা নিয়ে আমার নাতনীর সাথে পাল্লা দিতে পারবে তুমি?'

ছেলেটার হাতের মুষ্টি বন্ধ হয়ে এলো। এই অসভ্য লোকটাকে কিনা এতকাল আইডল মেনে এসেছিল সে? নিজের উপর নিজেরই রাগ লাগছে এখন।

'তুমি কী ভেবেছ, আমি জানি না যে ওরা এখন তোমাকে কি বলে ডাকে? *দ্য নেক্সট জেমস লোগ্যান।* হাহ! যেন ওটা হওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে আর কী! এর চেয়ে ওদের উচিত ছিল আমার নাতনীকে ঐ টাইটেল ধরে ডাকা, কারণ, ওরই সেটা হওয়ার যোগ্যতা আছে, আর কারো নেই।'

ছেলেটাকে বুড়োটার দিকে এগিয়ে যেতে দেখেই মেয়েটা আটকাল। শক্ত করে ওর হাত ধরে বুড়োটার দিকে ঘুরল সে।

'একটা কথার জবাব দাও, দাদু,' মেয়েটা বলল। 'তুমি তো অনেক ভালো লিখতে, বেষ্ট সেলার রাইটার ছিলে এককালে। তাহলে বাসা থেকে পালানোর পর থেকে এখনো পর্যন্ত আর কোনো বই লেখনী কেন তুমি?'

'তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমি তোমার বাবার কৈশোর অবস্থায় বাসা থেকে পালিয়েছিলাম,' জেমস লোগ্যান শুরু করলেন, পুরো রুমে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন উনি। 'কিন্তু কেন করেছিলাম সেটা, তা কি তুমি জানো? ভেবে দেখেছ কি কখনো?'

ও চুপ করে রইলো। দাদুকে নিয়ে সে কোনো কালেই বিশেষ একটা ভাবেনি। উনি ওদের জীবনে কখনোই ছিলেন না।

'তোমাদের কি মনে হয়, আমি বাসা থেকে পালিয়ে এসেছিলাম শুধুমাত্র কয়েকটা উপন্যাস লেখার জন্যে?' উনি আবার বললেন। 'আমি তখনি অনেক বিখ্যাত ছিলাম। আমার নতুন কোনো বই না লিখলেও চলছিল। আমার টাকার কোনো অভাব ছিল না। বাকি জীবন আয়েশেই কাটিয়ে দেয়া যেত। অতএব, উপন্যাস লিখতে বাধা দিচ্ছিল বলে আমি বাস থেকে পালিয়েছিলাম, এটা ঠিক নয়। আমি...অন্য কারণে পালিয়ে ছিলাম...আমি...আমি একটা আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলাম। ওইদিনের পর থেকে আমি আমার সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি ঐ আবিষ্কারের পেছনে। এবং সেটার জন্যে, আমার দরকার ছিল নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ। কেন্দ্রীভূত চিন্তা-চেতনা। কিন্তু যার পরিবার আছে, তার পক্ষে এটা কখনোই সম্ভব ছিল না।'

'আর তাই, আমাকে বাসা থেকে পালাতে হয়েছিল সে রাতে,' উনি স্বীকার করলেন। 'কিন্তু তাই বলে ভেবো না যে আমি আমার পরিবারকে মাঝ সাগরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। তোমার দাদির নামে অঢেল টাকা রেখে এসেছিলাম

BanglaBook.org

আমি। আর তাই, ওরা আমাকে যতটাই ঘৃণা করুক, অন্তত এটা বলতে পারবে না যে আমি তাদের অভাবের ভেতর ছেড়ে গিয়েছিলাম।'

'সবই ছিল,' মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, 'শুধু ছিল না একজন বাবার স্নেহ, একজন স্বামীর ভালবাসা। আর এগুলো...পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ দিয়েও কেনা যায় না।'

জেমস লোগ্যান একটু সময়ের জন্যে থেমে গেলেন, উনার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল–হয়তো বা জীবনের পেছনের অধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন, যে আসলেই কাজটা ঠিক হয়েছিল কিনা। কিন্তু পর-মুহূর্তেই উনার চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। 'দিন-রাত পরিশ্রম করতাম আমি, শুধু তার জন্যে। তাকে পাওয়ার জন্যে। বিশ্রাম কাকে বলে, সেটা আমি খুব কমই জেনেছি।'

'কিন্তু ততদিনে আমার জীবন থেকে কেটে গিয়েছে অগণিত বসন্ত। শরীরে বাসা বেঁধেছে জীবন ঘাতী রোগ। এবং যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল, আমি কাঁদতে লাগলাম। দিনের পর দিন কাঁদতাম আমি। নিজেকে অপদার্থ মনে হতো। মনে হতো, যে আবিষ্কার নেশায় উন্মত্ত আমি গৃহ ত্যাগ করেছিলাম, যে লিজেন্ডটাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে আমি স্ত্রী-সন্তানকে ত্যাগ করেছিলাম, সেই আমাকেই যদি ওটাকে হাতের মুঠোয় না পেয়ে জীবন থেকে চিরতরে ছুটি নিতে হয়, তাহলে এর চেয়ে আফসোসের ব্যাপার আর কিছুই হতো না আমার জন্যে। আমি মরেও শান্তি পেতাম না।'

'আর তখনি, আমি পেলাম ওটাকে...যার খোঁজে আমি আমার পুরোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি, সেটাকে আমি পেলাম...জীবনের শেষ ভাগে এসে...অবশেষে...'

'কী সেটা?'

জেমস লোগ্যান ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন, এরপর ছেলেটার দিকে কড়া দৃষ্টি হেনে রুমের অপর প্রান্তে চলে গেলেন। টেবিলটা থেকে একটা বই তুলে নিলেন উনি। এরপর, ওটাকে দুই হাতে মেলে ধরলেন ওদের সামনে।

বইটার অক্ষরগুলো হঠাত-হঠাত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, যেন অনেক দ্রুত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে ওগুলো। ফিসফাস শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে, শুনে মনে হচ্ছে অনেকগুলো লোক ঝগড়া করছে।

তীব্র ঝাঁকুনির সাথে ওরা বুঝতে পারলো যে শব্দগুলো কোথা থেকে আসছে।

'তারমানে...তারমানে...লিজেন্ডটা আসলেই সত্য?' ছেলেটা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল। বুড়োটার প্রতি রাগটা সাময়িক ভুলে গিয়েছে ও; সেটাকে এখন প্রতিস্থাপন করেছে অদ্ভুত এক শিহরণ যেটা ওর পুরো শরীরকেই কাঁপিয়ে দিচ্ছে। 'তাহলে সত্যিই একজন লেখকের অসাধারণ লেখনী শক্তির মাধ্যমে বইয়ের ভেতরের জগতকে প্রাণবন্ত করে তোলা সম্ভব? চরিত্রগুলোকে জীবনীশক্তিতে পূর্ণ করে দেয়া সম্ভব?'

'হ্যাঁ, সম্ভব, যেমনটা তুমি দেখছ এখন।'

'আর...এই বইয়ের লেখক...'

'ঠিক ধরেছ, আমিই।'

BanglaBook.org

ছেলেটার বিশ্বাসই হচ্ছে না ব্যাপারটা। লেখালেখির জগতে অনেক প্রাচীন একটা লিজেন্ড আছে, যেটা বলে যে, লেখকের লেখনী ক্ষমতার মাধ্যমে বইকে সচল করে তোলা সম্ভব। ওটার ভেতরের জগত এবং সমস্ত চরিত্রকে প্রাণশক্তিতে ভরপুর করে তোলা সম্ভব। যদিও মিথটা খুব কম লোকেই জানে, এবং তার চেয়েও কম লোকে বিশ্বাস করে...যেমন, ও নিজেই বিশ্বাস করতো না এটা। কিন্তু এরপরেও নিজের চোখকে কিভাবে সে অবিশ্বাস করবে এখন...

'বাসা থেকে পালানোর পর আমি অসংখ্য বই লিখেছি এ জীবনে,' জেমস লোগ্যান বললেন। 'কিন্তু কখনোই কোনোটাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারিনি। কিন্তু জীবনের শেষভাগে এসে, আমি সফল হয়েছি, অবশেষে। যে বইটা তোমার দেখছ, আমার ঐ বইটার জীবন আছে। এখানকার চরিত্রগুলো কথা বলে, হাসে, খেলে, খায়-দায়, ঝগড়া করে, আড্ডা দেয়। মজার ব্যাপার কী জানো? এটাই আমার শেষ বই।'

নীরবতা নেমে এলো পুরো রুম এ। শেষ বই বলতে উনি কী বোঝাতে চাইছেন?

'কিভাবে বুঝলেন যে এটাই আপনার শেষ বই?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'বুঝেছি, কারণ, আমি আমার দীর্ঘদিনের গবেষণা থেকে যা বুঝেছি তা হচ্ছে, এই ক্ষমতাটা যার থাকে, তাদের অনেকে সারা জীবনে হয়তোবা একবারও সেটা ব্যবহার করতে পারে না। আর যে পারে, তার কাছে ধরা দেয়ার বিনিময়ে কিছু না কিছু কেড়ে নেয় সে। আমার কাছ থেকেও কেড়ে নিয়েছে। বিনিময়ে ক্ষমতাটা আমার কাছে ধরা দিয়েছে।'

'কী কেড়ে নিয়েছে আপনার কাছ থেকে?' মেয়েটা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

'আমার সময়,' লোকটা হতাশ গলায় জবাব দিল। 'একজন লেখকের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সময়। এমন কোনো লেখক তুমি খুঁজে পাবে না, যে কখনো সময়ের জন্যে ছটফট করেনি। যদি লেখকদের ক্ষমতা থাকতো, তাহলে হয়তো তারা সময়কে থামিয়ে দিতে চাইতো, যাতে তারা আরো লেখতে পারে...আরো...'

'কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। আমার শরীর ধীরে-ধীরে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ছে। আমি আর পারছি না। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। সত্যি বলতে কী, এই ক্ষমতাটাই আমাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। কিন্তু এ সত্যটা আমি কাউকে না জানিয়ে মরে গেলে আমার এ অসাধারণ আবিষ্কারের কথা সবার অজানাই থেকে যেত। আর, কে চায় যে তার আবিষ্কারের কথা কাউকে না জানিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে?'

'আর তাই, যারা লেখালেখি করে, আমি তাদের মাঝ থেকে একজনকে খুঁজে বের করে আমার আবিষ্কারের কথা তাকে জানানোর সিদ্ধান্ত নিলাম, যাতে করে আমার মৃত্যুর পর আমার আবিষ্কার হারিয়ে না যায়। এমন একজনকে খুঁজতে লাগলাম, যার মাঝে আমার ক্ষমতাটা আছে বলেই আমার বিশ্বাস।'

BanglaBook.org

'এবং সেই লক্ষ্যে, আমি সবার প্রথমে আমার পরিবারের জীবিত সদস্যদের খোঁজ-খবর নেয়া শুরু করে দিলাম। কারণ, আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে আমার ক্ষমতাটা আমার বংশধরদের মধ্যে কেউ না কেউ পাবে। এবং দেখ, আমি কাকে পেলাম...তোমাকে...'

মেয়েটা চমকে উঠে দু'পা পিছিয়ে গেল। 'আমি? আমার মাঝে এটা আছে?'

'হ্যাঁ, আমার নিজের রক্ত আছে তোমার ভেতর,' জেমস লোগ্যান গর্বের সাথে বললেন। 'আর তাই, তোমার ভেতর ওটা না থাকলেই আমি অবাক হতাম।'

'তাহলে আপনি ভাবছেন যে আপনার মতো আমিও...' মেয়েটার শরীর কাঁপছে আবারও। ওকে দেখে মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে পড়বে যেকোনো সময়।

'হ্যাঁ, তোমার ভেতরেও একই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি আমি...আমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য...আমার ক্ষমতা...এটা পুরোপুরিই তোমার ভেতর আছে। আমার যদি ভুল না হয়, তাহলে তুমিই হবে আমার পরবর্তী জন। আমাদের মতো খুব বেশি লোক কিন্তু বিশ্বে নেই। জেনে রেখো।'

'আরো আছে এমন?' ছেলেটা জিজ্ঞেস করল। 'আপনার মতো আরো আছে তাহলে?'

'খুব বেশি নেই,' জেমস লোগ্যান বললেন। 'কিন্তু আছে। তাদের সাথে আমার কথাও হয় মাঝে-মাঝে। তারা সবাই তাদের সিক্রেট অন্তত কাউকে না কাউকে জানিয়েছে, যাতে তাদের আবিষ্কারটাকে ধরে রাখতে পারে তারা। আর তাই, আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমার আবিষ্কারটা ধরে রাখার। আর তাছাড়া, ওকে কথাটা জানানোর উদ্দেশ্য ছিল, তাকে তার ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করা। আর একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু মন থেকে বিশ্বাস না করতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা সে অর্জন করতে পারে না। আর যখনি সে বিশ্বাস করতে শুরু করে দেয়, ওর লক্ষ্য নিজেই ওর কাছে ধরা দেয়। আর, ওকে এখানে ডাকার আসল উদ্দেশ্য ছিল এটাই।'

'ব্যস তাহলে এ-ই?' মেয়েটার হাতের মুঠি বদ্ধ হয়ে এলো এবার। 'তুমি আমাকে এখানে ডেকেছ এটা বলার জন্যে *যে-হাই, গ্র্যান্ড চাইল্ড, তোমার ভেতর বইকে জীবন্ত করে তোলার ক্ষমতা আছে, ওটা ব্যবহার করো, কেমন? গুড লাক!* স্রেফ এইটুকুই বলার জন্যে ডেকেছ আমাকে? আর কিছুই নয়?'

বৃদ্ধটি মাথা নিচু করে রইলেন। কী বলবেন ভেবেই পাচ্ছেন না। উনি ভেবেছিলেন সে বেশ খুশি হবে তার কথা শুনে...এত অসাধারণ এক ক্ষমতা...মানুষ খুশি না হয়ে কিভাবে পারে...কিভাবে?

'ইউ ডিজগাস্ট মি,' মেয়েটা তিক্ততার সাথে বলল। 'তোমার এখানে আসাই ভুল হয়েছে আমার। আগে জানলে কখনোই আসতাম না আমি।'

এইটুকু বলেই মেয়েটা ছেলেটার হাতে ধরে টানতে লাগল পেছনের দরজার দিকে।

BanglaBook.org

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' বুড়োটা অবাক হয়ে বললেন। 'মাত্রই তো এলে। অন্তত একটু ঘরের ভেতর বসে যাও? কিছুক্ষণ একসাথে সময় কাটিয়ে এরপর যেও তুমি...হেই শুনো...'

'আপনজনদের সাথে সময় কাটানোর কোনো ইচ্ছাই তোমার কোনো কালে ছিল না, দাদু,' মেয়েটা কাটকাট ভাবে উত্তর দিল। 'তুমি শুধু নিজেরটাই চিন্তা করেছিলেন সারা জীবন। এখন সেটার ব্যতিক্রম কেন করবে? আমি সেটা করতে দেব না তোমাকে।'

ওরা তখন দরজার কাছে চলে এসেছে। বাইরে ঘন জঙ্গল ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

'চলে যাওয়ার আগে শুধু এটুকু জেনে নাও–ও *শুধু প্রয়োজনের মুহূর্তেই ধরা দেবে...*' জেমস লোগ্যান বললেন, উনার চোখ এ স্পষ্ট হতাশার ছাপ। 'আর...*মনোযোগই সকল ক্ষমতার উৎস...*'

উনার সামনেই দরজাটা ধড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। উনাকে ডুবিয়ে দিল অতল অন্ধকারের ভেতর। হতাশ হয়ে মাথাটা এক পাশে কাত করলেন উনি। এরপর ফিসফিস করে বললেন, 'আই এম সরি...'

'এনাফ,' গুরু গম্ভীর বলায় কেউ একজন বলল।

লাল রঙের আবিরগুলো পুরো দৃশ্যটাকে ঘিরে ফেলল আবারো। তৈরি করল নতুন আরেকটা দৃশ্য।

'তুমি কি জানো, আগামীকাল কোন দিন?' কালো চুলের মেয়েটা বলল ছেলেটাকে। জেমস লোগ্যানের সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গিয়েছে। ওদের বয়স এখন প্রায় সাতাশ-আটাশ। মেয়েটা ছেলেটার বুকে মাথা গুঁজে রেখেছে। ওর চুলে অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

'আমম...জানি না তো,' ছেলেটা সরল মনে স্বীকার করল। 'কী আগামীকাল?'

মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ অভিমান করেছে। 'আগামীকাল আমাদের অ্যানিভার্সারি।'

লাফ দিয়ে উঠে গেল ছেলেটা। 'আমি দুঃখিত। আ...আমার একদমই মনে ছিল না। আ...আমি...'

'হ্যাঁ, তা মনে থাকবে কেন?' মেয়েটা বেশ অভিমান নিয়েই বলল। 'তুমি তো আজকাল সবই ভুলে যাও। লেখকদের এই হচ্ছে সমস্যা...'

ছেলেটা কিছুই বলল না। কী বলবে ভেবেই পাচ্ছে না সে। একটা উপন্যাস নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত সে। ওর জীবনের প্রথম উপন্যাস। ডেড লাইন এগিয়ে আসছে সরীসৃপের মতো বুকে ভর দিয়ে। এর ভেতর এত কিছু মনে থাকে?

BanglaBook.org

'আগামীকাল তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব আমি,' মেয়েটা মিষ্টি হেসে বলল। 'কী, সেটা এখনি বলছি না। বললে মজাটা থাকবে না।'

মিষ্টি হেসে আবারো ছেলেটার বুকে মাথা গুঁজে দিল মেয়েটা।

'যথেষ্ট,' বলল গম্ভীর কণ্ঠটা।

তৃতীয়বারের মতো পুরো দৃশ্যটা ছেয়ে গেল লাল রঙের আবিরে।

ছেলেটা নীরবে কেঁদেই চলেছে। দশদিন আগে ওদের অ্যানিভার্সারি ছিল–ওর আর ওর স্ত্রীর। ওর জন্যে সারপ্রাইজ গিফট কিনবে বলে সকাল-সকাল বাইরে গিয়েছিল মেয়েটা। যাওয়ার আগে একটা রহস্যময় হাসি উপহার দিয়ে গিয়েছিল।

এক ঘণ্টা পর হাসপাতাল থেকে ফোন এলো–রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আচমকা একটা ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে গিয়ে মেয়েটার মুখে আঘাত করেছিল। সাথে-সাথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছে ওর স্ত্রী।

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! ওর শরীরটাকে কবরে নামিয়ে দিয়ে এসেই ওকে কলম হাতে নিতে হয়েছিল। আর মাত্র পনেরো দিন সময় ছিল উপন্যাসটা শেষ করার। প্রকাশকের দেয়া পঁচিশ দিন সময়ের মাঝে প্রথম দশদিন সে লিখতে পেরেছে খুব কমই–সঠিক হিসেব বলতে গেলে মাত্র চার পাতা। চাকরি আর সংসার ওকে ফুরসত দেয়নি লেখার। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে গত কয়েকদিন একদমই মন বসেনি ওর। কলমটা হাতে নিলেই ওর মাথায় শুধু চলে যাওয়া মানুষটার কথা স্মরণ হতো।

অন্যদিনের মতো আজও বসে আছে সে নিজের টেবিলের উপর, সামনে একটা বাঁধাই করা বই–ওর পাণ্ডুলিপি। প্রকাশক ওকে আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন যে যেভাবেই হোক, নভেম্বর এর চব্বিশ তারিখের মাঝেই বইটা শেষ করতেই হবে। আর নাহলে হয়তো বা বইটা প্রকাশ করা উনার পক্ষে সম্ভব হবে না। ওর সমস্ত স্বপ্ন এই বইটাকে ঘিরে, এটাকে কোনোভাবে ব্যর্থ হতে দেয়া যায় না...

নিজের মনের সমস্ত দুঃখকে একপাশে সরিয়ে দিতে চাইলো ছেলেটা, কিন্তু সফল হলো না। ওগুলো ওকে অক্টোপাস এর মতোই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ছাড়ছেই না। কিন্তু কিছুই করার নেই, এর মাঝেই লিখতে হবে একটা উপন্যাস, ওর প্রথম উপন্যাস।

হাতে আছে: মাত্র পাঁচ দিন।

প্লিজ হেল্প মি, মনে-মনে অদৃশ্য কারো কাছে যেন সাহায্যের আবেদন পৌঁছে দিল ছেলেটি। *আই নিড ইট।*

কাঁপা-কাঁপা হাতে কলম ধরলো সে। নিজের সমস্ত মনোযোগ একত্র করে আজকের দিনের প্রথম লাইনটা লিখল ছেলেটি। হাত কাঁপছে, চোখের জল এসে পাণ্ডুলিপি ভিজিয়ে দিচ্ছে বারবার। কিন্তু এরপরেও, ওকে লিখতেই হবে। নিজের সর্বস্ব ঢেলে দিয়ে এগোতে থাকলো ও।

হোয়াটএভার হ্যাপেনস, দ্য শো মাস্ট গো অন।

BanglaBook.org

একে-একে কয়েক পাতা লিখে ফেলল সে। মাথাটায় অদ্ভুত ভোঁতা অনুভূতি হচ্ছে। নিজের চারপাশের জগত যেন ছোট হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে ও ছয় ফুট বাই চার ফুটের একটা বাক্সে বন্দি হয়ে আছে, যার ওপাশে যে জগত আছে সেটার সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই, সে আলাদা, সম্পূর্ণ নতুন জগতের মানুষ।

একটানা রাত এগারটা পর্যন্ত লিখল ও। হাতটা ব্যথায় টনটন করছে। কিন্তু সে একবারও থামেনি, স্রেফ লিখেই গিয়েছে। ওটিয়োসাসের প্রাচীন ইতিহাস এর বর্ণনা দিয়েছে সে। খুব সুন্দর করে পুরো ওটিয়োসাসকে সাজিয়েছে, যেভাবে একজন চিত্রশিল্পী নিজের ছবি ফুটিয়ে তোলে। তবে নিজের অজান্তেই সে কিছু একটা লিখে ফেলেছে বইয়ের ভেতর–সৃষ্টি করেছে সম্পূর্ণ নতুন একটি চরিত্র, *আনিকা জুলফিকার*–ওর স্ত্রী।

আনিকার সাথে কল্পনায় পুরো ওটিয়োসাস ঘুরে বেড়াতে লাগল সে, ওর মনে হচ্ছে, আনিকা যেন বইতে নেই, ওর সাথেই আছে, ওর পাশেই বসে বুকে মাথা পেতে সব দেখছে।

রাত ঠিক বারোটায় থরথর করে কেঁপে উঠলো বইটা। হলুদ আলো জ্বলতে লাগল বইটা থেকে। এবং তীব্র বাতাসের শব্দের মতোই ওর কানে এলো একটি মেয়ের হাসির আওয়াজ–আনিকা!

হরফগুলো কাঁপতে লাগল, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে বারবার, সাথে-সাথেই যেন আবার ফিরে আসছে। ফিসফাস শব্দ হচ্ছে দূরে কোথাও, মনে হচ্ছে অনেক মাইল নিচ থেকে আসছে ওগুলো। নদীর কলকল শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মাঝে-মাঝে, আবার কখনো-কখনো পাওয়া যাচ্ছে বনভূমির পাখির কিচিরমিচির আর লোকজনের ঝগড়ার শব্দ, কখনো সরাইখানার আড্ডার শব্দ।

ঝড়ো বাতাসের মতোই ছেলেটির মাথায় এলো কথাগুলো।

ও শুধু প্রয়োজনের মুহূর্তেই ধরা দেবে। মনোযোগই সকল ক্ষমতার উৎস।

বইটাতে নিজের ডান হাত ছোঁয়াল সে। জ্বরাগ্রস্থের মতো কেঁপে উঠল বইটা। গমগমে গলায় কেউ একজন বলে উঠল, **'থ্যাঙ্ক ইউ, কেইডেন ল্যাংস্টন। নাও ইটস মাই টার্ন।'**

বইয়ের হরফগুলো বড় হয়ে এলো। এরপর ওগুলো ধীরে-ধীরে ওর চারপাশে ঘুরতে লাগল। হোয়ার্লপুল তৈরি করেছে ওগুলো–শব্দের ঘূর্ণিজল। ছেলেটির মনে হল যে সে অনেক বড় একটা টানেলের ভেতর দিয়ে পড়ছে। প্রথমে টানেলটা ছিল সাদা ক্যানভাসের ন্যায়। যেন চিত্রশিল্পী এখনো কিছুই আঁকেনি। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই ওর আশেপাশে তুলির আঁচড় পড়ছে–যেন কেউ একজন খুব দ্রুত গতিতে কোনো একটা অসাধারণ ছবি আঁকছে। কখনো একটা নদী, কখনো একটা মাঠ, কখনো বা শুধু ঘাস এর ছবি এঁকে চলেছে সে।

'টাইম টু রোল, লর্ড।'

এরপরই সব কিছু আঁধারে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

BanglaBook.org

'তাহলে এভাবেই,' বেনজামিন হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, ও আবার ফিরে এসেছে ওটিয়োসাসে, 'সবকিছু শুরু হয়েছিল।'

'হ্যাঁ,' গমগমে স্বরটা বলল। 'এতক্ষণে সত্যটা বুঝে গিয়েছ নিশ্চয়ই। ইউ আর দ্য ক্রিয়েটর–কেইডেন ল্যাংস্টন।'

তথ্যটা হজম করতে সময় লাগছিল ওর। এই বইটা ওরই লেখা? নিজের লেখা বইতেই আঁটকে পড়ে নিজেরই সৃষ্ট দানবদের সাথে যুদ্ধ করে নিজেকেই হত্যা করতে চাচ্ছিল ও? তাছাড়া, ওর আসল নাম বেনজামিন উইলোবি নয়, কেইডেন ল্যাংস্টন। ব্যাপারটা মেনে নেয়া মোটেও সহজ নয়। জোরে-জোরে নিশ্বাস নিতে-নিতে জিজ্ঞেস করল সে, 'তুমি কে?'

'আমি?' গম্ভীর স্বরটা এক মুহূর্ত থামল। যেন বলার আগে প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছে। 'আমি এমন একজন, যার সাথে তোমার সম্পর্ক আত্মার। আমি তোমার চিন্তা-চেতনা, তোমার সৃজনশীলতা, তোমার আকাঙ্ক্ষা, তোমার অবিস্মরণীয় ক্ষমতা। আর তাই, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক অনেক গাঢ়, অনেক আপন...ঠিক ভাইয়ের মতো...হাফ ব্রাদার...'

এক সেকেন্ড এর জন্যে সব নীরব। কেইডেনের কাছে মনে হচ্ছে যেন কেউ একজন ওর মাথায় বাজ ফেলেছে।

গমগমে গলাটা আবার সরব হয়ে উঠল। 'আমিই ওটিয়োসাসের প্রকৃতি...দ্য বুক। আমিই...ড্রাগোমির।'

'হোয়াট!' বেনজামিন, অথবা কেইডেন ল্যাংস্টন অবাক হওয়ার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলল। ঘাড় ঘুরিয়ে জলে পড়ে থাকা স্থবির ড্রাগনটার দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু...কিভাবে সম্ভব এটা...সে তো...'

'ওউ... আমি আসলে... সে নই,' কণ্ঠটা বলল। 'তবে সে...আমিই।'

'তুমি কি জানো যে তুমি কী বলছো?'

'অবশ্যই জানি, লর্ড কেইডেন। ব্যাপারটা হচ্ছে, অন্য দশজনের মতো সেও এই বইয়ের একটি চরিত্র, প্রধান ভিলেন। কিন্তু অন্যদের সাথে তার পার্থক্য হচ্ছে...সে আমারই অংশ, প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম একটি ভগ্নাংশ, যাকে আমি নিজের নামেই নামকরণ করেছি। আর...বুঝতেই পারছো, যে বইটার নামই হচ্ছে...ড্রাগোমির।'

কপালে হাত দিল ল্যাংস্টন। অসুস্থ লাগছে খুব। পুরো ব্যাপারটা কি ওর মাথার এক ধরনের ঘোর? এখুনি কি ঘোর কেটে গিয়ে নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করবে? 'আর এই কারণেই সে আমাকে সব সময় *ব্রাদার* বলে সম্বোধন করতো...কারণ, সে তোমারই অংশ, আর তুমি আমার...এম আই রাইট?'

'ঠিক ধরেছ, ল্যাংস্টন,' প্রকৃতি গুরু গম্ভীর গলায় বলল। 'আর এই কারণেই সে তোমাদেরকে ন্যাক্সাসের উপত্যকায় এত তাড়াতাড়ি খুঁজে পেয়েছিল, কারণ সে

BanglaBook.org

তোমার উপস্থিতি বুঝতে পারে। এবং একই কারণেই, ওর উপস্থিতিও তুমি বুঝতে পারো।'

'কিন্তু...আমি এখানে কেন এলাম? বলতে পারো?'

'আমিই তোমাকে এখানে এনেছি,' গমগমে গলাটা বলে উঠল।

'কিন্তু কেন?' কেইডেন বলল। 'তোমার কী দরকার আমার সাথে?'

'কী দরকার?' হঠাত করেই যেন খেপে গেল বইটা। 'দরকারটা হচ্ছে এই, যে আমি বুঝতে পারছিলাম তুমি সময়মতো কাহিনীটা শেষ করতে পারবে না।'

'তুমি কিভাবে জানবে এটা?' কেইডেন অর্ধেক রাগ আর অর্ধেক বিস্ময় নিয়ে বলল।

'গল্পের কিছু লাইন এতটাই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা, বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া, যাতে করে যে-ই পড়বে, সম্পূর্ণ দৃশ্য তার চোখে ভাসবে, সে নিজেকে যেন আবিষ্কার করবে চরিত্রগুলোর পাশে–এটা এক ধরনের ক্ষমতা, যেটা খুবই-খুবই দুর্লভ। সবার এই ক্ষমতা থাকে না। তবে শুধু বর্ণনা দেয়া আর সুন্দর কিছু লাইন লেখা এক কথা, আর পুরো কাহিনীকে এক সুতোয় গাঁথা, এটা আরেক কথা। তুমি তখন কোনোমতেই কাহিনী মেলানোর মতো অবস্থায় ছিলে না। তাছাড়া, তোমার হাতে তখন ছিল মাত্র পাঁচ দিন। এই পাঁচ দিনে তোমার পক্ষে সবকিছু পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলে বিশাল এই গল্পটাকে পরিপূর্ণ ফিনিশিং দেয়া কখনোই সম্ভব ছিল না। যদিও বইটাকে জীবন দিয়েছিলে তুমি, কিন্তু সত্যটা হচ্ছে...তুমি ধীরে-ধীরে ব্যর্থতার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলে...'

'আমি ব্যর্থ হলে তোমার কোনো সমস্যা?' তিক্ততার সাথে বলল কেইডেন।

'অনেক বড় সমস্যা,' ড্রাগোমির শান্ত কণ্ঠে বলল।

'যেমন?'

'তুমি কি জানো যে তোমার লেখনীর উপরেই নির্ভর করছে আমার অস্তিত্ব?' ড্রাগোমির যেন হঠাত করেই খেপে গিয়েছে। ওর কথাগুলো মেঘের গর্জনের মতই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল চারদিকে। 'এই জগতটা কিভাবে তৈরি হয়েছিল, মনে পড়ে? তোমার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন এতটাই জাদুময় ছিল, সবকিছুর বর্ণনা এতটাই পরিষ্কার আর নিখুঁত ছিল যে তোমার লেখনীর বলেই আমার এই বিশাল জগত আর আমি জীবন পেয়েছিলাম।'

'অতএব, আমার অস্তিত্বের জন্যে তোমার লেখা প্রতিটা লাইনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল–কতটা, সেটা তোমার কল্পনারও বাইরে। তো তখন যদি কোনো কারণে তুমি খেই হারিয়ে ফেলতে–যেটা খুবই সম্ভব ছিল তোমার পক্ষে, স্ত্রীর মৃত্যু আর ডেড লাইন মিলিয়ে তুমি খেই না হারিয়ে ফেললেই আমি অবাক হতাম–তাহলে তোমার প্রতিটা আজেবাজে শব্দ, ভঙ্গুর লাইন আর বর্ণনাভঙ্গির দুর্বলতার জন্যে পুরো ওটিয়োসাস একটু-একটু করে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যেত। এটা একটা পরীক্ষার মতো, যে পরীক্ষায় প্রতিটি অবজেক্টিভ সঠিক ভাবে দাগানোর জন্যে ১ পয়েন্ট করে পাচ্ছ তুমি, আর প্রতিটি

BanglaBook.org

নেগেটিভ উত্তর এর জন্যে .২৫ করে কাটা যাচ্ছে তোমার। কাজগুলো যতই ঠিকভাবে করবে, ততই এই জগতের অস্তিত্ব স্ট্যাবল হবে, আর যতই ভুল করবে, এই জগতটা ততই মিলিয়ে যেতে থাকবে।'

'এখন দেখো, আমার অস্তিত্ব আমাকেই রক্ষা করতে হতো। তুমি তো জীবন দিয়েই খালাস, কিন্তু এই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রতি তোমার কোনো নজরই ছিল না। তোমার উদাসীনতা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। আর তাই আমি আমার নিজের জগতকে রক্ষার দায়িত্ব আমার নিজের কাঁধে তুলে নিলাম। তোমাকে নিয়ে এলাম বইয়ের জগতে, আমার জগতে।'

কেইডেন ল্যাংস্টন ওর প্রশ্নের উত্তর এখনো পায়নি। 'কিন্তু তোমার জগতের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে আমাকে এখানে নিয়ে আসার কী দরকার ছিল?'

'দেখো, আমি যা করেছি, সেটার এক কথায় কোনো উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। পুরো ব্যাপারটা অনেক বেশিই জটিল। আর এত বেশি জটিল চিন্তা একমাত্র প্রকৃতির পক্ষেই করা সম্ভব। আমিই এখানকার প্রকৃতি, তাই আমার পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এরপরেও তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি। শোনো।'

কেইডেন চুপ করে শুনতে লাগল।

'তোমাকে এখানে আনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল–ওটিয়োসাসের অস্তিত্ব রক্ষা করা। কিন্তু এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য আরো একটি ছিল।'

'সেটা কী?'

'আমি আগেই বলেছি যে আমার সাথে তোমার অদ্ভুত একটা সংযোগ রয়েছে। আমিই তোমার সৃষ্টিশীলতা, তোমার ভেতরের শৈল্পিক মন। আমি তোমার মনের ভাব বুঝতে পারি। তুমি যতই লিখছিলে, একটু-একটু করে জেগে উঠছিলাম আমি। আমার জগত পূর্ণতা পাচ্ছিল অল্প-অল্প করে। ঐ অবস্থায় আমি টের পাচ্ছিলাম যে তুমি কতটা মানসিক কষ্টে আছো। আমি প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব করছিলাম সেটা। আর তখনি আমার মাথায় খেলে গেল বুদ্ধিটা। তোমাকে এখানে নিয়ে আসার মাধ্যমে আমি এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মারতে পারবো। আমার জগতের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবো। তোমার বইটার ম্যাজিকেল ব্যালেন্স বজায় রেখে বইটা সময় মতো শেষ করিয়ে দিতে পারবো, আর সেই সাথে...আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবো...'

'কী সেটা?' ল্যাংস্টনের চোখ সরু হয়ে এলো।

'আনিকাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া...'

'আনিকাকে আমার কাছে...হোয়াট!' ল্যাংস্টন অবাক হওয়ার সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। 'কিন্তু কিভাবে?'

কেইডেনের অজ্ঞতায় কণ্ঠটা বেশ বিরক্ত হচ্ছে বলেই মনে হলো। 'বোঝার চেষ্টা করো, ক্রিয়েটর। আনিকাকে তুমি তৈরি করেছ ঠিক তোমার স্ত্রীর মতো করে। একই রকম গঠন, চরিত্র, কণ্ঠ, স্বভাব, চেহারা আর নাম দিয়ে। ও তোমার স্ত্রীরই হুবহু

BanglaBook.org

কার্বন কপি। তুমি গল্পটা লেখার সময় কী ভাবছিলে আমি জানি। আধো ঘুম আধো জাগরিত অবস্থায় আমি বুঝতে পারছিলাম তোমার চিন্তা–তুমি ভাবছিলে, যদি আনিকার সাথে সত্যিই ঐ জগতে দেখা করতে যেতে পারতে...যদি দেখতে পেতে ওকে একবার...'

'আর তখনি, আমি বুদ্ধিটা পেলাম। আনিকাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার বুদ্ধি, এবং সেটার মাধ্যমে নিজের জগত এর অস্তিত্ব রক্ষা করার উপায়, এবং তার ফলে প্রকাশকের ডেড লাইনের আগেই বইটার চূড়ান্ত পরিণতি দেয়ার পদ্ধতি–সবকিছু একই সাথে মাথায় খেলে গেল আমার। সম্পূর্ণ রূপে জেগে উঠার পর আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে আমি তোমাকে নিয়ে এলাম ওটিয়োসাসে। তোমাকে নতুন করে জন্ম দিলাম শিশু হিসেবে, বইয়ের প্রধান চরিত্র বেনজামিন উইলোবি হিসেবে। আর যে ড্রাগনটার কথা তোমার মাথায় ছিল, কিন্তু লিখে যেতে পারোনি, সেই ড্রাগনটাকে আমি নিজের খানিকটা অংশ দিয়ে তৈরি করে মাটির অনেক নিচে অপেক্ষায় রাখলাম, তোমার জন্যে।'

কেইডেন এর মাথায় যেন ছোট-খাটো বিস্ফোরণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ওখানে বন্যা হচ্ছে, বেশ কিছু দৃশ্য একের পর এক ওর মাথায় ভেসে উঠছে; ওর পুরনো জীবনের স্মৃতি, ওগুলো ধীরে-ধীরে ফিরে আসছে ওর কাছে।

'ভেবে দেখো, গল্পটা টেনে নেয়ার পুরো দায়িত্ব ছিল আমার উপরেই। আমাকে একসাথে অনেক কাজ করতে হয়েছে। আনিকাকে আবার তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে চেষ্টা করতে হয়েছে, আবার একই সাথে গল্পের কাহিনীটা যথেষ্ট জাদুকরী এবং রহস্যময় আর সেই সাথে অ্যাডভেঞ্চারাস রাখতে হয়েছে, যাতে করে আমার জগতের অস্তিত্বটাও টিকে থাকে, এবং পাণ্ডুলিপিটা সময় মতোই শেষ হয়। আর সেটা করতে গিয়ে তোমার নিজের হাতে লেখা প্রথম দিকের অংশগুলোকে এডিট করতে হয়েছে আমার। এডিট বলতে পুরোপুরি বাদ নয়, লুকিয়ে ফেলতে হয়েছে। কারণ, তোমার ঐ অংশগুলো আমাকে জীবন দিলেও, সেগুলোর অতিরিক্ত বর্ণনা আর কাহিনীর স্থবিরতার কারণে পাঠক বিরক্ত হয়ে পড়ত। ওদের নিশ্চয়ই ওটিয়োসাসের এক হাজার বছর আগের কাহিনীর সুবিশাল বর্ণনা, কিংবা আনিকা জুলফিকারের ছোটবেলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার দরকার নেই, তাই না?'

কেইডেন নাক দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল। ও ভাবতেই পারছে না যে বইটা তার লেখা কেটে দেয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে!

'তবে তুমি ভেবো না, কাহিনীটা আমি এমন জায়গা থেকে শুরু করেছি, যাতে পাঠকের মনোযোগ আর আগ্রহ, দুটোই ধরে রাখা যায়,' ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বলল বইটা। 'বুঝতেই পারছো অনেক পরিশ্রম আর মাথা খাটাতে হয়েছে আমাকে। আমি চাইলেই হুট করে বইয়ের কোনো চরিত্রকে ওপাশের জগতে পাঠিয়ে দিতে পারি না। সেক্ষেত্রে আমার জগতের ম্যাজিকেল ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাবে। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে প্রকৃতি–মানে আমি। পুরো জগতটা ধ্বংস হয়ে যাবে নিমিষেই।'

BanglaBook.org

মাথাটা ঝাঁকুনি দিল কেইডেন। মাথায় এক ধরনের ভোঁতা অনুভূতি হচ্ছে ওর।

'তাহলেই দেখো, আমাকে এমনভাবে কাহিনীটা তৈরি করতে হয়েছে, যাতে কাহিনীর প্রয়োজনেই একজন চরিত্রকে বই থেকে বেরোতে হয়।'

'ইম্প্রেসিভ,' প্রশংসার স্বরেই বলল কেইডেন, যদিও সে কারো প্রশংসা করার মতো অবস্থায় নেই এখন। ওর নিজেকে বেশ অসুস্থ মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। মাথায় একের পর এক স্মৃতি ভেসে উঠছে। এই মুহূর্তে সে নির্জন নদী তীরে হাত ধরে হাঁটছে আনিকার সাথে। মেয়েটা এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছে, আর এক হাত ওর বুকের উপর দিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে আছে।

'তো তুমি যখন এখানে নতুন চরিত্র হিসেবে জন্ম নিলে,' ড্রাগোমিরের গলা যেন অনেক-অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে, 'তখন তোমার স্মৃতি আমি রেখে দিলাম নিজের কাছে, সময়মতো ফিরিয়ে দেব বলে–যেটা এই মুহূর্তে তোমাকে খুব ধীরে-ধীরে ফিরিয়ে দিচ্ছি আমি। পুরোটা এক সাথে দিলে তুমি পাগল হয়ে যাবে। রিস্কটা নেবো না আমি।'

ল্যাংস্টন মাথা নাড়ল। ড্রাগোমির ঠিকই বলেছে। বর্তমান চাপটাই সহ্য করতে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে ওর, যদি সব একসাথে আসতো...ভাবতেই গা শিউরে উঠল ওর।

'আর যেহেতু গল্পটা আমাকেই টানতে হবে,' প্রকৃতি বলে যাচ্ছে অনবরত, 'তাই তোমার রাইটিং এবিলিটি আমার দরকার ছিল, যেটা আমি কেড়ে নিয়েছিলাম তোমাকে এখানে নিয়ে আসার পরপরেই। ইনফ্যাক্ট এটাই একমাত্র উপায় ছিল। কারণ, কাউকে বইয়ের ভেতর নিয়ে আসার একটাই উপায়–তাকে অনেক বড় কিছু একটা বিসর্জন দিতে হয়, ইচ্ছাকৃত, অথবা অনিচ্ছাকৃত। কোনো কিছুই ফ্রি নয়, জানো তো। তোমাকেও মূল্য চুকোতে হয়েছে। নিজের রাইটিং এবিলিটি হারাতে হয়েছে। তুমি আর কখনোই লেখতে পারবে না। এটাই হবে তোমার প্রথম এবং শেষ উপন্যাস। আর একজন লেখকের কাছে নিজের লেখনী ক্ষমতা জীবন-তুল্য।'

তথ্যটা হজম করতে সময় লাগলো কেইডেন ল্যাংস্টনের। ও আর কখনোই লিখতে পারবে না? ব্যাপারটা ভাবার সাথে-সাথেই ওর গলায় শক্ত কিছু একটা যেন আঁটকে গেল।

'আমার ঐ ভিশনগুলো, ওগুলো কেন হতো?' কেইডেন জিজ্ঞেস করল। যদিও ওর কাছে মনে হচ্ছে সে উত্তরটা জানে।

'ওগুলো আমিই তোমাকে দেখাতাম। ধরে নাও, ওগুলো বইয়ের কাহিনীরই একটা অংশ। যখন ডার্ক ওটিয়োসাস থেকে ড্রাগনটার জাগার সময় হয়ে এলো, তখন তোমাকে ব্যাপারটা জানানোর তাগিদ অনুভব করলাম আমি। আর তাই, তোমাকে ক্রমাগত কিছু ভিশন দেখাতে লাগলাম। তুমি দেখলে, আর আমি যা চেয়েছিলাম, তা-ই

BanglaBook.org

করলে–তুমি ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়লে–যেমনটা আমি জানতাম তুমি করবে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি।'

'এরপর তো তোমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলে লেখককে হত্যা করার... অন্তত তার সাথে দেখা করে তাকে অনুরোধ করার, যাতে সে ড্রাগনটাকে তাড়াতাড়িই হত্যা করে, এবং ওটিয়োসাসের একজন সাধারণ মানুষের রক্তও যেন না ঝরায়।'

'আর এটা করতে হলে তোমাদেরকে বইটা থেকে বেরোতে হবে। আর তোমরা সেই চেষ্টাই করতে থাকলে,' কণ্ঠটা একটানা বলে যাচ্ছে। 'তোমার স্ত্রী যখন গুহাটার এন্ট্রেন্স রুমে এলিসিয়াকে দাঁড় করিয়ে রেখে একাই বই থেকে বের হওয়ার দায়িত্ব নিলো, তখন আমার চেয়ে খুশি আর কেউই হয়নি।'

'তবে আমি ভয় পাচ্ছিলাম একটা সময়, মনে হচ্ছিল, আনিকা পারবে না। নিজে ব্যর্থ হবে, আমাদের সবাইকে ব্যর্থতায় নিমজ্জিত করে দেবে সেই সাথে,' ড্রাগোমির বলল। 'বইটা থেকে বের হতে হলে অবশ্যই নিজের সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হবে। আর ওকেও দিতে হচ্ছিল। আর ওই ব্যাপারটা আমার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে ছিল না। আমি চাইলেই নাক গলাতে পারতাম না ঐ ব্যাপারে। প্রকৃতির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে, নিজের নিয়মের কাছে সে নিজেই আবদ্ধ।'

'কিন্তু সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে অবশেষে সে ওপাশের জগতে পৌঁছে গিয়েছে। আর পুরো ব্যাপারটা যেহেতু হুট-হাট করে হয়নি, কাহিনীর প্রয়োজনেই হয়েছে, অনেক ত্যাগ আর মূল্যের বিনিময়ে হয়েছে, সেহেতু আমি অবশ্যই কোনো ভুল করিনি, নিজের তৈরি করা কোনো নিয়মের ব্যত্যয় করিনি। আর তাই, প্রকৃতিও ধ্বংস হয়নি, আমি বেঁচে আছি এখনো। ওটিয়োসাস বেঁচে আছে এখনো। আমার পরিকল্পনার এইটুকু অংশ সম্পূর্ণরূপেই সফল হয়েছে।'

'তবে একটা সমস্যা হয়ে গিয়েছে,' ড্রাগোমির বলল। যদিও ওর গলায় কোনো উদ্বেগের ছাপ দেখা যাচ্ছে না। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছি, কাউকে বইয়ের ভেতর নিয়ে আসতে হলে তার কিছু একটা কেড়ে নিতে হয়। ঠিক তেমনি, কাউকে বই থেকে বেরোতে দিলে তাঁকে কিছু একটা দিতে হয়, যেটাকে আপাতত উপহার মনে হবে, কিন্তু সেটা আসলে একটা অভিশাপ। একটা কার্স।'

'কী সেটা? আনিকার সাথে করে কী অভিশাপ পাঠিয়েছ তুমি?' আশংকার সাথে বলল ল্যাংস্টন।

'তোমার অসাধারণ লেখনী ক্ষমতা,' ড্রাগোমির শান্ত গলায় বলল। 'ওটা এখন আনিকার কাছে চলে গিয়েছে। আর সে যখন বইটাকে স্পর্শ করেছিল একটু আগে, ঠিক তখনি আমি আমার স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করেছিলাম। কারণ, আমি আমার প্রভুকে চিনি শুধুমাত্র তার লেখনী ক্ষমতা দিয়ে। যেহেতু তোমার লেখনী ক্ষমতা আনিকার কাছে চলে গিয়েছে, অতএব, এখন কেবল সে-ই লেখতে পারবে ওখানে। তুমি নও।'

BanglaBook.org

'এবং এখন কাহিনীটা শেষ করার দায়িত্ব আনিকার হাতে। ওকে আমি ক্ষমতাটা দিয়ে দিয়েছি। ও নিজের মতো করেই শেষ করুক বইটা। সময় আর বেশি নেই। ইতিমধ্যেই চার দিন চলে গিয়েছে ওপাশের জগতে। বাকি আছে স্রেফ আজকের রাত। আগামীকালই প্রকাশক তোমাকে ফোন দেবে, বইটা চেয়ে নেবে। তার আগেই আশা করি আনিকা সব শেষ করতে পারবে।'

'কিন্তু ওটাকে অভিশাপ কেন বলেছ তুমি?'

'কারণ, এই ক্ষমতাটা একটা উপহার, আবার একই সাথে একটা অভিশাপ, একটা কার্স। সেটা তুমি ভালো করেই জানো। এটা মানুষের কাছ থেকে তার খুব মূল্যবান কিছু কেড়ে নেয়। বুড়োটার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ছিল সময়। সে তার কাছ থেকে ওটা কেড়ে নিয়েছে। তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আনিকার জীবন। সে আনিকাকে কেড়ে নিয়েছে।'

'আর আনিকা?' ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল ল্যাংস্টন। 'আনিকার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু কী?'

'ওটিয়োসাস,' প্রকৃতি শান্ত গলায় বলল। 'ওর সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে ওর জগত, ওটিয়োসাস। ও এখানকার ঘাসের উপর গড়াগড়ি খেতে পছন্দ করতো। চাঁদের আলোয় নদীর পাড়ে একা বসে থাকতে পছন্দ করতো। পাখির কলতানে হারিয়ে যেত। গহীন অরণ্য ওকে টানত। ওর কাছ থেকে এসব কিছুই কেড়ে নেয়া হয়েছে। আর একজন মানুষের কাছ থেকে তার নিজস্ব জগত কেড়ে নেয়ার থেকে বড় কষ্ট আর কিছু হতে পারে না। অতএব, ও ইতিমধ্যেই মূল্য চুকিয়ে ফেলেছে। ওকে আর কোনো মূল্য দিতে হবে না।'

কেইডেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক, আনিকাকে আর হারাতে হচ্ছে না ওর।

'দেখলে, কিভাবে সব আবার তোমার কাছেই ফিরে এলো?' প্রকৃতি বলল। 'একে বলে ন্যাচরাল ব্যালেন্স। প্রাকৃতিক ভারসাম্য।'

'ধন্যবাদ,' কেইডেন ল্যাংস্টনের গলা কৃতজ্ঞতায় ধরে এলো। 'তুমি না থাকলে আমি একা এসব করতে পারতাম না। তোমার মতো অসাধারণ...আমম...প্রকৃতিকে...আমি কখনোই ভুলবো না।'

প্রকৃতি গুমগুম শব্দ করে উঠল; সম্ভবত সে খুশি হলে এমনটাই করে।

'ও আচ্ছা, ভালো কথা,' কেইডেন হঠাত জিজ্ঞেস করল, 'আনিকা তো মারা গিয়েছে, তাই না? তাহলে আমার জগতে তার উপস্থিতিকে সবাই কি খুব ভয়াবহভাবে নেবে না? ওরা ভাববে আনিকা কবর থেকে উঠে এসেছে, বা এইরকম কিছু...'

ড্রাগোমির কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। এরপর মুখ খুলল। 'একজন প্রকৃতি হিসেবে আমি অন্যসব প্রকৃতির খেয়াল, মর্জি এসব বুঝতে পারি। আমার ধারনা যদি সঠিক হয়, তাহলে তোমাদের জগতের প্রকৃতি আনিকার উপস্থিতির সাথে-সাথেই এটাকে ফ্যাটাল এরর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এবং আমার ধারণা যদি সঠিক হয়,

BanglaBook.org

তাহলে সেটা শুধরানোর জন্যে ইতিমধ্যেই সে ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছে। ও এমনভাবে সব কিছু পরিবর্তন করে দেবে, যেন এসব কিছুই হয়নি, আনিকা আসলেই বেঁচে আছে। এমনকি ওর কবরটাও হয়তো আর খুঁজে পাবে না। কিংবা কে জানে, ওটা হয়তো এখন অন্য কারো কবর হয়ে গিয়েছে। বুঝতেই পারছো, একজন ফিরে এসেছে। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে হয়তো বা আর কাউকে তার জায়গা দখল করতে হতে পারে। এবং, ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ওখানকার প্রকৃতি আনিকাকে একদম আগের সত্তায় পরিণত করে দেবে, ওর স্মৃতি ফিরিয়ে দেবে। হয়তো বা এতক্ষণে ফিরিয়েও দিয়েছে।'

কেইডেন চুপ করে রইলো।

'কিন্তু...আনিকা বই থেকে বেরোলেও, আমি তো এখানেই পড়ে আছি। তাহলে আমি আনিকার সাথে মিলিত হবো কিভাবে?' কেইডেন ল্যাংস্টন অধৈর্য হয়ে উঠল।

'দেখ, তুমি আমার স্রষ্টা,' ড্রাগোমির বোঝানোর চেষ্টা করল ওকে। 'তুমি কোনোভাবেই এই জগতের কেউ নও। তোমার এখানে থাকার কথা নয়। তোমার স্থান আমাদের মাঝে নয়, উপরে। তোমার নিজের জগতে। আর তাই, তোমাকে উপরে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে আমাকে আনিকার মতো কোনো কাহিনী সাজাতে হবে না। শুধু বইটার মূল কাহিনী শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। অর্থাৎ, ড্রাগনটার মৃত্যু পর্যন্ত। এরপর তোমাকে যেখান থেকে এনেছি আমি, সেখানেই ফিরিয়ে দেব। বোঝা গিয়েছে?'

কেইডেনের মাথায় যেন কেউ সুঁই দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে। তীব্র ব্যথাটা কোনোমতে সহ্য করে মাথা নাড়ল সে। 'ডান।'

'তবে তুমি কি জানো যে তুমি আরেকটু হলেই পুরো জগতটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছিলে?' প্রকৃতি বলল।

'মানে!' কেইডেন কপালে হাত দিয়ে আছে এখন; ব্রেইনটা লোহার মতো শক্ত হয়ে আছে। আরো নতুন কিছু স্মৃতি এসে ভর করেছে ওর মাথায়।

'ড্রাগোমির আমার নিজ হাতে সৃষ্টি, রাইট?' কণ্ঠটা বলল। 'আর তোমাকে বইয়ের ভেতর আনার পর সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়ে, নতুন রূপে গড়ে তুলেছি আমি–বেনজামিন উইলোবি। আর তাই, ড্রাগনটা যেমন প্রকৃতিরই একটি অংশ, ঠিক সেরকম ভাবে বেনজামিন উইলোবিও প্রকৃতিরই অংশ।'

'সো, বেসিক্যালি, তুমি দাবি করছো যে,' কেইডেন বলল, মাথার ব্যথাটা সরে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে, 'তুমি আমার স্রষ্টা?'

'বলতে পারো,' ড্রাগোমির বলল। 'ব্যাপারটা অনেকটা তা-ই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেইডেন ল্যাংস্টন। নিজের সৃষ্টি প্রকৃতির হাতে নতুন রূপে জন্ম নেয়ার ব্যাপারটা হয়তো সে কখনোই ভুলতে পারবে না।

'প্রকৃতির আপন হাতে সৃষ্টি দুটো চরিত্র পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে না,' ড্রাগোমির বলে চলেছে। 'কারণ, যেহেতু দুইজনেই প্রকৃতির অংশ, তাই যুদ্ধে

BanglaBook.org

লিপ্ত হওয়ার মানে হচ্ছে, প্রকৃতির এক অংশের সাথে অপর অংশের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। এবং এই কর্মকাণ্ড এতটাই ভয়াবহ যে এটা পুরো প্রকৃতিকে ভারসাম্যহীন করে দেয়। আর এখানেও তাই হয়েছে। যতই তুমি আর ড্রাগোমির লড়ছিলে, ততই ঝড় হচ্ছিল, ভূমিকম্প হচ্ছিল, মনে আছে? এর কারণ এটাই। কারণ, আমাদের জগত তোমাদের দুইজনের কারণেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল।'

কেইডেন ঢোক গিলল। ওর সৃষ্ট ওটিয়োসাসকে আরেকটু হলে সে নিজেই ধ্বংস করে দিচ্ছিল?

'এরই মাঝে আনিকা চলে গেল বই এর জগত থেকে। ওর সাথে করে সে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু নিয়ে গেল। একটা উপহার, একটা কার্স।'

'আমার লেখনী ক্ষমতা,' ল্যাংস্টন স্বগতোক্তি করল, 'যেটা আমার আগমনের সময় তুমি সরিয়ে নিয়েছিলে। তো এখন বইটার কাহিনী তাহলে থেমে আছে?'

'একজেক্টলি,' বইটা স্বীকার করল। 'বইটা থেকে যেই মুহূর্তে আনিকা বেরিয়ে গেল, আমি লেখনী ক্ষমতা হারালাম। আর সাথে-সাথেই...বইয়ের কাহিনী এক জায়গায় থেমে গেল। আনিকা লেখা শুরু করার আগ পর্যন্ত এভাবেই থেমে থাকতে হবে সমস্ত চরিত্রকে। কিন্তু আমি ভাবলাম, এই সুযোগে তোমাকে সব কিছু দেখিয়ে দেই।'

'কিন্তু,' কেইডেন বলল, 'সব কিছু যদি থেমে থাকে তাহলে আমি আর তুমি কেন থেমে নেই?'

'কারণ,' প্রকৃতি জবাব দিল, 'লেখক লিখুক আর নাই লিখুক, আমি সব সময়ই জীবন্ত। আর তুমি স্থির হয়ে যাওনি, কারণ, তুমি কেবল বইয়ের প্রধান চরিত্রই নও, এই বইয়ের লেখকও বটে। এবং তোমার স্থান এখানে নয়, ওপাশের জগতে, এটা আগেই বলেছি তোমাকে। আর তাই, আমার মতোই, তুমিও জীবন্ত–লেখক লিখুক আর নাই লিখুক।'

'বুঝলাম।' কেইডেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'তো, তাহলে গল্পটা শেষ করার দায়িত্ব এখন আনিকার?'

'হ্যাঁ,' প্রকৃতি স্বীকার করল। 'সকাল হতে আর মাত্র পাঁচ ঘণ্টা বাকি আছে। ড্রাগোমির প্রায় মৃত। তাহলে বইয়ের আর খুব একটা বাকি নেই। আগামী পাঁচ ঘণ্টায় উপন্যাসটার শেষাংশ লিখতে হবে ওকে। এরপর সেটা প্রকাশকের হাতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে সকাল দশটার ভেতর। এইবার যদি সম্পূর্ণ করতে না পারো, তাহলে প্রকাশক তোমার বইটা আর নেবে না। মাথায় রেখো ব্যাপারটা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো দুইজনই। আর নীরবতাই যেন ল্যাংস্টনের মাথাটা খুলে দিল হাট করে।

'আরেকটা কথার জবাব দাও,' ও বলল। 'অ্যালকাইরিগুলো রীতিমতো লিস্ট হাতে নিয়ে আমাদের বাসাবাড়িতে হানা দিয়েছিল। ওদের লিস্টে আমাদের সবারই নাম লেখা ছিল। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? ওরা কিভাবে আমাদের নাম জানবে?'

BanglaBook.org

'কারণ, ড্রাগোমির আমারই অংশ,' প্রকৃতি বলল। 'আর তাই, যেহেতু আমি ওটিয়োসাসের সমস্ত চরিত্রের নাম জানি, সেহেতু ড্রাগোমিরও সেটা জানবে, এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?'

'আর অ্যালকাইরিগুলোর কী হবে এখন?' বেনজামিন জিজ্ঞেস করল। 'ড্রাগোমির মারা যাওয়ার পর কি ওরা আর কখনো ওটিয়োসাসে ফিরে আসতে পারবে?'

'ডার্ক ওটিয়োসাস আর হোয়াইট ওটিয়োসাস এর মাঝে একটা সূক্ষ্ম পর্দা আছে, যেটা এই দুই ওটিয়োসাসকে আলাদা করে রেখেছে। এই সূক্ষ্ম পর্দার মাঝে ফাঁক আছে কেবল দুটি,' গুরু গম্ভীর স্বরটা বলতে থাকল। 'আর সেই পথ দুটি খুঁজে পাওয়া অনেক-অনেক কষ্টের ব্যাপার। তাছাড়া, ওই পথ দুটো হোয়াইট ওটিয়োসাসের শহর থেকে যথেষ্ট দূরে। আর তাই, অ্যালকাইরিদের পক্ষে আর কখনো হোয়াইট ওটিয়োসাসে আক্রমণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, যেহেতু ওদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে ড্রাগনটাই নেই, তাই ওদের পক্ষ থেকে আর কোনো আক্রমণের সম্ভাবনা নেই।'

আবারো কিছুক্ষণ নীরবতা। ল্যাংস্টন ভাবছে আর কী জিজ্ঞেস করা যায়।

'আচ্ছা, বইয়ের কাহিনী তো থেমে আছে এখন। কিন্তু গল্পটার এই অংশটা, মানে আমাদের কথোপকথনের অংশটা প্রধান কাহিনীরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই না?' বেনজামিন জিজ্ঞেস করল। 'কিন্তু যেহেতু তুমি লেখনী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছ, অতএব, এই অংশটি বইতে লেখা হচ্ছে না। তারমানে, পাঠক জানবেই না যে কেন এতকিছু হয়েছে...'

'এটা সত্য যে আমি লিখতে পারছি না এই অংশগুলো, তারমানে এই নয় যে সেটা লেখা হবে না,' গমগমে স্বরটা বলল।

'মানে? কী বলতে চাও?'

'মানে হচ্ছে,' প্রকৃতি বলল, 'কাহিনীটা থেমে যাওয়ার পর থেকে যা যা হয়েছে এতক্ষণ, সবকিছুই আমি আনিকাকে দেখিয়েছি এবং এখনো দেখিয়ে চলেছি। আমি ওকে বুঝিয়ে চলেছি যে এই অংশটি লেখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আনিকা একটু পরেই কলম হাতে তুলে নেবে, এরপর সময় থেমে যাওয়ার পর থেকে যা যা হয়েছে, একে-একে সবকিছুই লিখে ফেলবে সে।'

'আচ্ছা, ভালো কথা...পাঠকরা যখন গল্পটা পড়বে,' হঠাত মনে পড়ায় কেইডেন বলতে শুরু করল, 'তারা কি তখন বুঝতে পারবে না গল্পের পেছনের আসল রহস্য?'

'কখনোই না,' প্রকৃতি ওকে আশ্বস্ত করল। 'ওরা ধরে নেবে এটা স্রেফ একটা ফিকশান, একটা গল্প। কিন্তু ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সত্যটা কখনোই তারা ধরতে পারবে না। কিংবা ধরলেও, মানতে চাইবে না। তার মানে, আমাদের সিক্রেট আমাদের সাথেই থাকবে আজীবন।'

BanglaBook.org

'আমাদের এখনকার সমস্ত কথোপকথন তো বইতে লেখা হবেই, তাই না?' কেইডেন ল্যাংস্টন জিজ্ঞেস করল। 'তাহলে ওরা তো বুঝে যাওয়ার কথাই সবকিছু...'

'তোমার ধারণা ওরা মেনে নেবে এসব কিছু?' ড্রাগোমির শান্ত কণ্ঠে বলল। 'কখনোই না। আর তাছাড়া, আমি ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছি, যেটার কারণে ওরা বুঝতেই পারবে না যে এটি কেবল গল্প নয়, তারচেয়েও বেশি কিছু...'

'কী পদক্ষেপ?'

'সেটা কি বলে দেয়া ঠিক হবে?' প্রকৃতি বলল। 'তাছাড়া তুমি যখন নিজের জগতে ফিরে যাবে, তখন সেটা এমনিতেই জানতে পারবে।'

'কিন্তু,' কেইডেন ওর পরিকল্পনার ফাঁকটা ধরতে পারলো, 'আমি যদি চলে যাই, তাহলে বইয়ের প্রধান চরিত্রই তো গায়েব হয়ে যাবে, তাই না? ওটিয়োসাসের বাসিন্দারা যখন দেখবে যে বেনজামিন উইলোবি গায়েব হয়ে গিয়েছে, ওরা কী সন্দেহ করবে না? আর ওরা যদি একবার জানতে পারে এই বইয়ের লেখক কে...ওরা আমার পরিবার...মানে বেনজামিনের পরিবারকে শান্তিতে থাকতে দেবে না কখনো। সেক্ষেত্রে আমি নিজের জগতে ফিরে যাওয়ার পর ওদেরকে কী যুক্তি দেখানো হবে?'

প্রকৃতি খানিকক্ষণ চুপ রইলো। 'তাদেরকে কোনো যুক্তিই দেখানোর প্রয়োজন পড়বে না।'

'ওকে, জিনিয়াস,' ল্যাংস্টন বলে উঠল, 'শোনাও তোমার ব্যাখ্যা–কেন তাদেরকে কোনো *যুক্তিই* দেখানোর প্রয়োজন পড়বে না।'

'ব্যাখ্যাটা হচ্ছে,' গুরু গম্ভীর স্বরটা বলে উঠল, 'কেইডেন ল্যাংস্টন তার নিজের জগতে ফিরে গেলেও, বেনজামিন উইলোবি ওটিয়োসাসেই থেকে যাবে।'

'ইউ আর ইনসেইন,' কেইডেন চিৎকার করে উঠল এবার। 'আমি একই সাথে বই এর বাইরের জগতে, আবার ভেতরের জগতে কিভাবে থাকবো?'

'তোমাকে একই সাথে দুই জায়গায় থাকতে কে বলেছে?' কণ্ঠটা জিজ্ঞেস করল। 'তুমি উপরের জগতেই থাকবে। এই জগত থেকে যেই মুহূর্তে তুমি বিদায় নেবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভারসাম্য বজায় থাকার জন্যে নিজে থেকেই তোমার আরেকটা কপি তৈরি হবে, যে তোমার যায়গাটা দখল করে নেবে। বেনজামিন উইলোবি হিসেবে ওটিয়োসাসে বেঁচে থাকবে সে।'

'কিন্তু,' কেইডেন আবারো ভুল খুঁজে পেলো, 'যদি আমার কপি তৈরি হয়, সেটাও তো একজন কেইডেন ল্যাংস্টনই হবে, তাই না? তাহলে তো সেও বইটার রাইটারই হবে। আর আমার মতোই, তার স্থানও ওটিয়োসাস নয়, ওপাশের জগতে হবে। এবং তখন ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ওকে উপরে পাঠিয়ে দিয়ে আবারো একটি কপি তৈরি হবে। কিন্তু যাকে তৈরি করা হবে সেও কেইডেন ল্যাংস্টন হবে, এরপর তাকেও পাঠিয়ে দেয়া হবে, আরেকটি কপি তৈরি হবে, এরপর আবারো...তারপর আবারো...ব্যাপারটা কখনোই থামবে না, চলতেই থাকবে।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, সত্য,' ড্রাগোমির স্বীকার করল।

'তাহলে?' ল্যাংস্টন হতাশ হয়ে ওর কপালের উপর থাকা চুলগুলোকে হাতের মুঠোতে ধরলো। 'এর থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই কি নেই তোমার হাতে?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে উপরে কে আছে,' প্রকৃতি যথেষ্ট শান্ত ভাবেই বলল।

আর তখনি, কেইডেন ল্যাংস্টন বুঝতে পারলো কী হতে যাচ্ছে। ওর চেহারায় বোধশক্তি দেখা দিয়েছে দেখে প্রকৃতি হেসে উঠল। 'জাস্ট ওয়াচ।'

কেইডেন চোখ বন্ধ করল, কল্পনায় ওটা হতে দেখলো সে–আনিকা জুলফিকার কলম হাতে নিয়ে একটি শব্দ লিখছে বইতে, সৃষ্টি করছে একটি চরিত্র।

বেনজামিন উইলোবি

আর ওর ধারনাকে সত্য প্রমাণ করতেই যেন আশেপাশে আবার ঝড় বইতে লাগল। সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। সময় আবার সচল হওয়া শুরু করে দিয়েছে। কেমন যেন একটা ভোঁ-ভোঁ জাতীয় শব্দ হচ্ছে, যেন অনেকক্ষণ বন্ধ থাকার পর অনেক বড়সড় একটা ইঞ্জিন আবারো চালু হয়ে গিয়েছে।

কেইডেন ল্যাংস্টন নিজের ভেতর আলাদা একটা সত্তাকে অনুভব করছে এখন–এমন এক সত্তা, যে হুবহু ওর মতোই, কিন্তু এরপরেও...সে নয়। প্রতিটি মুহূর্তে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে নতুন সত্তাটা।

কেইডেন বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছে যে কেন এমন হচ্ছে। বইয়ের ভেতর ওর থাকার কথা নয়, ওটার মূল কাহিনীতে তো অবশ্যই নয়। ওকে একরকম জোর করেই বইটা নিজের ভেতর ধরে রেখেছে এতদিন। যেই মুহূর্তে আনিকা বইয়ের পাতায় বেনজামিন উইলোবির নামটি লিখল, ঠিক সেই মুহূর্তে এই নামে একটি চরিত্র তৈরি হলো, যার চেহারা, গঠন, স্বভাব এবং স্মৃতি সবকিছুই কেইডেন এর মতো, কিন্তু সে এরপরেও কেইডেন নয়, শুধুই বেনজামিন উইলোবি–বইয়ের প্রধান চরিত্র।

তবে যেহেতু বইতে আগে থেকেই বেনজামিন উইলোবি নামে একটি চরিত্র ছিল, সেহেতু নতুন সৃষ্ট চরিত্রটি পূর্বের চরিত্রটির সাথে একীভূত হতে চেয়েছিল শুরুতে। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল অন্য জায়গায়–এই দুটি চরিত্রের গঠন প্রকৃতি একই হলেও তারা সম্পূর্ণ আলাদা দুটি সত্তা। একজন হচ্ছে বইটির লেখক যে একই সাথে প্রধান চরিত্র হিসেবেও ছিল এতদিন, আর অপরজন এই বইয়ের শুধুই প্রধান চরিত্র, কিন্তু লেখক নয়। আর যেহেতু কেইডেন ল্যাংস্টনের প্রকৃত স্থান এই জগতে নয়, তার নিজের জগতে, তাই সৃষ্ট নতুন চরিত্রটি প্রাকৃতিক নিয়মেই নিজের স্থান দখল করতে চাইছে প্রতিটি মুহূর্তে। আর যেই মুহূর্তে কেইডেন ল্যাংস্টন ওকে নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তারও বিদায়ের ঘণ্টা বেজে যাবে–ওকে ফিরে যেতে হবে তার নিজের জগতে।

আসল সমস্যাটা শুরু হবে ঠিক তখনি।

BanglaBook.org

কেইডেন ল্যাংস্টন যেহেতু বইয়ের কাহিনীর শুরু থেকেই প্রধান প্রটাগনিস্ট বেনজামিন উইলোবি হিসেবে ছিল, অতএব, বইটির মূল কাহিনী শেষ হওয়া পর্যন্ত ওকে অবশ্যই ওটিয়োসাসে থাকতে হবে। এর আগেই যদি ওকে বই থেকে বের করে দিয়ে নতুন চরিত্রটি তার স্থান দখল করে ফেলে, সেটার ফল যে খুব একটা ভালো হবে না, সেটা বুঝতে ল্যাংস্টনের মোটেও কষ্ট হচ্ছে না।

'ওটাকে আরো কিছুক্ষণ নিজের ভেতর ধরে রাখো, কেইডেন,' প্রকৃতি ঠাণ্ডা স্বরে বলতে লাগল। 'নাহলে তীরে এসে তরী ডুবে যাবে। ড্রাগনটা মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমাকে ওটিয়োসাসে থাকতেই হবে। ওটা চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত নতুন সত্তাটাকে বেরিয়ে যাওয়া থেকে তোমার বিরত রাখতেই হবে।'

'ইয়া, পিস অফ কেক,' কেইডেন ল্যাংস্টন অনেক কষ্টে উত্তর দিল।

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ১৩
রিজারেকশান

কেইডেন ল্যাংস্টন হাঁপাচ্ছে; ঘোর লাগা অনুভূতিটা কতক্ষণ ছিল, সে জানে না–সম্ভবত, ওদের পুরো কথোপকথনটি লিখতে আনিকার যতক্ষণ লেগেছে, ততক্ষণ। এবং যেহেতু এখন আর সেই অদ্ভুত অনুভূতিটি নেই, তারমানে হচ্ছে আনিকা ইতিমধ্যেই লিখে ফেলেছে সবকিছু। এবার নিশ্চিতভাবেই শেষ অংশটুকু লেখার কাজে হাত দিয়েছে ও।

তবে নতুন সত্তাটাকে নিজের ভেতরে ধরে রাখতে অনেক কচ্ছে হচ্ছে ল্যাংস্টনের। একটু আগে যা দেখেছে, এবং শুনেছে সে, ওগুলো এই একদিন আগেও যদি তাকে কেউ বলতো, সে নির্ঘাত ভাবতো যে ঐ লোকের মাথায় সমস্যা আছে। তবে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, ওর সামনে পানিতে তলিয়ে যেতে থাকা ড্রাগনটা গোড়া থেকেই সব জানতো।

'এবার বলো, ব্রাদার,' ড্রাগোমির বলল; সময় সচল হয়ে যাওয়ার সাথে-সাথে সেও সচল হয়ে গিয়েছে, 'এই লোকগুলোকে আমি হত্যা করেছি, নাকি অন্য কেউ করেছে? তুমি তো এই মাত্রই সব দেখে আসলে, তাই না?'

'কিন্তু, আমি কী দেখেছি, সেটা তুমি জানো কিভাবে?' কথাগুলো বলতেই অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে ওকে। 'তুমি তো পুরোটা সময় স্থবির হয়ে ছিলে, তাই না?'

'যে মুহূর্তে খাঁচাটা আমাকে ঘিরে ধরেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই আমার মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। আমার সত্তাটা ধীরে-ধীরে প্রকৃতির সাথে বিলীন হয়ে যাচ্ছে...প্রতিটা মুহূর্তে। আর তাই, আমার দেহটা স্থবির থাকলেও আমার অস্তিত্বের একটা অংশ সচল ছিল, যেটা এখন প্রকৃতিরই অংশ। আর তাই, স্বাভাবিকভাবেই আমি জানি সবকিছু। যা যা ও তোমাকে বলেছে, সব।'

ল্যাংস্টন কিছুই বলছে না। পুরো ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে, ততই ভালো ওর জন্যে।

BanglaBook.org

'কেইডেন ল্যাংস্টন,' ড্রাগোমির বলল, 'তোমার লেখিনীর মাধ্যমেই এই বইটা জীবন পেয়েছে। আর তাই, যুক্তি অনুযায়ী, এখানে যা কিছু হয়েছে, সবকিছুর জন্যে তুমিই দায়ী। ওটিয়োসাসের প্রতি ফোঁটা রক্তের দায় তোমার ঘাড়েই বর্তায়। কেন জীবন দিয়েছ একে ল্যাংস্টন, কেন?'

লেখক কোনো জবাব দিতে পারছে না, স্রেফ নিচের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

'তুমি যদি একে জীবন না দিতে, তাহলে ড্রাগোমির নামের বইটা স্রেফ একটি জড় বস্তু হতো, ওর কোনো সত্যিকারের অস্তিত্বই থাকতো না,' ড্রাগোমির বলল, ওর গলায় ক্ষোভ। 'নিজের স্বজাতিদের হারিয়ে অনেক কষ্ট পাচ্ছো তুমি, তাই না? ভেবে দেখো, আমাদের জগতের যদি কোনো অস্তিত্বই না থাকতো, তাহলে কি এতগুলো লোক প্রাণ হারাতো? এতগুলো শিশুর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়তো? এতগুলো মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করতো? ওদের হারিয়ে যে ব্যথা তুমি ভোগ করছো, সেটা কি পেতে? সবচেয়ে বড় কথা, তুমি যদি এটার ভেতর জীবন সঞ্চার না করতে, ল্যাংস্টন, তাহলে ড্রাগোমির স্রেফ একজন ফিকশনাল চরিত্র হতো, যার কোনো অনুভূতি থাকতো না, আবেগ থাকতো না, যার দুঃখ-দুর্দশা থাকতো না।'

'তোমার দুঃখ-দুর্দশা?' ল্যাংস্টন বেশ অবাক হলো। 'হ্যাঁ আমি মানছি যে ওটিয়োসাসের সমস্ত মানুষের পরিণতির জন্যে আমিই দায়ী। আমার হাতেই শুরু হয়েছিল সবকিছু। যদিও বইটাকে জীবন দেয়ার আমার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, এবং পুরো ব্যাপারটাই ছিল একটা এক্সিডেন্ট...কিন্তু এরপরেও...যেহেতু সবকিছু আমার মাধ্যমেই শুরু হয়েছে, তাই সবার যাতনার ভার আমি নিচ্ছি। কিন্তু তুমি আর বাকি সবাই তো এক নও। তোমার তো কোনো দুঃখ থাকার কথা নয়। তুমি স্রেফ একজন...স্রেফ...'

অদ্ভুত শব্দহীনতায় ভুগছে লেখক–এমনটা তো আগে কখনো হয়নি ওর সাথে!

'স্রেফ একজন ভিলেন। এই-ই তো বলতে চাচ্ছো, তাই না?' ড্রাগোমির যেন ফুঁসে উঠল হঠাত করেই। ওর নাকের ফুটো দিয়ে গরম বাতাস বেরোতে লাগল। 'কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো যে আমিও একজন রক্ত-মাংসে গড়া প্রাণী। তোমার যেমন আবেগ-অনুভূতি আছে, আমারও তেমনি আছে। কোথাও কেটে গেলে তোমার যেমন রক্ত বেরোয়, প্রচণ্ড ব্যথার অনুভূতি হয়, আমারও তেমনি রক্ত বেরোয়, অসম্ভব কষ্ট হয়।'

ড্রাগোমিরের নষ্ট হয়ে যাওয়া ডান চোখের কোণায় কয়েক ফোঁটা রক্ত লেগে আছে তখনো। ওদিকে তাকিয়েই চোখটা সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো কেইডেন। নিজেকে খুব হীনমন্য বলে মনে হচ্ছে এখন।

'আমি কেন ভিলেন, ল্যাংস্টন?' কারণ, আমাকে সে-ই ভিলেইন বানিয়েছে–আমার স্রষ্টা, প্রকৃতি।'

BanglaBook.org

কেইডেন কিছু সময়ের জন্যে ভুলেই গিয়েছিল যে ড্রাগোমির চরিত্রটা ওর নিজের হাতে লেখা নয়। ওটা ওটিয়োসাসের প্রকৃতির নিজের হাতে লেখা–প্রকৃতির অংশ।

'আমি তো এমন হতে চাইনি, ভাই। তোমার সবই আছে–পরিবার, বাবা-মা, বন্ধু, বিরক্তিকর, কিন্তু অত্যন্ত আদুরে কাজিন, একজন মজার আঙ্কেল...তুমি যখন লড়াই করছিলে এখানে আমার সাথে, তখন সবাই তোমার জন্যে অনেক চিন্তা করছিল, কাঁদছিল। আমি জানি ওরা সেটা করছিল। তোমাদের মানুষদের কাজই এটা, আপনজনের জন্যে অশ্রু বিসর্জন করা। এমনকি দেখো, ওটিয়োসাস গভর্নর পল জোডিয়্যাক তোমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন। নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন তোমার জন্যে। আমার জন্যে কে চিন্তা করছে, ল্যাংস্টন? আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে কী এই মুহূর্তে কেউ এগিয়ে আসবে?'

কেইডেন ল্যাংস্টন তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো, এটার কোনো জবাবই নেই ওর কাছে।

'কেউই না,' হিসহিস করে উঠল ড্রাগোমির। 'আমার কোনো পরিবার নেই, বাবা-মা নেই, বন্ধু নেই। আমাকে মেরে ফেললেও কেউ এক ফোঁটা কাঁদবে না। তুমি একবার ভাবতে পেরেছো, কেইডেন, যে একজন আবেগ-অনুভূতি সম্পন্ন জীবিত প্রানীর জন্যে এটা কতটা হতাশার–সবার কাছেই ঘৃণিত হওয়া, নরকের কীট এর মতো ব্যবহার পাওয়া, সবার দ্বারা প্রতিনিয়ত অভিশপ্ত হওয়া, যাতে তুমি মরে পচে যাও। পৃথিবীর কেউই তোমাকে চায় না, কেউ না–এই অনুভূতিটা...এই নির্দিষ্ট উপলব্ধিটা...ক্যান ইউ নট ফিল ইট ইয়েট, ব্রাদার?'

অবশেষে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো কেইডেন। নিজেকে এখন প্রচণ্ড অপরাধী মনে হচ্ছে ওর। গলায় মনে হচ্ছে কিছু একটা আঁটকে আছে। অনেক কষ্টে নিচু কণ্ঠে কোনোভাবে বলতে পারলো, 'ইয়েস ব্রাদার, আই ক্যান ফিল ইট।'

'তবে সবচেয়ে খারাপ কখন লাগে জানো, ভাই?' ড্রাগোমির বলল। 'যখন তোমার সৃষ্টিকর্তাও তোমাকে ঘৃণা করে।'

'সে...সে তোমাকে ঘৃণা করে না...' ইতস্তত করতে লাগল ল্যাংস্টন।

'আর ইউ শিওর?' ড্রাগোমির ওর সুস্থ চোখটা সংকুচিত করে তাকাল ওর দিকে।

জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টিতে যেন পুড়েই ছাই হয়ে গেল কেইডেন। ওর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোচ্ছে না।

'ভেবে দেখো, আমাকে হত্যা করার উপায় সেই-ই কিন্তু বাতলে দিয়েছিল তোমাকে–ওরাকল মেয়েটার মাধ্যমে। শুরু থেকেই সে চাইছিল আমার মৃত্যু হোক, তোমার হাতে। আমাকে তৈরিই করা হয়েছিল যাতে গল্পের প্রধান প্রটাগনিস্ট বেনজামিন এর হাতে সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে মরতে পারি, সে জন্যে। তাহলেই দেখো, এমনকি সেও আমাকে ভালবাসে না! আমার নিজের স্রষ্টাই আমার মৃত্যু চায়!

BanglaBook.org

আর যে প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা নিজেই তার মৃত্যু চায়, তার চেয়ে অসহায় জীব এই দুনিয়ায় আরেকটা নেই, ল্যাংস্টন।'

ভেতরে থাকা সত্তাটা জোরে ধাক্কা দিয়ে উঠল; আরেকটু হলে বেরিয়েই যাচ্ছিল সে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল কেইডেন। আর একটু, আর দুই মিনিট। নিজেকে বোঝাতে লাগল সে।

'আর এই সবকিছুই শুরু হয়েছে,' ড্রাগনটা বলতে থাকল, 'তোমার এই বইকে জীবন দেয়ার মধ্য দিয়ে। তোমার লেখনী ক্ষমতার কারণে। তুমি যদি এই বইটা না লিখতে, একে জীবন না দিতে, তাহলে ওটিয়োসাস হতো স্রেফ এক কল্পলোকের ছায়াবৃত্ত, যার কোনো সত্যিকার অস্তিত্ব নেই। অতএব, এতগুলো লোকের খুনি আমি নই, কেইডেন। তুমি। তুমিই হত্যা করেছো ওদের।'

কেইডেন ল্যাংস্টন চুপ করে রইলো। ড্রাগনটার কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে।

'আর এই কারণেই, এই ক্ষমতাটা সবার কাছে ধরা দেয় না,' ড্রাগনটা বলল। 'যদি দিত, তাহলে কি অবস্থা হতো ভেবে দেখেছ? কোটি-কোটি জগত তৈরি হতো, যেগুলো স্রেফ একজনের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পরিচালিত হতো। ঐ জগতের কোনো প্রাণীরই স্বাধীন জীবন থাকতো না। সবাই তার লেখকের অধিনস্ত পুতুল হিসেবেই বেঁচে থাকতো, যাদের জীবনের কোনো মুল্যই তাদের ক্রিয়েটরের কাছে নেই।'

কেইডেনের মাথায় পুরনো স্মৃতি জেগে উঠল–একটা দশ ফুট লম্বা দানব, যার ডান হাতে শক্ত করে ধরা আছে একটা বল্লম, ওদেরকে বলছে, 'সেই কতকাল ধরে একা-একা এখানে পাহারা দিচ্ছি। সৃষ্টিকর্তার উপরে রাগ হয় মাঝে-মাঝে। তোমরা কত সুন্দর জীবন পেলে, কত বন্ধু-বান্ধব পেলে, যেখানে খুশি সেখানে যেতে পার, আর আমি? কোনো পরিবার নেই, বন্ধু নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই। কোথাও যেতেও পারি না আমি। অনন্তকাল ধরে আমাকে এখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হচ্ছে, এমনকি ঘুমানোর পর্যন্তও অধিকার নেই আমার...'

ম্যানিটোও কী ড্রাগোমিরের চেয়ে খুব একটা সুখী? সম্ভবত না। এমনকি ওরাকল হেনা, কিংবা গ্লোসারি দাদু, যাদেরকে সম্পুর্ণ পরিত্যক্ত করে রাখা হয়েছে ওটিয়োসাসের এক কোণে...ওদেরকে কী সুখী চরিত্র বলা যায়?

অবশেষে, লেখক বুঝতে পারলো, যে সে কী করেছে। অসংখ্য জীবন নিয়ে ছেলে খেলা করেছে ও। অনেকগুলো অসুখী অস্তিত্ব তৈরি করেছে, যারা কখনোই সুখী হতে পারবে না। বিনা অপরাধেই আজীবন একটা নির্দিষ্ট ছকে আঁটকে গিয়েছে ওদের জীবন।

আচমকা আকাশটা গুড়গুড় করে উঠল, বজ্রপাত নিচের সবকিছুকে ভাসিয়ে দিল আলোর বন্যায়।

ড্রাগোমিরের বিশাল শরীরটা নেতিয়ে পড়ছে, ওর চোখগুলো জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে কয়লার মতো কালো এবং প্রাণহীন হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

'নোওওও...ড্রাগোমির,' কেইডেন সাথে-সাথে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার দিকে তাকাও, প্লিজ...আমি তোমাকে সুস্থ করে দেবো...কাম অন ড্রাগোমির, ব্রিদ...'

'কেইডেন ল্যাংস্টন...' অনেক কষ্ট করে উচ্চারণ করল ড্রাগনটা, 'আমার খুব ইচ্ছে হয় নদীর খোলা পাড় ধরে দৌড়াতে, বালুকাবেলায় গড়াগড়ি খেতে, মায়ের আদর কেমন সেটা দেখতে। ইচ্ছে হয় এলিসিয়ার মতো একজন কাজিনের সাথে খুনসুটি করতে, বন্ধুদের সাথে একসাথে স্কুলে যেতে, আড্ডা দিতে। ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়ে, নতুন শরীরে, নতুন ভাগ্য নিয়ে...আমার ইচ্ছে হয়...খুব...খুব...তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকতে...ঘৃণিত হয়ে নয়...ভালবাসা নিয়ে...'

ড্রাগোমিরের কণ্ঠটা থেমে এলো, চোখ দুটো নিভে গেল পুরোপুরি, যেন কেউ এইমাত্র ওখানে পানি ঢেলে দিয়েছে। শেষবারের মতো কাঁপুনি দিয়ে বিশাল-বিশাল ডানা দুটো ঝপাস শব্দ তুলে পানিতে হারিয়ে গেল, যেন উড়তে চাইছিল ও, এই প্রতিহিংসার জগত থেকে অনেক-অনেক দূরে চলে যেতে চাইছিল।

নদীর চারকুল কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল একটি ছেলের হাহাকার। আকাশের দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠল সে। সাথে-সাথে আলোর বন্যায় ভেসে গেল নিচের সবকিছু।

'লেট ইট গো, লর্ড,' একটা গুরুগম্ভীর গলা বলে উঠল।

এতক্ষণ ধরে আটকে থাকা অস্তিত্বটাকে বেরোতে দিল সে। ওর গোটা শরীরে ভয়াবহ রকম কম্পনের সৃষ্টি করে তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একটা ছায়া অস্তিত্ব–এখনো পুরোপুরি দেহ ধারণ করেনি ওটা।

ওর মনে হলো তাকে কেউ একজন উপরের দিকে টানছে প্রবল বেগে, যেন সে অনেক দ্রুতগামী একটা লিফটে চড়েছে। প্রতি মুহূর্তে যার গতি বেড়েই চলেছে। চিরতরে উপরে হারিয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো দৃশ্যটা দেখতে পেল সে–নদীর বুকে বিশাল এক গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে, আর দানবীয় শরীরটা ধীরে-ধীরে সেই গর্তের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে। নদীর তীরে ছায়া-অস্তিত্বটার নতুন শরীর তৈরি হচ্ছে–আর কয়েক সেকেন্ড এর মাঝেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে ও।

চারপাশ থেকে একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ধেয়ে আসছেঃ *প্রকৃতিকে কখনো বোঝার চেষ্টা করো না, সে খুবই দুর্বোধ্য, জটিল, এবং রহস্যময়।*

সব কিছু হঠাত করেই থেমে গেল এবং কেইডেন ল্যাংস্টন নিজেকে আবিষ্কার করল অন্য এক জগতে–ওর নিজের জগতে, যেখানে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল কালো চুলের কেউ একজন; ওর স্ত্রী, আনিকা জুলফিকার।

মেয়েটা এক দৌড়ে ছুটে এসে নিজেকে ওর বুকে ছুঁড়ে দিল। ফিরে আসা, এবং ফিরে পাওয়ার আনন্দে কাঁপছে ওরা দু'জনেই।

BanglaBook.org

চ্যাপ্টার ১৪
রি-ইউনিয়ন

পাঁচ বছর পর

বেনজামিনদের বাড়িতে আজ উৎসব চলছে সেই সকাল থেকেই। এলিসিয়ার কয়েকশো জোকস আর আঙ্কেল ইভানের কবিতাও ওর মূড নষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পুরো ঘরে অগণিত অতিথির ভিড়। কাছের আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও আছেন ওটিয়োসাস গভর্নর এন্থনি ম্যাকোনিকোভ এবং সরকারী ও বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ। ওদের সবার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য একটাই–বেনজামিন এর ছোট্ট ভাইয়ের জন্মদিন উদযাপন করা। আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে সে এসেছিল ওদের মাঝে। বহু প্রতিক্ষায় থাকা ঐ দিনটিকে ওরা কখনোই ভুলবে না।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে খোলা মাঠে এসে দাঁড়াল বেনজামিন; মাঠটাকে দেখলে মনে হবে যেন মেলা বসেছে। ওর হাতের বামে বেশ কিছুটা দূরে ঘাসের উপর বসে আছেন আঙ্কেল ইভান, যাকে ঘিরে আছে অন্তত দশ-বারো জন মুগ্ধ শ্রোতা, যাদের বয়স সাত-আট এর বেশি হবে না। ওরা সবাই জানতে চাইছে উনার রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার এর কথা, কিভাবে অসাধ্য সাধন করে ফেললেন সে কথা।

উনার পাশেই মাটিতে বসে আছে ম্যানিটো। ওর হাতে আর কোনো জ্যাভেলিন নেই, তার পরিবর্তে একটা ক্যান দেখা যাচ্ছে, তবে সেখানে কফি নয়, জুস আছে। গল্পের এক পর্যায়ে বাচ্চাগুলো জানতে চাইলো যে, গল্পে যে দুর্ধষ মিনেটোরের সাথে দেখা হয়েছিল তাঁর, তাকে উনি কিভাবে অতিক্রম করে গুহার মুখ দিয়ে ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

এই পর্যায়ে আঙ্কেল ইভান বেশ বিব্রতকর ভঙ্গিতে হেসে আড় চোখে ম্যানিটোর দিকে তাকালেন, যে শুরুতে বেশ গম্ভির একটা মুখভঙ্গি করল–দেখে মনে হচ্ছে এখুনি ঘুষি বসিয়ে দেবে কারো নাকে। কিন্তু সবাইকে ভুল প্রমাণ করে ম্যানিটো

BanglaBook.org

শব্দ করে হেসে উঠল, এরপর আঙ্কেল ইভানের মাথায় চাঁটি মেরে নিজেই গল্পটা বলতে শুরু করে দিল।

'সে এক কবিতা ছিল মাইরি...তোমরা যদি সেটা ওর মুখে শুনতে...গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তোমরাও না ঘুমিয়ে পারতে না...'

আংকেল ইভানের তীক্ষ্ম প্রতিবাদ আর ম্যানিটোর উচ্চ-স্বরে হাসির শব্দ হারিয়ে গেল মিষ্টি এক কণ্ঠে। 'এপল সিডার চলবে, বেনজামিন?'

ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্লিম, লম্বা, কালো চুলের এক তরুনী, যার হাতে একটা ট্রে ধরা, যেটাতে বেশ কয়েকটা খালি গ্লাস আর একটা কাঁচের বড় জগ শোভা পাচ্ছে, যেটা লাল রঙের জুসে পূর্ণ।

মেয়েটা নিজের চুলগুলোকে কাঁধের একপাশে দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ডান পাশে ছেড়ে দিয়েছে। মাথায় পড়েছে লরেল মুকুট। অসম্ভব ফর্সা মুখটা সূর্যের আলোয় যেন ঝলসে যাচ্ছে। খুব সুন্দর করে একটা নীল রঙের লম্বা ড্রেস পরেছে। স্মিত হাসিতেই দু'পাশের গালে টোল দেখা যাচ্ছে।

'ধন্যবাদ, আন্ট হেনা!' বেনজামিন এক গাল হেসে বলল। 'এপল সিডার আমার ফেভারিট, তুমি তো জানোই।'

'এবং সকাল থেকে কয় গ্লাস খেয়েছ তুমি, সেটা হিসেব করলে এটা বুঝতে কষ্ট হবে না কারোই,' হেনা মিষ্টি হেসে টিটকারি মারল, এরপর মনোযোগ দিয়ে গ্লাসে জুস ঢালতে লাগল। 'এই যে ধরো, তোমার এপল সিডার। আমাকে এখন একটু ওদিকে যেতে হবে, কেমন? আর...কিছুদূর এগোলেই পাজিগুলোকে দেখতে পাবে তুমি। ইভানের তো এসব দিকে কোনো খেয়ালই নেই...তো...তুমি একটু খেয়াল রেখো ওদের, কেমন?'

এই বলেই বেনজামিনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে হেনা চলে গেল রাস্তাটা ধরে। বেনজামিন ওর চলার পথে চেয়ে রইলো। যদিও মাঝখানে পাঁচটা বছর চলে গিয়েছে, কিন্তু ওর এখনো এটা ভাবতে অবাক লাগে যে, আন্টি হেনা একসময় ওটিয়োসাসের ওরাকল ছিল। এখন অবশ্য ওর কথা-বার্তায় কোনো রহস্যময়তা নেই, আর দশজনের মতো স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই কথা বলে ও।

ঐদিন বেনজামিনের সাথে ড্রাগোমিরের ঠিক কী হয়েছিল, সেটা ওটিয়োসাসের কেউই জানে না। পুরোপুরি সত্যটা কাউকেই সে বলেনি, শুধু এলিসিয়া আর আঙ্কেল ইভানকে ছাড়া। ওরা দুজন পুরো ব্যাপারটাতেই ওর পাশে ছিল, কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। আর তাই, ওরা সত্যটা জানার অধিকার রাখে।

তবে ওর মনে হয় না যে এই দুইজনের বাইরে ওটিয়োসাসের অন্য লোকেরা যদি একবার জানতে পারে যে সে-ই ছিল ওদের বইটার রাইটার, তাহলে ওরা নিজেদের হিরোকে ভালো চোখে দেখবে। আর তাছাড়া ব্যাপারটা এত বেশি জটিল, আর দুর্বোধ্য যে এটা এক কথায় বোঝানো সম্ভব নয়। এবং বেশিরভাগ লোকেরই পুরো কথাটা শোনার ধৈর্য্য থাকে না। তাই সে সত্যটা বলার চেয়ে না বলাটাকেই শ্রেয় বলে

BanglaBook.org

ভেবেছে। কিছু-কিছু বোঝা থাকে, যা একান্তই নিজের। এই বোঝার ভার যত কম মানুষকে দেয়া যায়, ততই ভালো।

তবে ওটিয়োসাসের আরো দুজন ব্যক্তি সত্যটা জানে। হেনা, এবং গ্লোসারি দাদু। ওটিয়োসাসের প্রকৃতির অংশ হিসেবে শুরু থেকেই ওরা সবকিছু জানতো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাটির রাস্তাটা ধরে হাঁটতে লাগল বেনজামিন। মনের ভেতর শত-শত চিন্তা এসে ভর করেছে।

এখনো মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে বেনজামিন। ও দেখে যে বিশাল এক প্রাণী ওর কাছে বাঁচার আকুতি জানিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত, ওটা তার ডানা দুটো ঝাপটে যাচ্ছে জীবনের তাগিদে...ব্যাপারটা কতটা ভয়ংকর, হৃদয় বিদারক, এটা ও ছাড়া কেউই বুঝবে না।

লেখক কেইডেন ল্যাংস্টন ওর জগতে ফিরে যাওয়ার পর সে নিজেকে আবিষ্কার করে নদীর বালুকাবেলায়। ওর মুখের উপর ঝুঁকে ছিল এলিসিয়া আর আংকেল ইভান। চারপাশ থেকে তখন লোকজনের জমায়েত হওয়া শুরু হয়েছিল নদীর তীরে। হাজার-হাজার লোক যখন ওর নাম ধরে স্লোগান দিচ্ছিল...ওর তখনকার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো ছিল না। ওরা যদি ঘূনাক্ষরেও জানতো...

তবে ওদের জীবনের সেরা চমক ছিল সেদিন, যেদিন শহরের চৌরাস্তার মোড়ে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। ঘোড়াগুলো অসম্ভব সাদা, ওদের শরীর থেকে সারাক্ষণই রুপোলি আলোর বিকিরণ ছড়াচ্ছিল চারপাশে। গাড়িটার গায়ে অনেক আঁকিবুকি–রাজকীয় একটা ভাব ছিল ওটাতে।

পুরো ওটিয়োসাস এসে জমায়েত হয়েছিল সেদিন চৌরাস্তার মোড়ে। প্রথমে গাড়ি থেকে নামল দশ ফুটের এক লম্বা দানব–ম্যানিটো। ওকে দেখেই যে যার মতো ছুটে পালাতে থাকল। সবাই ভেবে বসলো যে ওটিয়োসাসে নতুন দানবের আগমণ হয়েছে। বেনজামিন, এলিসিয়া আর আংকেল ইভান এসে কোনোমতে পরিস্থিতি সামাল দিলেন, নাহলে হয়তো উইজার্ড আর উইচরা মিলিত ভাবে আক্রমণ শুরু করে দিত ম্যানিটোর উপর। আংকেল ইভানকে দেখেই দৌড় দিয়ে উনার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ম্যানিটো। আংকেল ইভানকে চিঁড়ে চ্যাপটা করে দিতে-দিতে উনার কাছে অজস্রবার ক্ষমা চায় যুদ্ধক্ষেত্রে তার ব্যবহারের জন্যে যদিও সেখানে তার কোনো দোষই ছিল না।

আশেপাশের মানুষ ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে এই দানব সম্পুর্ণ নিরাপদ। ওরা হট্টগোল না করে উৎসুক চোখে দেখতে লাগল।

গাড়ি থেকে এরপর নামলেন অতি বৃদ্ধ এক লোক–ভ্যালহার্টো ফ্ল্যুরেসেন্টিকো সার্কোফ্যাগাস। উনি নেমেই চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পল জোডিয়্যাকের মূর্তির পাদদেশে উঠে গেলেন। এরপর ওটিয়োসাসের উদ্দেশ্যে ছোট-খাটো একটা ভাষন দিতে লাগলেন। লোকজন যখন তার খটমটে নাম শুনে মাথা চুলকাচ্ছিল, তখন ভিড়ের

BanglaBook.org

মধ্য থেকে কেউ একজন বলে উঠেছিল, 'তারচেয়ে আমরা বরং উনাকে গ্রোসারি দাদু বলেই ডাকি।'

গ্রোসারি দাদুর উত্তপ্ত দৃষ্টি যখন লোকটার উপর পড়ল, তখনি আমষি পাতার মতো শুকিয়ে গেলেন বুড়োটা; আংকেল ইভানের রুঢ় ব্যবহার এখনো ভুলতে পারেননি উনি।

গ্রোসারি দাদুর বক্তৃতার পরেই ম্যানিটো তার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিল, যেটার অর্ধেকটা জুড়েই ছিল এই চারটি শব্দঃ *বন্ধু ছাড়া লাইফ ইম্পসিবল!*

সবার শেষে নেমে এলো সে। ওর কালো চুলগুলোকে পেছন দিকে ব্রেইড করে রেখেছে। মুখে একটা মায়াময় হাসি। দু'পাশের গালে টোল পড়েছে–হেনা। এসেই অস্থায়ী মঞ্চটার উপর দাঁড়াল সে। ও তার মিষ্টি গলায় যখন কথা বলছিল, চারপাশের সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। বেনজামিন খেয়াল করেছিল যে হেনার মাঝে বেশ কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। ওর শরীরের স্বর্গীয় আভাটা এখন আর নেই। কণ্ঠের রহস্যময়তা উধাও হয়ে সেখানে বাস্তবতার ছোঁয়া দেখা দিয়েছে।

ও জানাল যে লেখক তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়ার জন্যে প্রকৃতির কাছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুপারিশ করেছেন। হেনা এ পর্যায়ে বেনজামিনের দিকে তাকিয়ে বাম চোখ টিপল। গ্রোসারি দাদুও হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুধু ম্যানিটোর কোনো ভাবান্তর ছিল না–ও এসবের কিছুই জানতো না।

হেনার কাছেই তারা সবাই জানতে পারলো যে গুহাটার ভেতর আনিকা জুলফিকারের সাথে কী-কী হয়েছিল, কার-কার মোকাবেলা করতে হয়েছিল ওকে, এবং সে প্রতিটা বাঁধা কিভাবে নিজ বুদ্ধিমত্তা আর সাহসিকতার সাথে উতরে গিয়েছিল।

একদম শেষের দিকে সে যখন জানাল যে আনিকা আর কখনোই ফিরে আসবে না, তখন সবাই প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো চুপ ছিল। বেনজামিন, এলিসিয়া আর আংকেল ইভান মাথা নিচু করে রইলো, ওরা তিনজনেই প্রকৃত সত্যটা জানতো।

যদিও হেনা পুরো সত্যটা বলেনি। আনিকার আসল পরিচয় সে সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছে। সে শুধু ওদেরকে এইটুকু বলেছিল যে ওপাশের জগতে গিয়ে আনিকা, লেখককে বোঝাতে সক্ষম হয়, এবং লেখক আর কোনো রক্তপাত ছাড়াই ড্রাগনটাকে হত্যা করেন বেনজামিনের মাধ্যমে।

হেনার ফিরে আসার কাহিনীটা বেশ অদ্ভুত, এবং চমকপ্রদ। যেই মুহূর্তে আনিকা ওটিয়োসাসের ওরাকলকে হত্যা করল, ঠিক সেই মুহূর্তে বই থেকে বেরোনোর দরজাটা পুরোপুরিই গায়েব হয়ে যায়। হেনা মারা যাওয়ার সাথে-সাথে একটা *ফ্যাটাল এরর* দেখা দেয় প্রকৃতিতে, আর সেটা হচ্ছে–ওটিয়োসাসের ওরাকলের রক্ত ছাড়া যেহেতু দরজাটা কোনোভাবেই খোলা যাবে না, এবং যেহেতু ওরাকল মারা গিয়েছে, সেহেতু দরজাটার অস্তিত্বই তখন অর্থহীন হয়ে যায়। আর তাই, ভারসাম্য রক্ষার জন্যে দরজাটাই গায়েব করে দেয় প্রকৃতি। এবং লেখকের ব্যক্তিগত অনুরোধে হেনাকে দেয় নতুন এক জীবন।

BanglaBook.org

অন্যরা না বুঝলেও, বেনজামিন, এলিসিয়া আর আংকেল ইভান ঠিকই বুঝেছিল যে অনুরোধটা আসলে কার ছিল।

তবে ব্যাপারটা যে শুধু হেনার নতুন জীবন পাওয়ার ভেতরেই থেমে গিয়েছিল, তা নয়, বরং সেটা আরো একটি নতুন জীবনের সূচনা করল। যেই মুহূর্তে দরজাটা অদৃশ্য হয়ে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তেই গুহাটার মুখে ম্যানিটোর প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে গিয়েছিল। এবং সাথে-সাথে, ওকেও দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছিল।

গ্লোসারি দাদুর ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা, গল্পটা শেষে উনি এমনিতেই সবার মাঝে বাস করতে পারতেন। এরপর প্রকৃতি নিজেই এই তিনজনকে মিলিয়ে দেয়, এবং বিশেষ ব্যবস্থায় ওদেরকে শহরে পৌঁছে দেয়।

বক্তব্য শেষে হেনা জানতে চায়, যেহেতু ওটিয়োসাসে তার থাকার কোনো জায়গাই নেই, কেউ কি তাকে নিজের বাসায় আশ্রয় আর ছোট-খাটো কোনো চাকরি দেবে কি না। অন্য যুবকেরা পা নাড়ানোর আগেই আংকেল ইভান এ পর্যায়ে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে ভিড়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে হেনার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর পুরো ওটিয়োসাসের বিস্ফারিত চোখের সামনে হেনার সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন: *উইল ইউ বি মাই ওয়াইফ?*

হেনার মিষ্টি হেসে সায় দেয়ার আগেই উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল–লাল, নীল আর বেগুনি পটকা ফুটানো শুরু করে দিয়েছিল ম্যানিটো; ও আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল এর জন্যে। এবং তারপর থেকেই, ম্যানিটো বসবাস করছে হেনা আর আংকেল ইভানের বাড়িতে, আর গ্লোসারি দাদু থাকছেন বেনজামিনদের এখানে।

খিলখিল হাসির শব্দে ঘোর কাটল ওর। কিছুদূর সামনেই বামে ঘাসের উপর খেলছে দশ-বারোটা বাচ্চা। ওদের সবার বয়সই তিন-চার এর ভেতরে। এদের মাঝে এক জোড়া যমজ বাচ্চা–একটা ছেলে আর একটা মেয়ে–সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। ওদের দুইজনকে দেখে নেতা গোছের বলেই মনে হচ্ছে। ছেলেটা হাত-পা ছুঁড়ে কী-কী যেন বলার চেষ্টা করছে–ওর শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে গভীর মনোযোগের সাথে সেসব শুনতে দেখা যাচ্ছে। যদিও ওর প্রতিটি বাক্য তাদের মাথার উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

হাহ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনজামিন। আংকেল ইভান তাঁর কাব্য প্রতিভা ইতিমধ্যেই পরবর্তি প্রজন্মে সঞ্চার করে দিয়েছেন। ছেলেটির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। ওকেও ঘিরে আছে উৎসুক জনতার ভিড়। মেয়েটার এই বয়সেই বেশ লম্বা চুল, মায়ের মতো করেই ডান পাশে ফেলে রেখেছে ওগুলো, মাথায় ছোট-খাটো লরেল মুকুট, বারবি ডলদের মতোই ধবধবে সাদা পোশাক পড়েছে সে, টোল পড়া হাসি উপহার দিচ্ছে একটু পরপর–একদম মিনিয়েচার হেনা।

পথটা ধরে এগোতে থাকল বেনজামিন। কিছুদূর যাওয়ার পরেই ডানের খোলা মাঠটায় দেখা পেল একজন অতি বৃদ্ধ লোকের। উনি পড়েছেন নীল রঙের একটা কোট, আর ম্যাচিং টাই। চুলগুলোতে কী যেন দিয়েছেন, ওগুলো একদম কালো হয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছে–দেখে মনে হচ্ছে, বয়স অর্ধেক কমে গিয়েছে। যদিও তাতে বিশেষ একটা ফারাক হবে না, কারণ এরপরেও অন্তত পাঁচশত বছরই হবে উনার বয়স।

নিঃশব্দে উনার পাশে গিয়ে দাঁড়াল বেনজামিন। উনাকে ঘিরে মাদুরের উপর বসে আছে ১৫-২০ জন কিশোর-কিশোরি। ওদেরকে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলছিলেন উনি। ছেলে-মেয়েগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ওরা গোগ্রাসে গিলছে।

'ঐ বুড়োটা আমাকে জুড়োয় চ্যালেঞ্জ করেছিল, বুঝলে? বুড়োটা বললেন। বেশ আয়েশ করেই বসেছেন উনি, দেখে মনে হচ্ছে অনেক উপভোগ করছেন ব্যাপারটা। 'আজ পর্যন্ত কখনো কোনো গ্লোসারি আমাকে জুড়োতে চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহস করেনি, আর সে কোন আউল-ফাউল বই থেকে এসেছে কে জানে, কোনো ম্যানার নেই, সভ্যতা নেই...আমি তো দিলাম ওকে এক ঘা লাগিয়ে, বেচারা ঘাড়ের ব্যথায় এক সপ্তাহ বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেনি...পরে তো আমার কাছে মাফ-টাফ চেয়ে সে কী কান্ড...'

খুকখুক করে কেশে উঠল বেনজামিন। পাঁই করে ঘুরে গেল বৃদ্ধের ঘাড়, বিরক্তির রেখা জমাট বাঁধছিল ওর কপালে। কিন্তু কাশির উৎস দেখে গলা একদম খাদে নেমে এলো। 'আহ...বেনজামিন, মাই ল্যাড...এসো আমাদের সাথে জয়েন করো। ওদেরকে মাত্র শোনাচ্ছিলাম আমার এক জুড়ো ম্যাচের কথা যেটা মাত্র দশ সেকেন্ডেই জিতে নিয়েছিলাম আমি...'

'বিশ্বাস করুন, দাদু,' অনেক কষ্টে হাসি ধরে রেখে বলল বেনজামিন, 'আমি আসলেই অনেক চাচ্ছি এখানে বসে থাকতে। কিন্তু আমার...এরর...বেশ কিছু কাজ বাকি আছে...এড়ানো সম্ভব নয় দাদু...তবে...আমি অন্য কাজে এসেছি এখানে। আপনার কাছে কি দুই মিনিট টাইম হবে?'

গ্লোসারি দাদু ব্যস্ত ভঙ্গীতে উঠে এলেন। এরপর তার ফ্যান এবং ফলোয়ারদের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে মাঠের এক কোণের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন, যেখানে আর কেউ ছিল না। 'বলো, বেনজামিন।'

'আসলে...একটা ব্যাপার আমাকে মাঝে-মাঝে ভাবিয়ে তোলে,' বেনজামিন বলল। 'আমি প্রশ্নটা আপনাকে করবো-করবো করে কখনো করা হয়ে উঠেনি।'

'কী প্রশ্ন?'

'ওয়েল...যখন বইটা আমাকে...মানে...আমার ঐ পাশের জগতের অস্তিত্বকে সবকিছু দেখাল, তখন আমি দেখেছিলাম যে, আনিকার দাদু ওকে বলেছিলেন যে আনিকার মাঝে বইকে জীবন দেয়ার ক্ষমতাটা আছে। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'কিন্তু উনি ভুল ছিলেন, তাই না?' বেনজামিন বলল। 'আনিকার মাঝে ঐ ক্ষমতাটা ছিল না...ইউ নো...বই এর মাঝে জীবন সঞ্চার করার ক্ষমতা। ওটা কেইডেন ল্যাংস্টনের মাঝে ছিল, তাই না? তার মানে, আনিকার দাদু ভুল ছিলেন।'

BanglaBook.org

সার্কোফ্যাগাস কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। মাথার ভেতর বক্তব্যগুলোকে সাজিয়ে নিচ্ছেন হয়তো।

'উনি সঠিক ছিলেন না তোমাকে কে বলল?' উনি তার ভ্রু তুললেন।

'কিন্তু...আনিকা তো পারেনি...ল্যাংস্টন পেরেছিল, এবং আনিকার দাদু সেটা বুঝতে পারেননি কখনোই...'

'তোমার কি ধারণা এই ধরনের ক্ষমতা নিয়ে যারা জন্মায়, তারা সবাই একটা করে এমন বই লিখে যেতে পারে?'

বেনজামিন ইতস্তত করতে লাগল। ব্যাপারটা সেও ভেবেছে অনেক, কিন্তু কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পায়নি।

'না, পারে না,' বুড়ো সার্কোফ্যাগাস নিজেই উত্তর দিলেন। 'আনিকার ক্ষেত্রেও তেমনই হয়েছিল। ওর ভেতর জন্মগত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সে ওটাকে ব্যবহার করে যেতে পারেনি। তাছাড়া, ও কখনো চেষ্টাও করেনি। ও এই ক্ষমতাটাকে ঘৃণা করতো।'

'কিন্তু আনিকার দাদু...'

'হ্যাঁ, উনি ল্যাংস্টনের ব্যাপারে ভুল ছিলেন,' সার্কোফ্যাগাস এক হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন। 'রাইটার্স প্রাইড বলে একটা কথা আছে। উনার নিজস্ব অহংকার আর অহমিকা উনাকে অন্ধ করে রেখেছিল। উনি যখন দেখলেন যে এমন কেউ একজন আছে যে তার মতোই...কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো তারচেয়েও ভালো লেখার ক্ষমতা রাখে, তখন উনার মস্তিষ্ক এটা মেনে নিতে রাজি ছিল না। আর তাই, ল্যাংস্টনকে অতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি তিনি।'

'উনি নিজের নাতনির ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন ঠিকই...' বেনজামিন উনাকে মনে করিয়ে দিল।

'আনিকার লেখনী ক্ষমতাকে উনি খুশি মনেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কারণ, সে উনারই রক্ত ছিল। উনার নিজের বংশধর। অতএব, আনিকার অসাধারণ লেখনী ক্ষমতাটা উনার কাছ থেকেই প্রাপ্ত, এটা ভেবেই উনি পুলকিত ছিলেন।'

হালকা বাতাস বইছে মাঠ জুড়ে, আশেপাশের গাছগুলোকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে। বাতাসের ফিসফিস ধ্বনির ভেতর গোসারি দাদুর গলা ভেসে আসছে নিয়মিত বিরতিতে। 'কিন্তু আনিকার দাদু সরাসরি মেনে না নিলেও, উনার মস্তিষ্কের যুক্তিবাদী অংশটা ঠিকই জানতো ল্যাংস্টনের ক্ষমতাটার কথা। আর তাই, উনি মনে-মনে চিন্তিত ছিলেন যে হয়তোবা তার নাতনী সফল হবে না। কিংবা তার আগেই কেইডেন এটা করে ফেলবে। উনি চেয়েছিলেন এই ক্ষমতাটা কেবল তার বংশধরদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকুক। আর তাই, আনিকাকে দেয়া ঐ চিঠিতে উনি ল্যাংস্টনকে সাথে আনতে নিষেধ করেছিলেন।'

'ইটস ইনসেইন!'

BanglaBook.org

'উনাকে খুব বেশি সুস্থ মনে হয়েছে তোমার?' সার্কোফ্যাগাস পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। বেনজামিন জবাব না দিয়ে মিষ্টি করে হাসল। গ্রোসারি দাদু উনার উত্তর পেয়ে গেলেন সাথে-সাথে।

'তবে এখানে এমন একটা ব্যাপার আছে, যেটা তুমি এখনো জানো না,' গ্রোসারি দাদু বেশ সিরিয়াস ভঙ্গীতেই বললেন। 'আর তুমি যদি আজ এই প্রশ্নটা না করতে, তাহলে হয়তো কথাটা তোমাকে কখনোই বলা হতো না।'

'কী কথা?'

বড় করে শ্বাস নিলেন ভ্যালহার্টো ফ্লুরেসেন্টিকো সার্কোফ্যাগাস। 'গ্রোসারি হওয়ার সুবাদে অন্য বইগুলোর সাথে আমার যোগাযোগ হয়, এটা তোমাকে আগেও বলেছি আমি। তাই না? ওদের সাথে কথা বলে আমি এমন কিছু জেনেছি যেটা রীতিমতো গা শিউরে উঠার মতো ব্যাপার। যদিও ব্যাপারটা আমার আন্দাজ...কিন্তু আমার ধারনা...আমি সঠিক...বরাবরের মতোই।'

'কী ধরনের ব্যাপার?'

'বইয়ের ভেতর প্রাণ সঞ্চার করাটা কিন্তু শুরু হয়েছে কয়েক হাজার বছর আগে। ঠিক কখন, কার হাত ধরে, আমি জানি না। হয়তো সেই জগতটা এখন আর নেই, হয়তো মিলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর ইতিহাস যে হাজার বছর আগের, এটা আমি নিশ্চিত,' সার্কোফ্যাগাস বলতে থাকলেন। 'বর্তমানে পুরো দুনিয়াতে এমন বইয়ের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি একটা নেই। তবে এরকম একটা বইয়ের অবস্থান আর আরেকটা বইয়ের অবস্থানের মাঝে কিন্তু অন্তত কয়েকশ মাইল পথের দূরত্ব থাকে। এবং সেটা এমনি-এমনি নয়।'

'মানে?'

'মানে হচ্ছে,' গ্রোসারি বুড়ো বলতে থাকলেন, 'এ ধরনের একটা জগত অপর জগতকে তীব্রভাবে আকর্ষন করে। এবং যদি তাদের মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় না থাকে, যদি তারা পরস্পরের আকর্ষন সীমার ভেতর পড়ে যায়, তাহলে ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে যাবে।'

'যেমন?'

'যেমন, দুই জগত যদি পরপস্পরের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, তাহলে তারা একের সাথে অন্যজন একীভুত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা জগত তৈরি করবে, যেটা পুর্ববর্তী জগত দুইটির চেয়েও আয়তনে অনেক-অনেক বিশাল হবে। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, সৃষ্ট নতুন জগতের আকর্ষন ক্ষমতা আগের দুইটা জগতের আকর্ষন ক্ষমতার যোগফলের চেয়েও দশগুন বেশি হবে। আর সমস্যাটা এখানেই।'

বেনজামিন ঢোঁক গিলল। ও মনে-মনে ভাবার চেষ্টা করল যে পুরো ওটিয়োসাস সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের সাথে একীভূত হয়ে যাচ্ছে...ব্যাপারটা ভাবতেই ওর পেটের ভেতরটা যেন কে আঁকড়ে ধরে ফেলল।

BanglaBook.org

'আর যখন একীভূত জগত একবার তৈরি হয়ে যায়, তখন একটাবার ভাব যে কী-কী হতে পারে। দুই জগতের অধিবাসীদের দূর্দশার কথা নাহয় বাদই দিলাম...এর বাইরেও অনেক সমস্যা আছে।'

'আর কী সমস্যা হতে পারে?' বেনজামিনের গলাটা ভাঙ্গা শোনাচ্ছে এখন।

'একীভূত জগতের আকর্ষন ক্ষমতা জ্যামিতিক হারে বেড়ে যায় বলেছিলাম। তার মানে, সে তার থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে থাকা কোনো জগতকে আকর্ষন করে নিজের ভেতর টেনে নেবে। এরপর তিনটে জগত মিলিত হয়ে আরো বড় জগত হবে...সেটার আকর্ষন ক্ষমতা হয়ে যাবে ঐ তিন জগতের মিলিত আকর্ষন ক্ষমতার দশগুণ, ফলে খুব সহজেই, সেটা তার থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে থাকা জগতকে গিলে ফেলবে...এরপর সেগুলো মিলে আরো একটি একীভূত জগত তৈরি করবে, যার আকর্ষন ক্ষমতা...'

'স্টপ...স্টপ...প্লিজ!' বেনজামিন নিজের মাথাটা শক্ত করে চিপে ধরে রাখল। 'আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে আপনার কথা শুনে।'

'না হলেই অবাক হতাম,' গ্লোসারি বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। 'মজার ব্যাপার হচ্ছে, ব্যাপারটা এখানেই শেষ হতো না। এর চেয়েও ভয়াবহ কিছু হতো।'

'আরো ভয়াবহ?' ঢোঁক গিলল বেনজামিন। বইয়ের জগতগুলো একীভূত হওয়ার চেয়ে ভয়াবহ কিছু থাকতে পারে, এটা সে ভাবতেই পারছে না।

'হ্যাঁ,' সার্কোফ্যাগাস বললেন। 'বইয়ের ভেতরের সমস্ত জগতকে একীভূত করে নিয়ে অসম্ভব শক্তিশালি এক জগত তৈরি হতো তখন। আর এরপর, সেই জগত আমাদের অপর পাশের জগতকে চ্যালেঞ্জ করা শুরু করে দিত। যুদ্ধে লিপ্ত হতো। তাকেও নিজের ভেতর নিয়ে নিতে চাইতো। ভয়ংকর-ভয়ংকর ব্যাপার ঘটতো তখন, যেটা, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

'আর তাই, আমাদের অপর পাশের প্রকৃতি চায় না যে এমনটা হোক। আর সে জন্যেই, বই এর মাঝে সৃষ্টি হওয়া দুটি জগত যদি পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সে যেকোনো এক জগতকে সৃষ্টির আগেই সরিয়ে দেয়। মুছে দেয় দুনিয়া থেকে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে।'

'এবং এই কারণেই, ল্যাংস্টনের স্ত্রী আনিকাকে অদ্ভুত উপায়ে চলে যেতে হয়েছিল,' সার্কোফ্যাগাস বললেন। 'কারণ, আমাদের অপর পাশের জগতটা জানতো যে একই ঘরে একসাথে বাস করছে এমন দু'জন মানুষ, যাদের দুইজনের হাতেই আছে ভয়াবহ ক্ষমতা। আর এই শক্তিটা চায়ই ধরা দিতে, উপযুক্ত মুল্য নিয়ে অবশ্যই। কিন্তু যেকোনো মূল্যে সে চায় প্রকাশ পেতে। জলের গভীর থেকে জলের পৃষ্ঠে উঠে আসতে।'

বেনজামিন উইলোবি চুপচাপ শুনে যাচ্ছে সব। গ্লোসারি দাদুর কথাগুলো অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এরপরেও...ওগুলো মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায়

BanglaBook.org

নেই। সে যার সাথে কথা বলছে এখন, সে এই পাশের এবং অপর পাশের সমস্ত জগত সম্পর্কেই অগাধ জ্ঞান রাখে।

'এবং অপর পাশের প্রকৃতি জানতো যে কী হতে যাচ্ছে,' গ্লোসারি বুড়ো বলতে থাকলেন। 'সে জানতো যে এমন এক সময় আসবে যখন ল্যাংস্টন আর আনিকা দুইজনেই তাদের ক্ষমতার সর্বোচ্চ শীর্ষটা ব্যবহার করবে–নিজেদের অনিচ্ছায় অবশ্যই। কিন্তু ঘুরে-ফিরে কথা একই। ওদের কারণেই সৃষ্টি হবে সম্পূর্ণ নতুন দুটি জগত, যেগুলো পরস্পরের অতিরিক্ত কাছে থাকবে–একই ছাদের নিচে। আর সেটা যদি একবার হতো, তখন তারা একীভূত হয়ে যে শক্তিশালি জগতটা তৈরি করতো, সেটা সৃষ্টি হওয়া মাত্রই তার সবচেয়ে কাছে থাকা অপর জগতকে শুষে নিত–আনিকার দাদুর মাধ্যমে জীবন পাওয়া সেই জগত। আর এরপর, সেই একীভূত জগতকে থামানো কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না। সে একের পর এক জগতকে গ্রাস করতো। ওপাশের প্রকৃতি চায়নি তার প্রতিযোগি তৈরি হোক। চায়নি তার ধ্বংসের সূচনা হোক। আর আমার ধারণা...যা কিছুই হয়েছে আমাদের সাথে...সেটা এই কারণেই হয়েছে। কারণ, অপর পাশের জগতটি যেকোনো মূল্যে নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখার চেষ্টা করছিল। এবং সে সফল হয়, যখন আনিকা মারা যায়।'

'তারপরেও সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল আমাদের এখানকার জগতের হস্তক্ষেপের কারণে। কিন্তু আনিকা বই থেকে বেরিয়ে গিয়ে ল্যাংস্টনেরই ক্ষমতা দিয়ে বইটা শেষ করার মাধ্যমে একই রকম আরেকটি জগত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাকে বন্ধ করে দেয়। আর যেহেতু এই ধরনের ক্ষমতা যাদের ভেতর আছে, তারা স্রেফ একবার নিজেদের ক্ষমতাটা ব্যবহার করতে পারে, এবং একই বইতে ল্যাংস্টন আর আনিকা দুইজনেই নিজেদের ক্ষমতাটা ব্যবহার করে ফেলেছে, তাই একই ছাদের নিচে আরো একতি জগত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও মুছে গিয়েছে। ব্যাপারটা ভালোয়-ভালোয় শেষ হওয়ায় ওপাশের জগতটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল নিশ্চয়ই।'

বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথাই বলল না। কিছুটা দূরে মাঠটার এক পাশে আড্ডা দিচ্ছেন বেনজামিনের বাবা মিষ্টার জর্জ, আংকেল অ্যালেক্স, শ্যারিন ম্যাম সহ আরো অনেকেই। বেশ গম্ভির আড্ডা হচ্ছে ওখানে–সাধারণত বড়দের আড্ডা যেমন হয় আরকি।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে নদীর তীর দেখা যাচ্ছে। তীরে দাঁড়িয়ে থাকা সারিবদ্ধ নারকেল গাছগুলো ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন কাঁপছে। গাছের ছায়ায় মাদুর পেতে বসে আছে একটি মেয়ে...একা। স্ট্র দিয়ে চুকচুক করে ডাবের পানি খেয়ে যাচ্ছে একটানা। পাশেই আরো দুটো ডাব রাখা।

'আমার ফ্যানরা খেপে উঠেছে এতক্ষণে,' গ্লোসারি দাদু হঠাত বলে উঠলেন। 'আমার এখন যাওয়া উচিত। খুব মজাদার গল্প শোনাচ্ছিলাম ওদেরকে। তুমি চাইলে জয়েন করতে পারো আমাদের সাথে...'

BanglaBook.org

'আসলে...' বেনজামিন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না আর, এবং এরপরেই ওর অজুহাতটা মাথায় এলো, 'আমার কারো সাথে দেখা করা দরকার। খুব দরকারি। পরে দেখা হবে, দাদু।'

গ্রোসারি দাদুকে বিদায় জানিয়ে বেনজামিন এগিয়ে যেতে থাকল নদী তীরের সারিবদ্ধ নারকেল গাছগুলোর দিকে। মাদুর পেতে বসে থাকা মেয়েটার দিকে পা টিপেটিপে এগিয়ে গেল ও। খুব কাছাকাছি গিয়ে নিজেকে ভয়ংকর, রক্তখেকো প্রাণী হিসেবে কল্পনা করল সে, তারপর গর্জন করে উঠল।

'রোওওওও...'

চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়েই হাতে থাকা অর্ধেক পানি-ভর্তি ডাবটাকে সজারে ছুঁড়ে মারল এলিসিয়া উইলোবি। ওটা বেনজামিনের কপালের সাথে লেগে ঠকাস করে একটা শব্দ হলো, আর সেই সাথে ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল ডাবের পানি।

'উপস...' এলিসিয়া মুখে হাত দিয়ে বলল, ব্যাপারটার জন্যে একদম প্রস্তুত ছিল না সে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে অট্টহাসি দিয়ে উঠল সে। 'ইউ আর সোওওওও ফানি, কাজিন।'

এই পাঁচ বছরে এলিসিয়ার ভেতর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগের সেই পিচ্চি-পিচ্চি ভাবটা একদম নেই। সেটা সরে গিয়ে পরিপূর্ণতার ছোয়া লেগেছে ওর ভেতর। তবে একটা ব্যাপার এখনো যায়নি ওর–স্বভাবসুলভ দুষ্টুমিটা। ইনফ্যাক্ট, ওটা এলিসিয়ার ট্র্যাডমার্ক।

'এন্ড ইউ আর নট-সো-ফানি,' পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে-মুছতে বলল বেনজামিন। 'আমি এখানে এসেছিলাম তোর সাথে একটু আড্ডা দেব বলে, তোর আপকামিং বার্থডেতে কী উপহার দেয়া যায়, সেটা নিয়ে আলোচনা করতে। আর তুই? নাহ, আড্ডা দেয়ার মুডটাই নষ্ট করে দিয়েছিস তুই।'

এলিসিয়া তড়িঘড়ি করে মাদুরের উপর পড়ে থাকা আরেকটা ডাব এ স্ট্র ভরে দিয়ে ওটা জোর করে তুলে দিল বেনজামিনের হাতে। এরপর ওকে একরকম জোর করে টানতে-টানতে নিয়ে বসিয়ে দিল মাদুরের উপরে।

'মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তো, না?' আশংকা নিয়ে জিজ্ঞেস করল এলিসিয়া উইলোবি। 'তুই চাইলে কপালটা ম্যাসেজও করে দিতে পারি আমি।'

ওর দিকে বক্র চোখে তাকাল বেনজামিন; ও কী ভাবছে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে না। 'নাহ, থাক। আর ঢং দেখানো লাগবে না তোর।'

এরপর ওরা বেশ কিছুক্ষণ বসে-বসে গল্প করল। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে লাগল দুজনেই।

'জানিস, এখনো মাঝরাতে দুঃস্বপ্নের ভেতর ক্রাপনিকটা হানা দেয়,' এলিসিয়া বলল। 'ঐ গুহায় যা হয়েছিল...আমার মনে হয় না সেটা আমি কখনো ভুলতে পারবো।'

BanglaBook.org

হাহ করে শ্বাস ফেলল বেনজামিন। 'তোর কপাল ভালো যে ঐ গুহাটায় একটা এয়ার স্পিরিট, এরিয়াস বাস করতো। যদি ওটা ওখানে না থাকতো...অথবা তুই যদি সময় মতো ওর উপস্থিতি বুঝতে না পারতি...'

'অথবা তুই যদি মিথলোজির বইটা আমাকে উপহার হিসেবে না দিতি...' এলিসিয়া ওকে মনে করিয়ে দিল। 'আমি আমার জীবনের জন্যে তোর কাছে সব সময়ই কৃতজ্ঞ থাকবো, বেনজামিন। ইউ আর দ্য বেষ্ট কাজিন এভার।'

ততক্ষণে দ্বিতীয় ডাবটার অর্ধেকটা নিজের ভেতর শুষে নিয়েছে বেনজামিন। ওটাও এলিসিয়ার বদৌলতেই পাওয়া। 'ইউ আর বেষ্ট কাজিন ঠু।'

চোখের নিমিষে অর্ধেক পান করা ডাবটা থেকে পানি ছলকে বেরিয়ে এসে এলিসিয়ার মুখ, চুল আর জামা-কাপড় ভিজিয়ে দিল।

'তুই...তুই একটা অসভ্য, ইতর আর ছোটলোক ধরনের প্রাণী...' চেঁচিয়ে উঠল এলিসিয়া, এরপর ওকে সমানে পেটাতে লাগল। 'আমার দেখা সবচেয়ে বাজে আর বদমাশ কাজিন হচ্ছিস তুই...বেনজামিন উইলোবি...'

নদীর তীরে দুই কাজিনের মারমারি আর চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছি বেশ জোরেশোরেই। প্রায় কয়েক হাজারতম বারের মতো দৃশ্যটা দেখতে-দেখতে বিরক্ত সূর্যটা হাই তুলতে-তুলতে ডুবে গেল নদীর জলে।

***

পূর্নিমার আলোয় আলোকিত নদীর রুপালি জল চিকচিক করছে, তার বুকে খেলা করছে শান্ত এক ঢেউ। খানিকটা দূরে দেখা যাচ্ছে ওটিয়োসাসের দুই নদীর মিলনস্থল। লক্ষ-লক্ষ তারা বুকে নিয়ে আকাশটা যেন তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

বালুকাবেলায় বসে আছে বেনজামিন উইলোবি, কোলে ওর একমাত্র ভাই। আজ ওর এক বছর পুরণ হয়েছে। গোটাদিন বাসায় এত অতিথি এসেছে যে ও বেশ ঘাবড়েই গিয়েছে। কোনোমতে কেকটা কেটেই হাউমাউ করে কান্নাকাটি করা শুরু করে দিয়েছে ও। আর তাই, ওকে নদীর খোলা হাওয়ায় নিয়ে এসেছে ও। কোলাহল থেকে দূরে থাকতে বেশ পছন্দ শিশুটার।

এক মনে নিজের অতীতের কথা ভাবছিল বেনজামিন। আজ সবাই এসেছিল এখানে, শুধু একজন বাদে–আনিকা জুলফিকার। মেয়েটার হঠাত করেই গায়েব হয়ে যাওয়া নিয়ে পুরো ওটিয়োসাসে নানান রকমের গাল-গল্প ছড়িয়েছিল তখন। বেশিরভাগ লোকেই জানতো না ওদের সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চারের কথা। তখন সরকারের তরফ থেকে পুরো সত্যটা সবাইকে জানানো হয়েছিল। তারপর হেনা যেদিন ওটিয়োসাসের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়েছিল ওর আগমনের দিন, সেদিন থেকেই সবাই জানে যে কিভাবে ওটিয়োসাসের জন্যে আনিকা নিজেকে উৎসর্গ করেছে। এমনকি শহরের চৌরাস্তার মোড়ে পল জোডিয়্যাকের মূর্তিটার পাশে এখন আনিকার বড়-সড় এক ভাস্কর্য শোভা

BanglaBook.org

পাচ্ছে। ওটার পাদদেশে আনিকার সংক্ষিপ্ত জীবনী আর ওর সাহসিকতার বর্ননা দেয়া আছ।

তবে ও হেনার কাছে কৃতজ্ঞ, আনিকার সম্পর্কে পুরো সত্যটা ওটিয়োসাসের বাসিন্দাদের না জানানোর জন্যে। যদি তারা সেটা জানতো, তাহলে যে মেয়েটার অসাধারণ সাহসিকতায় ওটিয়োসাস মুক্তি পেয়েছে, স্বাধীন হয়েছে, সেই মেয়েটিকেই তারা মাটিতে নামিয়ে আনতো নিমিষেই।

আনিকার কথা ভাবতেই খারাপ লাগা শুরু হলো ওর। খুব অল্প সময়েই ওর আর এলিসিয়ার খুব আপন হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। ওকে ওরা সবাই অনেক মিস করবে।

ওর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে দিয়ে অকস্মাৎ গুমগুম শব্দ হলো আকাশের গায়ে, যেন মেঘ ডাকছে গম্ভীর স্বরে। সাথে-সাথে এক ঝলক বজ্রপাত কাঁপিয়ে দিল পুরো দুনিয়াকে।

বেনজামিনের ছোট ভাইটা খিলখিল করে হেসে উঠল–সম্ভবত ব্যাপারটা ওর পছন্দ হয়েছে। ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল বেনজামিন।

আর ঠিক তখুনি, ওটা হলো।

বাচ্চাটার চোখগুলো মুহূর্তের জন্যে অঙ্গারের ন্যায় জ্বলে উঠল, যেন একটা মোমবাতি, যেটা এক সেকেন্ড এর জন্যে জ্বলে উঠেই বাতাসের ধাক্কায় আবার নিভে গিয়েছে।

তীব্র আলো এসে আবারো ঝলসে দিল আকাশটাকে। অনেক উপর থেকে বজ্রের মতো গলায় কেউ একজন বলে উঠল, *'হেলো, ব্রাদার।'*

একই সাথে প্রচণ্ড অবাক এবং আনন্দের আতিশয্যে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল বেনজামিন। ছোট্ট শিশুটা তখনো খিলখিল করে হেসে চলেছে।

ড্রাগোমিরের শেষ ইচ্ছা তাহলে পুরণ হয়েছে!

BanglaBook.org

গ্লোসারি (ভ্যালহার্টো ফ্লুরেসেন্টিকো সার্কোফ্যাগাস)

বইটিতে ব্যবহৃত বেশ কিছু টার্ম, ম্যাজিকেল আর্টিফেক্ট, ডার্ক ক্রিয়েচার, দানব, ডিমন এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের বিবরণ:

অ্যালকাইরি: ডার্ক ওটিয়োসাসের বাসিন্দা। ওরা ঝগড়াটে, কলহপ্রিয় এবং ভয়াবহ রকমের কনফিউজড চরিত্র। সেই সাথে অসম্ভব রকমের বোকাটে এবং ভিতু।

লোভ, হিংসা, কলহ-মুখরতা, বোকামি, কনফিউশান, সন্দেহ, ভয়, এই সাতটি বৈশিষ্ট্য নিয়েই সৃষ্টি ওরা। ইয়েস, দে আর ডিমনস, বাট নট লাইক আওয়ার এভ্রি ডে ইভলস।

ইনস্ট্যান্ট টেলিপোর্টার: খুবই দুর্লভ ম্যাজিকেল আর্টিফ্যাক্ট। এই অবজেক্ট যেকোনো সময় প্রায় যেকোনো যায়গার সাথে টেলিপোর্টেশান নেটওয়ার্ক তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। এটা তার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সর্বনিম্ন পাঁচ জন থেকে সর্বোচ্চ বিশ জন পর্যন্ত উইজার্ডকে টেলিপোর্ট করতে পারে। যদিও এটার কাজ শুনে মনে হতে পারে এটি খুবই প্রয়োজনীয়, কিন্তু ওটিয়োসাসের জাদুকরেরা এটিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। কারণ, ওরা নিজেরাই পোর্টাল তৈরি করতে পারে নিজস্ব স্পিরিচুয়াল পাওয়ার দিয়ে।

ইনসিডিয়েটর: ওটিয়োসাসের জঙ্গলগুলোতে বসবাসকারী এসাসিন এবং হান্টার। নাইদার গুড, নর ইভল। ওরা শিকার করতে পছন্দ করে, সেই সাথে স্বর্ণের বিনিময়ে যেকোনো কাজ করতে রাজি হয়।

এবং ওদের সাহায্য চাইতে হলে আগে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়, এরপর কিছু রিচুয়াল সম্পন্ন করতে হয়। তারপর তারা সামনে আসে, এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক হাঁকতে শুরু করে দেয়।

এরিয়াস: ওটিয়োসাসের চারজন এয়ার ইলিমেন্টাল। ওটিয়োসাসের একদম আদিতে ওদের জন্ম। এই চারজন জন্মের পরপরেই শপথ নিয়েছিল যে তারা ডার্কনেস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আজীবন। এবং সেই সাথে এও শপথ নিয়েছিল যে যদি কোনো ভালো উইচ বা উইজার্ড অন্ধকারকে জয় করার জন্যে তাদের সাহায্য চায়, এবং তারা যদি তখন আশেপাশেই থাকে, তবে অবশ্যই তারা সাহায্য করবে।

আর সে জন্যেই–যদি ওরা তখন আশেপাশে থাকে–তো বিপদে পড়া উইজার্ডদের কানে-কানে এসে ফিসফিস করতে থাকে। জিজ্ঞেস করতে থাকে যে তাদের সাহায্য লাগবে কিনা–কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে, তারা একমাত্র তখনই সাহায্য করতে

BanglaBook.org

পারে, যখন কেউ তাদের কাছে সাহায্য চায়। আর, সম্ভবত...পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলার জন্যেই ওরা ওটিয়োসাসের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষাটা ছাড়া আর কোনো ভাষাই বোঝে না!

কম্প্রেসিং বক্স: বেশ দরকারি ম্যাজিকেল আর্টিফ্যাক্ট যেখানে কোনো বস্তু রাখলে সেটি আকারে ছোট হয়ে যায়। উইজার্ডরা যাত্রা পথে থাকাকালীন অতিরিক্ত বোঝা বহন করার ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্যে কম্প্রেসিং বক্স এ প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র রেখে দেয় এবং যখন দরকার হয়, তখন শুধু সামোনিং চার্মটা উচ্চারণ করার মাধ্যমেই বস্তুটা হাতে পেয়ে যায়।

তবে হ্যাঁ, এর মানে এই নয় যে আপনি একটি পিয়ানোকে কম্প্রেসিং বক্স এর ভেতর লুকিয়ে রাখার ফন্দি করবেন। নো ওয়ে!

কাপ্পা: ডেডলি ওয়াটার ডিমন, যে নির্জন জলাশুলোতে বসবাস করে। ওর মুখটা পাখির ঠোঁটের মতো। পিঠে কচ্ছপের মতো খোলস আছে। কাপ্পার জলায় যে একবার নামে তাকে সে টেনে নিয়ে যায়, এরপর জলের গভীরে নিয়ে গিয়ে প্রাণীটির লাংস, কিডনি, হার্ট এসব টেনে বের করে খেতে থাকে। তার ধারণা এগুলো তাকে দীর্ঘায়ু দেবে। সম্ভবত, এটাই ওর দীর্ঘ জীবনের রহস্য।

ওকে পরাস্ত করার পদ্ধতিটা অসাধারণ এবং ইউনিক। আর সেই সাথে...যথেষ্ট বিব্রতকর। যাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার নাম একটি কিউকাম্বার এর গায়ে লিখে ওর দিকে ছুঁড়ে দিতে হয়। কাপ্পা তখন মানুষটিকে ছেড়ে কিউকাম্বার এর দিকে মনোযোগ দেয়। তবে সেই মনোযোগ বেশিক্ষণ থাকে না। অতএব, সে ছেড়ে দেয়া মাত্রই বোকার মতো হা করে তাকিয়ে না থেকে শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে দৌড় দেবেন। গট ইট?

ক্রাপনিক: ডার্ক ওটিয়োসাসের সবচেয়ে গভীর এবং অন্ধকার তম কূপে বসবাস এই ড়িমনের। ওর শরীরের দুটি অংশ: ভেতরের অন্ধকার, যেটি সৃষ্টি হয়েছে ডার্ক ওটিয়োসাসের সবচেয়ে গভীর কূপের তমসা থেকে। এই তিমিরকে ঘিরে আছে অগ্নির আবরণ, যা অবিরাম জ্বলতে থাকে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওর অগ্নি তার চারপাশের কোনো কিছুকেই আলোকিত করে তোলে না-এমনকি তার ভেতরের অন্ধকারকেও নয়। এই অগ্নি যেকোনো আলোকে শোষণ করে নেয়, ফলে ভেতরের অন্ধকার কখনোই দূর হয় না।

ক্রাপনিককে কোনো অস্ত্র দিয়েই হত্যা করা সম্ভব নয়। ম্যাজিক ওর বিরুদ্ধে কোনো কাজই করবে না, কারণ, ওর আগুন সমস্ত ম্যাজিককে শুষে নেয়।

ওকে হত্যা করতে হলে অবশ্যই ওর শরীরের আগুন নিভিয়ে দিতে হবে। কিন্তু, এই আগুন ম্যাজিক চার্ম দিয়ে ডেকে আনা ঝড়ের সামনেও মাথা নত করে না। এমনকি কয়েক গ্যালন পানির তীব্র স্রোতও তাকে নেভাতে পারে না।

BanglaBook.org

তার আগুন একমাত্র এয়ার স্পিরিট, এরিয়াসরাই নেভাতে সক্ষম। আর ওর ডার্কনেস দূর করতে হলে প্রয়োজন অনেক-অনেক স্পিরিচুয়াল এনার্জি। কিন্তু সেটা করলে অতিরিক্ত স্পিরিচুয়াল এনার্জি ব্যবহার করে ফেলার কারণে আপনার মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি–যদি না আশেপাশে খুবই শক্তিশালী কোনো হিলার থাকে।

গ্লাসারি দাদু: নো কমেন্ট।

ট্যান্টিবাস: ছোট-খাটো এক ধরনের ডিমন, যারা রাতের বেলা ঘুমন্ত মানুষের বুকের উপর চেপে বসে দু:স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে দেয়। স্বপ্নটি এতটাই শক্তিশালী হয় যে মানুষ বুঝতেই পারে না যে তার সাথে যা হচ্ছে, সেটি বাস্তব নয় মোটেও। সে তখন নিজের সবচেয়ে ভয়াবহ আতংকের মুখোমুখি হয়, যেখানে তাকে সাহায্য করার কেউই থাকে না।

এভাবে মাসের পর মাস ঘুমিয়ে থাকার পর ধীরে-ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে মানুষটি।

কিন্তু ট্যান্টিবাস কখনোই যুক্তি বোঝে না, এবং সে মিস্টার পারফেক্টও নয়। আর তাই, সে দু:স্বপ্ন দেখানোর জন্যে যখন চারপাশের ইলিউশানটা তৈরি করে, তখন সেখানে বেশ কিছু খুঁত থেকে যায়। আর তাই, ওর ম্যাজিক থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে, বিপদের ভেতর মাথা ঠাণ্ডা রেখে যুক্তি দিয়ে চারপাশটাকে পর্যবেক্ষণ করা। অবশ্যই সেখানে খুঁত চোখে পড়বে। আর যখন পড়বে, তখন নিজেকে বোঝাতে হবে যে আপনি যা দেখছেন, সেটা স্রেফ স্বপ্ন, বাস্তব নয়। আর যেই মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটি স্রেফ দু:স্বপ্ন, সেই মুহূর্তে ট্যান্টিবাসের ম্যাজিক ভেঙ্গে যাবে আর আপনি জেগে উঠবেন।

এন্ড প্লিজ, ডোন্ট ফ্রিক আউট। কারণ, জেগে উঠেই আপনি দেখবেন যে আপনার বুকের উপর বসে আছে বামন আকৃতির লাল চোখের এক ডিমন যার ফ্যাশন সেন্স খুবই কম। তো...মানে...যা বলছিলাম...ঐ অবস্থায় তার সাথে আপনাকে কুস্তি লড়তে হবে। গুড লাক উইদ দ্যাট!

ট্রোপো কারমিনা: এক ধরনের রঙ্গিন পালকের পাখি, যে স্বর্গীয় সুরে গান গায়। কখনো সরাসরি কারো ক্ষতি করে না। কিন্তু কথিত আছে যে, ট্রোপো কারমিনার সঙ্গীত একবার যে শুনে, সে এরপর সারাক্ষণই ওর গান শুনতে চায়। ধীরে-ধীরে পাগল হয়ে উঠে মানুষটি। এবং এভাবেই, উন্মত্ত অবস্থায় মারা যায় সে।

আর এই কারণেই, ট্রোপো কারমিনা কখনোই কারো সামনে আসতে আগ্রহী নয়। এবং যখনই সে বুঝতে পারে যে কেউ তার গান শুনে ফেলেছে, সে পালিয়ে যায় সাথে-সাথে–পেছনে ফেলে যায় একজন অসুস্থ মস্তিষ্কের মৃত্যু পথ যাত্রী মানুষকে।

ডার্ক ওটিয়োসাস: মূল ওটিয়োসাস, বা হোয়াইট ওটিয়োসাসের মাটির অনেক নিচে অবস্থিত এক অন্ধকার জগত, যেখানে ইভল ক্রিয়েচারদের বসবাস। হোয়াইট ওটিয়োসাস আর ডার্ক ওটিয়োসাস পরস্পর থেকে পৃথক আছে একটি সূক্ষ্ম পর্দার

BanglaBook.org

মাধ্যমে। এই পর্দায় স্রেফ দুটো ছিদ্র আছে। অর্থাৎ ডার্ক ওটিয়োসাস আর হোয়াইট ওটিয়োসাসের সংযোগ পথ মাত্র দুটি। আর সে দুটো পথ খুব ভালো ভাবেই লুকোনো আছে, এবং সেগুলো হোয়াইট ওটিয়োসাস এর মূল শহর থেকে অনেক-অনেক দূরে অবস্থিত।

ফিনিক্স: লাল-সোনালি পালক বিশিষ্ট এক পাখি, যে এতটাই উজ্জ্বল যে ওকে দেখলে মনে হয় তার সারা শরীরে আগুন জ্বলছে। প্রায় পাঁচশত বছর বেঁচে থাকতে পারে ওরা। যখন মৃত্যুর সময় আসে, তখন ওরা নিজেই নিজেকে পুড়িয়ে দেয়, এরপর নিজের ছাই থেকেই পুনর্জন্ম নেয় আবার। আর তাই তাকে সিঞ্জ-বার্ড বা আগুন-পাখিও বলা হয়।

ফ্রিয়াস: ডোর অফ এক্সিট এর শেষ দরজাটির পূর্বে অবস্থিত বিশাল হল রুমে বসবাসকারী দানব। উচ্চতায় প্রায় ত্রিশ ফুট। যেকোনো নারী এবং পুরুষের অবসেশান বুঝতে পারে, এবং সে অনুযায়ী নিজের চেহারা এবং দেহের গঠন পরিবর্তন করে ফেলে–নিজেকে পরিণত করে অপূর্ব সুন্দরী কোনো নারী কিংবা পুরুষ এ। ওর সামনে থাকা শত্রু ওকে নিজের অবসেশান বা ড্রিম পার্টনার হিসেবেই দেখতে পায়। এবং কে না জানে, নিজের ভালবাসা আর দুর্বলতার সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে কঠিন কাজ নেই এ জগতে।

ব্যানশি: এ ডার্ক ফিমেল স্পিরিট অফ ডেথ। ব্যানশিকে মৃত্যুর লক্ষণ হিসেবে দেখা হয়, এবং মৃত্যুর পরবর্তী জগতের বার্তাবাহক মনে করা হয়। লিজেন্ড অনুযায়ী, ব্যানশি যখন কারো আশেপাশে গিয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়, তখন সেই লোকটির অবশ্যই মৃত্যু হয়।

অতএব, রাস্তা-ঘাটে হাঁটার সময় সাবধান! আশেপাশে যদি হুডি পরিহিত ক্রন্দনশীল নারী নজরে আসে, ঝেড়ে দৌড় দিন পেছন দিকে। ওর কান্না পুরোপুরি না শোনার কারণে হয়তো বেঁচেও যেতে পারেন!

ম্যানিটো: দ্য ফার্স্ট গার্ডিয়ান অফ এক্সিট। ম্যানিটো হচ্ছে দশ ফুট লম্বা, সহজ-সরল, কফি-খেকো মিনেটোর যে বই থেকে বের হওয়ার প্রথম রাস্তাটা পাহারা দেয়। ওর আবাসস্থল অবস্থিত ওটিয়োসাসের পূর্ব দিকের ভ্যালি অফ নেক্সাসে।

ল্যাট্রো: নির্জন বনভূমি, উপত্যকা বা জলার ধারে বাস করা প্রাণী। এরা ঘুমন্ত লোকের কাছে এসে মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে পালিয়ে যায়। এবং সেগুলো আর কখনোই ফেরত দেয় না। অতএব, নির্জন জায়গায় কখনোই ঘুমোবেন না। লুণ্ঠিত হয়ে যাবেন।

সারকপস: বানর এর মতো দেখতে এক লোমশ প্রাণী যার কাজই হচ্ছে মানুষের ছোট বাচ্চা চুরি করা। চুরি করা বাচ্চাগুলোকে আর কখনোই পাওয়া যায় না।

কেন সে বাচ্চা চুরি করে? আমি জানি না, কারণ আমি ওকে কখনোই জিজ্ঞেস করিনি। তবে আপনি চাইলে ওকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। যদিও মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে। কারণ সে গ্রওওওও ছাড়া আর কিছুই বলতে পারে না।

BanglaBook.org

সারবেরাস: গ্রীকদের আন্ডারওয়ার্ল্ড এর প্রবেশ পথের পাহারাদার তিন মাথাওয়ালা কুকুর। ওর মেজাজ সব সময়ই তিরিক্ষে থাকে এবং এই কারণেই চব্বিশ ঘণ্টা একটানা বেসুরো গলায় চেঁচাতে থাকে। আন্ডারওয়ার্ল্ড এর জব যে কারো মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট, এমনকি একটার যায়গায় যদি তিনটে হয়, তাও।

হিংক্রিপাংক: নির্জন রাস্তায় একাকী পথিক দেখলেই লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসে এই প্রাণীটি। এরপর পথ দেখাতে থাকে। নেভার-এভার ফলো-হিম! ইউ গট ইট? *নেভার!*

কারণ, ওকে অনুসরণ করলে আপনি অচিরেই নিজেকে চোরাবালির ভেতর আবিষ্কার করবেন। এরপর যেন বলতে আসবেন না যে আমি আপনাকে সাবধান করিনি।

হেলা: দ্য লাস্ট গার্ডিয়ান অফ এক্সিট। অসম্ভব সুন্দরী এই মেয়েটি একই সাথে ওটিয়োসাসের ওরাকলও বটে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG